পাটনের প্রভুত্ব

শ্রী কে. এম. মুন্সী

ইণ্টারন্যাশনাল প্রোজেক্টস্ এ্যাণ্ড এণ্টারপ্রাইজেস্ লিমিটেড
৫, মিশন রো, কলিকাতা-১

প্রকাশক :—
শ্রীসব্যসাচী ভৌমিক
ইণ্টারন্যাশনাল প্রোজেক্টস্ এ্যাণ্ড এণ্টারপ্রাইজেস্ লিমিটেড
৫, মিশন রো, কলিকাতা—১

প্রথম সংস্করণ—চৈত্র ১৩৫৮

মূল্য চার টাকা

মুদ্রক :—
শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়
এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড
৮১।১, ল্যান্সডার্উন রোড, কলিকাতা—২৬

পরিবেশক—
এম, সি, সরকার এণ্ড সনস্ লিঃ
১৪ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২।

ভূমিকা

গুজরাটের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান এত অল্প যে তাহা হইতে উপন্যাস রচনা অত্যন্ত কঠিন। তখনকার রীতিনীতি, কার্য্যপদ্ধতি অথবা ঘটনাবলী ইত্যাদির বিষয় অথবা সমসাময়িক ইতিহাসের পাতায় যাঁহারা নাম রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এত অল্প যে তাহা হইতে আর যাহাই হউক উপন্যাস রচনা সম্ভব নহে। কাজেই যদি সত্যসত্যই এইরূপ কোন উপন্যাস লেখা হয়, ইহা খুবই স্বাভাবিক যে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়ত সেই উপন্যাসের চরিত্রাবলীর সহিত ইতিহাসের পাতার সম্পূর্ণ মিল নাই। এই গ্রন্থে সেইরূপ কোন দোষ হইলে আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

এই উপন্যাসের অনেক চরিত্রই ঐতিহাসিক। ভীমদেব এবং বিমল শাহের ঐতিহাসিক খ্যাতি জগৎ-প্রসিদ্ধ। এখন যেখানে আমেদাবাদ তাহারই নিকট প্রাচীন কর্ণাবতী নগর অবস্থিত ছিল। এই নগর যিনি স্থাপনা করিয়াছিলেন সেই কর্ণদেবও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তাঁহার সহিত দক্ষিণ চন্দ্রপুরের মীনলদেবীর বিবাহ, বিচ্ছেদ এবং মুঞ্জালের প্রচেষ্টায় রাজা ও রাণীর পুনর্মিলন, এসবও ঐতিহাসিক ঘটনা। ক্ষেমরাজের ত্যাগ ও আপন পিতৃব্যের জন্য দেবপ্রসাদের স্বার্থত্যাগের কাহিনীর ঐতিহাসিক প্রমাণ রহিয়াছে। দেবপ্রসাদের মৃত্যু কী কারণে হইয়াছিল ইতিহাসের পাতায় তাহার কোন উল্লেখ নাই। গুর্জ্জর নৃপতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহের প্রতি শান্তিচন্দ্র, মুঞ্জাল এবং উদয়ের (শ্রেষ্ঠী শ্রীমালী) আনুগত্যের সাক্ষ্য ইতিহাসের পাতায় রহিয়াছে। কুমারপালের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত উদয়ই ছিলেন মহামন্ত্রী। মহারাজ কর্ণদেবের পর রাজকুমার জয়দেব ছিলেন পাটনের ভবিষ্যৎ নৃপতি। ইতিহাসের পাতায় তিনিও

সর্ব্বজন-পরিচিত। পাটনের অলঙ্কার ত্রিভুবনপাল ছিলেন জয়দেবের পরম বন্ধু। মদনপাল এবং লীলাধর বৈদ্যও ঐতিহাসিক চরিত্র। পাটনের জয়ধ্বজের উপর যে তাম্রচূড় ও কুক্কুট চিহ্ন অঙ্কিত থাকিত, বহু লিপিমালায় তাহার উল্লেখ রহিয়াছে। "তাম্রচূড়ধ্বজ" ছিল সিদ্ধরাজের নামের বিশেষণ।

এই উপন্যাস রচনায় আমার দুইজন বন্ধু, শ্রীঅম্বালাল সাহী ও শ্রীকুশল শাহ যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে এই কাজ হয়ত অসম্পূর্ণ থাকিত।

১৯১৬ইঃ

কে. এম মুন্সী।

পাটনের প্রভুত্ব

মুখবন্ধ

গুজরাটের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারে আবৃত। অতীতে বহুশত বৎসরের পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ এই দেশের পুরাতন কোন তথ্যই বর্ত্তমানে উদ্ধার করা যাইবেনা। গুজরাটে আজ নীরব শান্তি বিরাজ করিতেছে কিন্তু অতীতে এমন একদিন গিয়াছে যখন এই দেশ ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আজ এই দেশের উষর ক্ষেত্রে যথেষ্ট ফসল নাই, অরণ্যে বৃক্ষের সংখ্যাও অল্প, শ্যামল তৃণভূমির অভাব, সরোবর বারিহীন, কিন্তু অতীতে একদিন সারা দেশ জীবনের চাঞ্চল্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই দেশেরই মাটিতে একদিন ধ্বনিত হইয়াছে বিজয়ী বীরের রণহুঙ্কার, সাড়া দিয়াছে মানুষের মনের চেতনা ও ভক্তির আবেগ। গুজরাটকে বনস্পতি মহীরুহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। ইহার মূলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মযোগের আদর্শ, মহাকবি নর্ম্মদ ইহার শাখা প্রশাখা এবং মহাত্মা গান্ধী এই বৃক্ষের পুষ্প।

মধ্যযুগে গুজরাটের অধীশ্বর ছিলেন মহাবীর মূলরাজ সোলাঙ্কি। তাঁহারই পরাক্রমে অনহিলবাড় পাটনের নাম সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। চারিপাশের সমস্ত রাজ্যে পাটনের জয় পতাকা উত্তোলন করাই ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত এবং এই আদর্শে তিনি বহুলাংশে সফল হইয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি রাজকার্য্য ছাড়িয়া ধর্ম্ম ও পারলৌকিক চিন্তায় এত বেশী লিপ্ত হইয়া পড়েন যে উপযুক্ত

পরিচালনার অভাবে রাজ্য দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। এমন কি ধর্ম্মের এই গোড়ামি পুত্র চামুণ্ড ও পৌত্র দুর্লভসেনের মধ্যেও লক্ষিত হয়। ইহার পরিণামে সোলাঙ্কি বংশের সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা ভাঙ্গিয়া যায় এবং পাটন সামান্য একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়।

দুর্লভসেনের ভ্রাতা নাগরাজের যুবক পুত্র ভীমদেব যখন পাটনের সিংহাসনে আরোহন করেন তখন দেশের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। মুলরাজের শাসনকালে রাজ্যের রাজপুত প্রজারা যথেষ্ট ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠে। তাহারা প্রায়ই রাজ্যের চারিপাশে যথেচ্ছা লুঠপাট করিত এবং মোটামুটি এই অপহরণই ছিল তাহাদের জীবনের প্রধান কার্য্য। ইহার ফলে দেশে শৃঙ্খলা বলিয়া কিছু ছিল না। এই সময়েই গজনীর সুলতান মামুদ গুজরাট আক্রমণ করেন ও সমগ্র দেশ বিধ্বস্ত করিয়া দেন। সোমনাথের পবিত্র মন্দির ধূলিসাৎ হইয়া যায় ও সঙ্গে সঙ্গে গুজরাটের স্বাধীনতারও বিলুপ্তি ঘটে। ভীমদেব আপন প্রাণ লইয়া কচ্ছের কন্থকোটে পলায়ন করেন।

কিন্তু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র ভীমদেব ছিলেন না। তাঁহার বীরত্ব ও সাহস দুইই ছিল যথেষ্ট। সুলতান মামুদের গজনী প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্থানীয় বীর যোদ্ধাদের একত্র করিয়া দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। দেশের জৈন শ্রমণগণ মুসলমানের অত্যাচারে পূর্ব্বেই জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভীমদেবের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইয়া আসেন। ভীমদেব মামুদের আশ্রয়-পুষ্ট রাজাদের রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন ও পুনরায় পাটন অধিকার করিয়া লন। পাটনে আবার স্বাধীন পতাকা উত্তোলিত হয়।

ভীমদেব যোদ্ধা ছিলেন বটে কিন্তু রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। ধনী

ও শক্তিশালী রাজপুত সামন্তবর্গকে কি ভাবে শাসন করা যায় সেই বিষয়ে তাঁহার কোন জ্ঞানই ছিল না। তিনি জানিতেন না, লুঠপাট ও অত্যাচারই যাহাদের পেশা, তাহাদের কী ভাবে বশে রাখিবেন। এই সময় পাটনের অন্যতম শ্রেষ্ঠী ও দণ্ডনায়ক মন্ত্রী বিমলশাহ বহু বিত্তশালী হইয়া উঠেন এবং ধনের অহঙ্কারে পাটন ছাড়িয়া চন্দ্রাবতী নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বহু ধনী ব্যবসায়ীও এই নগরে আসিয়া বাস আরম্ভ করে এবং পঞ্চায়েতের সাহায্যে রাজকার্য্য চালাইতে আরম্ভ করে। ভীম ও বিমলশাহের মধ্যে পরস্পর মৈত্রীর বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়ে, অথচ একসময়ে এই বিমলেরই সহায়তায় ভীমদেব অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং পাটনের প্রতি মালবরাজের লোলুপ দৃষ্টিকেও সংযত রাখিয়াছিলেন। একদিন বীর ও যোদ্ধা বলিয়া পাটনরাজের খ্যাতি ছিল কিন্তু এই সময়ে পাটনের বাহিরে ভীমদেবের শক্তি সীমাবদ্ধ ছিল।* মূলরাজের সময় হইতেই বহু রাজপুত যোদ্ধা জায়গীর লাভ করিয়া ছোট ছোট সামন্তরাজ হইয়া বসেন। তাঁহারা পাটন-রাজকে নামে মাত্র অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা ছিলেন মণ্ডলেশ্বর তাঁহারা তো রাজ্যের প্রান্তসীমায় আপন আপন মণ্ডলে এক রকম স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতেন। ভীমদেব ইহাদেরই সহায়তায় একদিন পাটন পুনরধিকার করিয়াছিলেন। কাজে কাজেই তিনি ইহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কিছুই করিতে পারিতেন না।

জৈন এবং রাজপুতের মধ্যেও সদ্ভাব ছিল না এবং প্রায়ই বিবাদ লাগিয়া থাকিত। জৈন শ্রেষ্ঠীরাও শক্তি ও শৌর্য্যে রাজপুত অপেক্ষা কম ছিল না। ফলে দুই পক্ষকে বশে রাখিতে রাজাকে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। ভীমদেব অবশেষে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী শ্রেষ্ঠীবংশীয়া মহারাণী বকুলাদেবীর গর্ভজাত ক্ষেমরাজ

যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন বটে কিন্তু শক্তিশালী রাজপুত সামন্তদের শাসনে রাখার মত নিজের শক্তির প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল না। ফলে তিনিও বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন কিন্তু তাহার পূর্ব্বে তিনি আপন পুত্র দেবপ্রসাদের জন্য ভীমদেবের নিকট হইতে দেহস্থলী নামক প্রান্তদেশ চাহিয়া লন। অবশেষে ভীমদেবের রাজপুত স্ত্রী রাণি উদয়া-মতীর পুত্র কর্ণদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। কর্ণদেব বীর ছিলেন কিন্তু বীরত্বের সহিত তাঁহার বিলাসিতা ও সৌখীনতাও ছিল যথেষ্ট। ইনিই কর্ণাবতী নামক নগর স্থাপনা করেন। দেশ যখন অন্তর্বিপ্লবে পরিপূর্ণ তখন সেই দিকে দৃষ্টি না দিয়া তিনি তাঁহার স্থাপিত নগরীর সৌন্দর্য্য বিধান ও মনোহর বিশাল প্রাসাদ নির্ম্মাণের দিকেই অধিক মনোযোগ প্রদান করেন। কলহ ও দ্বন্দ্বের মধ্যে না গিয়া কোন প্রকারে শান্তিতে রাজত্ব করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

দেবপ্রসাদ ছিলেন অশান্তির প্রতিমূর্ত্তি। ভীমদেবের বীরত্ব, সাহস ও সারল্য তিনি পাইয়াছিলেন কিন্তু ভীমদেবের মতই তিনিও ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও কূটনৈতিক বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁহার এই অদূরদর্শিতার সুযোগ লইয়া পাটনের চতুস্পার্শ্বস্থ ছোট ছোট স্বতন্ত্র নগরগুলি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং তিনিও রাজপুত সামন্তদের হিতৈষী হইয়া উঠেন। সামন্তরা সব সময়েই ভীমদেবের সমসাময়িক দিনগুলির কথা চিন্তা করিতেন আর ভাবিতেন যদি কর্ণদেবের পর দেবপ্রসাদ কোন উপায়ে পাটনের সিংহাসনে আরোহণ করিতে পারেন তাহা হইলে ভীমদেবের সময়ের সত্যযুগ আবার ফিরিয়া অসিবে।

এই সময় পাটনে শ্রমণ ও জৈনদের শক্তি বৃদ্ধি পায়। পূর্ব্বে যে সমস্ত শ্রমণ চন্দ্রাবতী চলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকেরই পাটনের প্রতি আকর্ষণ ছিল। কর্ণদেবের নিরুপদ্রব রাজত্বের সুযোগ লইয়া

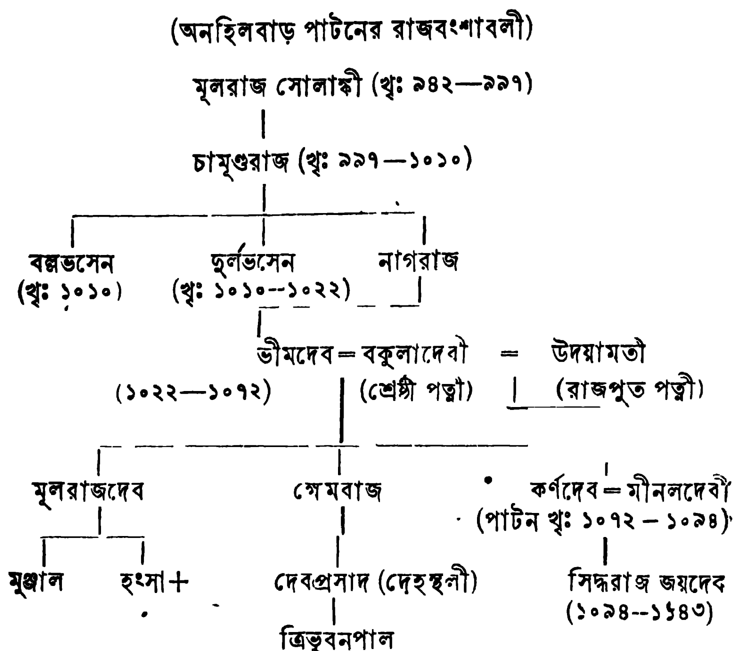
তাঁহাদের অনেকেই পুনরায় পাটনে ফিরিয়া আসেন এবং প্রতিপত্তি অর্জন করেন। মন্ত্রীর পদ বেশীসময় তাঁহারাই ভোগ করিতেন। রাজা যদি নিরুপদ্রব হন এবং মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারেই কাজ করেন, তাহা হইলে রাজাকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান না দিবার কী কারণ থাকিতে পারে?

চন্দ্রপুরের রাজকুমারী মীনলদেবীর সহিত কর্ণদেবের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিবাহের পরই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় ও কর্ণদেব স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেন। নগরশ্রেষ্ঠী মুঞ্জাল ছিলেন রাজার বন্ধু এবং অবশেষে তাঁহারই প্রচেষ্টা ও মধ্যস্থতায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মিলন সংঘটিত হয় এবং রাজা মীনলদেবীকে পুনরায় গ্রহণ করেন। এই মীনল-দেবীর গর্ভেই কুমার জয়দেবের জন্ম হয়। মীনলদেবী ছিলেন জৈন এবং তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা মুঞ্জালও ছিলেন জৈন। ফলে এই সময় হইতে পাটনে রাজপুতদিগের প্রভাব কিছু হীন হইয়া পড়ে এবং দেবপ্রসাদের প্রতিপত্তিও অনেক কমিয়া যায়।

দেবপ্রসাদ ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন এবং দেহস্থলীতে প্রস্থান করেন ও সেখানে নিজ মণ্ডলের আয়তন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ দেহস্থলী মণ্ডল একটি ছোট খাট রাজ্যে পরিণত হয়।

মুঞ্জাল ছোট ছোট সামন্ত রাজ্যগুলিকে ধীরে ধীরে পাটনের অধীনে আনয়ন করেন। কিন্তু যাঁহারা মণ্ডলেশ্বর তাঁহাদের এবং বিশেষ করিয়া দেবপ্রসাদকে অধীনতা স্বীকার করান মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। রাজা কর্ণদেবও কোনরূপ বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না।

ইতিমধ্যে কর্ণদেবের মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় এবং ইহার সহিত পাটনের রাজনৈতিক আবহাওয়া ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে আরও জটিল হইয়া উঠে। সকলেরই এক প্রশ্ন, এইবার কী হইবে।



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রেতাত্মা

১১৫০ সম্বতের গ্রীষ্মকাল সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া আসিতেছে। নির্ম্মল আকাশে অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্র। পাটনে যাইবার অরণ্যময় পথ জনহীন ও নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে শৃগালের ডাক সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে মাত্র। পথের দুই পার্শ্বের গাছগুলি

সন্ সন্ শব্দ করিতেছে। এক ভয়াবহ পরিস্থিতি। পথে চোর ডাকাতের ভয় যথেষ্ট, কিন্তু সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া দুইজন অশ্বারোহী এই সময় পাটন অভিমুখে বেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী প্রৌঢ়বয়স্ক, অধিকতর বলশালী ও তেজস্বী। তাঁহার পরিচ্ছদ সমসাময়িক সাধারণ রাজপুত যোদ্ধার অনুরূপ। দীর্ঘ কৃষ্ণ শ্মশ্রূ দুই অংশে বিভক্ত হইয়া দুই কর্ণে সযত্নে বিন্যস্ত। অন্ধকারে তাঁহার চক্ষু জ্বলিতেছে। পাটনের দুর্গপ্রাকার তখনও দেখা দেয় নাই। অসহিষ্ণু অশ্বারোহী অশ্বকে আরও বেগে চালিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

পশ্চাতের অশ্বারোহী সপ্তদশ বর্ষীয় অপরূপ কান্তি চঞ্চল কিশোর। দীর্ঘ আয়ত চক্ষু। বেশভূষা সামনের অশ্বারোহীর মতই। বালক তীব্র-গতির মধ্যেও আশেপাশের দৃশ্যাবলী দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে।

কিছুদূর পথ অতিক্রম করিবার পর প্রথম অশ্বারোহী অশ্বের বেগ সংযত করিলেন এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সঙ্গীকে প্রশ্ন করিলেন, "ত্রিভুবন, এই পাশের পাকদণ্ডীর পথে বোধহয় আরও তাড়াতাড়ি পৌছান যাবে"।

"ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু রাস্তা কৈ? এতো কারও ক্ষেত ব'লে মনে হচ্ছে"।

"তাতে কী? কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোন জৈন সাধুর আশ্রম আছে। চল এই রাস্তাতেই যাওয়া যাক"। অশ্বারোহী পুনরায় তাঁহার বাহনকে বেগে চালিত করিলেন।

পাকদণ্ডীর ক্ষীণ অরণ্যময় পথ। মাথার উপর গাছের ডাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে; তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি। কুশলী অশ্ব তাহারই মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়াই পথ প্রশস্ততর হইল ও বৃক্ষরাজির মধ্যে এক রমণীয় প্রান্তর দেখা গেল। প্রান্তরে গাছের ফাঁক

দিয়া স্থানে স্থানে শুভ্র জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই আলো অন্ধকারের পরিবেশের মধ্যে অগ্রগামী অশ্বের হঠাৎ এক বিপদ ঘটিল। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডে অশ্বের পদস্খলন হইল ও অশ্বারোহী বেগ সামলাইতে না পারিয়া ভূপতিত হইলেন।

এই অবস্থায়ই তাঁহার দৃষ্টি সামনের এক প্রস্তরখণ্ডের উপর নিবদ্ধ হইল এবং অশ্বারোহী তাঁহার চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না। পতনের যন্ত্রণা ভুলিয়া তিনি এক দৃষ্টিতে সেই প্রস্তরখণ্ডের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার এবং চন্দ্রের রূপালী জ্যোৎস্না এই দুইএর সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারই মধ্যে তিনি দেখিলেন, প্রস্তরখণ্ডের উপর এক অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছে।

রমণীর পরিধানে শ্বেত বস্ত্র। মুখশ্রী অনিন্দ্য সুন্দর কিন্তু আয়ত চক্ষু শুষ্ক ও ম্লান। অশ্বারোহীর সমগ্র দেহে বিদ্যুৎ শিহরণ বহিয়া গেল, বুঝিতে পারিলেন না তিনি কী আত্মবিস্মৃত না মোহগ্রস্ত হইয়াছেন। এই রমণী এখানে কোথা হইতে আসিল। বলা বাহুল্য রমণী তাঁহার পরিচিত।

অশ্বারোহী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও দেহের ধূলা না ঝাড়িয়া প্রস্তর খণ্ডের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন, চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "কে তুমি— কে ওখানে" ?

কিন্তু একী! কোথায় সেই রমণী? এই তো মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সম্মুখে বসিয়া ছিল, নিমেষে কোথায় অন্তর্হৃত হইল। অশ্বারোহী চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন কিন্তু রমণী কোথায়ও নাই। নিজের অজ্ঞাতসারেই তিনি বলিয়া উঠিলেন "হা ভগবান, একী সত্যই ভ্রম, বুদ্বুদের মত এই রমণী কোথায় মিলাইল ?" এক অজ্ঞাত ভয়ে অশ্বারোহীর সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে তাঁহার সঙ্গী আসিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছে। "বাবা আপনি কী দেখছেন? একী, ঘোড়া থেকে পড়ে গেছেন নাকি"? অশ্বারোহী অতিকষ্টে চিত্ত সংযত করিয়া কহিলেন "না তো, ঘোড়াটারই পা বেধে গিয়েছিল"।

"ঘোড়াটার সঙ্গে আপনিও পড়ে গেছেন দেখছি"। হাসিতে হাসিতে বালক পিতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু পিতার উদভ্রান্ত ও গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার হাসি বন্ধ হইয়া গেল। পিতার স্বভাব তাহার ভাল করিয়াই জানা আছে। এই সময় চুপ করিয়া থাকাই যুক্তিসঙ্গত। প্রথম অশ্বারোহী তখন পুনরায় অশ্বে আরোহণ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া চিন্তামগ্ন হইলেন। তিনি যেন এক নিমেষেই যথেষ্ট বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, লাগাম অশ্বের পৃষ্ঠে নিক্ষিপ্ত, বাহন যথেচ্ছা ধীরে ধীরে চলিয়াছে। বালকও আর কথাবার্ত্তা না বলিয়া পিতার অনুবর্ত্তী হইল।

কিছুদূর চলিতে চলিতে অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী এক পথচারীকে প্রশ্ন করিলেন, "সামনের ক্ষেতের বেড়া বন্ধ দেখছি, রাস্তা বন্ধ, এইদিক দিয়ে গেলে কোন কাঁটা ঝোপে পড়বার ভয় নাই তো?" গলার স্বরে বুঝা গেল তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন।

"এই দিকে যান, সামনেই রাস্তা পাবেন"। জবাব দিলেন একজন গ্রামবাসী। "কোন জায়গা এটা?"

ইত্যবসরে পশ্চাতের অশ্বারোহী নিকটে আসিয়া বলিল, "আপনি বোধহয় চিনতে পারেন নি, এইখানেই মন্ত্রী বিমলের আশ্রম"।

"তাই না কী?"

বালক গ্রামবাসীকে প্রশ্ন করিল, "পাটনের দুর্গ আর কতদূর?

"এই পথ দিয়ে যান, আর গোটা দুই মাঠ পরেই" গ্রামবাসী রাস্তা দেখাইয়া দিল।

পিতা ও পুত্র ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন।

অশ্বারোহী পুত্রকে বলিলেন, বড় বিলম্ব হয়ে গেল, পাটনের দ্বার যদি বন্ধ হয়ে যায় তো মুস্কিল হবে।

"সেই সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়েই তো দেরী হ'য়ে গেল। আচ্ছা সন্ন্যাসী যা হো'ক।"

"বৎস, আজকাল চন্দ্রাবতীর জৈন শ্রমণদের অহঙ্কারের সীমা নেই। তারা পাটনেও জৈন আধিপত্য বিস্তার করতে চায়"।

"বাবা আস্তে বলুন। কেউ শুনলে সত্যই বিপদ হবে।"

"তা সত্য, ভুলে গিয়েছিলাম। ঐ তো পাটনের দুর্গ দেখা যায়। সেই সন্ন্যাসী তো আমাদের আগেই রওনা হয়েছে, সে বোধহয় এতক্ষণ পৌঁছে গেছে।"

আমরা যখন পথে বিশ্রাম করছিলাম, তখনই সে যাত্রা করেছে।"

কিছুক্ষণ পরেই অশ্বারোহীদ্বয় পাটনের দুর্গদ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। তখন সবেমাত্র দ্বার বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। তাঁহারা নির্বিঘ্নে দ্বার অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

কিছুদূর চলিবার পর পিতা পুত্রকে বলিলেন, "আমি রাজপ্রাসাদে চলিলাম, তুমি তোমার নিজের জায়গায় যাও।"

"আপনি কী একাই প্রাসাদে যাবেন? যদি কোন বিপদ হয়?" পুত্রের স্বর শঙ্কিত।

"পাগল! আমার আর কী হবে? কার এমন সাহস—"

"কিন্তু সময় এখন ভাল নয়, আর তাছাড়া যে কাজ নিয়ে আপনি এসেছেন তাতে বিপদ তো আছেই।"

"এমন আর কী বিপদ, আর কেহই তো কিছু জানে না।"

"কিন্তু মামা কী প্রকৃতির লোক আপনি জানেন।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তাঁর মত মন্ত্রী আমি অনেক দেখেছি।"

"কাল সকালে কিন্তু সংবাদ দেবেন।"

অশ্বারোহী পুত্রকে ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা যায়, বালক একদৃষ্টিতে তাঁহার পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভবিষ্যদ্বাণী

রাজপুত অশ্বারোহী রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে ভৃত্যদের গমনাগমনের একটি দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন ও ধীরে ধীরে কড়া নাড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে ভিতর হইতে দ্বার খুলিবার সঙ্গে সঙ্গে বামাকণ্ঠ শোনা গেল "কে, ভীমা?"

অশ্বারোহী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন "না। রক্ষী সমরসেনকে সংবাদ দাও।"

স্ত্রীলোক মুখ নীচু করিয়া চলিয়া গেল।

অশ্বারোহী কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিলেন, তাহার পর দ্বারের কড়ায় ঘোড়া বাঁধিয়া খিড়কি পার হইয়া প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদের প্রতিটি স্থান আগন্তুকের পরিচিত। বামপার্শ্বেই ভৃত্যদের থাকিবার ঘর। তিনি একটি ঘরের দ্বারে আঘাত করিলেন।

"এখন আবার কে ডাকাডাকি করে?" বলিতে বলিতে এক বৃদ্ধ দ্বার খুলিয়া আগন্তুকের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। "একী, কে?"

"চুপ, আমি।"

আগন্তুক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ভৃত্য সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

"প্রভু, আপনি? এখানে এই সময়ে?"

"সমর, এখানে এই সময়েই আমার কাজ। এখন না আসলে হয়ত চির জীবন দেহস্থলীতেই আমায় পড়ে থাকতে হ'ত।"

"কিন্তু মন্ত্রী মুঞ্জাল কী রাণি মীনলদেবী যদি জানতে পারেন তো কী হবে?"

"কী আর হবে! কোন রকমে তিন চার দিন পার হলে আর কোন বিপদই আসবে না।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা। এখন—"

"এখন তোমার কাছে কোন খাবার থাকে তো নিয়ে এস আর বৈদ্য লীলাধরকে সংবাদ দাও।"

"অসম্ভব! তিনি এখন দিনরাত মহারাজের কাছে রয়েছেন।"

"তাহলে তাঁর জামাতা বাচস্পতিকে সংবাদ দাও।"

"কিন্তু কী বলব তাঁকে?"

"বল যে যাঁর জন্য সে আজ অধ্যক্ষ হয়েছে, তিনিই তাকে স্মরণ করেছেন।"

রক্ষী খাদ্যাদি আনিয়া দিলে তিনি আহারে বসিলেন। ইতিমধ্যে রক্ষী বাচস্পতিকে ডাকিতে গেল।

"প্রভু, বাচস্পতি এখনই আসছেন।"

"বেশ, এখন তুমি যেতে পার।"

ভৃত্য চলিয়া গেল। আগন্তুক কক্ষমধ্যে চিন্তিতভাবে পায়চারী করিতে লাগিলেন। নিজের মনেই একবার বলিলেন "আশ্চর্য্য, কোথা থেকে কোথায় এসেছি।" ওষ্ঠে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল, দৃষ্টি ম্লান হইয়া গেল এবং মস্তক সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

এমন সময় কক্ষের মধ্যে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। ইনি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মত চেহারা এবং মুখ বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের

ঔজ্জ্বল্যে প্রদীপ্ত। ইনিই পণ্ডিত গজানন বাচস্পতি; কাশীতে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াছেন, বর্ত্তমানে পাটনের বিদ্যায়তনের প্রধান অধ্যাপক এবং রাজবৈদ্য লীলাধরের জামাতা। সুপণ্ডিত ও বিশ্বাসী হিসাবে প্রাসাদে তাঁহার সম্মান যথেষ্ট। বাচস্পতি ধীর কণ্ঠে ডাকিলেন 'সমরসেন'!

"সমরসেন এখানে নাই। আমিই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি।" গলার স্বর শুনিয়া বাচস্পতি চমকাইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদ্‌স্পন্দন বৃদ্ধি পাইল।

"কে—মণ্ডলেশ্বর—"

"ধীরে, পণ্ডিত ধীরে। এখন জোরে কথা বলবার সময় নয়।"

"কিন্তু এমন সময় আপনি এখানে? ধন্য আপনার সাহস!"

"সাহসের কথা চিন্তা করবার অবসর পাইনি। এক বিশেষ কাজে এখানে এসেছি।"

"কী এমন কাজ?"

"আমার কাকার সাথে দেখা করতে হবে।"

"তা কখনই সম্ভব নয়। সেখানে দিবারাত্র মীনলদেবী, উদয়ামতী অথবা মুঞ্জাল কেহ না কেহ সব সময়ই রয়েছেন।"

"আমি আমার নিজের কাকার সাথে পর্য্যন্ত দেখা করতে পারব না?"

"কিন্তু আপনি তো এখানে অন্যান্য সকলের শত্রুর সামিল।"

"বাচস্পতি, আজ আমি নিজে তোমায় অনুরোধ করছি আর, এই সামান্য একটা কাজ তোমার দ্বারা হবে না! একবার মনে ভেবে দেখ কার জন্য তুমি আজ অধ্যাপক হয়েছ আর তার সঙ্গে এই কথাটিও মনে করো যে ভীমদেবের পৌত্র আজ তোমার কাছে অনুগ্রহপ্রার্থী।"

"সময়ের পরিবর্ত্তন হয়েছে মহারাজ। সামান্য মানুষের শক্তি আর কতটুকু?"

"তুমি সুপণ্ডিত, বুদ্ধিমান। একটা কিছু উপায় ঠিক করো।"

"উপায় ঠিক করা অত্যন্ত কঠিন। গুর্জ্জরের সাম্রাজ্য আজ বিপন্ন। এই বিপদে ভগবান শ্রীহরিই একমাত্র ভরসা।

রাজপুত অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন, "ভগবানের কথা রাখ এখন। সোজা কথায় বল কী করা উচিত। মোট কথা, যে ভাবেই হউক, আমায় দেখা করতেই হবে।"

বাচস্পতি কিছুক্ষণ মাথা চুলকাইয়া কহিলেন, "মহারাজ, এক উপায় আছে।"

"কি উপায়" ?

"অত্যন্ত বিপদের কাজ। ধরা পড়লে প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। আপনি শ্রেষ্ঠীদের মত মাথায় উষ্ণীষ বেঁধে নিন, আর আমার এই উত্তরীয় গায়ে জড়িয়ে নিন। তারপর আমার সঙ্গে আসুন, আমি সুবিধা মত মহারাজের ঘরে আপনাকে পৌঁছে দেব এবং রাজবৈদ্যকে সংবাদ দেব।

"উত্তম প্রস্তাব," রাজপুত মস্তকে উষ্ণীষ বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"যদি কোন বিপদ হয়, দেখবেন ঝুকি যেন আমার মাথায় না আসে।"

"সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাক। আমি প্রস্তুত। কিন্তু বাচস্পতি, একটা কথা—" মণ্ডলেশ্বর উন্মনা হইয়া উঠিলেন।

"বলুন, আমার যা কিছু বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তই আপনার জন্য।"

"আচ্ছা বাচস্পতি, বল্‌তে পারো, মৃত কখনও প্রেত যোনি পায় ?"

"মহারাজ, ইহা অত্যন্ত জটিল এবং শাস্ত্রীয় প্রশ্ন। আত্মার শ্রাদ্ধ শান্তি না হলে অথবা কোন তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আত্মা প্রেতলোকে গেলে কোন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই আত্মা পৃথিবীতে ফিরে আসে "।

"ফিরে আসে কেন?"

"হয়ত তার কোন আত্মীয় বা প্রেমিকের সান্নিধ্যের জন্য।"

"সত্য?" তাঁহার মুখে ম্লান হাসি ও নৈরাশ্যের ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর দুইজনে ঘরের বাহির হইয়া আসিলেন এবং দ্বারে শিকল লাগাইয়া যে কক্ষে কর্ণদেব মৃত্যু শয্যায় শায়িত সেই কক্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন।

রাজপ্রাসাদের সর্ব্বত্রই নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে। মহারাজের কঠিন পীড়া ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ইত্যাদির জন্য সকলের মনেই অশান্তি। বিভিন্ন কক্ষের দীপমালা স্তিমিত। ভৃত্যদের যাওয়া আসার মধ্যেও ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। সকলেই চিন্তাগ্রস্ত। বাচস্পতি এক অন্ধকার কক্ষের মধ্য দিয়া তাঁহাকে প্রাসাদের দ্বিতলে লইয়া গেলেন এবং যে কক্ষে কর্ণদেব শায়িত তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্য এক কক্ষে নির্ব্বিঘ্নে পৌছাইলেন। এমন সময় নিকটেই কোন নারীর অলঙ্কারের ঝিঞ্জিনী শুনা গেল। বাচস্পতির গতিরোধ হইল। তিনি রাজপুতকে উদ্দেশ্য করিয়া চুপি চুপি কহিলেন "মুস্কিল।"

"মুস্কিল কেন?"

"বোধহয় মহারাণি আসছেন। শীঘ্র এই দিকে আসুন, এখনই এই ঘরে আত্মগোপন করুন, পরে অবসর মত আপনাকে ডেকে নেব—"

"একী, এই ঘরে? এখানে—"

"হাঁ হাঁ শীঘ্র যান," বলিতে বলিতে বাচস্পতি এক ক্ষুদ্র কক্ষের অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার খুলিয়া রাজপুতকে প্রবেশ করাইয়া আবার দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। রাজপুত বাহিরে অন্যের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তাহার পরই নারীকণ্ঠের আওয়াজ শুনা গেল— "কে ওখানে?"

"মহাদেবী, আমি।" বাচস্পতি উত্তর দিলেন।

রাজপুতের অন্তর কোন অজ্ঞাত কারণে অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি অধীরভাবে কক্ষের মধ্যে পদচারণ করিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে স্বগতঃ বলিয়া উঠিলেন "তাই তো, কি করা যায়? কোন পথই তো খোলা দেখতে পাচ্ছিনা।"

বলিবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হইতে উত্তর আসিল, "আসুন, আমি আপনাকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

রাজপুত চমকাইয়া উঠিলেন। আপনা হইতেই হাত তরবারিতে গিয়া ঠেকিল। তাহার পর শব্দ লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলেন "কে আপনি!" বক্তা পূর্ব্বে দৃষ্ট সেই সন্ন্যাসী। "রাজপুত মহাশয়, এরই মধ্যে ভুলে গেলেন?" গলার স্বরে সামান্য ব্যঙ্গ ধ্বনিত হইল।

"কে? সন্ন্যাসী মহারাজ? রাস্তায় আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বটে, কিন্তু এখানে এমন সময়ে?

"আমাদের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব হবার সৌভাগ্য রয়েছে বলে মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু আপনি এখানে এলেন কি করে?"

"আপনি যেমন একজনের সাহায্যে এখানে এসেছেন সেইরকম আমিও কারও সাহায্যে এখানে এসেছি।"

"স্বামিজী, আমাদের দুজনের পরস্পর উদ্দেশ্য কী তা জানবার স্থান, কাল, পাত্র কোনটাই এখন নয়, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না, আমরা পরস্পর বন্ধু হ'ব না শত্রু হব।

"দেশের এখন যে অবস্থা তাতে শত্রুতাই সম্ভব, তাই নয় কি?

"এখন তো সন্ন্যাসীদেরই প্রতাপ বেশী।"

"আপনি কি ভেবেছেন যে রাজপুতরা একাই শক্তিশালী?"

"তার বিচার কর্ণদেবের মৃত্যুর পর হবে।"

"তবে এখন যেতে দিন ঐসব কথা।"

"আচ্ছা আসুন আমরা বন্ধু হিসাবেই আলাপ করি। আপনার নামটি জানতে পারি কি ?

"আনন্দস্বরী। আপনার নাম ?"

অল্প ইতস্তত করিয়া রাজপুত বলিলেন "আমার নাম দেবীসিংহ।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "আজ একটা নূতন অভিজ্ঞতা হল ; মণ্ডলেশ্বরও মিথ্যা কথা বলেন।"

রাজপুতের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। হস্ত নিজের অজ্ঞাতসারেই পুনরায় তরবারিতে গিয়া পৌঁছিল। ক্রোধাক্তকণ্ঠে কহিলেন 'কে তুমি !'

"তরবারির প্রয়োজন নেই, মণ্ডলেশ্বর। তাতে মিথ্যা গোলমালের সৃষ্টি করে মাত্র আর তাতে আমার অপেক্ষা আপনারই বিপদ হবে বেশী"।

রাজপুত প্রকৃতিস্থ হইলেন। সাময়িক উত্তেজনায় তিনি আপনার পরিস্থিতি ভুলিয়া গিয়াছিলেন। একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস চাপিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "আনন্দস্বরী, আপনি কে জানি না। আপনি কী এখানে আমায় প্রকাশ করে দিতে চান ?"

"না মহারাজ সে ইচ্ছা আমার নাই। আর তাছাড়া দৈব এমনিতেই আপনার উপর বর্ত্তমানে বিরূপ।"

"স্বামীজী, এইরকম দৈবের কোপ আমার উপর পূর্ব্বে অনেকবার হয়েছে। ওতে আমার ভয় নেই।"

"মণ্ডলেশ্বর, একটা কথা মনে রাখবেন, রাবণ রাজারও দম্ভ চূর্ণ হয়েছিল। শত্রু হিসাবে নয়, আপনার বন্ধু হিসাবেই একটা কথা বলছি আপনাকে। আপনার দিন শেষ হয়ে এসেছে। আর যে কয়টা দিন আছে সৎভাবে চলুন।"

২

"যে ভাবেই চলি না কেন, সন্ন্যাসীদের ধ্বংস আমার জীবনের ব্রত। এরা আমার সর্ব্বনাশ করেও ক্ষান্ত হয়নি। আমার সর্ব্বস্ব অপহরণের চেষ্টায় আছে। এদের সঙ্গে আমার কোন আপোষ নেই।"

"সন্ন্যাসীর কোন ক্ষতিই আপনি আর করতে পারবেন না।"

"কী ?"

"গুরুদেব বলেছেন—"

"কী বলেছেন গুরুদেব ?"

"যারা ভগবান মহাবীরের বিরোধী তারা ধ্বংস হবে।"

ক্রোধে মণ্ডলেশ্বরের বাক্ রোধ হইল, তিনি কাঁপিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী বলিলেন, "মহারাজ আপনি বীরশ্রেষ্ঠ এবং গুর্জ্জরের অলঙ্কার, কিন্তু ভগবান তীর্থঙ্করের সেবকদের উপর আপনি বহুকাল অত্যাচার করে আসছেন। আপনার সেই অপরাধের ক্ষমা নাই"।

ব্যঙ্গ হাসিয়া তিক্তস্বরে মণ্ডলেশ্বর বলিলেন "আপনাদের ক্ষমার প্রত্যাশীও আমি নই।"

"তা হয়ত নন। কিন্তু মহারাজ কর্ণদেবের মৃত্যুর পর আপনার বিপদের সীমা থাকবে না। যদি আমার দ্বারা কোন সাহায্য হবার কথা মনে করেন—"

"আপনার নিকট হতে সাহায্য! আপনি হাসালেন।"

"মহারাজ, আপনি বুদ্ধিমান এবং বীর। আমাদের মধ্যে ধর্ম্মের বিভেদ না থাকলে আপনার উন্নতি দেখে হয়ত আমার আনন্দ হ'ত। তবুও বিশেষ করে আজ আমাদের পরস্পর এই সাক্ষাতের কথাটা মনে রাখবেন। কোন দিন কোন সাহায্য ভিক্ষার প্রয়োজন হলে আনন্দসূরী-কে স্মরণ করবেন।"

"স্বামীজী, মণ্ডলেশ্বর আজ পর্য্যন্ত কখনও অনুগ্রহ ভিক্ষা করেনি আর করবেও না। অর্থের অহঙ্কারে জৈন সন্ন্যাসী আজ অন্ধ। বহু

অর্থ আজ তাহাদের অধিকারে। এই অর্থের উপর তারা আজ যেভাবে নির্ভর করছে আমি আমার বাহুবলের উপর সেইভাবে নির্ভর করি।"

"আপনার যেরূপ অভিরুচি। আমি কিন্তু আপনাকে সাবধান করছি।"

"মণ্ডলেশ্বর কাহাকেও ভয় করে না।"

"মৃত্যুকে তো ভয় করেন।"

"মৃত্যু আমার সাথী, আমার দোসর।"

"ভাল। আচ্ছা, আমি এখন চললাম। আমি ঐ দিক দিয়ে এসেছিলাম।" সন্ন্যাসী কক্ষের অন্যদিকে চলে গেলেন।

মণ্ডলেশ্বর সেই কক্ষের মধ্যে গাঢ় অন্ধকারে দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকারে দৃষ্ট প্রেতাত্মা এবং সন্ন্যাসীর সাবধানবাণী স্মরণ করিয়া তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি তাঁহার মণ্ডলকে এক স্বাধীন রাজ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সমস্ত গুর্জ্জরে আজ তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখন যে সময় আসিয়াছে তাহাতে একমাত্র দেহস্থলীতে পড়িয়া থাকা ঠিক হইবে না। দেহস্থলী সুন্দর সন্দেহ নাই কিন্তু পাটন সৃষ্টির মুকুটমণি। তাঁহার বড় আকাঙ্খা এই মণি তিনি অধিকার করিবেন। পাটন সর্ব্বদাই দেহস্থলীকে দুর্ব্বল করিবার প্রয়াস পাইয়াছে যদিও শেষ পর্যান্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুঞ্জাল

আনন্দস্বরী কক্ষের অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন। মণ্ডলেশ্বরের সহিত আলাপে তাঁহারও ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি গুরুদেবের আদেশে চন্দ্রাবতী হইতে পাটনে আসিয়াছেন কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন লাভ হইবে বলিয়া তাঁহার মনে হইল না।

"মহারাজ", বামাকণ্ঠের আহ্বান শুনা গেল।

সন্ন্যাসীর চিন্তার জাল ছিঁড়িয়া গেল ; তিনি উত্তর করিলেন "কে, রেনুকা" ?

"হ্যাঁ। আপনার পত্র মহামন্ত্রীকে দিয়েছি, তিনি আপনাকে স্মরণ করেছেন"।

"কোথায়" ?

"আমার সাথে আসুন"।

রেনুকার সহিত সন্ন্যাসী কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন। চলিতে চলিতে তাঁহার চিত্তে অস্বস্তি ও নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। গুর্জ্জরের মহামন্ত্রীর নাম কে না শুনিয়াছে? সুদূর বোগদাদ এবং ভিনিসেও তাঁহার নামাঙ্কিত আদেশপত্রের আদান প্রদান হইয়া থাকে। বিভিন্ন সামন্তরাজ ও মণ্ডলেশ্বরগণ তাঁহার ভয়ে কম্পমান। মালবরাজ তাঁহাকে পাইবার নিমিত্ত একদিন অবন্তীর সমস্ত ধনরত্ন দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তবুও তাঁহাকে পান নাই। পাটনের অধিবাসীরা তাঁহার জন্য উন্মাদ। তাঁহার আদেশে নিজেদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পর্য্যন্ত তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। গুর্জ্জরের এই মহাপ্রতাপশালী মন্ত্রীর সহিত তিনি আলাপ

করিতে চলিয়াছেন। ইহাই তাহাদের প্রথম সাক্ষাৎ। সন্ন্যাসী রেনুকার সহিত অন্য একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কক্ষের একদিকে দুই তিন জন কর্ম্মচারী লেখাপড়ার কাজ করিতেছিল এবং অন্য দিকে চার পাঁচ জন সশস্ত্র রাজপুরুষ নিম্নস্বরে পরস্পর আলাপ করিতেছিলেন। সন্ন্যাসী কক্ষে প্রবেশ করিতেই সকলে তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিলেন না। রেনুকা সন্ন্যাসীকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া অন্য একটি কক্ষে চলিয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল "আসুন আপনি"।

সন্ন্যাসী মৃণালের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। মহামন্ত্রী একটি নাতি-উচ্চ দোলার উপর বসিয়া ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অন্যূন পঞ্চত্রিংশ বৎসর। ওষ্ঠে ক্ষীণ গুম্ফের রেখা, মুখশ্রী অত্যন্ত সুন্দর। দৃষ্টি আয়ত ও তীক্ষ্ণ। দেহ বলশালী ও সুগঠিত। ক্রমাগত চিন্তায় ও রাজনৈতিক কূট মন্ত্রণায় কপালে রেখা পড়িয়াছে। বিশাল স্কন্ধে শুভ্র উত্তরীয় লম্বমান।

মৃণাল সন্ন্যাসীর প্রতি এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নমস্কারান্তে নিজের দোলার উপরই বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন এবং স্বয়ং পার্শ্ববর্ত্তী অপর একটি আসন গ্রহণ করিলেন।

আনন্দসূরী মহামন্ত্রীকে নমস্কার করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মনে বহু বিভিন্ন ভাবের তরঙ্গ উঠিল। মৃণালের জনপ্রিয়তা, তাঁহার কূটনৈতিক ব্যবহার, দৃঢ় রাজনীতি, ইহার সহিত শত্রুর মুখে বহু-আলোচিত মহারাণি মীনলদেবীর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, এই সমস্তই একে একে তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী মনের ভাব চাপিয়া মহামন্ত্রীর সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

"চন্দ্রাবতীর সমস্তই কুশল। আপনি নগরাধিপতির পত্র পড়েছেন?"

"হ্যাঁ? কিন্তু তিনি তাঁর মার সমাচার লেখেননি কেন? মাসীমা কেমন আছেন"?—মৃণালের স্বর গম্ভীর।

"চন্দ্রাবতী থেকে বেরুবার সময় তাঁর শরীর সামান্য অসুস্থ দেখে এসেছি"।

"এখন আমায় আগমনের প্রয়োজন বলুন। আপনি জানেন তো আমার অবকাশ বড় কম।"

"তা'জানি। আপনার কোন কাজে বিঘ্ন করতে আমি আসি নি।" মন্ত্রী স্বল্প হাসিয়া মৌন হইয়া রহিলেন।

আনন্দস্থরী বলিলেন, "ভগবান তীর্থঙ্করের আশীর্ব্বাদে গুরুদেব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এই সময় আমার হাত দিয়ে অনেক কাজ হবার সম্ভাবনা। এ সময় আপনার কাজে যাতে সাহায্য করতে পারি সেইজন্যই আমি এখানে এসেছি।

"ভ্রাতা সামন্তরাজ লিখেছেন যে আপনি বিদ্বান ও বিচক্ষণ; কাজেই আপনা হতে অনেক সাহায্যের সম্ভাবনা। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন কাজ না করে আপনি একটি কাজই ভাল করে করুন ইহাই ঠিক নয় কী"? মহামন্ত্রীর স্বর সামান্য উষ্মাপূর্ণ।

"কী কাজ বলুন"।

"দয়া করে পাটনের রাজনীতির মধ্যে চন্দ্রাবতীর রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আমদানী করবেন না"।

সন্ন্যাসী চমকাইয়া উঠিলেন। মন্ত্রী কী করিয়া তাঁহার অন্তর জানিতে পারিলেন? তাঁহার সামান্য ভয় হইল।

"আমি কোন দ্বন্দ্ব আমদানী করতে আসিনি। সামন্তরাজের লিখিত পত্র অনুসারেই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। তার পর মহারাণির সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা এবং এখানে আমার যোগ্য কোন কাজ না থাকলে আমি চন্দ্রাবতীতেই ফিরে যেতে চাই"।

মৃণাল কোন উত্তর না দিয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। হয়ত তিনি সন্ন্যাসীর কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহার পর বলিলেন, "স্বামীজী, বেশী কথা বলা আমার অভ্যাস নাই। চন্দ্রাবতীর সমস্ত শ্রমণদের প্রতিনিধি হিসাবে আপনি এসেছেন। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, চন্দ্রাবতীর মত পাটনের রাজনীতিতে ধর্ম্মের প্রভাব আমদানী করতে চাহিনা। কিন্তু আপনি যদি এই সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করেন তা হলে আপনার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ থাকবেনা; আপনি আমায় আপনার শত্রু বলে মনে করবেন।"

"না, তার প্রয়োজন নাই। আমি আপনার বন্ধু হিসাবেই এসেছি, আর তার প্রমাণ যদি চান, তাও আমি এখনই দিতে পারি।"

"কী প্রমাণ?"

"আপনাকে আমি একটা গোপনীয় কথা বলতে চাই"।

"বলুন?" মৃণালের স্বর তিরস্কার—পূর্ণ।

"মহারাজ কর্ণদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র দেবপ্রসাদ এখানে এসেছেন।"

মৃণাল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "সন্ন্যাসী মহারাজ, এই কী আপনাদের চন্দ্রাবতীর রাজনীতির নমুনা?"

"কেন?"

"এই আপনার গোপন কথা? পাটনের বাহিরে আজ বেলা দ্বিপ্রহরে আপনি তাঁর সাথে আলাপ করেছেন, মুহূর্ত্তপূর্ব্বে অপর এক কক্ষে অন্ধকারে পুনরায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। আপনি কি বলতে চান যে এই সব আমার দৃষ্টিতে পড়েনি? সন্ন্যাসী মহারাজ, আপনার কাজ মানুষের পারলৌকিক শান্তির সন্ধান দেওয়া। আপনি সেই কাজই করুন, আর আমার কাজ আমাকে করতে দিন।" মৃণাল হাসিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। তাঁহার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হইল। কহিলেন, "দেব আমায় ক্ষমা করুন। আপনার শক্তি সম্যক অবগত ছিলাম না।"

"উত্তম। কিন্তু একটি কথা স্মরণ রাখবেন যে আমার রাজনীতিতে অপরের হস্তক্ষেপ আমি কখনও ক্ষমা করি না।" মুঞ্জালের দৃষ্টি কুটীল হইয়া উঠিল। "এখন কী করতে চান আপনিই বলুন। ভাল কথা, আপনার আহার হয়েছে ?"

"একমাত্র মহারাণীকে প্রণাম করাই বাকী আছে। আহারের প্রয়োজন নাই। আজ আমার উপবাস।" "তাহলে আপনি আমার সঙ্গেই আসুন, আমিও তাঁর কাছে যাচ্ছি।"

মুঞ্জাল সন্ন্যাসীকে লইয়া অপর একটি দ্বার দিয়া প্রস্থান করিলেন। যাইতে যাইতে আনন্দসূরী ভাবিতে লাগিলেন যে চন্দ্রাবতীর আর যে গৌরবই থাকুক, পাটনের মহামন্ত্রী মুঞ্জালের মত বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক তথায় একজনও নাই।

মহারাণির কক্ষের সম্মুখে মুঞ্জাল আনন্দসূরীকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। দ্বারের সম্মুখে দীপাধারে মৃদু দীপ জলিতেছে। মুঞ্জাল কড়া নাড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া প্রশ্ন করিল "কে ?"

"আমি।"

"আসুন। মহারাণী আপনার জন্যই অপেক্ষা করছেন। ইনি কে ?"

"ইনি চন্দ্রাবতীর সন্ন্যাসী। তুমি এইখানে অপেক্ষা কর। আমি ডাকলে ভিতরে আসিও।"

মুঞ্জাল মহারাণীর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধা দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী আনন্দসূরীও অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আনন্দসূরী, রাণী মীনলদেবী ও মন্ত্রী মুঞ্জালের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয়

পূর্ব্বে অনেক কথা শুনিয়াছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এখন এই মুহূর্ত্তে দ্বার খুলিয়া ইঁহারা কী করিতেছেন যদি দেখা যায় তো কেমন হয়। তিনি চন্দ্রাবতী হইতে পাটনের রাষ্ট্রনায়কগণের সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছেন। ধীরে ধীরে আলাপের সুযোগ সুবিধাও হইতেছে। আলাপ যাহাই হউক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না মুঞ্জালের ব্যক্তিত্ব খর্ব্ব করা না যাইতেছে ততক্ষণ সমস্ত উদ্দেশ্যই নিষ্ফল। এখনই পাটনের অন্যতম কর্ণধার মহাদেবীর সহিত তাঁহার আলাপ হইবে। আনন্দসূরী ভাবিতে লাগিলেন কী ভাবে আলাপ আরম্ভ করিবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মালবরাজের লাভ

পিতার অশ্ব দৃষ্টির বাহিরে গেলে ত্রিভুবন ধীরে ধীরে রাজপ্রাসাদের দিকেই স্বীয় অশ্ব চালনা করিল। তাহার চিত্ত প্রফুল্ল। পিতার দুঃখ বা চন্দ্রাবতী ও পাটনের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের সহিত সে মোটেই পরিচিত নহে। তাহার নিকট পাটন স্বপ্নলোকের মতই সুন্দর, তবে দুঃখ এই যে বেশীদিন পাটনে থাকিবার সুযোগ হয় না। ত্রিভুবন রাজপ্রাসাদের নিকট পৌছিল ও একদিকের প্রাসাদ-প্রাচীর সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র কক্ষের নীচে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। স্থান অতি নির্জ্জন। ত্রিভুবন ঘোড়া হইতে নামিয়া, রাস্তা হইতে এক খণ্ড প্রস্তর উঠাইয়া লইল এবং কক্ষের দ্বিতলে এক রন্ধন-কক্ষের বাতায়নে নিক্ষেপ করিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় আরও কয়েকটি প্রস্তর ঐভাবে নিক্ষেপ করিল। এইবার গবাক্ষের

দ্বার ধীরে ধীরে খুলিয়া গেল এবং এক সুকুমার বালিকার সহাস্য মুখ দেখা গেল। বালিকা চারিদিক বিশেষ মনোযোগের সহিত একবার দেখিয়া লইল। তাহার পর কপাট আরও একটু খুলিয়া নিচে ঝুকিয়া প্রশ্ন করিল "কে ওখানে"?

"কে আর! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি বল তো"?

"কে? দাঁড়িয়ে থাকতে কে বলেছে আপনাকে, চলে গেলেই তো পারেন"।

"যাব আর কোথায়? আমি উপরে যাচ্ছি তুমি দড়ি ফেলে দাও"।

"দড়ি কোথায় পা'ব, সে তো আজ তিনদিন হ'ল ছিঁড়ে গেছে"।

"না প্রসন্ন, লক্ষ্মীটি, দেখ বাবার কাজ ছিল, তাই তিন দিন আসতে পারি নি"।

"তা এখন কিন্তু আমার নিজের কাজ রয়েছে, তুমি বরঞ্চ ফিরেই যাও"। বালিকা এই কথা বলিল বটে কিন্তু নিচে দড়ি ফেলিয়া দিল এবং দড়ির এক প্রান্ত গবাক্ষের সহিত বাঁধিয়া দিল।

"ক্ষত্রিয় হয়ে কী করে ফিরে যাই বল তো"?

"হাঁ ক্ষত্রিয় তো বটেই, নইলে রাত্রে এই রকম চোরের মত আর কে আসবে বল"?

"তোমার জন্য সব কিছু করতে পারি। আচ্ছা এইবার উপরে উঠতে দাও। একী? অত নীচে বেঁধেছ কেন"? ত্রিভুবন দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিল। কয়েক হাত মাত্র উপরে উঠিয়াছে এমন সময় দুষ্টা প্রসন্ন দড়ির বাঁধন খুলিয়া দিতেই দড়ির সহিত বেচারা ত্রিভুবন মাটিতে পড়িয়া গেল। উঠিয়া দেহ হইতে ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ত্রিভুবন সহাস্যে কহিল "আরে কর কী, এখনই যদি কোন রক্ষী এসে পড়ে তো তোমার আর আমার দু'জনেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে"।

"তা আমি কী করব, তোমারই কপাল খারাপ ভাই দড়ি খুলে গেল। ওটাকে ছুঁড়ে দাও, এবার ঠিকমত বেঁধে দিচ্ছি"।

ত্রিভুবন দড়ি উপরে ছুঁড়িয়া দিল। এইবার দড়ি ঠিকমত বাঁধা হইল ও ত্রিভুবন দড়ি ধরিয়া নিমেষে কক্ষের উপর উঠিয়া গেল এবং প্রাচীর বাহিয়া গবাক্ষ-পথে ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রসন্নকে ধরিল।

"আমায় ছুঁয়োনা বলছি। মাথার দিব্বি"। প্রসন্ন ঝাঁজিয়া উঠিল।

"কেন"?

"তোমার সাথে আড়ি করে দিয়েছি আমি। পুরো তিনদিন তোমার পথচেয়ে বসে আছি, কত কষ্ট হয় বলতো"?

"দেখি কি রকম কষ্ট হয়েছে"? ত্রিভুবন প্রসন্নকে আবার ধরিতে গেল। কিন্তু প্রসন্ন অধিকতর ক্ষিপ্র, সে বিদ্যুদ্বেগে ভিতরের কক্ষে ছুটিল এবং তাহার পশ্চাতে ত্রিভুবনও ধাবমান হইল। কক্ষে একটি দোলা ছিল; ত্রিভুবন প্রসন্নকে ধরিবার পূর্ব্বেই প্রসন্ন দোলায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই দুলিতে আরম্ভ করিল।

"আরে থাম থাম, পড়ে যাবে যে।"

"কেন, ধরো এইবার, দেখি কেমন সাহস," প্রসন্ন হাসিতে লাগিল এবং অধিকতর ক্ষিপ্রবেগে দুলিতে আরম্ভ করিল।

"এইবার সত্যিই পড়ে যাবে প্রসন্ন। থামো লক্ষ্মীটি"।

"আমি কিছুতেই থামব না, তুমি যা পার কর। তোমারই তো দোষ, আসনি কেন"? প্রসন্ন দোলার গতি আরও বাড়াইয়া দিল। এইবার ত্রিভুবনের সত্যিই ভয় হইল। যদি প্রসন্ন পড়িয়া যায় তো কী হবে। অথচ চুপচাপ দাঁড়াইয়া দেখা ছাড়া আর কিছু করিবারও নাই। জোর করিয়া দোলা থামাইতে গেলেই বিপদ ঘটিবে। ত্রিভুবন দোলা দেখিতেছিল এমন সময় প্রসন্ন আচম্বিতে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। দুলিতে দুলিতে হঠাৎ হাত ছাড়িয়া দিল আর ত্রিভুবন সাবধান হইবার পূর্ব্বেই

একেবারে তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল। দুইজনেই মাটিতে পড়িয়া আঘাত পাইল, কিন্তু আঘাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া দুইজনেই দুইজনকে জড়াইয়া ধরিল।

"বড় দুষ্ট হয়েছ আজকাল"। ত্রিভুবন প্রসন্নের দেহে চাপ দিল।

"আর তুমি নিজে বড় সাধু, না" ? প্রসন্নও আঘাত দিতে ছাড়িল না।

"আচ্ছা এখন ওঠ, তোমার আতিথ্য সম্পূর্ণ হয়েছে"।

"আমারই পোড়াকপাল যে আমি এখানে আছি। আচ্ছা, কারও দোষ নেই, এখন তো উঠে বসো। উঃ আমার মাথা ঘুরছে"।

"আর আমার হাত দেখ তো ? ছাল উঠে গিয়ে রক্ত পড়ছে, দেখছ ?

"ঠিক হয়েছে। দেখি, ইস্ সত্যিই যে ছাল উঠে গেছে" !

"ছাড়, এইবার আমি চলে যাচ্ছি"।

"এরই মধ্যে ? তবে এলে কেন" ?

"কেন—তুমিইতো একটু আগে বলছিলে যে চলে যাও" ?

"দেখ, এরকম কোরো না বলছি। আচ্ছা এখন এখানে থাকবে তো" ?

ত্রিভুবন গম্ভীর হইয়া কহিল, "তা বলতে পারছিনা। কোন কিছুই ঠিক নেই। আর তা'ছাড়া আমি সব বুঝতেও পারি না। মনে হয়, আজকাল গোলমাল বড় বেশী হচ্ছে"।

"তোমার বাবাকে কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগে না"।

"তুমি তাঁর সম্বন্ধে কতটুকু জানো ? সংসারে তাঁর মত শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আর কেউ আছে ? অথচ তোমার পিসীমা তাঁকে এত কষ্ট দেন যে সময় সময় তাঁরও অসহ্য হয়ে ওঠে"।

"পিসীমার কথা বাদ দাও। তিনি এক অদ্ভুত মানুষ, তাঁর তুলনা মেলা ভার"।

"সেই রকম বাবারও তুলনা নাই"।

"তা ঠিক। কিন্তু আমরা এইরকম মাঝে মাঝে দেখা করি, কেউ যদি জানতে পারে তো কী হবে" ? প্রসন্নের প্রশ্নে ভীতির আভাষ।

"কী আর হবে। চুরি তো আর করছি না"।

"না, তা হয়ত নয়, কিন্তু পিসীমা জানতে পারলে সর্ব্বনাশ হবে।"

"সর্ব্বনাশ আর কী? আচ্ছা সে কথা যাক, চারণজী কেমন আছেন" ?

"তিনি দিন দিন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন। তোমার কথা প্রায়ই বলেন"।

"চল, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি। তারপর আজ কিন্তু আমার ফিরে যেতে হবে"।

"আসতে না আসতেই যাব যাব করছ কেন বলতো?—চল" প্রসন্ন ত্রিভুবনকে বৃদ্ধ চারণের নিকট লইয়া গেল।

বৃদ্ধ সামল এককালে মহারাজ ভীমদেবের অত্যন্ত সম্মানিত চারণ ছিলেন। নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ স্থবির আজ অন্ধ, কণ্ঠ স্বরহীন, স্মৃতিও লুপ্তপ্রায়। চারণ দীর্ঘকালব্যাপী বহু সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের মৌন সাক্ষী। অতীতের গৌরবময় দিনগুলি ও মহারাজ ভীমদেবের কীর্ত্তিকলাপ স্মরণ করিয়া চারণ আজও বাঁচিয়া আছেন। প্রাসাদের এক কোণে বাস করেন এবং সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিয়া থাকে। সামল, প্রসন্ন আর ত্রিভুবনকে বড় স্নেহ করিতেন। ইহারা যখন তাঁহার নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি শয্যায় বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন।

"চারণদেব, ভগবান সোমনাথের জয় হউক"।

"কে ভাই" ? চারণ তাঁহার দৃষ্টিহীন চক্ষু দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

"কেন—চিনতে পারছেন না" ?

"কে, ত্রিভুবনপাল? এতদিনে চারণকে মনে পড়ল? এতদিন আস নি কেন" ?

"আপনাকে ভুলে যাওয়া কী সম্ভব? কেমন আছেন বলুন। আপনি দিন দিন বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়ছেন"।

"আর ভাই, দেহের দোষ কী বল? সঙ্গী-সাথীরা সব কত কাল আগে বিদায় নিয়ে চলে গেল। সুভট আর বেঁচে নাই, কর্ণদেবও চলে যাচ্ছেন। অথচ আমি এখনও বেঁচে রয়েছি। আমারই তো সকলের আগে যাবার পালা"।

"আপনি চলে গেলে আমাদের পরামর্শ, উপদেশ কে দিবে"?

"আর উপদেশের প্রয়োজন কী? আজ পাটন নিজেই যেতে বসেছে। তার প্রাচীন গৌরব, শৌর্য্য সমস্তই আজ নিষ্ফল হয়ে যাবে"। বৃদ্ধ চারণ ক্ষোভে শির নত করিলেন।

"ওকথা আর তুলবেন না চারণদেব। পাটনের পুরাতন সমস্ত গৌরবই আপনার মনে আছে।"

"সেই নিয়েই তো বেঁচে আছি। আজ দেশের রাজা বলহীন। সমরনীতি আজ অচল, তার পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রিয় ষড়যন্ত্রই আজ দেশের আদর্শ। প্রতিদিনই নূতন নূতন কিছু না কিছু শুনছি। সারা দেশ আজ ক্লীব হয়ে গেছে"।

"কেন? সম্প্রতি নূতন কিছু শুনেছেন নাকি"? প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল।

"কী বলব মা? যে মালবরাজ পাটনের ভয়ে একদিন কাঁপত, তাকেও আজ উপঢৌকন পাঠাতে হয়। তার শক্তিতে ভীত হয়ে আজ তাকে সন্তুষ্ট রাখবার আয়োজন করা হচ্ছে"।

প্রসন্ন ও ত্রিভুবন চারণের কথায় আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ত্রিভুবন জিজ্ঞাসা করিল "একি সত্য"?

"রণনীতি যেখানে অচল সেখানে এর চেয়ে আর কী আশা করা যেতে পারে? ভাই—নারীর বুদ্ধিতে যেখানে রাজ্য পরিচালনা হয় সেখানে এইরকমই হবে"।

প্রসন্ন এতক্ষণে বুঝিতে পারিল চারণ কী বলিতে চাহিতেছেন। সে ত্রিভুবন মনে দুঃখ পাইবে বলিয়া চুপ করিয়া রহিল। ত্রিভুবন চারণকে প্রশ্ন করিল, "আপনি বলুন তো মালবরাজকে নিয়ে কী সিদ্ধান্ত হয়েছে"?

"হয়েছে একটা কিছু—"

"কী হয়েছে বলুন চারণদেব," ত্রিভুবনের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ও কৌতূহল। সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ করিয়া প্রসন্ন লজ্জা ও ভয়ে অধোবদন হইল।

"কী আর বলব ভাই, আর বলবার আছেই বা কি? আমার এই প্রসন্ন মা'কে মালবরাজের হাতে অর্পণ করে তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। রাজকন্যাকে বিসর্জ্জন দিয়ে সন্ধি করা—এই পাটনের বর্ত্তমান নীতি। আজ মহারাজ ভীমদেব বেঁচে থাকলে মালবের রক্তে মাটি লাল হয়ে যেত।" বৃদ্ধ চারণ গুণ গুণ করিয়া গাহিতে লাগিলেন—

"অস্ত আজিকে গৌরব রবি পদলেহী আজ তুলেছে শির,
নাহি শুনা যায় রণহুঙ্কার আজি আর নাহি সে মহাবীর"।

চারণের কথায় ত্রিভুবনের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, প্রশ্ন করিল, "চারণদেব, একী সত্য, প্রসন্ন মালবের রাণি হবে? প্রসন্ন—যা শুনছি সত্য"?

প্রসন্ন কী বলিবে স্থির করিতে না পারিয়া মস্তক অবনত করিল। ক্ষোভে, দুঃখে ত্রিভুবনের কণ্ঠ রোধ হইল। তাহার আদরের প্রসন্ন মালবে চলিয়া যাইবে। যে মালবের সহিত সোলাঙ্কিবংশের বংশানুক্রমিক শত্রুতা সেই মালবের নিকট আজ শির নত করিয়া উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও যে ভাল ছিল।

ত্রিভুবন পুনরায় কহিল, "কী প্রসন্ন, তুমি কী সত্যই মালবরাজের ঘরে চলে যাবে? বল, লজ্জা পাচ্ছ কেন"?

"পিসিমা আমায় তাই বলেছেন।"

উত্তেজিত ত্রিভুবন উচ্চৈস্বরে বলিল, "পিসিমা—মীনলদেবী, তাঁর কী অধিকার—"

সকলকে চমকিত করিয়া পশ্চাতে আর এক কিশোর কণ্ঠ শোনা গেল, "মীনলদেবীর অধিকারের প্রশ্ন করবার স্পর্দ্ধা কাহার"? স্বর কোমল কিন্তু প্রভুত্বব্যঞ্জক।

প্রশ্নকর্ত্তা দ্বাদশবর্ষীয় এক বালক, দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুকুমার মুখমণ্ডলে মহারাজ কর্ণদেবের প্রতিচ্ছবি এবং চক্ষুতে মীনলদেবীর তেজস্বিতা ও গম্ভীর দৃষ্টি। মীনলদেবীর অপমানে ক্রুদ্ধ বালক কঠিন দৃষ্টিতে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

চারণ প্রথম কথা কহিলেন, "কে, সোলাঙ্কি-কুলতিলক কুমার জয়দেব"?

ক্রুদ্ধ জয়দেব কহিল, "মা'র সম্বন্ধে এইভাবে কথা বলছিলেন, কে ইনি? আর এখানে এলেন বা কী করে"?

ক্রুদ্ধ ত্রিভুবনও ব্যঙ্গের সহিত উত্তর করিল, "এই প্রাসাদে তোমার আসবার যতখানি অধিকার, আমারও ঠিক ততখানিই অধিকার। তোমার প্রশ্নের জবাব আর একদিন দেবার ইচ্ছা রইল, আজ আমি যাচ্ছি"।

কেহ বাধা দিবার পুর্ব্বেই ত্রিভুবন কক্ষ ত্যাগ করিল। তাহার ভয় হইল যে তাহাকে চিনিয়া ফেলিলে পিতার বিপদ ঘটিবে। পিতাও বিশেষ করিয়া এই সময় তাহাকে সতর্কভাবে থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন। যুবরাজ জয়দেবের সহিত এখন আলাপ করা ঠিক হইবে না। তাড়াতাড়ি প্রস্থানই যুক্তিযুক্ত। বুদ্ধিমতী প্রসন্ন ও চারণদেব অবস্থা ঠিক সামলাইয়া লইবে।

ত্রিভুবন তাড়াতাড়ি দ্বিতলে নামিয়া গেল এবং আসিবার সময় প্রথম যে কক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল সেই কক্ষে পৌছিল। তাহার ধনুর্ব্বাণ সেইখানেই পড়িয়া ছিল। সে তীরধনু ত্যাগ করিয়া গবাক্ষ-পথে নীচের কক্ষের ছাদে আসিয়া দাড়াইল। ইত্যবসরে তাহার পিছনে

প্রসন্ন ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া কহিল, "ত্রিভুবন একটু দাঁড়াও, এমন ক'রে চলে যেওনা।"

ত্রিভুবন ক্ষোভ ও অভিমানের সহিত কহিল, "তুমি উজ্জয়িনীর রাণি হতে চলেছ, আমায় আর কি প্রয়োজন?"

"ত্রিভুবন, ত্রিভুবন একবার শোন'।"

"তুমি আগে রাণি হও তখন তোমার কথা শুনব।" ক্রুদ্ধ ত্রিভুবন নীচে লাফাইয়া পড়িল ও অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিল, একবার ফিরিয়া চাহিল না। প্রসন্ন গবাক্ষপথে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "পিতা আর পুত্র দু'জনেই এক রকম।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মীনলদেবী

আনন্দসূরীকে ছাড়িয়া মুঞ্জাল যখন মহাদেবীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার মুখের ভাবের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে; পূর্ব্বের সেই কঠোর ভাব আর নাই। মুঞ্জাল সসম্ভ্রমে ডাকিলেন, "মহাদেবী!"

"কে, মুঞ্জাল? কী সংবাদ?" কক্ষ হইতে সাড়া আসিল। মহারাণি মীনলদেবী একখানি চৌকীর উপর বসিয়া মালা জপ করিতেছিলেন। তাঁহার বয়স অন্যূন ত্রিশবৎসর, চক্ষু তীক্ষ্ন কিন্তু আসন্ন বিপদের চিন্তায় ও শোকে ঈষৎ লোহিতাভ, মুখ ম্লান এবং বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। মহাদেবী অপূর্ব্ব দেহশ্রী-মণ্ডিত। মুঞ্জালকে দেখিয়া মীনলদেবী জপমালা পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন ও মন্ত্রীর উত্তরের অপেক্ষায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

নিকটবর্ত্তী একটি আসনে উপবেশন করিয়া মৃণাল বলিলেন, "অবস্থা বিশেষ ভাল বোধ হচ্ছে না।"

"কেন?"

"দেবপ্রসাদ এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

"দেবপ্রসাদ এখানে? বিনা আদেশে?"

"আদেশের আর প্রয়োজন কী, কাকা মৃত্যুশয্যায়, ভ্রাতুষ্পুত্র তো আসবেই।"

"আর আমার সর্ব্বস্ব লুঠ ক'রে নিয়ে যাবে। এখন তো ওঁর জ্ঞান ব'লে কিছু নেই, কা'কে কী দিয়ে দেবেন পরে বিপদের সীমা থাকবে না।"

"আপনি নিশ্চিন্ত বসে দেখুন। তা'ছাড়া এই সময় তাকে দূরে সরিয়ে রাখাও যাবে না। আর সে ক্ষতি করবে তো আমি আছি কী ক'রতে? আমার নিজেরই তো তার সঙ্গে দীর্ঘ হিসাব নিকাশ বাকী রয়েছে।"

"আজ পনের বছর তো ব'সে ব'সে কেবল দেখেই যাচ্ছি। লাভ কী হ'ল বলতে পার?"

"আপনার জন্যই তো এই সব হয়েছে।"

"আমার জন্য?"

"হাঁ আপনারই জন্য। আপনার জয়দেবের জন্য এই পাটনকে আমি গড়ে তুলেছি, নিজের সুখ স্বার্থ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি আর আজও আমি পাটনের এই রাজনীতির আবর্ত্ত থেকে মুক্ত হ'তে পারি নি।"

মহাদেবীর ক্রোধের উদ্রেক হইল। তিনি তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন "কতটুকু কাজ করেছ তুমি? তের বছর আগে গুর্জ্জরে যে দিন প্রথম এসেছি তখনও আমি যেমন শক্তিহীন কেবল নামে মাত্র রাণি ছিলাম,

আজও তো তেমনি রয়েছি। তোমায় বিশ্বাস করতে করতে জীবন তো প্রায় শেষ হ'য়ে এল।"

মহাদেবীর তিরস্কারে আহতস্বরে মুঞ্জাল বলিলেন, "আজ আপনি এই কথা ব'লছেন? তের বছর আগে সমগ্র গুর্জ্জর দূরের কথা, সারা পাটনই তো আপনার ছিল না। আজ কয়েকটা বড় জমিদারী ও মণ্ডল বাঁদ দিয়ে সমস্ত রাজ্যই আপনার অধিকারে। চন্দ্রাবতীতে আজ আমাদেরই জন্ত সৈন্য ও রণসম্ভার তৈরী হচ্ছে। এর বেশী যদি কিছু না হয়ে' থাকে, সে আপনার জন্যই হয় নি।"

"তোমার এই সনাতন অজুহাত আমি চিরকাল শুনে আসছি।"

"আমি নিরুপায়। দেশে যা হয়েছে, এর চেয়েও বেশী যদি কিছু চান, তো সে আমার শক্তির বাইরে।"

"তুমি কী বলতে চাও যে সারা জীবন আমায় কেবল অপরের আশ্রিত হয়েই থাকতে হবে? নামে মাত্র এই যে অধিকার, একে তুমি অধিকার বল? আমায় কী এই ভাবেই জীবন কাটাতে হবে?"

"আমি কবে আপনাকে বলেছি যে আপনি এই ভাবে জীবন কাটান? আপনি কী বলতে চান দুই শক্তিশালী দলের এক পক্ষকে অপরের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে দেশের কোন লাভ হবে? মণ্ডলেশ্বর ও ভূস্বামী এদের দুর্ব্বল করবার জন্য রাজপুতকে জয় এবং জৈন শ্রমণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে পাটনের ভবিষ্যত কোন দিন উজ্জ্বল হবে না। আপনার এই আশা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"স্বপ্ন আমার নয়, স্বপ্ন তোমার। রাজপুত ও শ্রমণ, শক্তিশালী এই দুই পক্ষের পরস্পর যুদ্ধে একপক্ষ যতদিন হীনবল না হয় ততদিন রাজশক্তির বৃদ্ধি হবে না।"

"শক্তিহীনতার ভিত্তিতে এই সাম্রাজ্য রচনার ব্যর্থ প্রয়াস, এর পরিণাম শেষ পর্য্যন্ত কী হবে জানেন কী? যে শ্রাবকরা একদিন পাটন

ত্যাগ করে চন্দ্রাবতী নগর প্রতিষ্ঠা করেছে তারা তাদের আধিপত্য ধীরে ধীরে পাটনেও বিস্তার করবে, তারপর এমন এক সময় আসবে যখন তারা রাজাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দিয়ে সমগ্র পাটনে জৈন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। এই সর্ব্বনাশ অনেকদিন আগেই হ'ত, কিন্তু হয়নি কেবল আমার নিজের শাসন পরিচালনার জন্য।"

"এতে তোমার নিজের আর ক্ষতি কী? পাটনে জৈন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হ'লে, নগরের অধ্যক্ষ তো তুমিই হবে। তোমার মেশোমশাই বিমল মন্ত্রী একদিন চন্দ্রাবতী প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই পাটনে তোমার প্রতিষ্ঠা ঠিক তাঁরই মত হবে।" রাণির দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল।

"সেটা হয়ত সত্যই অসম্ভব নয়, কিন্তু এই কাজ কেন আমি করিনি তা কী আপনি জানেন না?" মুঞ্জাল এক বিচিত্র দৃষ্টিতে রাণির দিকে চাহিলেন। মীনলদেবী মুখ নত করিলেন।

মুঞ্জাল বলিলেন, "চন্দ্রাবতীর প্রতিষ্ঠা অন্যত্র বিস্তৃত হ'তে না দেওয়ার আরও বিশেষ কারণ রয়েছে। যেখানে সেখানে এই প্রতিষ্ঠার বিস্তার হ'লে বিশেষ সুবিধা কী হবে? কেবলমাত্র ব্যবসায়ী ও বণিক এদেরই শক্তি বৃদ্ধি হবে। বণিকের শক্তি বৃদ্ধিতে কি লাভ? আজ সারা দেশের শক্তির প্রয়োজন, এই ছিল মূলরাজদেবের রাজনীতি। আজ সারা গুর্জ্জরব্যাপী যদি একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে প্রজার শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে আর আমাদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে দেশ দেশান্তরে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হ'লেই দেশে বিশৃঙ্খলা, বিপদ দেখা দেবে। যে মালব ও কচ্ছ একদিন গুর্জ্জরের ভয়ে কম্পিত হ'ত, তারা এখন প্রায় প্রতি বৎসরই আমাদের কচ্ছ থেকে কিছু না কিছু অধিকার ক'রে নিচ্ছে। এর পর হয়ত কোন দিন এরা পাটনই আক্রমণ ক'রে বসবে।"

"কী, মালবরাজও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন নাকি?"

"বহুদিন আগেই তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। অবন্তীতে তো সাধারণ লোকের এই ধারণা যে গুর্জ্জর মালবের এক মণ্ডল মাত্র।"

"এই জন্যই তো প্রসন্নর সঙ্গে মালবরাজের বিয়ে দিতে চাই।"

"এতে কোন সুবিধা হবে ব'লে আমার মনে হয় না। আপনি গত তের বছর আমায় বিশ্বাস ক'রে আমার কাজের উপর নির্ভর করেছেন, আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, আমায় নিজের পরিকল্পনা মত কাজ করতে দিন, দেখবেন আপনার জয়দেব সমগ্র গুর্জ্জরের অধীশ্বর হ'য়ে বসবে।"

"কিন্তু এই মণ্ডলেশ্বরকে নিয়ে এখন কী করবে?"

"চিন্তার প্রয়োজন নেই, সে নিজেই ঠিক হ'য়ে বসবে। আমাদের দেশে বিপ্লব বাধলেই তার নিজের স্বার্থের সুবিধা। তখন প্রতিটি গ্রামের রাজপুতরা তার সাহায্যে অগ্রসর হ'য়ে আসবে। সেইজন্যই তা'কে আরও শক্তিহীন ক'রে দেওয়া দরকার। যারা তার পক্ষপাতী তাদের এমন ভাবে বিশ্বাস ক'রতে হবে যাতে তারা ওর পক্ষ পরিত্যাগ ক'রে পাটনরাজের পক্ষ আশ্রয় করে।"

"তুমি এই কাজ যত সরল ভাবছ তত সরল নয়।"

"এ আর কঠিন কাজ কি? আমাদের নিজেদের রাজনীতিতে যদি প্রজাদের সুবিধা হয়, তারা আমাদের প্রত্যেক কাজেই সাড়া দেবে। মালবকে নিয়ে আমাদের যে সমস্যা তা আমরা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারব। এমনকি আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সারা গুর্জ্জর আমাদের অধীনে আসবে। আমাদের উৎসাহ আছে, শক্তি আছে কিন্তু দুঃখ এই যে সেই উৎসাহ, শক্তি প্রকাশের অবসর আমাদের নাই।"

"মুঞ্জাল, তুমি যা বলছ, তা সমস্তই আমার স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে।"

"আমার একটী কথা যদি আপনি শোনেন, আপনার এই স্বপ্ন আমি কাল সকালেই সম্ভব ব'লে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি।"

"কী কথা?"

"বিমলশাহের পর আমাদের এখানে অন্য কোন দণ্ডনায়ক নিযুক্ত হয়নি। দেবপ্রসাদ এই পদের জন্য বহু চেষ্টা ক'রেছিল কিন্তু রাজা তাকে দেন নি। আপনি আমায় এই দণ্ডনায়কের পদে নিযুক্ত করুন আর তার পর দেখুন কী হয়।"

"মুঞ্জাল, শেষে তোমারও এই পদের জন্য লোভ? কেন, তোমার অভাব কী? তোমার নিজের আসন কী এর চেয়ে কিছু কম?" মহাদেবীর কণ্ঠে তিরস্কার ধ্বনিত হইল।

নম্র-কণ্ঠে মুঞ্জাল বলিলেন, "অভাব তো আছেই। আপনি তো জানেন মহাদেবী, পদমর্য্যাদার লোভ আমার নাই। তবে এই রাজ্য পরিচালনায় একটা বড় ব্যতিক্রম এই যে কোন একজন যোগ্য লোকের হাতে দেশের সমস্ত দায়িত্ব নাই, আর সেই জন্যই এত বিশৃঙ্খলা চারিদিকে।"

"তোমার নিজের কী দুঃখ যে তুমি আজ এই কথা বলছ?"

"আমার দুঃখ এই যে আপনার রাজ্যশাসন-ব্যবস্থায় কারও একক দায়িত্ব নাই। দেবপ্রসাদ আমাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন অথচ সেই রাজ্যের সেনাপতি। মন্ত্রী শান্তিচন্দ্র ও কোষাধ্যক্ষ চন্দ্রাবতীর পক্ষপাতী, উদয়ামতীর ভাই মদনপাল কর্ণাবতীর নগরাধ্যক্ষ অর্থাৎ কর্ণাবতীর একপ্রকার রাজা বললেই হয়, আর আমি পাটনের দুর্গাধ্যক্ষ অর্থাৎ—

"অর্থাৎ তুমিই এখানকার একপ্রকার রাজা।"

"না, আমি কিছুই নই। আপনার রাজনীতি প্রত্যেক দিনই রূপ বদলায়, শান্তিচন্দ্রেরও সেই অবস্থা, কাজেই এখানে আমার পদমর্য্যাদার কোন মূল্যই নাই।"

"কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব তো তুমিই করছ।"

"তার কারণ অপর সকলে বুদ্ধিহীন। বিশেষ ক'রে এইজন্যই দেশের সমস্ত ক্ষমতা যদি একজনের হাতে থাকে আর সে যদি পাটনের দুর্গপাল হয়, তাহ'লে ভবিষ্যতে এই রাজ্যের বহু উন্নতি হবে।"

"তা কী ক'রে সম্ভব ?"

"সেইখানেই তো দুঃখ। আপনার পাটনের উন্নতির জন্য প্রাণপাত ক'রে পরিশ্রম করেছি, নিজের স্বার্থ সুখ সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি, তবুও বিশেষ কোন অধিকার পেলে, আমি তার অপপ্রয়োগ করব এই মিথ্যা সন্দেহ আপনার আজও গেল না।"

"না না মুঞ্জাল, আমি কখনও সে সন্দেহ করি না।"

"এখনও হাতে বিচার ক'রে দেখবার মত সময় রয়েছে, কিন্তু মহা-রাজের মৃত্যুর পর আর চিন্তার অবসর থাকবে না, তখন সামান্য একটু ভুলেরও পরিণতি হবে ভয়াবহ, আর আমাদের এতদিনের পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"তবে চন্দ্রাবতী হ'তে যে সৈন্যদল আহ্বান করা হয়েছে তার সেনাপতি কে হবে ?"

"হাঁ, সেটা চিন্তার বিষয়। এরা শ্রাবক ছাড়া আর কারও প্রভুত্ব মানবে না, আর এই সৈন্যদলই আমাদের ভরসাস্থল। আমার মনে হয় যদি এই কাজে শান্তিচন্দ্রকে নিযুক্ত করা যায় তাহ'লে ভাল হয়।"

"কেন ?"

"কারণ তাঁকে এরা নিজেদের আপন লোক ব'লে মনে করে, আর তাছাড়া শান্তিচন্দ্র বয়োবৃদ্ধ, পদের গুরুত্বও তাঁকে মানাবে। সোলাঙ্কি-বংশের প্রতি তাঁর আনুগত্যও যথেষ্ট, কাজেই আপনার কোন আদেশ তিনি অমান্য করতে পারবেন না।

"দেখা যাক্, সবই ভগবানের ইচ্ছা।"

"দেবী, চন্দ্রাবতীর মণ্ডলেশ্বর এক জৈন শ্রমণকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। পাটনের রাজকার্য্যে সাহায্য করাই সন্ন্যাসীর ইচ্ছা। আপনি কী তার সঙ্গে এখনই আলাপ ক'রতে চান, না কাল সকালে আলাপ ক'রবেন ?"

"সন্ন্যাসী। প্রয়োজন হলে এখনই দেখা করতে পারি।"

"এই সন্ন্যাসীকে দিয়ে একটা কাজ হ'তে পারে। এর সাহায্যে চন্দ্রাবতী, আর তার সঙ্গে শান্তিচন্দ্রকেও আমাদের বশে রাখা যায়। কিন্তু আপনি সাবধান থাকবেন যাতে এই সন্ন্যাসী কোন ক্রমে চন্দ্রাবতীর রাজনীতি পাটনে আমদানী করবার সুযোগ না পায়।"

"সে বিষয়ে তুমি আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রতে পার।"

"আপনাকে বিশ্বাস করি, কিন্তু মহাদেবী আমি বলেছি তো, দুই শক্তিশালী পক্ষের মধ্যে ভেদনীতি—আপনার এই রাজনৈতিক মতবাদের উপর আমার আস্থা নাই।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাক মুঞ্জাল, কিন্তু একটা কথা," মহাদেবী ধীর শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "দেবপ্রসাদ তো এখানেই রয়েছে, যদি কোন উপদ্রব না হয় তো তাকে এখানে এনে রাখলে ক্ষতি কী?"

মুঞ্জালের মুখ গম্ভীর হইল এবং কপালে চিন্তার কুটিল রেখা ফুটিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে বলিলেন "কোথায়?"

মহাদেবী পশ্চাতের এক দ্বারের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলেন। মুঞ্জালের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিলেন, "দেবী, এবিষয়ে আপনার যথা অভিরুচি করুন, আমায় জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই।"

"এই সন্ন্যাসীকেও তো রাখা যায়। এ অপরিচিত, সেজন্য কোন সন্দেহ না ক'রেই কাজ করবে।"

"আপনার যা ইচ্ছা," মন্ত্রী বাহির হইয়া গেলেন ও আনন্দসূরিকে ভিতরে আসিতে সংকেত করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্ম ও সাম্রাজ্য

আনন্দস্থরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মীনলদেবীকে প্রণাম করিলেন। মুঞ্জাল পরিচয় করাইয়া দিয়া কহিলেন, "মহাদেবী, এই সন্ন্যাসী চন্দ্রাবতী হ'তে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এখানে প্রেরিত হয়েছেন। অনুমতি করেন তো আমি বিদায় হই, মহারাজ কেমন আছেন দেখে আসি।"

"আচ্ছা তুমি যাও, আমিও এখনই যাচ্ছি।"

মুঞ্জাল সন্ন্যাসীকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আনন্দস্থরী মীনলদেবীকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, "আজ আমি সত্যই ভাগ্যবান। বহুদিন হ'তেই আপনার দর্শন লাভের ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছা এতদিনে পূর্ণ হ'ল।"

"আপনার নাম?"

"আনন্দস্থরী।"

"এইবার আপনার আগমনের কারণ ব্যক্ত করুন। আপনি কি কোন বিশেষ কাজের জন্য এসেছেন?"

"মহাদেবী, যদি অভয় দেন তো একটা কথা বলি। আমি সন্ন্যাসী, জিন ভগবানের সেবার জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।"

"তবে আর রাজনীতির আবর্ত্তে আসতে চাইছেন কেন?"

"রাজনীতিও কী ধর্ম্ম নয় মহাদেবী? ধর্ম্ম ও জীবন অভিন্ন। এদের বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখি বলেই আজ আমাদের এত দুঃখ।"

"সন্ন্যাসী মহারাজ কী আমায় ধর্ম্মোপদেশ দিতে এসেছেন?" মীনলদেবীর স্বরে ঈষৎ বিরক্তি দেখা দিল।

"আপত্তি কী?" আনন্দস্যূরীর কণ্ঠ দৃঢ় কিন্তু শান্ত। "গজনীর সুলতান বিধর্ম্মী, যবন, কিন্তু তার রাজনৈতিক বুদ্ধি আপনার চেয়ে অধিক। তার ধর্ম্ম তাকে পারলৌকিক নির্দ্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশাসন ব্যাপারে দমন নীতির প্রয়োজনও শিখিয়েছে।"

"মন্ত্রী মুঞ্জালের মত কিন্তু বিপরীত।"

"সেইজন্য তার রাজনীতিও শেষপর্য্যন্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে।" নির্ভীক সন্ন্যাসীর স্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

মীনলদেবী ঈষৎ ব্যগ্রস্বরে কহিলেন, "তাহ'লে আপনার কী মত তাই বলুন।"

"আপনি চন্দ্রাবতীর সমস্যায় চিন্তিত, কিন্তু মন্ত্রী মুঞ্জাল আমাকে চন্দ্রাবতীর শাসণ পদ্ধতির বিষয়ে এ সময়ে আপনার সংগে অধিক আলাপ আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন। অন্য কোন সময় এই বিষয় আপনার সংগে আলাপের বাসনা রইল।"

"না, আমি এখনই শুনতে চাই। আজ পাটনের সম্মুখে বহু জটিল সমস্যা। এই সময় আপনার মত পণ্ডিতের মতামতে আমার অনেক সাহায্য হবে।"

"আপনি তো মন্ত্রী মুঞ্জল ছাড়া কারও পরামর্শ শুনবেন না, কাজেই আপনাকে বলে কোন লাভ নাই," আনন্দস্যূরী ধীরে ধীরে মহামন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আরম্ভ করিলেন। "কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন, সমগ্র দেশের ধর্ম্ম এক না হ'লে কোন দিন ঐক্য আসবে না। প্রজাদের উপর প্রভাব বিস্তারের মূলে রয়েছে এই ধর্ম্মের ঐক্য। তাদের উৎসাহ ও বীরত্বও এই ধর্ম্মের জন্যই।"

"আপনি যদি আজ পাটনের অধ্যক্ষ হ'তেন তবে কী করতেন"?

"আমার মতে যদি শাসণ ব্যবস্থা চলত, তাহ'লে আমার রাজনীতির প্রথম মন্ত্র হ'ত জৈনধর্ম্ম। ভগবান মহাবীরের নামের সংগে

সারা দেশ উৎসাহ ও একতায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠত। দেশ বিদেশে আমি জিন ভগবানের গৈরিক পতাকা উত্তোলন করতাম। প্রজাসাধারণের বীরত্বের মূলে থাকত এই ধর্ম্মের সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠা। জৈন ধর্ম্মের দীপ্তি ও গরিমায় ভগবান মহাবীরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত।"

"আপনার কথা আমি বুঝেছি, কিন্তু তা'হলে রাজপুতের কী হ'ত?"

"রাজপুত চিরকাল শৌর্য্য ও বীরত্বের পূজারী। ধর্ম্মের মুকুরে তারা নিজেদের আদর্শের প্রতিচ্ছবিই দেখতে পেত এবং সকলে একই প্রেরণায় জৈনধর্ম্মের পথ অনুসরণ করত।"

"ধর্ম্মের নামে রাজ্যশাসন, আপনি তো গজনীর সুলতানের রাজ-নীতির কথা বলছেন। মুসলমান নবখণ্ড জয় ক'রে আজ সারা পৃথিবী জয়ের স্বপ্ন দেখছে।"

"এরও মূলে ঐ একই কথা। যবন কেবল রাজা মাত্র নয়, সে ধর্ম্মবীর। পূর্ব্বে উত্তরাখণ্ডে তাদের এক ধর্ম্মগুরুর সংগে আমার আলাপের সুযোগ হয়েছিল, তার মুখে শুনেছি, যাবনিক রাজনীতির মূল সূত্রই হ'ল, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে সাম্রাজ্য অসম্ভব।"

মীনলদেবী কহিলেন, "সন্ন্যাসী মহারাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতির এই সম্বন্ধ সম্পর্কে আপনি হয় তো আমার মনের কথাই বলেছেন, কিন্তু পাটনে আজ যদি জৈন প্রভাব বৃদ্ধি পায় তা'হলে মন্ত্রীবিমলশাহেরই নাম বড় হ'য়ে উঠবে। তার সঙ্গে প্রজারা ভুলে যাবে তাদের নিজের রাজাকে আর পাটন দ্বিতীয় চন্দ্রাবতী হয়ে উঠবে।"

আনন্দসূরী ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহাদেবী, হয়ত আপনার ভয় অমূলক নয়। কিন্তু সত্যের গ্রহণে যদি অসত্য ও বিবাদ দূর হ'য়ে দেশের সমস্যার সমাধান হয়, তবে সেই চেষ্টায় আপত্তি কী?"

"আপনি বলতে চান পাটনের সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব?"

"হাঁ, তার উপায় আছে কিন্তু সে উপায় আপনার মনোমত হবে না।"

"সে আমি বিচার ক'রে দেখব। আপনি বলুন কী উপায়।"

"একে পাটনের রাজনীতি হ'তে দূরে সরিয়ে রাখুন।"

মীনলদেবী মহাবিস্ময়ে সন্ন্যাসীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "মুঞ্জালকে? আপনি বিদেশী, সেইজন্যই সম্ভবতঃ আপনি জানেন না যে মুঞ্জাল আমার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। বহুপূর্ব্বে আমি যখন চন্দ্রপুরে ছিলাম তখন এই মুঞ্জালই আমায় গুর্জ্জরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট করেছিল। এরই প্রচেষ্টায় মহারাজের সহিত আমার বিবাহ হয় এবং রাজা যখন আমার উপর অপ্রসন্ন হ'য়ে আমায় পরিত্যাগ করেছিলেন তখন এই মুঞ্জালের যত্নেই আমাদের মধ্যে পুনরায় মিলন হয়। তার পর থেকে আজ দীর্ঘ তের বৎসর মুঞ্জাল অবিচল ভাবে আমার সর্ব্বপ্রকার বিপদে সাহায্য ক'রে আসছে।"

"তার এই প্রশংসা আপনার নিজের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। মুঞ্জাল রাজভক্ত, বিচক্ষণ সন্দেহ নাই, তার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিও যথেষ্ট। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে সমস্ত ক্ষমতা তার হাতে ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্ত্তে আপনার নিজের হাতে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্যও লওয়া কর্ত্তব্য। যতই হউক মুঞ্জাল মন্ত্রীমাত্র, সে রাজা নহে।"

"সন্ন্যাসী মহারাজ, আপনি বাচাল। আপনি বিদেশী, আপনার সহিত এবিষয়ে বিশদ আলোচনা হয়ত ঠিক নয়। তবে আপনার সত্যভাষণ আমি প্রশংসা করি।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার সেবার ইচ্ছাতেই আমি এখানে এসেছি এবং আমার সততায় আপনি সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারেন।"

"তবে শুনুন স্বামীজী, মুঞ্জালের শক্তি অসীম, তার প্রতিষ্ঠা কিছুতেই খর্ব্ব করা যাবে না।"

"আপনি ভুল করছেন। মুঞ্জাল যতই শক্তিশালী হউক না কেন, তাকেও বশে রাখা সম্ভব।"

"কী উপায় ?"

"মুঞ্জালকে চন্দ্রাবতীর সেনাপতি নিযুক্ত করুন। শ্রাবকের হাতে পড়লে সে নিজেই শায়েস্তা হ'য়ে যাবে। আর শান্তিচন্দ্রও যথেষ্ট বিচক্ষণ, তাকে পাটনের দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন এবং সম্ভব হ'লে এর সংগে দণ্ডনায়কের পদও তাকেই প্রদান করুন।"

আনন্দসূরীর কথায় মহারাণি চমকিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "বলেন কী ? আচ্ছা আমি আপনার প্রস্তাব ভেবে দেখব। আপনি বরঞ্চ কাল সকালে শান্তিচন্দ্রকে নিয়ে আমার নিকট আসুন।"

"যথা আজ্ঞা। আমাকে কোন কার্য্যের উপযুক্ত মনে ক'রলে আমি সর্ব্বদাই আপনার আদেশ পালনে প্রস্তুত থাকব।"

"আপনি একটা কাজ করতে পারেন ?"

"নিশ্চয়ই ক'রব। বলুন কী কাজ ?

"নগরের বাইরে বিমলশাহের আশ্রম, দেখেছেন কী ?"

"হাঁ, আজই তো আসবার সময় সেইখানে বিশ্রামের জন্য অপেক্ষা করেছিলাম।"

"সেখানে গিয়ে আচার্য্যদেবকে একান্তে ডেকে বলবেন যে মহারাণি গৌরীদেবীকে স্মরণ করেছেন।"

"গৌরী দেবী ?"

"হাঁ। আর—তাকে দোলায় উঠিয়ে এখানে নিয়ে আসবেন। আর একটা কথা, তাকে সোজা দুর্গে না এনে, দুর্গের পিছনে নিয়ে গিয়ে আমার দাসীর হাতে স'পে দেবেন।"

"তাই হবে মহাদেবী।"

"কাজটা কিন্তু গোপনে হওয়া প্রয়োজন আর কথাটাও বিশেষ গোপন রাখবেন।

"নিশ্চয়ই।" আনন্দসূরি মহাদেবীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

মীনলদেবী কক্ষমধ্যে একাকী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার কর্ণে মুঞ্জাল এবং সন্ন্যাসীর কথাগুলি ধ্বনিত হইতে লাগিল। নিজের মনে মনেই তিনি কহিয়া উঠিলেন, "এখন কী করা যায়?"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কর্ণদেব

এদিকে মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদ সেই ক্ষুদ্র কক্ষমধ্যে বাচস্পতির জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। যত বিলম্ব হইতে লাগিল ততই তিনি অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার মনে ক্রোধের সঞ্চার হইল। আপনার মনেই তিনি প্রথমে বাচস্পতি, তাহার পর লীলাধর বৈদ্য, মুঞ্জাল, মীনলদেবী এবং পরিশেষে নিজের দুর্ভাগ্যকেই তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সময় বহিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু কেহই আসিল না। ক্রমশঃ তাঁহার নিদ্রার সঞ্চার হইল, তিনি মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন এবং ঢুলিতে ঢুলিতে এক সময় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

নিদ্রায় মণ্ডলেশ্বর স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। একখানি সুন্দর মুখ বার-বার স্বপ্নে দেখা দিতে লাগিল। দূরে কোথাও রজনীর মধ্যম যাম ঘোষিত হইল। গুরুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতা দূর করিয়া আবার অন্ধকারেই বিলীন হইয়া গেল। ইহারও বহুক্ষণ পরে যখন বাচস্পতি আসিয়া মণ্ডলেশ্বরের স্কন্ধে হাত রাখিলেন তখন তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন। দেবপ্রসাদ চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন ও চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে

দেখিতে বাচস্পতিকে বলিলেন "রাত্রি নিশ্চয়ই শেষ হ'য়ে গেছে, সূর্য্য উঠেছে কী?" দেবপ্রসাদ কক্ষের গবাক্ষ পথে বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। হঠাৎ কোথায় নীচে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল এবং তিনি গবাক্ষপথে মাথা ঝুঁকাইয়া অধিকতর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি কহিলেন "হাঁ রাত্রি শেষ হয়েছে।" কিন্তু দেবপ্রসাদ কোন কথা বলিলেন না। তিনি তখন গবাক্ষপথে মাথা বাড়াইয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় কক্ষের নীচে চাহিয়া আছেন। উত্তেজনায় তাঁহার দেহ কাঁপিতেছে এবং কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়াছে।

"কী হয়েছে মণ্ডলেশ্বর, কী দেখছেন এমন ক'রে?" বাচস্পতির স্বরে বিস্ময়।

"দেখ, দেখ বাচস্পতি" দেবপ্রসাদ বিস্মিত বাচস্পতিকে হাত ধরিয়া গবাক্ষ পথে টানিয়া আনিলেন, "ঐ দিকে চেয়ে দেখ, ঐ যে, কী দেখা যাচ্ছে বল তো?"

অন্ধকারে বাচস্পতি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কহিলেন, "কৈ, কিছুই তো দেখছি না।"

"একটি নারীমূর্ত্তি, চেয়ে দেখ, এখনও দেখতে পাচ্ছ না? ঐ যে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে, ঐ চলে গেল।"

"কৈ না তো! আমি চোখে একটু কম দেখি, আমার চোখে তো কিছুই পড়ছে না।"

"আজ এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি তাকে দেখছি। তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি দেখে আসছি," দেবপ্রসাদ কক্ষের বাহিরে যাইবার উপক্রম করিলেন।

"আপনি এখন কোথায় যাবেন? মহারাজের এই সময় জ্ঞান হয়েছে, আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন না? উনি তো এখনই আবার অজ্ঞান হয়ে যাবেন, তখন আর আলাপের সুযোগ হবে না।"

দেবপ্রসাদ গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন "আমি আজ দো'টানায় পড়েছি বাচস্পতি, এর কী উপায় বলতে পার ?"

"কে একজন স্ত্রীলোক ওখান দিয়ে চলে গেল, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আপনি এত চিন্তিত ?"

"তুমি কী ক'রে জানবে পণ্ডিত, এর পিছনে গুরুত্ব কতখানি। পনের বছর পরে আজ দুবার আমি তাকে দেখছি।"

"কে এই নারী ?"

দেবপ্রসাদ ধীরে ধীরে কহিলেন "আমার প্রিয়তমা। বহুদিন আগে এর দেহান্ত হ'য়েছে কিন্তু আজও আমি একে ভুলতে পারি নি।"

"মহারাজ আপনার ভুল হয়েছে—এ অসম্ভব। মৃত ব্যক্তি কখনও জীবিত থাকতে পারে না।"

"আমার ভ্রম ? না পণ্ডিত আমার ভুল হয়নি। আমার চক্ষু এখনও নিস্তেজ হয়নি, এখনও আচ্ছন্ন হয়নি আমার বুদ্ধি।"

"তবে কী এই নারী প্রেতাত্মা, হা ভগবান—।"

"পণ্ডিত, এই প্রেতাত্মার আবির্ভাব কিসের সূচনা জান ? আমারও শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। গুর্জ্জরের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার জীবনাবসানের আর বিলম্ব নাই। আজই একজনের ভবিষ্যদ্বাণী শুনেছি যে আমারও মৃত্যু আগতপ্রায়। বহুদিন পূর্ব্বে মৃত আমার স্ত্রী, তাকে আমি আজ দুবার দেখেছি, এই আবির্ভাব সেই মৃত্যুরই সঙ্কেত। কিন্তু মৃত্যুতে আমার ভয় নাই। জীবনকে যে ভাবে আমি গ্রহণ করেছি, মৃত্যুকেও আমি সেই ভাবে গ্রহণ ক'রব। সমগ্র গুর্জ্জরের বাহান্ন নগরী আর দ্বাদশ মণ্ডল যখন আমার ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করবে তখনই হবে আমার মৃত্যু, তার পূর্ব্বে নয়। চল কাকার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় বয়ে যায়।" মণ্ডলেশ্বর ধীরে ধীরে বাচস্পতির সহিত কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন।

নিকটেই অন্য এক কক্ষে পাটনের অধীশ্বর কর্ণদেব মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। পার্শ্বে রাজবৈদ্য লীলাধর ও অন্যান্য দুই একজন পুরুষ ঔষধ তৈয়ার করিতেছিলেন। দেবপ্রসাদকে দেখিয়া লীলাধর কক্ষের অন্য সকলকে বাহিরে যাইতে সঙ্কেত করিলেন। তারপর দেবপ্রসাদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এত বিলম্ব করলেন মণ্ডলেশ্বর। বহু কষ্টে মহারাজের জ্ঞান ফিরে এসেছে, এইবার জ্ঞান হারালে আর জ্ঞান হবে না।"

দেবপ্রসাদ ধীরে ধীরে পিতৃব্যের শয্যা-পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর তাঁহার কানের নিকটে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিলেন "কাকা, কাকা, আমায় চিনতে পারছেন কী? আমি দেবপ্রসাদ।"

গুর্জ্জরের বর্ষীয়ান সম্রাট মহারাজ কর্ণদেব মৃত্যুশয্যায় শায়িত। দেহ রোগভোগে মলিন কিন্তু তখনও অনিন্দ্যসুন্দর। তবে শেষ হইবার আর বিলম্ব নাই, মৃত্যু ধীরে ধীরে তাহার ছায়া বিস্তার করিতেছে। তেজস্কর ঔষধের প্রভাবে মহারাজের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে চক্ষু খুলিয়া অতি কষ্টে দেবপ্রসাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন।

"কে দেবা?"

"হাঁ কাকা আমি দেবা। আপনি কি আমায় কিছু বলবেন?"

কর্ণদেব তাহার দুইচক্ষু দেবপ্রসাদের উপর মেলিয়া টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিলেন, "শান্তি, এইবার শান্তি।"

"না কাকা, গুর্জ্জরে আমি তো কোন উপদ্রবই করি নি। আর যদি কখনও কোন অশান্তি হ'য়ে থাকে তো সে অন্যান্য উপদ্রব বন্ধ করার জন্যই ক'রতে হয়েছে। আমার কথামত যদি কাজ হয় আমি রাজ্যে কোন অশান্তিই হ'তে দেবো না। আপনি কী আর কিছু বলবেন?"

"জ—য়—দে—ব।" কর্ণদেব হাঁপাইয়া উঠিলেন।

"কাকা, আপনার সন্তান আমার ভাই। আমি থাকতে তার কোন বিপদ আসতে দেবোনা।"

"ক—থা—দা—ও।"

"আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, রাজ্যে আমার যদি অপমান না হয় তো আমি থাকতে আপনার জয়দেবের কেশাগ্রও কেহ স্পর্শ করতে পারবে না।"

"সত্য বলছ?"

"হাঁ কথা দিচ্ছি। আর কিছু বলবেন?"

"কা—ছে—এ—স।"

দেবপ্রসাদ আরও কাছে গিয়া মহারাজের মুখের কাছে কান আগাইয়া দিলেন।

"হ—হ—হংসা জীবিত আছে।"

"কী বল্লেন?" দেবপ্রসাদ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় চমকিত হইয়া পিছাইয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে সারা পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল।

কিন্তু কর্ণদেব আর কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার বাক্ রুদ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার দুইটি চক্ষু দেবপ্রসাদের পশ্চাতে কাহারও উপর স্থির হইয়া রহিল। দেবপ্রসাদ পিছনে চাহিয়া দেখিলেন মহারাণি মীনলদেবী স্থির দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে তাকাইয়া আছেন। বুঝিতে পারিলেন তাহাকে দেখিয়াই মহারাজের বাক্ রুদ্ধ হইয়াছে। মৃত্যুশয্যায়ও মহারাজ কর্ণদেব মহাদেবীর অসামান্য প্রভাব হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছেন না।

মীনলদেবী শান্তস্বরে রাজবৈদ্যকে প্রশ্ন করিলেন, "দেখুন তো, মহারাজ কী পুনরায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন?"

হতভাগ্য দেবপ্রসাদ তাঁহার প্রিয়তমার কথা জানিয়াও জানিতে পারিলেন না। বহুকাল পূর্ব্বে যাহাকে হারাইয়াছেন সেই স্নেহময়ী স্ত্রী এখনও জীবিত আছে, কিন্তু কোথায় সে ইহার উত্তর কে দিবে? রুদ্ধবাক্ মুমূর্ষু সম্রাট ভীতনেত্রে মহাদেবীর দিকে তাকাইয়া আছেন।

তিনি অধীর হইয়া মীনলদেবীকে প্রশ্ন করিলেন, "কাকার এই কথা সত্য?"

"কী কথা"

"আমার হংসা কী এখনও বেঁচে আছে?"

"আমি কী ক'রে জান্‌ব?"

"আমি আজ দু'বার তাকে দেখেছি আর কাকাও এই মাত্র বলেছেন সে বেঁচে আছে।" মীনলদেবী ঈষৎ ব্যঙ্গভরে কহিলেন "তোমার কাকার এই অবস্থায় তাঁর কথায় কতখানি গুরুত্ব দেওয়া যায় তা তুমিই বিবেচনা কর। সে যাই হোক, এসব কথা অন্য সময় হ'তে পারে, এখনকার স্থান, কাল, পাত্র এবং আমাদের মনের অবস্থা কোনটাই তার উপযোগী নয়।"

দেবপ্রসাদ তখন এই সময়ে কী করা উচিৎ বা অনুচিৎ তাহার জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি তীব্রস্বরে মহাদেবীকে কহিলেন, "আপনার মনের অবস্থা যদি ঠিক না থাকে, আমারই বা ঠিক থাকবে কেমন ক'রে? হংসা আপনারই মহলের মধ্যে আছে।"

"কে বল্লে তোমায় এইসব কথা?"

"একটু আগে আমি নিজের চোখে তাকে দেখেছি।"

দেবপ্রসাদের কথায় নিজের অজ্ঞাতেই রাণী চকিত হইয়া উঠিলেন।

"তোমার ভুল হয়েছে মণ্ডলেশ্বর। তাছাড়া মহারাজ মুমূর্ষু, এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ কী হবে তাই এখন তোমার সকলের আগে চিন্তা করা দরকার, এই সময়ে হংসার জন্য মিথ্যা চিন্তার দরকার নাই।"

"আপনার রাজ্য শাসনে আমার সত্যই কোন প্রয়োজন আছে বলে কী আপনি মনে করেন কাকীমা? আপনার নিজের পরামর্শদাতারা রয়েছে, তাদেরই উপর আপনার আস্থা। আপনি ত আমার কথা শুনবেন না। তবে কাকার কাছে আমি এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করেছি যে আমি জীবন পণ ক'রে আমার ভাইয়ের সেবা ক'রব।"

দেবপ্রসাদের কথায় স্বল্প হাসিয়া মীনলদেবী বলিলেন "তোমার মত বিচক্ষণ রাজপুরুষের পরামর্শ আমি কবে অস্বীকার করেছি? তুমি নিজেই তো এতদিন নানা ছুতোয় পাটনের রাজনীতি হ'তে দূরে ব'সেছিলে।"

"আমি ব'সেছিলাম না আপনার মন্ত্রীরা আমায় আসতে দেয় নি? অতীতের কথা ছেড়ে দিন। আপনি সত্যিই আমার সাহায্য চান? বলুন কী ক'রতে হবে, আমি প্রস্তুত।"

"সত্যই সাহায্য করবে তুমি?"

"নিশ্চয়ই, আপনি আদেশ করুন।"

"আমার জয়দেব যাতে গুর্জ্জরের একচ্ছত্র নৃপতি হ'য়ে রাজত্ব ক'রতে পারে তুমি সেই সাহায্য কর, শুধু এইটুকুই আমার ভিক্ষা।"

"কাকীমা, পাটনের সম্রাট সমগ্র গুর্জ্জরেরই নৃপতি।"

"সে কেবল নামে, সারা গুর্জ্জর দূরে থাক, পাটনের বাইরে, একজন প্রজাও তাঁকে সম্রাট ব'লে স্বীকার করে না।"

"আপনি পাটনরাজের গুর্জ্জরে একাধিপত্য চাহেন? বেশ আমায় দণ্ডনায়ক নিযুক্ত করুন, আমি কাল সকালের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষ—পাটনের পতাকাতলে এনে দেবো।"

"সারা ভারত দূরে থাক আমাদের প্রতিবেশী সুরাট, হালার এরাই কী আমাদের অধীনে আসবে?"

দেবপ্রসাদ এতক্ষণে মীনলদেবীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন। মহাদেবী পাটনরাজের একাধিপত্যের নামে বিভিন্ন মণ্ডলকে পাটনের দাসত্ব স্বীকার করাইতে চাহেন। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহ'লে আপনি কী করতে বলেন?"

"আমি ব'লতে চাই যে গুর্জ্জরের দ্বাদশ মণ্ডল এবং বাহান্ন নগরীর প্রত্যেকেই আজ স্বতন্ত্র, স্বাধীন। পাটনের শ্রেষ্ঠত্ব এরা কেউ স্বীকার করে না।"

"আপনি এদের সকলকে আপনার অধীনে আনতে চাচ্ছেন?"

"নিশ্চয়ই, তা না হ'লে কী ক'রে আমার পুত্রের একাধিপত্য সম্ভব?"

"অর্থাৎ সমস্ত মণ্ডল তার বীরত্ব, ঐতিহ্যের কথা ভুলে গিয়ে আপনার দাসত্ব স্বীকার করে, এই তো আপনার উদ্দেশ্য?"

"দাসত্ব কেন? পাটনের অধীনে এরা সকলেই হবে সমগ্র গুর্জ্জরের স্তম্ভ-স্বরূপ।"

"আপনি বল্‌তে চান, এইজন্য আমার দেহস্থলী আমি আপনার হাতে তুলে দেবো? আমার সেনা, যারা একদিন আমারই দাদার পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে বিধর্ম্মী যবনকে গুর্জ্জর থেকে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছে সেই বীরত্বের কথা ভুলে গিয়ে আমি আজ তাদেরই বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রবো? এই তো আপনার উদ্দেশ্য?"

মীনলদেবী মৌন হইয়া রহিলেন। রাজবৈদ্য লীলাধর চুপচাপ রাজার জন্য ঔষধ তৈয়ারী করিতেছিলেন। কক্ষে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

দেবপ্রসাদ পুনরায় বলিলেন, "আর এই নীচ বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার আপনি কী দেবেন মহাদেবী?" তাঁহার মুখে ক্রুর হাসি ফুটিয়া উঠিল।

মীনলদেবী দেবপ্রসাদের দিকে তাকাইয়া ধীরে, শান্ত স্বরে কহিলেন, "দণ্ডনায়কের পদের মর্য্যাদা সামান্য নয়। তুমি সোলাঙ্কি বংশের গৌরব এবং এই পদ তোমারই উপযুক্ত।"

"আপনার এই অনুগ্রহের জন্য আমি আমার দেশ, অধিকার, স্বাধীনতা সমস্ত বিসর্জ্জন দেবো?" দেবপ্রসাদের স্বর উচ্চ হইয়া উঠিল, "কাকীমা আপনার বুদ্ধি আপনি নিজের কাছেই রাখুন। একটা কথা মনে রাখবেন, মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদের দেহে প্রাণ থাকতে কোন রাজপুত তার স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়ে অপর কাহারও দাসত্ব স্বীকার ক'রবে না। গুর্জ্জরের যে

রাজনীতি আমাদের বংশ-পরম্পরায় চলে আসছে, তার পরিবর্ত্তন করবার স্পর্দ্ধা কার হয় তাই আমি দেখতে চাই।"

"আমিও দেখতে চাই গুর্জ্জরের স্পর্দ্ধা কতদূর।"

"আপনি ঠকবেন। পদমর্য্যাদার লোভে যদি কেউ আপনার স্বার্থের জন্য তার পূর্ব্ব ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, তারও বিপদ হবে।"

"মণ্ডলেশ্বর, পাটনের মহাদেবী কারও ভয়ে ভীত নয়।"

"তবে দেখা যাক্, ভীমদেব সোলাঙ্কীর পৌত্রকে কে দাসত্ব স্বীকার করাতে পারে। কাকীমা, আমার একটা সুপরামর্শ নেবেন? গুর্জ্জরের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান করুন।"

"ধন্যবাদ, তোমার পরামর্শের জন্য আমায় অন্ততঃ দেহস্থলীতে কোন দিন যেতে হবে না।" মীনলদেবী দেবপ্রসাদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে মুমূর্ষু মহারাজের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রুদ্ধ দেবপ্রসাদ কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

লীলাধর তখনও ঔষধ তৈয়ার করিতেছিলেন, তিনি মহাদেবীর দিকে চাহিলেন। রাণির শুষ্ক ও চিন্তিত মুখচ্ছবি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহাদেবী এই বন্য পশুকে পিঞ্জরে আবদ্ধ করা সহজ নয়।"

"বৈদ্যরাজ সময় আসলে তাও সম্ভব হবে।"

"যা ভাল হয় করুন, কিন্তু দেখবেন পাটনের সিংহাসনে যেন কোন দিন কলঙ্ক স্পর্শ না করে।" বৃদ্ধ বৈদ্যরাজ সাহস সহকারে কহিলেন।

মীনলদেবী মৌন হইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পিতাপুত্র

দেবপ্রসাদ স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত এবং নানা চিন্তায় মন অস্থির। ক্ষণকালের জন্য তাঁহার মন হইতে গুর্জ্জরের রাজনৈতিক আবর্ত্ত অন্তর্হিত হইল, মুমূর্ষু কর্ণদেবের একটী কথা মাত্র তাঁহার অন্তরে দেখা দিতে লাগিল, হংসা জীবিত। তাঁহার হংসা বাঁচিয়া আছে। দেবপ্রসাদের মনে হইল তিনি বিচার শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন। তিনি ঠিক করিতে পারিতেছেন না এই সময় কী করিবেন। একবার অন্তরে আশার সঞ্চার হইল হয়ত হংসাকে ফিরিয়া পাইবেন, কিন্তু পরক্ষণেই সন্দেহের উদ্রেক হইল তিনি কী সত্যই হংসাকে দেখিয়াছেন, না ইহা তাঁহার চিত্ত-বিভ্রম? রাজা কী সত্য বলিয়াছেন না তাঁহার উক্তি মুমূর্ষর প্রলাপ মাত্র।

মণ্ডলেশ্বর প্রচ্ছন্ন অবস্থায় পাটনে আসিয়াছেন এবং সেই ভাবেই তাঁহার কক্ষের বাহিরে গিয়া কাহাকেও নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "ত্রিভুবন কোথায়?"

"মহারাজ, কুমার ওপরে পায়চারী করছেন।"

"সে সারাদিন দৌড়ঝাঁপ করে বেড়িয়েছে, এখনও শুতে যায় নি?"

"না প্রভু, কুমার এখনও শয়ন করেন নি।"

"আচ্ছা।" পুনরায় কহিলেন "আমি এখানে আছি কাহাকেও বলবার প্রয়োজন নাই—তবে বল্লভ যদি আসে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।"

"যথা আজ্ঞা।"

মণ্ডলেশ্বর উপরে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিরানন্দ জীবনে পুত্র ত্রিভুবনই একমাত্র আনন্দের কেন্দ্র। তাঁহার যাহা কিছু আশা, আকাঙ্ক্ষা সমস্ত তাহাকে লইয়াই। উপরে আসিয়া দেখিলেন পুত্র ত্রিভুবনও বিক্ষিপ্ত চিত্তে কক্ষে পায়চারী করিতেছে। দেবপ্রসাদ সস্নেহে কহিলেন "একী, তুমি এখনও ঘুমাও নি?"

"না বাবা, ঘুম আসছে না।"

পিতা পুত্রের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "তুমিও চিন্তিত দেখ্‌ছি, কিন্তু তোমার চিন্তার বয়স তো এখনও হয় নি।"

"বাবা, সব সমস্যারই যদি সমাধান হত তা'হলে আর ভাবনা কী ছিল? যাক, আমার কথা বাদ দিন। আপনি যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে কী হল বলুন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া মণ্ডলেশ্বর কহিলেন, "বলবার কিছু নাই।" দুঃখে দেবপ্রসাদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

পিতার কথায় পুত্রের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া উঠিল। ত্রিভুবন কহিল "বাবা আপনি এখনও আমায় সেই আগেকার ছোটটি মনে করে আপনার কোন সমস্যার বিষয়ই আমার কাছে বলেন না। আপনার দুঃখের ভাগ নিতে, আপনার পাশে দাঁড়াতে আমার কত ইচ্ছা হয়। কিন্তু আপনি আমাকে তো এখনও বিশ্বাস করেন না।"

"বিশ্বাসের কথা নয়, কিন্তু ত্রিভুবন তোমার এই কোমল প্রাণে ব্যথা দিতে মন চায় না।

"আমি কী আগের মত সেই ছেলেমানুষটিই আছি? বাবা, আপনি কী জানেন না যে বাস্তব জগতের সঙ্গে পরিচিত হতে একজন সোলাঙ্কী রাজপুতের ষোল বছর বয়সই যথেষ্ট?"

ত্রিভুবনের কথায় দেবপ্রসাদের বড় আনন্দ হইল। তিনি সহাস্যে কহিলেন, "তা জানি। আমারই চোখের সামনে তোমায় এতটুকু হতে ধীরে ধীরে বড় হতে দেখেছি। আমার যা কিছু দুঃখ, কষ্ট, আশা, আকাঙ্ক্ষা সবই তো তোমার জন্য।"

"তবে কেন আপনার দুঃখ-কষ্টের ভাগ আমায় দেন না?"

"দুঃখের ভাগ তোমায় দিলে তুমি কী তা সহ্য করতে পারবে? আর তাতে লাভই বা কী হবে? আচ্ছা ত্রিভুবন, সারা গুর্জ্জর-ব্যাপী বর্ত্তমানের অশান্তির কথা তুমি কিছু জান?"

"কিছু কিছু হয়ত শুনেছি, কিন্তু দেশব্যাপী এই অশান্তির কারণ কী হতে পারে তা আমি জানি না।"

"এই অশান্তির ইতিহাস অত্যন্ত পুরাতন। তুমি দুঃখ পাবে বলেই আমি এতদিন তোমায় বলিনি। কিন্তু আজ তোমায় বলছি শোন। মহারাজ ভীমদেব সোলাঙ্কীর ছিলেন তিন রাণি। তাঁহার প্রথমা পত্নী অল্পবয়সেই মারা যান। দ্বিতীয়া পত্নী বকুলাদেবী ছিলেন শ্রেষ্ঠী কন্যা। তিনিই আমার পিতামহী। আর তৃতীয়া পত্নী উদয়ামতী, তিনিই আমার কাকা মহারাজ কর্ণদেবের মা। এসব তুমি হয়ত জান, কিন্তু আমার পিতা ক্ষেমরাজ মহারাজ ভীমদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র হয়েও কেন যে সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁর বাবার সাথে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন তা বোধ হয় তুমি জান না। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, ক্ষেমরাজের মনে বৈরাগ্যভাব অপেক্ষা রাজনৈতিক কূটবুদ্ধিই ছিল অধিক। তিনি

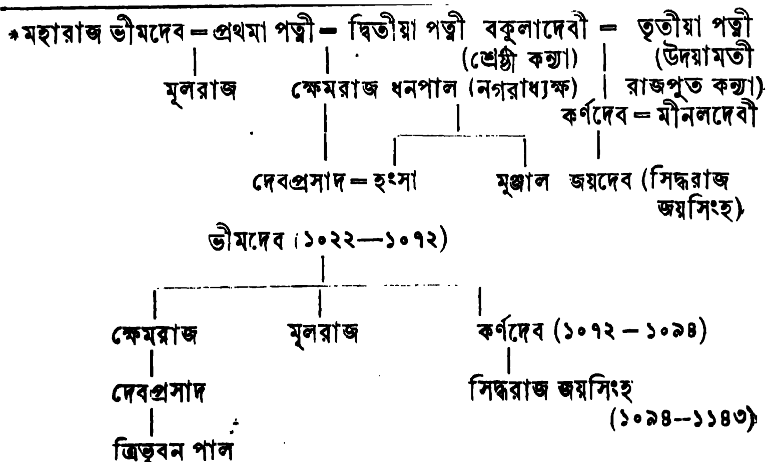
ভেবেছিলেন যে তিনি সিংহাসনে বসলে গুর্জ্জরের সামন্তরা পরস্পর গৃহযুদ্ধে ধ্বংস হবে।"*

"এইরূপ সন্দেহের কারণ?"

"মুসলমান যখন পাটন আক্রমণ এবং সাময়িকভাবে অধিকার করে, তখন দেশে ভয়াবহ অরাজকতা দেখা দেয়। সামন্তগণ তখন যবনের ভয়ে সকলেই দেশত্যাগী। যাঁহারা বিত্তশালী তাঁহারাও স্ব স্ব ধন সম্পত্তি ও আত্মীয় পরিজনদের নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত। ভীমদেব তখন কম্বকোটে (কচ্ছ)। তিনিই সমস্ত পলাতক সামন্তদের একত্রিত করে তাদের সাহস ও বীরত্বে অনুপ্রাণিত করেন। শ্রাবকগণও বিদেশী এবং বিধর্ম্মী যবনের কুশাসনে অতিষ্ঠ হয়ে পিতামহের পতাকাতলে সমবেত হন। অবশেষে পিতামহ সম্মিলিত সৈন্যের সাহায্যে দেশ পুনরধিকার করেন। পাটনে আবার সোলাঙ্কিবংশের পতাকা উত্তোলিত হয়। কিন্তু এই বিজয়ের মধ্যেও একাধিকবার ভীমদেবের বিপদ উপস্থিত হয়।"

"কি রকম?"

"এই রাজনৈতিক গণ্ডগোলের মধ্যে মৃণালের মেশোমশাই পাটনের



নগরাধ্যক্ষ বিমলশাহের ভাগ্য ফিরে যায়। পাটন-বিজয়ে অবশ্য তাঁহার কৃতিত্বও ছিল যথেষ্ট এবং সেজন্য তিনি নিজেকে মহারাজ ভীমদেব অপেক্ষাও বড় বীর ভাবতে সুরু করলেন।"

"মন্ত্রী বিমলশাহের বীরত্বের কথা আমিও অনেক শুনেছি। তিনিই তো চন্দ্রাবতী নগরী প্রতিষ্ঠা করেন?"

"হাঁ, কিন্তু চন্দ্রাবতীর প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য হল ধনী ব্যবসায়ীদের সন্তুষ্টি বিধান। ইহাদের কারও পাটনে বসবাস করবার ইচ্ছা ছিল না। কারণ ভীমদেবের রাজধানীতে তাদের স্ব স্ব প্রভাব প্রতিপত্তি প্রকাশের সুবিধা ছিল না। কাজেই ধনী ব্যবসায়ী সকলেই চন্দ্রাবতীতে বাস করতে আরম্ভ করলেন।"

"কিন্তু ভীমদেব শ্রেষ্ঠীদের এই প্রতিপত্তি সহ্য করলেন কী করে?"

"কী করবেন তিনি?" রাজ্যে তখন দুর্দ্দশা যথেষ্ট; তাঁরও প্রয়োজন প্রচুর অর্থের, এবং শ্রাবক শ্রেষ্ঠীর সাহায্য ব্যতিরেকে অর্থের ব্যবস্থা ছিল অসম্ভব।"

"কেন, সামন্তরা তো ছিলেন?"

"এই সামন্তদের নিয়েই পিতামহ ভুল করলেন। তিনি তখন এদের আপন অধিকারে রাখতে ব্যস্ত। এদের শক্তি ছিল যথেষ্ট এবং বহু কষ্টে বশে রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু শ্রাবক ও সামন্তদের মিল কখনও হল না। এই অবস্থায় আমার বাবা ক্ষেমরাজের সিংহাসনে বসবার সময় হল, তিনি দেখলেন যে অদূর ভবিষ্যতে শ্রাবক আর সামন্ত এদের গৃহ বিবাদে সারা গুর্জ্জর ধ্বংস হয়ে যাবে। এইসব বিবাদের বোঝা অপেক্ষা বাণপ্রস্থ বহুগুণে শ্রেয়ঃ। পিতা বাণপ্রস্থ নিলেন এবং কাকা কর্ণদেব বসলেন পাটনের সিংহাসনে। কিন্তু কাকা ছিলেন আরও দুর্ব্বল এবং এই দৌর্ব্বল্যের জন্যই তিনি ধীরে ধীরে শ্রাবক ও মন্ত্রীদের হাতের খেলার

পুতুল হয়ে গেলেন। তবুও যতদিন মীনলদেবীর সাথে কাকার বিবাহ হয়নি, ততদিন সামন্তদের প্রভাব প্রতিপত্তি বর্তমান ছিল। বীর সামন্তদের শক্তিও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু পাটনের দুর্ভাগ্যের রূপ নিয়ে এলেন মীনলদেবী। নগরশেঠ মুঞ্জাল তো পূর্ব্বেই কাকার প্রিয়পাত্র ছিল, এখন সে রাণীরও বিশ্বাসভাজন হ'য়ে উঠল। সামন্তরা তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি হারাতে আরম্ভ করলেন। এই সময় আমি সামন্তদের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বহু চেষ্টা করেছিলাম। আমার মণ্ডলই ছিল সকলের বড় এবং স্বতন্ত্র। বিভিন্ন মণ্ডলের এই স্বাতন্ত্রের জন্যই এরা আজও বেঁচে আছে আর মণ্ডলের এই স্বাতন্ত্রের মূলে রয়েছি আমি। আজ পাটন আমায় দাসত্ব স্বীকার করাতে চায়। কিন্তু এরা জানে না যে যতদিন আমি বেঁচে আছি ততদিন দেহস্থলী বা অন্য যে কোন সামন্তরাজ্য অধিকার করা সহজ হবে না। যে কাজ রাজা ভীমদেব নিজে করতে পারেননি সেই কাজ এরা করবে ভেবেছে?"

ত্রিভুবন প্রশ্ন করিল, "এরা তা হলে কী করতে চায়?"

"এরা কাকার মৃত্যুর অপেক্ষায় রয়েছে। আগে তাঁর দেহান্ত হোক তখন বোঝা যাবে এরা কী কাজ করতে চায়। কর্ণদেবকে আমি মনে মনে দেবতা বলে জানি, তিনি দুঃখ পাবেন বলেই আমি এত দিন দেহস্থলীতেই পড়ে রয়েছি, নিজের অধিকার বৃদ্ধির কোন চেষ্টাই করিনি। আর এরা আজ আমায় সামন্তদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদের দাসত্ব স্বীকার করতে বলে, আশ্চর্য্য।"

"বাবা আপনি কষ্ট পাচ্ছেন কেন? আপনি দেহস্থলী থেকে আসবার সময় যখন বল্লভসেনকে সসৈন্যে সীমান্তে অপেক্ষা করতে বলে এসেছেন তখন আর চিন্তা কী? আপনার সামান্য একটি ইঙ্গিতেই সমস্ত গুর্জ্জরের শক্তি আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। তখন মীনলদেবী নিজেই ঠিক হয়ে যাবেন।"

"তা আমি জানি বৎস, আর সেই ভরসাতেই আমি এখানে এসেছি। কিন্তু দুঃখের আরও একটী কারণ রয়েছে।"

"কী?"

"এই দুঃখের মূল অন্য দিকে। সৈন্য অথবা বাহুবলে এর উচ্ছেদ সম্ভব নয়।" তাহার পর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া দেবপ্রসাদ পুত্রের কাঁধে হাত দিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার মাকে মনে পড়ে ত্রিভুবন? তাঁর কোন কথা জানতে ইচ্ছা হয় না?"

"মার কথা? হাঁ বাবা বড় ইচ্ছা হয়। তিনি তো মুঞ্জালের ভগিনী*?"

"হাঁ, আমাদের দুজনের বিবাহ কী ভাবে হয়েছিল শোন। তোমার মামা আর মাতামহী ছিলেন এই বিবাহের বিরোধী। সেইজন্য আমি তোমার মাকে গোপনে এখান থেকে দেহস্থলীতে নিয়ে যাই, আর সেইখানেই আমাদের বিবাহ হয়। বিবাহ যে ভাবেই হউক আমাদের দাম্পত্য জীবনে সুখের সীমা ছিল না ত্রিভুবন।" দেবপ্রসাদের স্বর আর্দ্র হইয়া উঠিল।

পিতার বেদনায় ত্রিভুবনের দুঃখ হইল। সে মাথা নীচু করিয়া রহিল। দেবপ্রসাদ বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু শ্রাবকরা চিরকালই ছিল আমার বিপক্ষে। তোমার মা ছিলেন শ্রেষ্ঠীকন্যা, কাজেই এই বিবাহের পর সেই বিরোধ আরও বৃদ্ধি পায়। তারা এর প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজতে থাকে আর সেই সুযোগও অবিলম্বে উপস্থিত হয়। আমি একবার শিকারে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি আমার হংসা নাই।"

---

* ধনপাল (নগরশেঠ)
- মুঞ্জাল (শ্রাবক শ্রেষ্ঠী নগরশেঠ)
- হংসা — দেবপ্রসাদ (দেহস্থলীর মণ্ডলেশ্বর)
  - ত্রিভুবনপাল

বিস্মিত ত্রিভুবন প্রশ্ন করিল "কেন, কী হল মার?"

"কী যে হয়েছিল তা আজও আমি ঠিক জানতে পারিনি, কিন্তু এইটুকু জানি যে তোমার মাকে তারা জোর করে ধরে নিয়ে যায়।"

"আপনি তার পর কোন খোঁজ করেন নি? এইরকম অপহরণ সম্ভব?"

"কোন অনুসন্ধানের বাকী রাখিনি, বৎস। কাকা, তোমার মামা মুঞ্জাল, এদের কতো অনুনয় করেছি, কোন ফল হয় নি। কেহই কোন সাহায্য আমায় করেনি, কেউ বলেনি হংসা কোথায় আছে। ক্রমে লোক বিশ্বাস করে নিয়েছে যে হংসার মৃত্যু হয়েছে। গুর্জ্জরের শ্রাবক বণিক আর রাজপুতের মধ্যে যে বিরোধ, সেই বিরোধের প্রথম বলি আমার অভাগিনী হংসা, তোমার মা।" দেবপ্রসাদ বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

"আচ্ছা বাবা, শ্রেষ্ঠীকন্যার সহিত রাজপুতের বিবাহ, এতে দোষের কী ছিল? আপনার পিতামহ মহারাজ ভীমদেবের পত্নী বকুলাদেবীও তো বণিকের মেয়ে? কৈ তাতে তো কোন বিরোধ হয়নি।"

"তখন সমাজ ছিল আর এক রকম। শ্রাবক তখন এখনকার মত শক্তিশালী ছিলনা। তাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাও তখন এত প্রবল হয়নি। আজ এদের প্রভাব যথেষ্ট আর আমার সঙ্গে তো তাদের শত্রুতা।"

"আশ্চর্য্য। মার মৃত্যু যে স্বার্থান্ধদের মিথ্যা রটনা তা আমি আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। অনেক শৈশবে মাকে দেখেছি, ভাল করে মনে করতে পারিনা, কিন্তু তবুও মায়ের মুখ মনে ভাবতে চেষ্টা করি। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি যে কোন দৈব অভিশাপে আমার মা সংসার ছেড়ে লোকান্তরে চলে গেছেন।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে দেবপ্রসাদ বলিলেন, "সে কথা মিথ্যা, আর এই মিথ্যা রটনা করেছে স্বয়ং মৃণাল, তোমার মাতুল।"

"আপনি দুঃখ পাবেন না, বাবা। দৈব ঘটনা রটনার কথা বল্লেন না? মামারও দৈব আছে আর সে দৈব আমি নিজে।" ত্রিভুবনের স্বর গম্ভীর ও কঠিন হইয়া উঠিল।

"কিন্তু বৎস, আমার কথা এখনও শেষ হয়নি।"

"বলুন।"

দেবপ্রসাদ ধীর, শান্তস্বরে কহিলেন "তোমার মা এখনও জীবিত আছেন ত্রিভুবন।"

"কী বল্লেন?" তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত ত্রিভুবন চমকিত হইয়া উঠিল। দীর্ঘ আয়তচক্ষু পিতার উপর স্থাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী বল্লেন? আমার মা এখনও বেঁচে আছেন?"

"হাঁ, বেঁচে আছেন। কাল রাত্রে দুবার আমি তোমার মাকে দেখেছি। একবার পথে আসতে আসতে বিমলশাহের আশ্রমের কাছে।"

"যেখানে আপনার ঘোড়া ভয় পেয়েছিল?"

"হাঁ। আর দ্বিতীয়বার, আমি যখন রাজপ্রাসাদে মহারাজের গৃহের পাশের কক্ষে অপেক্ষা করছিলাম। ক্ষণেকের জন্য আমি তাঁকে দেখেছি পরমূহুর্ত্তেই যে কোথায় মিলিয়ে গেল—"

"আপনার কোন ভুল হয়নি বাবা?"

"সে সন্দেহ প্রথমে আমারও হয়েছিল, কিন্তু কাকা—"

"কাকা?"

"হাঁ অন্তিম সময়ে—কাকাও আমায় বলেছেন যে হংসা এখনও বেঁচে আছে। ঠিক এই সময়েই কাকীমা এসে পড়েন। তিনি না আসলে কাকার মুখ থেকে আরও কিছু সন্ধান পাওয়া যেত।"

"অর্থাৎ এই দীর্ঘকাল ধরে এরা আমার মাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে?"

"তাছাড়া আর কী? সেই তো সবচেয়ে বড় দুঃখ। যাই হোক এখন কী করা যায়?"

"কী করা যায় আপনি আমায় জিজ্ঞেস করছেন? আমার মতে একটি মাত্র কাজই করবার আছে, তা হচ্ছে প্রতিশোধ। আমার অভাগিনী মাকে যারা এই ভাবে কষ্ট দিয়েছে, সেই চণ্ডালদের প্রতি-ফল আমি দেবই।"

"তোমার উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু তোমার মাকে এরা কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তার সন্ধান পাওয়া যায় কী করে?"

"হয় বিমলশাহের আশ্রমে, নয় রাজপ্রাসাদে, এই দুই জায়গায় কোথাও না কোথাও আছেন তিনি। আপনি তো তাঁকে প্রাসাদে দেখেছেন?"

"হাঁ, কিন্তু রাজপ্রাসাদে খোঁজ করা নিশ্চয়ই সহজ-সাধ্য নয়। আমি মীনলদেবীকে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।"

"কী বল্লেন তিনি?"

"বল্লেন, আমার ভ্রম হয়েছে। আমার মনে হয় হয়ত তিনি নিজেও জানেন না।"

"তবে কার পক্ষে জানা সম্ভব তিনি কোথায় আছেন?"

"মুঞ্জাল মীনলদেবী গুর্জ্জরে আসিবার পূর্ব্বেই হংসাকে অপহরণ করে। সেইজন্যই হয়ত কাকীমা তার কথা জানবার কোন সুযোগ পান নি, নাহলে কাকা জানেন আর কাকীমা জানেন না, তা কী সম্ভব?"

"তাহলে বাবা, মীনলদেবীকে তো এইসব বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। এক উপায় আছে। মুঞ্জালের সাথে আমার পরিচয় নাই। আপনি যদি

আদেশ করেন তো আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। মাকে মুক্তি দেবার জন্য আমি তাকে অনুনয় করব, দেখব স্বীকার করে কী না।"

"তুমি মুঞ্জালকে জান না বৎস। তার সঙ্গে ব্যবহার সহজ নয়।"

"চেষ্টা করে দেখা যাক্, এতে ক্ষতি তো কিছু নেই। না হয় অস্বীকার করবে।"

"দেখ চেষ্টা করে, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু একটা কথা, নিজে সতর্ক থেকো। একটু আগে কাকীমা আমায় লোভ দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন, তোমায় যেন কেহ প্রলুব্ধ না করতে পারে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি এখনই ফিরে আসব।" এই কথা বলিয়া ত্রিভুবন কক্ষের বাহিরে গেল ও রক্ষীকে তাহার ও পিতার জন্য হাত মুখ ধুইবার জল আনিতে আদেশ করিল।

একটু পরেই ভৃত্য জল লইয়া আসিল ও নিম্নস্বরে দেবপ্রসাদকে বলিল "মহারাজ বল্লভসেনের নিকট থেকে লোক এসেছে।"

"কী বলে সে?"

"বলে, বল্লভসেন মেরলে এসে পৌঁছেছে।"

"অতি উত্তম সংবাদ। আচ্ছা তুমি যাও, অন্য কোন সংবাদ থাকে তো দেখ।"

সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের সংবাদে মণ্ডলেশ্বরের হৃদয়ে কিছু আশার সঞ্চার হইল। মুঞ্জালের শক্তি খর্ব্ব করাই দেবপ্রসাদের আসল উদ্দেশ্য। তিনি ভাবিতে লাগিলেন বল্লভসেন যখন সসৈন্যে সীমান্তবর্ত্তী মেরলে উপস্থিত তখন দেহস্থলীর স্বাতন্ত্র ও পাটনে তাঁহার নিজের নিরপত্তার বিরুদ্ধে তাঁহার বিপক্ষীয়েরা কিছুই করতে পারবে না। কর্ণদেব মৃত্যুশয্যায়, এখন দেহস্থলীর কোন ক্ষতি করতে কাহারও সাহস হবে না। কর্ণদেবের মৃত্যুর পর রাজ্যের বিশৃঙ্খলার সুযোগে কী ভাবে নিজের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, দেবপ্রসাদ তাহাই বিচার করিতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

মাতুল ও ভাগিনেয়

মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার সময় ত্রিভুবনের প্রথমে সামান্ত ভয় হইল। মুঞ্জাল প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, দেশের সর্ব্বত্রই তাঁহার খ্যাতি। মন্ত্রী তাঁহার আত্মীয়—মাতুল, যদিও তাঁহার সহিত আজ অবধি আলাপের কোন সুযোগ হয় নাই। অথচ পিতার সন্দেহ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই মুঞ্জাল অপেক্ষা তাহার বড় শত্রু আর কেহ নাই।

তাহার অভাগিনী মাতার কথা মনে পড়িল। অত্যাচারীকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া পুত্রের কর্ত্তব্য। কিন্তু না ভাবিয়া তাড়াতাড়ি কিছু করা ঠিক হইবে না। বয়সে নবীন হইলেও ত্রিভুবনের সাংসারিক বুদ্ধি ছিল পিতার অপেক্ষা অধিক। পিতার নিকট ইচ্ছা করিয়াই সে অনভিজ্ঞ সাজিয়া থাকিত।

বহুবার চারণ শ্যামলদেব এবং অন্যান্য অনেকে নানাক্ষেত্রে তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। ত্রিভুবন তাহার অশান্ত মনকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। মুঞ্জাল যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কূটনীতিজ্ঞ তাহাতে তাঁহার নিকট মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ আদায় করিতে হইবে।

ত্রিভুবন ধীরে ধীরে মুঞ্জালের গৃহে উপস্থিত হইল। বাহিরের ঘরে মহামন্ত্রীর কয়েকজন কর্ম্মচারী কাজ করিতেছিল। ত্রিভুবনের নবীন বয়স, কমনীয় কান্তি ও সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তাহাদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠিল। মুঞ্জাল এই সময়ে সাধারণতঃ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন এবং বাহিরের কাহারও সহিত দেখা করেন না। ত্রিভুবনের চেহারা দেখিয়া কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিল ও তাহাদের মধ্যে একজন

পরিচয় লইবার জন্য অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনার নাম?"

"ত্রিভুবনপাল সোলাঙ্কী।"

নাম শুনিয়া প্রায় সকলেই চকিত হইয়া উঠিল। নাম তাহাদের পরিচিত। একজন নমস্কার করিয়া কহিল "মহারাজ, ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, মহামন্ত্রী বোধ হয় কাজে ব্যস্ত আছেন, আমি এখনই সংবাদ দিচ্ছি।

ত্রিভুবন কহিল, "বলবেন তাঁর অবসর হ'লে আমায় যেন সংবাদ পাঠান, আমি অপেক্ষা করছি।"

কর্ম্মচারী সংবাদ দিতে গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আপনি ভিতরে আস্থন।"

ত্রিভুবন তাহার অশান্ত মনকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। কক্ষ মধ্যে অপরূপ দেহশ্রীমণ্ডিত তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন এক ব্যক্তি আসনে বসিয়াছিলেন। ত্রিভুবন দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল, ইনিই মুঞ্জাল। নমস্কার করিয়া ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "মামা আমায় চিনতে পারছেন?"

মহামন্ত্রীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি সস্নেহে ত্রিভুবনের দিকে দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন। সে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত যে মহামন্ত্রীর হাত উত্তেজনায় কাঁপিতেছিল।

"কে, হংসার পুত্র ত্রিভুবন? এস বৎস।"

ত্রিভুবন মহামন্ত্রীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আসনের নীচে বসিল।

"নীচে বসলে কেন, উপরে উঠে বস, এইদিকে আমার কাছে এস, অনেকদিন দেখি নি তোমায়, দেখি একটু।"

মহামন্ত্রীর স্নেহসিক্ত কথায় ত্রিভুবন আশ্চর্য্য হইল। মাতুলের কার্য্যকলাপ যাহা পূর্ব্বে শুনিয়াছিল তাহাতে ভাবিয়াছিল মহামন্ত্রী নিশ্চয়ই নিরস প্রকৃতির লোক হইবেন। দুইজনেই কিছুক্ষণ মৌন হইয়া

রহিল, তাহার পর মৃণালই প্রথম কথা কহিলেন, "বহুকাল পরে তোমায় দেখছি।"

"আমার বোধহয় এই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, নয় কী?" ত্রিভুবনের সন্দেহ হইল মৃণাল বোধ হয় তাহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। মহামন্ত্রী কিঞ্চিত নিম্নস্বরে কহিলেন, "প্রথমবার, তা হবে, তা যাই হউক কী কাজের জন্য এসেছ বল বৎস।"

ত্রিভুবন কি ভাবে আসল প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায় তাহা ভাবিয়া পাইলনা। সোজাসুজি মহামন্ত্রীকে কহিল "মামা, আপনার কাছে এক ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

"ভিক্ষা! হংসার পুত্র তুমি, আমার কত আদরের আত্মীয়! তোমার ভিক্ষা না দাবী?" মৃণাল হাসিতে লাগিলেন।

ত্রিভুবন ধীরে ধীরে কহিল, "ভিক্ষাই বলুন বা দাবীই বলুন, আপনার কাছে একটি বিশেষ জিনিষ চাইতে এসেছি, বলুন দেবেন?"

"কী সেই জিনিষ?"

"আমার মা।"

মৃণালের সারা দেহে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল কিন্তু তাহার মুখের কোন ভাব বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন, "একী বলছ তুমি?"

"ঠিকই বলছি। আজ দীর্ঘ সতের বৎসর আমার জীবনে কোন আনন্দ নেই। আজ বুঝ্‌তে পেরেছি সেই নিরানন্দের হেতু কোথায়। মাতৃহীনের আবার জীবন কী? আপনি আমার মাকে ফিরিয়ে দিন এই আমার ভিক্ষা।"

"বৎস তুমি কী পাগল হয়েছ? তোমার মা বহুদিন স্বর্গবাসী—"

"মামা, শেষে আপনিও ছলনা করছেন? আমার মা বেঁচে আছেন।"

"এ কথা তোমায় কে বল্লে?" মুঞ্জাল স্থির দৃষ্টিতে ত্রিভুবনের দিকে তাকাইলেন।

"কে বল্লে? আমি বলছি আমার মা বেঁচে আছেন। তাঁকে দেখা গেছে, আর তাছাড়া যিনি এই সংবাদ দিয়েছেন, তিনি সত্য কথাই বলেছেন।"

"কে দেখেছে, কে বলেছে এই কথা?"

আর্দ্র কণ্ঠে ত্রিভুবন বলিল, "আপনি আজ এই কথা বলছেন? আজন্ম আমি মাতৃস্নেহে বঞ্চিত। জ্ঞান হবার পর মা কেমন তা জানি না। আপনি তো পাষাণ নন, আপনিও মানুষ। মাতৃহীনের এই একমাত্র ভিক্ষা আপনি পূর্ণ করুন। আমার অভাগিনী মা, তিনি তো আপনারই ছোট বোন। তাঁর জন্য আপনার প্রাণ কী একবারও কাঁদে না? আপনার কাছে কী দোষ তিনি করেছেন, কেন তাঁকে লুকিয়ে রেখেছেন, তা আমি জানতে চাই না। আপনি শুধু তাঁকে ফিরিয়ে দিন। তাঁর জন্য আমার প্রাণও যেমন কাঁদছে, আমি তাঁর পুত্র, আমার জন্য তাঁর প্রাণও ঠিক তেমনি কাঁদছে। আমার ছয় মাস বয়স থেকেই আমি মাতৃ-স্নেহ হ'তে বঞ্চিত। আমার মাকে আপনি ফিরিয়ে দিন, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন।" ত্রিভুবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার সামনে মহামন্ত্রী স্থির মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। ত্রিভুবনের প্রার্থনায় তাঁহার বাহিরের কোন ভাব পরিবর্তিত হইল না, কেবল হস্তের দৃঢ় মুষ্টি খুলিতে ও বদ্ধ হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মুঞ্জালই প্রথম কথা বলিলেন, "কেঁদো না ত্রিভুবন। তুমি যা ভাবছ তা সমস্তই মিথ্যা। মানুষের পক্ষে যা সম্ভব তা হয়ত করতে পারি কিন্তু যা অসম্ভব তা কী করে করব? আমি তো আর ভগবান নই।"

"না, ভগবান হয়ত নন, কিন্তু আপনি মহামন্ত্রী মুঞ্জাল। গুর্জ্জরে আপনার শক্তি কারও অজানা নেই। আপনি ইচ্ছা করলে অসম্ভব ও সম্ভব করতে পারেন।"

"তুমি ভুল করছ বৎস! অনেক জিনিষ আছে যা বোঝবার বয়স তোমার এখনও হয়নি। প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির যবনিকার অন্তরালে কী গভীর দুশ্চিন্তা মানুষের মনকে অহরহ পীড়ন করে, মনের উদ্বেগ কীভাবে হাসিমুখের মুখোসে ঢেকে রাখতে হয় তা তুমি হয়ত বুঝবে না। আজ যদি আমার সাহায্যে আমার প্রাণাধিক হংসার জীবিত হওয়া সম্ভব হত, আমি কী এখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতাম? প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় আমার বোন, আমায় কতখানি দুঃখ দিয়ে গেছে জান তুমি?"

"তবে আপনি কী বলতে চান, আমার মা সত্যই মৃত? না তিনি এমন জায়গায় আছেন যেখানে আপনার শক্তিও নিস্ফল? আপনি যদি বসে বসে চিন্তাই করেন তবে আমার দশা কী হবে?"

"কিছুই করবার নেই বৎস, তোমার মা আর ফিরে আসবে না।"

"তবে কী আমার মা আর বেঁচে নেই?"

"তাছাড়া আর কী?"

ত্রিভুবন চুপ করিয়া রহিল।

মুঞ্জাল সস্নেহে কহিলেন "শোন ত্রিভুবন, মৃতের জন্য শোক করে লাভ নেই। হংসা নেই কিন্তু তুমি আছ। আমার একটা কথা শুনবে?"

ত্রিভুবন হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। মুঞ্জালের কথায় তাহারও সন্দেহের উদ্রেক হইল, পিতা ও মহারাজ কর্ণদেব দুইজনেরই ভ্রম হয় নাই তো?

মুঞ্জাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার কাছে থাকবে ত্রিভুবন?"

"কেন?"

"দেখ, আমার কোন সন্তান নেই। সংসারে নিজের বলে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে পারি এমন কেউ নেই। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হয়ে পড়ছি। আমার যে আকাঙ্ক্ষা আমি মেটাতে পারব না, তুমি পারবে।"

"মামা এক উপায়ে তা হতে পারে। আপনি বাবার সঙ্গে সন্ধি করুন।"

মুঞ্জাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, প্রশ্ন করিলেন, "তবে কী তোমার বাবা তোমায় সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে পাঠিয়েছেন?"

"মামা, মণ্ডলেশ্বর কখনও সন্ধি ভিক্ষা করবেন না।"

মহামন্ত্রীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, পুনরায় সস্নেহে ত্রিভুবনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কাছে থাকবে ত্রিভুবন? এত সুখ আর আনন্দ এখানে আছে যে তুমি তোমার মায়ের শোক পর্য্যন্ত ভুলে যাবে।"

"তা কী করে সম্ভব মামা? আপনি কী চান যে আমি নিজের সুখের জন্য বাবাকে পরিত্যাগ করি?"

"মণ্ডলেশ্বর তাঁর কাজ নিজেই করে নিতে পারবেন। তুমি যদি এখানে থাক, তোমার প্রতিষ্ঠা, অর্থ, যশ, তার কিছুই বাকি থাকবে না, আর তাছাড়া—"

"তাছাড়া?"

"কর্ণদেবের মৃত্যুর পর তোমার পিতার অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হয়ে উঠবে। তখন তাঁর সাহচর্য্য তোমার পক্ষেও নিরাপদ হবে না।"

"অত সহজ নয় মামা। দেহস্থলী শক্তিহীন নয়, তার যোদ্ধারাও কেউ দুর্ব্বল নয়।"

"হতে পারে, কিন্তু একটা জিনিষের অভাব দেহস্থলীতে আছেই।"

"কী?"

"মহামন্ত্রী মুঞ্জালের মত বুদ্ধিমান লোক।"

"মামা, ভগবান কী বুদ্ধি কেবল আপনাকেই দিয়েছেন ?"

"যেতে দাও বৎস এসব কথা। বাজে কথায় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই। তুমি আমার নিকটতম আত্মীয় অত্যন্ত আদরের তুমি; আমার শূন্যস্থান তুমি ছাড়া আর কে পূরণ করবে ?"

"মামা আমায় কী লোভ দেখাচ্ছেন ? যদি আপনার কথাই মেনে নেওয়া যায় যে মহামন্ত্রী মুঞ্জালের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও পরামর্শের ফলে অদূর ভবিষ্যতে পাটনের হাতে দেহস্থলীর বিপদ ঘনিয়ে আসছে, আপনি কী এই আশা করেন যে বাবাকে পরিত্যাগ করে আমি আপনার পাশে এসে দাঁড়াব ? আপনি ভেবেছেন কী আমাকে ? আমি মাতৃহীন, মায়ের স্নেহ দিয়ে বাবা লালন করেছেন, ছেলের মুখ চেয়ে অত্যাচার আর অন্যায়ের সাথে যিনি আজীবন সংগ্রাম করে এসেছেন, আপনি কী ভাবেন সেই ছেলে এত নীচ আর কৃতঘ্ন হবে যে অপমান, বিপদ ও দুর্য্যোগের মুখে সে তার বাবাকে ছেড়ে আপনার নিরাপদ কক্ষ-পুটে এসে স্বচ্ছন্দে আনন্দ ও সুখ ভোগ করবে ? এই আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ?"

মুঞ্জাল নীরবে ত্রিভুবনের কথা শুনিতেছিলেন। ধীরে ধীরে মুখের ভাব-কঠোর হইয়া উঠিল। নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আমার পক্ষে যা সম্ভব তোমায় বলেছি এখন তোমার যা ইচ্ছা কর।"

ত্রিভুবন তীক্ষ্ণ স্বরে কহিল "শুনেছি আপনার কথা। মায়ের হত্যা-কারীর কাছে এর চেয়ে বেশী আর কী আশা করতে পারি ?"

স্মীত হাস্যে মহামন্ত্রী শান্ত স্বরেই বলিলেন "অপ্রিয় কথা বলার অভ্যাসটা তোমার খুব ভালভাবেই হয়েছে দেখছি।"

"আমার কথা অপ্রিয় হলেও সত্য। মামা, আমি জানি, জীবনে আপনিও সুখী হননি। আপনার মনেও বহু ব্যথা লুকিয়ে আছে। তারাও আপনাকে পীড়ন করে। আমি চলে যাচ্ছি। সত্যের দাবীটাকেই আমি আপনার কাছে ভিক্ষা বলে চেয়েছিলাম। সে ভিক্ষা দেন নি। এর জন্য

পরে আপনাকে অনুতাপ করতে হবে।" ত্রিভুবন মামাকে প্রণাম করিয়া কক্ষ ত্যাগ করিল।

মুঞ্জাল বহুক্ষণ দ্বারের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিজের মনেই একবার হাসিলেন। লোকে তাঁহাকে কত শক্তিশালী কূটনীতিজ্ঞ মনে করে। হয়ত কেহ ভাবেও না যে তাঁহারও হৃদয় আছে, সুখ দুঃখ আছে। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বায়ু-তরঙ্গে মিশিয়া গেল। মহামন্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এদিকে ত্রিভুবনপাল প্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। শিবিকায় উঠিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় একজন দাসী আসিয়া তাহাকে আসিতে ইঙ্গিত করিল। তাহার হাতে একটি তীর।

দাসী হাতের তীর দেখাইয়া কহিল, "ত্রিভুবন, দেহে বাণ বিদ্ধ করেছ কিন্তু ক্ষত কী করে ভাল হবে বলতে পার?" ত্রিভুবন তীর দেখিয়াই চিনিল। দাসীর হাতে প্রসন্নের কক্ষে ফেলিয়া আসা তাহারই তীর। ফলকের মুখে একবিন্দু রক্ত তখনও শুকাইয়া রহিয়াছে। তাহার বড় ইচ্ছা হইল একবার প্রসন্নের নিকট যাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া আসে কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই ভাবিল, কী হইবে তাহার নিকট যাইয়া। প্রসন্ন তো তাহার হইবে না, সে তো অপরের বাগ্দত্তা। ত্রিভুবন নিজের হৃদয় জয় করিল ও দাসীর হাতের তীরটি লইয়া দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল, "প্রসন্নকে বল তার ক্ষতের ঔষধ অন্য জায়গায়।"

দাসী নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ত্রিভুবন পুনরায় শিবিকায় আরোহণ করিবার উপক্রম করিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ রাজপ্রাসাদ হইতে বহুকণ্ঠে ক্রন্দনের রোল উঠিল! মহারাজ কর্ণদেব প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। হতবুদ্ধি ত্রিভুবন চিত্রার্পিতের ন্যায় শিবিকার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কর্ণদেবের মৃত্যু

ত্রিভুবন যখন পুনরায় প্রাসাদে প্রবেশ করিল তখন মহারাজ কর্ণদেবের মৃত দেহ তাঁহার কক্ষের বাহিরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। প্রাসাদের সমস্ত লোক সেইখানে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। সকলেরই মুখে শোকের ছায়া, বহুলোক ক্রন্দন করিতেছিল। ভীড় ক্রমশঃই বাড়িতেছিল। বাহির হইতেও বহুলোক রাজাকে শেষ দর্শনের জন্য আসিতেছে। যাহারা আগে আসিয়াছে তাহারা প্রাসাদের ধারে সমবেত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে কতক প্রাসাদে আসিল ও বাহিরের প্রশস্ত রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। কয়েকদিন হইতেই প্রজাসাধারণের মনে সন্দেহ হইতেছিল যে রাজ্যের কোন সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে। কর্ণদেবের মৃত্যুতে সকলেই ভাবিতেছিল সেই বিপদ যেন আরও কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। শোকের মধ্যেও নানা-জনে নানাকথা বলাবলি করিতেছিল—"মহাদেবী কেমন আছেন," "মৃণাল কোথায়", "দেবপ্রসাদ পাটনে এসেছেন নাকি", ইত্যাদি।

মহারাজের মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র দেবপ্রসাদ প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুকাল পরে তিনি আবার রাজপ্রাসাদে আসিয়াছেন। লোক আশ্চর্য্য হইয়া তাহাকে দেখিতে আসিল। মণ্ডলেশ্বর ধীরে ধীরে কর্ণদেবের মৃতদেহের নিকট যাইয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর পিছনে সরিয়া আসিয়া ত্রিভুবনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিলেন, "কিছু সন্ধান পেলে?"

ত্রিভুবন মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছুই না।"

"জীবিত কী মৃত তাও জানতে পার নি ?"

"কিছুই জানতে পারি নি। আমার মনে হয় এর মধ্যে কোন গভীর রহস্য আছে।"

"শীঘ্রই তা জানতে পারবে। আপাততঃ চোখ আর কান খুলে রাখ। কাল সকালে শোকসভা, তার আগে কিছু না কিছু হবেই।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

এমন সময় রাজপুরোহিত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিতেই অন্য সকলে ধীরে ধীরে কক্ষের বাহির হইয়া গেল। ইতিমধ্যে দীর্ঘদেহ সুপুরুষ আর একজন রাজপুত আসিয়া পৌছিলেন। দেবপ্রসাদ তাঁহাকে ঠিক চিনিতে পারিলেন না। রাজপুত জনৈক সামন্ত। তিনি ধীরে ধীরে দেবপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মণ্ডলেশ্বর, সব প্রস্তুত ?"

মণ্ডলেশ্বর চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন "কিসের জন্য ?"

"আপনাকে আমি তো আগেই বলেছি, আমার সৈন্য প্রস্তুত।" রাজপুত এইকথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ দেখিতে লাগিলেন।

মণ্ডলেশ্বর এতক্ষণে চিনিতে পারিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "বিজয়মল্লদেব, এখন পাটনের রাজা জয়দেব, এটা ভুলে যাবেন না।"

দেবপ্রসাদের কথায় বিজয়মল্ল আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন।

ইহার কিছুক্ষণ পরেই কর্ণদেবের দেহ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইল। মহারাজ ছিলেন প্রকৃতই লোকপ্রিয়। বহুলোক চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে শবের অনুগমন করিল। চিতা জলিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই পাটনের মহারাজ কর্ণদেবের দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল।

শবানুগামীদের ফিরিবার সময় হইল। সকলের অগ্রে কুমার জয়দেবের সঙ্গে দেবপ্রসাদ চলিতেছিলেন। জনসাধারণ আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতে লাগিল

গুর্জ্জরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিদ্বন্দী এই দুই ভাই * আজ পাশাপাশি চলিতেছে। সকলেই রাজপ্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাহার পর শোকার্ত্ত রাজপুরুষ ও জনসাধারণ যে যাহার গৃহে ফিরিয়া গেলেন। দেবপ্রসাদ এবং ত্রিভুবনও তাঁহাদের গৃহে ফিরিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই রক্ষী আসিয়া দেবপ্রসাদকে সংবাদ দিল যে রাজা মদনপাল সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে।

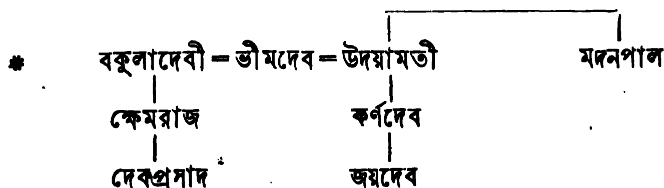
"কে, রাজা মদনপাল? তিনিও পাটনে এসেছেন নাকী? কেউ আর বাকী রইল না দেখছি। আচ্ছা তাঁকে ভিতরে নিয়ে এস।"

রক্ষী মদনপালকে ভিতরে লইয়া আসিল। রাজা মদনপাল পরলোকগত মহারাজ কর্ণদেবের মাতুল এবং কর্ণাবতীর দুর্গাধ্যক্ষ। ষাট বৎসর বয়স হইয়াছে কিন্তু দেহ এখনও সুগঠিত, দেখিলেই সম্ভ্রম হয়। অসাধারণ প্রতিভাশালী তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন রাজপুরুষ। গুর্জ্জরের রাজনীতি অধিকতর জটিল হইবার ভয়েই মুঞ্জাল তাঁহাকে কর্ণাবতীর দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন।

মদনপালই প্রথম সম্ভাষণ করিলেন। সহাস্যে কহিলেন, "কী মণ্ডলেশ্বর, নূতন কিছু সংবাদ আছে নাকী?"

"নূতন আর কী, সংবাদ যা কিছু সবইত আপনার কাছে।"

"এখন কী করবে তাই বল। এমনি করে চুপচাপ আর কতদিন বসে থাকবে?" মদনপাল আসন গ্রহণ করিয়া আলবোলার জন্য হাত বাড়াইলেন।



"কী আর করা যায় বলুন। আগামীকাল শোকসভা বসবে। আমাদের প্রথা অনুসারে এইসময় নূতন রাজার তিলক হবে। রাজসভার পরিবর্ত্তনও কিছু কিছু হবেই। সেই সময়ই চিন্তা করে দেখা যাবে কী করা কর্ত্তব্য। আর তাছাড়া করবার আছেই বা কী, আমি নিজেই তো এখন পাটনে।"

মদনপাল অসহিষ্ণু হইয়া কহিলেন "তুমি কী বলছ মণ্ডলেশ্বর? তুমি সমস্ত সামন্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে শক্তিশালী, অথচ তুমি এ সময় পাটনে এসে অলস ও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে রয়েছ। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত।"

"তা তো বুঝলাম! কিন্তু করার কী আছে তাই বলুন, আর হবেই বা কী। আমার দেহস্থলী তো আছে। আর কিছু না হউক সেখানেই রাজত্ব করব।"

"তুমি কী ভেবেছ মীনলদেবী তোমায় পাটনের বাহিরে যেতে দেবেন? মণ্ডলেশ্বর, এখন তোমার সম্মুখে যে সুযোগ, এই সুযোগ আর কখনও আসবে না।"

"সে কথা যাক্। আপনি পাগল হয়েছেন মাতামহ, দেহস্থলী থেকে আমায় দূরে আটকে রাখবে, এ সাধ্য কারও আছে নাকী?"

"তুমি ভুল করছ মণ্ডলেশ্বর। মীনলদেবী যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। বুদ্ধির খেলায় তুমি তার সঙ্গে পেরে উঠবে না।"

"তাহলে কী কর্ত্তব্য তাই বলুন।"

"সেই কর্ত্তব্য বিচার করতেই এখানে এসেছি। পাটন থেকে দূরে রাখবার জন্যই মহাদেবী আমায় কর্ণাবতীতে পাঠিয়েছেন। আমার মণ্ডল অনেক ছোট, শক্তিহীন। কাল যদি পাটন কর্ণাবতী আক্রমণ করে তবে সেই আক্রমণে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই।"

দেবপ্রসাদ লক্ষ্য করিলেন যে মদনপাল নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য লইয়া

আসিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য জানা প্রয়োজন, অতএব উদ্বেগ চাপিয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে বলিলেন, "তা আপনি এঅবস্থায় কী করবেন?"

বৃদ্ধ বলিল, "সেটাই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি। যতদিন মীনলদেবীর হাতে রাজ্যশাসনের ক্ষমতা থাকবে ততদিন কোন মণ্ডলেরই নিরাপত্তা নেই।"

"কিন্তু মহাদেবীকে হটাবেনই বা কী করে?"

"তা হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু মা ও ছেলের মধ্যে বিরোধ বাধান তো সম্ভব।"

দেবপ্রসাদ চকিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন "কী বল্লেন? বিরোধ? তা কী করে সম্ভব?"

"নিশ্চয়ই সম্ভব। তোমার দিক থেকে সামান্য সাহায্য পেলেই তা হতে পারে। ধরো আজ রাতারাতি যদি কুমার জয়দেবকে পাটন থেকে কর্ণাবতীতে নিয়ে যাই আর আসছে পরশুদিন সেখানেই তার তিলক উৎসব করা যায় তো কেমন হয়?"

বৃদ্ধের সাহস দেখিয়া দেবপ্রসাদ আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার যুক্তির মধ্যে যে যথেষ্ট সারবত্তা আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন হইল কীভাবে রাজ্য পরিচালনা করা হইবে। মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন "কিন্তু কুমার জয়দেবকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া মোটেই সহজ হবে না।"

"তুমি কী ভেবেছ আমি সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই তোমার কাছে এসেছি?"

"কিন্তু মাতামহ, এই কাজে আমি আপনার সাথে যোগ দেব তা আপনি কী করে বুঝলেন?"

"মণ্ডলেশ্বর, আজ আমার চেয়ে তোমার ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার। তোমার বিপদ আরও বেশী।"

"মাতামহ, বিপদ, দুর্যোগ আমার চিরকালের সাথী, ওতে আমার ভয় নেই।"

"রাজ্যের অস্তিত্ব নিয়ে যেখানে প্রশ্ন, সেখানে মিছামিছি বিপদ বাড়িয়ে লাভ কী? মীনল ও মুঞ্জাল দুইজনে এক যোগে আজ-বিপক্ষে। এক্ষেত্রে শঠের প্রতি শাঠ্যই প্রকৃষ্ট নীতি।"

"কিন্তু মাতামহ আজ অবধি অন্যায় অথবা চাতুর্য্যের আশ্রয় কখনও নেই নি। আমি রাজপুত, শৌর্য্যই আমার ধর্ম্ম, এর বাইরে আমি যাব না।"

"কিন্তু ভাই শুধু বীরত্বই যথেষ্ট নয়, আর তাছাড়া এখন যে সময় তাতে কেবলমাত্র বীরত্বের উপর নির্ভর করলে চলবে না। এখনও সময় আছে, তুমি নিজেই বিচার করে দেখ।"

"এতে আর বিচারের কী আছে? রাতারাতি পাটনের অধীশ্বরকে অন্য জায়গায় নিয়ে তার নামে রাজ্যশাসন করা, এই চৌর্য্য যুক্তিতে আমি নেই মাতামহ। এর চেয়ে নিজের সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে পাটন অধিকার করা অনেক ভাল। এতে অন্ততঃ পৌরুষ আছে, কিন্তু চৌর্য্য বুদ্ধিতে তাও নেই।"

মদনপাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখের তাম্বুল-পাত্র হইতে একটি তাম্বুল উঠাইতে উঠাইতে বলিলেন, "ভালকথা, তোমার পৌরুষ ভাই তোমার কাছেই থাক কিন্তু দেখো, এখানে যে কথা হল তা যেন অন্যে না শোনে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

"কথা দিচ্ছ?"

দেবপ্রসাদ হাসিয়া কহিলেন, "হঁা কথা দিলাম। কী করি বলুন, আপনার প্রস্তাবে আমি মনের মধ্যে সাড়া পাচ্ছিনা, নইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে যোগ দিতাম।" মদনপাল চলিয়া গেলেন।

অন্যদিকে মহামন্ত্রী মুঞ্জাল গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত রাজকার্য্যে ব্যস্ত রহিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা ও নির্দ্দেশ দিবার পর তিনি অনেক নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়দের গতিবিধি, বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বরের এখন কী উদ্দেশ্য, তাঁহারা কোথায় এবং কী করিতেছেন, পাটনে কাহার কাহার গুপ্তচর ঘুরিতেছে, এই সমস্ত সংবাদ লইলেন। যেখানে যেখানে প্রয়োজন, আপনার বিশ্বাসী কর্ম্মচারীদের পাঠাইলেন, এবং প্রাসাদের ভিতরে ও বাহিরে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন। সমস্ত কাজ শেষ করিয়া তিনি অবশেষে মহাদেবীর কক্ষের দিকে যাইয়া দাসীকে দিয়া ভিতরে সংবাদ পাঠাইলেন।

কিছুক্ষণ পরে দাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মহাদেবীর ভীষণ মাথা ধরেছে, আপনার সঙ্গে সকালে দেখা করলে কী খুব অসুবিধা হবে?"

দাসীর কথায় মুঞ্জাল সামান্য হাসিলেন। একটু পূর্ব্বেই তিনি সংবাদ পাইয়াছেন যে মহাদেবী, শান্তিচন্দ্র ও আনন্দসূরির সহিত পরামর্শ করিতেছেন। বুঝিতে পারিলেন, ভিতরে নূতন কিছু একটা উপায়ের উদ্যোগ আয়োজন হইতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যেই শান্তিচন্দ্র ও আনন্দের আগমন। দাসীকে কহিলেন "আমার বিশেষ প্রয়োজন। এখনই সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক।"

দাসী পুনরায় ভিতরে গেল ও পরমুহূর্ত্তেই বাহিরে আসিয়া কহিল "আসুন, মহাদেবী অপেক্ষা করছেন।"

কক্ষের মধ্যে মীনলদেবী মৌনভাবে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার পরিধানে কৃষ্ণ বস্ত্র। সর্ব্বাঙ্গে বৈধব্যের চিহ্ন, মুখ গভীর চিন্তাযুক্ত, চোখের কোণে গভীর রেখা। মহাদেবীর দিকে চাহিয়া মুঞ্জালের অত্যন্ত দুঃখ হইল। ভগ্ন স্বরে বলিলেন, "ক্ষমা করবেন মহাদেবী, এই অসময় আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে। কাল সকালেই শোকসভায় কুমার জয়দেবের

তিলক হবে। তার যথাবিধি বন্দোবস্ত করতে হবে। আর রাজসভার পরিবর্ত্তন হলেও নূতন নিয়োগ ঐ সময়ই ঘোষণা করতে হবে।"

মীনলদেবী সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে মন্ত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু তীক্ষ্নবুদ্ধি মুঞ্জালের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে মহাদেবীর মুখভাব সম্পূর্ণ কৃত্রিম। মহাদেবী বলিলেন, "এখন তো কোন কথাবার্ত্তাই সম্ভব নয়। আমার মাথায় অত্যন্ত যন্ত্রণা হচ্ছে। আপাততঃ যেমন চলছে চলুক।"

"মহাদেবী, এখনই তো আপনি শান্তিচন্দ্র ও আনন্দসূরির সঙ্গে আলাপ করছিলেন, তখন কী মাথার যন্ত্রণা ছিলনা?" রাণী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। মুঞ্জাল পুনরায় কহিলেন, "একটা কথা আপনাকে বলে রাখি, এ সময় একটা সামান্য ভুল করলেও আমাদের এতদিনের পরিশ্রম বিফল হয়ে যাবে।"

"কিন্তু এসব কথা অন্য সময়েও তো হতে পারে।"

"মহাদেবী, আমার এতকালের মধ্যে আজই প্রথম শুনলাম যে রাজকার্য্য অপেক্ষা করতে পারে। ভাল, এতে আমার নিজের আর কী ক্ষতি? কিন্তু মনে রাখবেন মুঞ্জালের মত নিঃস্বার্থ পরামর্শ আপনাকে আর কেউ দেবে না।"

"আমি কী তা জানি না যে তুমি আজ নূতন করে আমায় বলছ?"

"জানেন ভালই।" এই কথা বলিয়া মুঞ্জাল কক্ষের বাহির হইয়া আসিলেন। চিন্তা করিতে করিতে নিজের কক্ষের দিকেই পা বাড়াইয়াছেন, এমন সময় একজন চর আসিয়া তাঁহার কাণে কাণে বলিল যে তাঁহার কক্ষে আনন্দসূরী অপেক্ষা করিতেছেন।

মহামন্ত্রীর মুখ গম্ভীর ও কঠোর হইয়া উঠিল। কক্ষে আসিয়া প্রশ্ন করিলেন' "সন্ন্যাসী মহারাজ, এমন অসময়ে আসার হেতু?" তাঁহার কণ্ঠস্বরে কিছু উগ্রতা প্রকাশ পাইল।

"মহামন্ত্রী, সামান্য কাজ আছে আপনার সঙ্গে।"

"কী কাজ তাড়াতাড়ি বলুন, আমি আজ বড় ক্লান্ত।"

"আপনি শ্রাবকশ্রেষ্ঠ ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।"

"আদেশ করুন।"

"পাটনের পরিস্থিতি আজ অন্ধকার। একমাত্র আপনিই এই অন্ধকার দূর করতে পারেন।"

মুঞ্জাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কেমন করে?"

"আপনি যদি দণ্ডনায়কের পদ গ্রহণ করেন তা হ'লেই এ সম্ভব।"

কিন্তু মুঞ্জালকে সহজে ভুলান সম্ভব নয়। নিস্পৃহ কণ্ঠে মহামন্ত্রী বলিলেন, "দণ্ডনায়ক হওয়া কী আমার নিজের হাতে?"

"না তা নয়, তবে মহাদেবীকে কী এ কথা বলা যায় না?"

"কিন্তু সন্ন্যাসী মহারাজ, বলা কওয়া, কার কী পদ, এ সবের মধ্যে আমি নেই। আমার দিক থেকে আমি মহাদেবীর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র।"

"কিন্তু আপনার রাজনীতিতে মহাদেবীর আর আস্থা নেই। তিনি এর পরিবর্ত্তন চান।"

কঠোর স্বরে মুঞ্জাল বলিলেন, "সেই কথাটা বলবার জন্যই মহাদেবী কী আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন?" মন্ত্রীর তিরস্কারে সন্ন্যাসী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "দেখুন মহামন্ত্রী, আপনার মত আরও অনেকে আছেন, যারা রাজ্যের প্রকৃত হিতৈষী। তাদের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হবে।" মুঞ্জাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী পুনরায় কহিলেন, "আপনি জৈন সমাজের

প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করুন, তা হ'লে অনতিবিলম্বেই দণ্ডনায়ক হ'তে পারবেন।"

মুঞ্জাল শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "সন্ন্যাসী মহারাজ, আপনাকে একটা কথা বলি। দেশের যত বড় পণ্ডিতই হউক না কেন কারও কাছ থেকে রাজ্য পরিচালনা আমার শিখতে হ'বে না। আমি কোন ব্যক্তিবিশেষ, সমাজ বা দলের প্রতিনিধি নই। আমি সারা গুর্জ্জরের প্রতিনিধি। পাটনের রাজনীতির পরিচালনা যদি আমার হাত দিয়ে হয় তো সমস্ত প্রজার জন্যই তা হবে, কোন সম্প্রদায় বিশেষের জন্য নয়। কুমার জয়দেব যদি রাজা হন তিনি হবেন সমস্ত দেশের রাজা। দলগত রাজনীতির সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।"

"কিন্তু দলগত রাজনীতির কথা তো আমি আপনাকে বলিনি।"

"বলুন আর নাই বলুন। আপনার বয়স এখনও অল্প, সব কথা হয়ত বুঝতেও পারবেন না। মুঞ্জাল হয় তার নিজের নীতি অনুসারে রাজত্ব পরিচালনা করবে আর তা না হয় তো সে একবারেই রাজনীতি পরিত্যাগ করবে। আপনাকে যিনি পাঠিয়েছেন তাকে অন্ততঃ এই কথাটা বলে দেবেন যে তিনি যেন মুঞ্জালকে শাসন করবার চেষ্টা না করেন। প্রজার স্নেহ, ভালবাসা, বিশ্বাস আর আমার বুদ্ধি এ সব নিয়েই আমার মন্ত্রীত্ব, আর এ থেকে আমায় বঞ্চিত করে এমন স্পর্দ্ধা কারও নেই। আপনাকে প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছে যে আপনি অতি অল্পবুদ্ধি। পাটনের ভবিষ্যতের জন্য মিছামিছি চিন্তা করবেন না। এইবার আপনি আসুন।" উত্তেজিত মহামন্ত্রীর কণ্ঠস্বর ও দৃষ্টি তীব্র হইয়া উঠিল। আনন্দসূরী নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "আপনার যা অভিরুচি।" তাহার পর ধীরে ধীরে কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন।

মুঞ্জাল কক্ষের মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। একবার

আত্মগতভাবেই কহিলেন, "মহাদেবী, তা হ'লে এই তোমার আসল উদ্দেশ্য।" তাহার পর গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

পরিস্থিতি যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে সমগ্র গুর্জ্জর ব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা আর নাই। বুদ্ধিবৃত্তিতে মুঞ্জাল ছিলেন মন্ত্রী বিমলশাহের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেকে বলিত মুঞ্জাল অধিকতর তীক্ষ্ণধী। কিন্তু বিমলশাহ হইতে মুঞ্জালের রাজনীতি ছিল ভিন্ন। বিমলশাহ নিজের জন্য চন্দ্রাবতী নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মুঞ্জালও ইচ্ছা করিলেই তাহা পারিতেন। ভীমদেব অপেক্ষা কর্ণদেব ছিলেন অধিকতর দুর্ব্বল। কাজেই আর একটি নগর প্রতিষ্ঠা তাঁহার পক্ষে মোটেই অসম্ভব হইত না। হয়ত তাহা করিলেই শেষ পর্য্যন্ত পরিণাম সুখের হইত। কিন্তু মুঞ্জালের আদর্শ ছিল অন্যরূপ। খণ্ড খণ্ড মণ্ডল প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা পাটনের উন্নতি এবং সমগ্র গুর্জ্জরব্যাপী একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনা, ইহাই ছিল মুঞ্জালের স্বপ্ন।

অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন মহামন্ত্রী। চন্দ্রপুরের সহিত মৈত্রী স্থাপনা করিয়াছিলেন। সেখানকার রাজকুমারী মীনলদেবীর সহিত মহারাজ কর্ণদেবের বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন। এতদিন সব ঠিক চলিতেছিল কিন্তু আজ সমস্তই ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। সকলের মূলে গুর্জ্জরের সামন্ততন্ত্র, রাজপুত ও জৈনের বিরোধ এবং দলীয় রাজনীতি। এতদিনের নিঃস্বার্থ পরিশ্রম আজ সব ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। অথচ ইহারই জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া পাটনের দাসত্ব করিয়া আসিতেছেন, রাণীর আদেশে প্রাণাধিক ভগিনীকে বলি দিয়াছেন, অকারণে দেবপ্রসাদের অভিশাপ কুড়াইয়াছেন, কী না করিয়াছেন। দুঃখে বেদনায় মুঞ্জালের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। ভাবিতে লাগিলেন এখন কি করা যায়। একবার ভাবিলেন বিদ্রোহ করিয়া পাটন অধিকার করিবেন ও মহাদেবীকে হীনবল করিয়া দিবেন কিন্তু পরক্ষণেই শিহরিয়া উঠিলেন। এ কী

ভাবিতেছেন তিনি? মহাদেবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ! অসম্ভব। নিজের স্বার্থ ত বহুদিন বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাটনের এতদিনের বিশ্বাস তিনি এই ভাবে নষ্ট করিবেন না। তবুও আদর্শের জন্য শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে হইবে এবং মহাদেবীরও বিশ্বাস হারাইলে চলিবে না। তবে বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে চুপ করিয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত। কাল প্রাতে কি হইবে কেহই জানে না। সকাল হউক তাহার পর দেখা যাইবে।

মহামন্ত্রী আর ভাবিতে পারিলেন না। সমস্ত দিন ও রাত্রির পরিশ্রমে দেহ ক্লান্ত। মুঞ্জাল শয্যা গ্রহণ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শোকসভা*

রাত্রির অন্ধকার মিলাইতে না মিলাইতেই প্রাসাদের বিশাল চত্বরে জনতার ভীড় হইতে আরম্ভ হইল। চত্বরের একপার্শ্বে নগরীর পুর-মহিলাগণ সমবেত হইয়া পরলোকগত মহারাজের জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাজা ছিলেন সমগ্র প্রজাসাধারণের পিতার মত। প্রজারাও পুত্রের স্নেহ ও শ্রদ্ধা লইয়া মহারাজকে মান্য করিত। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই প্রাসাদ জনতায় পূর্ণ হইয়া গেল। জমীদার, সামন্তবর্গ, বিভিন্ন মণ্ডলেশ্বর, শ্রেষ্ঠী সকলে

---

*কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁহার আত্মীয়েরা সমবেত হইয়া মৃতের জন্য শোকপ্রকাশ করিত, প্রাচীন গুজরাটের ইহাই ছিল প্রথা। ইহা অনেকটা আমাদের দেশে শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন কোন জলাশয়ে বা নদীতীরে গিয়া কেশ মুণ্ডনাদি করিয়া অশৌচান্ত হওয়ার মত। এই প্রথা অদ্যাপি গুজরাটের বহু স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

—অনুবাদক

আসন গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে দেবপ্রসাদ আসিলেন ও প্রাসাদের দ্বারের পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। তাহার পরই মহামন্ত্রী মুঞ্জাল প্রবেশ করিলেন। ইহার অল্প পরেই আসিলেন কুমার জয়দেব, আনন্দস্থরি, শান্তিচন্দ্র এবং রাজপুরোহিত। সকলে সমবেত হইলে জল দর্শনের জন্য যাত্রা করিলেন। সকলের অগ্রে চলিতেছিলেন কুমার জয়দেব তাঁহার পাশে রাজপুরোহিত। তাঁহাদের পশ্চাতে গম্ভীর মূর্ত্তি দেবপ্রসাদ ও মুঞ্জাল। এই দুইজন একত্র চলায় সমস্ত পাটনবাসী রাজার শোক ভুলিয়া তাঁহাদের অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। মণ্ডলেশ্বরকে সকলে যেমন ভয় করিত মহামন্ত্রীকেও তেমনি শ্রদ্ধা করিত। তাঁহার প্রতি প্রজার বিশ্বাসও ছিল অপরিসীম।

জলদর্শনের পর সকলে পুনরায় প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। কুমার, সামন্তবর্গ, মণ্ডলেশ্বর সকলে স্বস্ব আসনে উপবেশন করিলেন। প্রাসাদের গবাক্ষের অন্তরাল হইতে মহিলারাও সভা দেখিতে লাগিলেন।

চত্বরের একপার্শ্বে সিংহাসন অবস্থিত ছিল। কুমার জয়দেব তাহার উপর উপবেশন করিলেন এবং রাজপুরোহিত তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কুমারের অপর পার্শ্বে মহামন্ত্রী মুঞ্জাল গম্ভীর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সমগ্র সভা নিস্তব্ধ। রাজপুরোহিত প্রথম কুমারের কপালে তিলক লেপন করিলেন এবং তাঁহার পিতার তরবারি পুত্রের ক্রোড়ে রাখিয়া পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় আনন্দস্থরি অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে চন্দন পাত্র। মনে হইল তিনিই বোধ হয় এইবার কুমারের কপালে তিলক প্রদান করিবেন। রাজপরিবার, সামন্ত, মণ্ডলেশ্বর, শ্রেষ্ঠী ও প্রজাসাধারণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। সর্ব্বাপেক্ষা অবাক হইলেন মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদ। পুরোহিতের পরই আনন্দস্থরীর তিলক প্রদান সোলাঙ্কী রাজবংশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। কারণ রাজপুরোহিতের পরই

তিলক দান করিবার অধিকার একমাত্র মহামন্ত্রীর। সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া আছে, ইতিমধ্যে মুঞ্জাল এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া কুমার ও আনন্দস্থরির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও সন্ন্যাসী কিছু করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার হাতের পাত্র হইতে চন্দন লইয়া কুমারের কপালে তিলক প্রদান করিলেন। হতবুদ্ধি আনন্দস্থরি পিছনে সরিয়া আসিল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া অনেকেই উপহাস করিলেন। জনৈক সামন্ত জোরে হাসিয়া উঠিলেন। তিলক দান করিয়া মুঞ্জাল উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "মহারাজ জয়দেবের জয় হউক।" তাঁহার সহিত সমগ্র সভা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

জয়ধ্বনি বন্ধ হইলে একজন সোলাঙ্কী বংশের বীর গাঁথা আবৃত্তি করিল। তাহার পর মহারাজ জয়দেব ধীরে ধীরে বলিলেন, "আমি রাজ্য শাসন ব্যবস্থার সামান্য পরিবর্ত্তন করতে ইচ্ছুক।" সকলেই শান্ত হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে লাগিল, কে কোন পদে নিযুক্ত হইবেন, নূতন কেহ আসিয়াছেন কী না ইত্যাদি নানা ভাব অনেকের মনে উদয় হইল। জয়দেব বলিতে লাগিলেন, "পূজ্যপাদ পিতার মৃত্যুতে রাজ্য আজ শূন্য। আমি অনভিজ্ঞ, আমার বয়সও অল্প, রাজ্যে অনেক নূতন ব্যবস্থার প্রয়োজন। আপাততঃ আমি অশেষ বিশ্বাসী তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহামন্ত্রী মুঞ্জালকে আমাদের মধুপুরের কন্ধাবার ও চন্দ্রাবতীর সমস্ত সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করলাম।"

জনসাধারণ, যাহারা রাজনীতির সংবাদ রাখে না, তাহারা এই ঘোষণায় উৎফুল্ল হইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মুঞ্জালের মুখে ক্রুর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি পাটন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। এইবার তাঁর শত্রুপক্ষীয়দের যথেষ্ট সুবিধা হইবে। সন্ন্যাসী আনন্দস্থরিও বিশেষ দৃষ্টিতে মুঞ্জালকে দেখিতে লাগিল।

জয়ধ্বনি শান্ত হইলে মহারাজ জয়দেব বলিলেন, "শান্তিচন্দ্র পাটনের

বহু পুরাতন ও বিশ্বস্ত সেবক; তাকে আমি পাটনের দুর্গাধ্যক্ষ্যের পদ দিলাম। আরও একটি কথা, আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ মহাদণ্ডনায়কের পদ শূন্য রয়েছে, দুর্গাধ্যক্ষ্যের পদের সঙ্গে মহাদণ্ডনায়কের পদেও আমি শান্তিচন্দ্রকেই নিযুক্ত করলাম।" এই কথা বলিয়া জয়দেব আপন তরবারি শান্তিচন্দ্রকে প্রদান করিলেন।

রাজার ঘোষণায় সভামধ্যে যেন বজ্রপাত হইল। জনতা চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিল। চল্লিশ বৎসর বাদে মহাদণ্ডনায়কের শূন্য পদ পূরণ করা হইতেছে, তথাপি সেই পদ জনপ্রিয় মুঞ্জাল পাইলেন না, পাইলেন কঠোর রক্ষণশীল শ্রাবক নেতা চন্দ্রাবতীনিবাসী শান্তিচন্দ্র। একী সত্য না স্বপ্ন! পাটনের অধিবাসী চন্দ্রাবতীর প্রতি কোনকালেই প্রসন্ন নয় অথচ চন্দ্রাবতীর শ্রাবকই আজ দুর্গাধ্যক্ষ। তাহাও হয়ত সহ্য হয়, কিন্তু মহাদণ্ডনায়ক! সভায় মৃদু গুঞ্জন উঠিল। কিন্তু কোলাহল বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে বন্দীগণ নূতন রাজার স্তুতিগান আরম্ভ করিল। গানের পর সভা ভাঙ্গিয়া গেল। অসন্তুষ্ট, হতবুদ্ধি জনতা কোলাহল করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

নূতন রাজার ঘোষনায় সামন্তগণের আনন্দ হইল। তাঁহারা মুঞ্জালকে ভয় করিতেন। তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ছিলেন মুঞ্জাল। সেই মুঞ্জাল এখন দূরে সরিয়া যাওয়ায় তাঁহারা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। শান্তিচন্দ্রের নিয়োগে দেবপ্রসাদের মনে মিশ্রভাবের উদয় হইল। দণ্ডনায়কের নিয়োগটাই তাঁহার ভাল বোধ হইল না। কারণ পদমর্য্যাদা হিসাবে দণ্ডনায়ক মণ্ডলেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবে এই পদে বিশেষ করিয়া শান্তিচন্দ্র নিযুক্ত হওয়াতে একটা সুবিধা ইহাই হইবে যে মুঞ্জালের অবর্ত্তমানে এইবার শ্রাবকগণের সহিত সরাসরি বুঝাপড়ার সুযোগ ঘটিবে। নূতন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগতভাবে

তাঁহার সুবিধাই হইয়াছে বলা যায়। এই সব ভাবিতে ভাবিতে দেবপ্রসাদ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

গৃহে ত্রিভুবন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পিতাকে দেখিয়াই প্রশ্ন করিল, "নূতন ব্যবস্থার কী বুঝলেন?"

"কিছু ভয় নেই বৎস। আমাদের সৈন্য যথেষ্ট, শান্তিচন্দ্রকে বশে রাখা অত্যন্ত সহজ, আর এই বৃদ্ধ করবেই বা কী? আমরা ত এখন পাটনেই রয়েছি, কৈ এরা তো কিছুই করতে সাহস করেনি।"

"বাবা, কিন্তু একটা কথা শুনতে পেলাম।"

"কী?"

"আজ দ্বিপ্রহরের পর পাটনের দুর্গদ্বার বন্ধ হয়ে যাবে, তখন আর দুর্গের বাহিরে যাওয়া সম্ভব হবে না।"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেবপ্রসাদ প্রশ্ন করিলেন "কোথা থেকে শুনলে? কে বল্লে এই কথা?"

"শোকসভার শেষে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, মাতুল মুঞ্জাল এসে আমায় কাণে কাণে বল্লেন এই কথা।"

"আশ্চর্য্য!" দেবপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর?"

"মাতুল এই কথা বলেই চলে গেলেন, আমায় মনে হয় বিশেষ করে আপনাকে সাবধান করে দেবার জন্যই মাতুল আমায় ঐ কথা বলেছেন।"

দেবপ্রসাদ গম্ভীর হইয়া গেলেন, কহিলেন, "হুঁ, আমাকে ধরবার মতলব মনে হচ্ছে।"

"ঠিক তা হয়ত নয়। তবে মনে হয় মেরলে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আপনার যাতে সংযোগ না হয় তারই জন্য এই বন্দোবস্ত।"

মণ্ডলেশ্বর ত্রিভুবনের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "এদের উদ্দেশ্য আমি বুঝতে পেরেছি। এরা আমায় পাটনে আটকে রাখবে আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সৈন্যবাহিনীকেও অধিকার করে নেবে। এ নিশ্চয়ই কোন

বিচক্ষণ লোকের পরামর্শ। এর মধ্যে মুঞ্জালের হাত খুব সম্ভব নেই। আমার মনে হয় এ সমস্ত সেই সন্ন্যাসীর কারসাজি।"

"কে ? যার সঙ্গে রাস্তায় আলাপ হয়েছিল সেই সন্ন্যাসী ? তাহলে আপনি আগে যে উপায়ে কাজ করবেন ভেবেছিলেন, সে উপায় চলবে না। আপনি ভেবেছিলেন, মেরলে সৈন্য রেখে আপনি পাটন থেকেই কাজ করবেন।"

"তা বটে। অন্য উপায় সন্ধান করতে হবে। মহাদেবী পাটন থেকে মুঞ্জালকে বিচ্ছিন্ন করে আর, আমায় আমার সৈন্যদলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দুইজনকে এক সঙ্গে দুর্ব্বল করতে চান। চমৎকার চাল চেলেছেন মীনলদেবী। এর পিছনে নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসীর পরামর্শ আছে।"

"কিন্তু মামা কী তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থার কোন প্রতিকার করবেন না ?"

"তা হয়ত করবেন। কিন্তু তোমার মাতুল তো মহাদেবীর দাসত্বই স্বীকার করেছেন। সে যা হোক, চল আমরা তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে তৈরী হয়ে নি, যাতে দুপুরের পূর্ব্বেই নগর ত্যাগ করতে পারি। সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে আবার পাটনে আসলেই হবে।"

ত্রিভুবন চুপ করিয়া রহিল। দেবপ্রসাদ ধীরে ধীরে কহিলেন, "বৎস আমাদের সন্মুখে ভীষণ দুর্যোগপূর্ণ সময় আসছে। বহু বিপদ অতিক্রম করতে হবে।"

"বাবা বিপদে আমার ভয় নেই, বিপদকে আমি সর্ব্বদাই গ্রহণ করতে প্রস্তুত।"

"দেখা যাক্। সবই ভগবান মহাদেব মণ্ডুকেশ্বরের ইচ্ছা।"

পিতা ও পুত্র পাটন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

শ্যালক ও ভগিনীপতি

স্বার্থান্বেষী দুইজন প্রবল প্রতিদ্বন্দীকে বশে রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় পরস্পরের মধ্যে ভেদনীতির প্রয়োগ। ইহাই হইল প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি। মীনলদেবীও. মুঞ্জাল এবং দেবপ্রসাদের মধ্যে সেই নীতিই প্রয়োগ করিয়া তাঁহার কক্ষে বসিয়া সমগ্র পরিস্থিতি বিচার করিয়া দেখিতেছিলেন। স্বার্থের লোভে এই দুইজন প্রতিদ্বন্দী আজ দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তিনিও আজ মুঞ্জালের প্রভাব হইতে মুক্ত। সমস্ত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা আজ তাঁহার নিজের হাতে আসিয়াছে। এখন হইতে প্রাসাদের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সুদূর মেরলে সৈন্য পরিচালনার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে হইবে। রাজ্য পরিচালনায় তাঁহার বিশেষ সহায় আনন্দসূরি। তিনি নিজে নারী। নারীর রাজ্যশাসন হয়ত কিছু কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নহে। তিনি মুঞ্জালকে দেখাইয়া দিবেন নারী হইলেও মুঞ্জালের মতই দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে তিনি সক্ষম। মুঞ্জালের কথা মনে পড়িতে মহাদেবীর সামান্য দুঃখ হইল। তিনি হয়ত তাহাকে ঈর্ষা করিতেন, কিন্তু মুঞ্জাল অপেক্ষা অধিক স্নেহের পাত্রও তাঁহার আর কেহ নাই। তাহার প্রতি তিনি অবিচারও করিয়াছেন যথেষ্ট। বহুবার এই স্নেহের অন্যায় সুযোগ লইয়াছেন। মুঞ্জালের চন্দ্রাবতী যাইবার পূর্ব্বে তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা হইল। একবার শুনিতে ইচ্ছা হইল মুঞ্জাল এত দিনের পর মহাদেবীর সম্বন্ধে কী মত পোষণ করে। মহাদেবী অবশ্য স্থির জানিতেন যে

মৃণাল যাইবার পূর্ব্বে একবার আসিবেই। কিন্তু বেলা বাড়িতে লাগিল, মৃণাল তখনও আসিলেন না।

অসহিষ্ণু মহাদেবী দাসীকে আহ্বান করিলেন, "দেখতো বাহিরে কে আছে ?"

দাসী বাহিরে গিয়া পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "রক্ষী সমরসেন রয়েছে; ডেকে আনব কী ?"

"হাঁ, ডেকে আন।" অনতিবিলম্বে সমরসেন আসিয়া করযোড়ে দাঁড়াইল।

"সমর, তাড়াতাড়ি দেখে এস তো মহামন্ত্রী মুঞ্জাল কোথায় রয়েছেন এখন। কিছু বলবার দরকার নেই, দেখে এস শুধু।"

"যথা আজ্ঞা।" রক্ষী বাহিরে চলিয়া গেল। মহাদেবী অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রক্ষীর ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মীনলদেবী ক্রমশঃ অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কক্ষের মধ্যে এক দোলা ঝুলিতেছিল, তাহাতে দুলিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু বিলম্বে সমরসেন ফিরিয়া আসিল।

"কী সংবাদ সমর ?"

"মা, মহামন্ত্রী এখন সমস্ত কাগজপত্র শান্তিচন্দ্রকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন আর এই মাত্র মধুপুর যাবার জন্য ঘোড়া আনতে আদেশ করেছেন।"

মহাদেবীর অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাইল। এই কর্ত্তব্যপরায়ণতা অপেক্ষা মুঞ্জাল যদি নিজের ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিত হয়ত ভাল হইত। মুঞ্জাল কী দেখা না করিয়াই চলিয়া যাইবে ? স্নেহের প্রশ্রয় লইয়া মুঞ্জাল অনেক সময় তাঁহাকে তিরস্কার করিত, কিন্তু তাঁহার এই মৌন ক্রোধ অসহ্য। মহাদেবী সমরসেনকে কহিলেন, "যাও মন্ত্রীকে বল তিনি যেন যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যান।"

রক্ষী চলিয়া গেল। মহাদেবী অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতে

লাগিলেন। সমরসেন একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা মহামন্ত্রী বললেন সময় হ'লে তিনি দেখা করে যাবেন, এমনিতেই তাঁর মধুপুর যেতে দেরী হয়ে গেছে।"

"মধুপুর থাক, তাঁকে বল মহাদেবী এখনই দেখা করতে আদেশ করেছেন।" ক্রোধে মহাদেবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ত্রস্ত রক্ষী ফিরিয়া গেল। অনতিবিলম্বেই কক্ষের বাহিরে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। মহাদেবী বুঝিলেন, মৃণাল আসিয়াছেন। মহাদেবী মাথা উঁচু করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার মনে সামান্য অহঙ্কারও হইল যে মৃণালের মত ব্যক্তিকেও তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

মৃণাল ভিতরে আসিলেন। সেই একই রূপ, গৌরবময় তেজোব্যঞ্জক দেহ আদেশ পালনে প্রস্তুত হইলেও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতীক। কেবল প্রভেদের মধ্যে, মন্ত্রীর চক্ষের সেই দীপ্তি এখন নাই। নিস্পৃহ দৃষ্টিতে মৃণাল মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"মহামন্ত্রীর কী যাত্রা করা এখনই প্রয়োজন ?"

মৃণাল কহিলেন, "সে প্রশ্নের প্রয়োজন নেই, আমি আদেশ পালন করছি মাত্র।"

মহাদেবী মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। অনেক দিন বাদে আজ তাঁহার মৃণালকেও শাসন করিবার সুযোগ হইয়াছে। প্রশ্ন করিলেন, "রাজ্যের নূতন ব্যবস্থা তোমার কেমন লাগল ?"

"ভৃত্যের নিকট ভাল আর মন্দে প্রভেদ কী, আমি শুধু আজ্ঞাবহ।"

স্বল্প হাসিয়া মহাদেবী কহিলেন, "তবে হঠাৎ এত ক্রোধের হেতু ?"

"নিজেকেই নিজের তিরস্কার করতে ইচ্ছা হচ্ছে।"

"কেন ?

"মূর্খ মৃণালের এতদিন বিশ্বাস ছিল, সে বিমলশাহের মতই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি।

কিন্তু আজ সে জানতে পেরেছে যে সে তাঁর পায়ের ছোট আঙুলের যোগ্যও নয়।"

"সে যাক্, কিন্তু মধুপুরে গিয়ে এখন কী করবে কিছু ঠিক করেছ?"

"দণ্ডনায়ক যে আজ্ঞা দেবেন তাই করব।"

"কী যা তা বলছ, ভাল করে কথা বলতে পার না?"

"আর কী বলব বলুন। এত সহজে ভৃত্যের ভাষা আয়ত্ত করা তো আর সহজ নয়। তবে চেষ্টা করছি আয়ত্ত করবার।"

"তুমি দেখছি একেবারেই অকর্ম্মণ্য হয়ে গেছ।"

মৃণাল চুপ করিয়া রহিলেন। মহাদেবীও বুঝিতে পারিলেন না আর কী বলিবেন। মৃণালই প্রথম কথা বলিলেন, "এইবার আজ্ঞা হয় তো আমি যাই।"

মহাদেবীর ক্রোধ বাড়িয়া গেল। অবমানিত হইয়াও মৃণালের তেজ কমে নাই, দৃঢ় কণ্ঠে কহিলেন, "ক্ষনেক অপেক্ষা কর। দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক এই মূহুর্ত্তে বিশ্বাসী এমন একজন এখানে নেই যার সঙ্গে কোন পরামর্শ করা যায়।"

মহাদেবীর কথায় মৃণালের এই প্রথম ক্রোধের সঞ্চার হইল। তীব্র-দৃষ্টিতে মীনলদেবীর দিকে চাহিয়া কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব শান্ত করিয়াই কহিলেন, "মহাদেবী, বিশ্বাস আপনি কাউকে করতে পারবেন না, তবুও আমার কর্ত্তব্য আমি করে যাই। যাবার আগে আমি একটা বিষয়ে সাবধান ক'রে দিচ্ছি আপনি জয়দেবকে নিয়ে আজ রাত্রে যদি রাজপ্রাসাদে থাকেন তাহ'লে আপনার শত্রুপক্ষীয় ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে এখান থেকে অপহরণ করে নিয়ে যাবে।"

মৃণালের কথা শুনিয়া মহাদেবী বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি লোপ পাইল। মৃণাল ধীরে ধীরে কক্ষের বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। হতবুদ্ধি মীনলদেবী বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না কী

করিবেন। এই প্রথম তাঁহার মনে হইল, মৃণাল উপস্থিত থাকিলে ভাল হইত। কিন্তু মৃণাল চলিয়া গিয়াছেন। কক্ষের আবহাওয়া মহাদেবীর অসহ্য হইয়া উঠিল, তিনি দ্বার খুলিয়া বাহিরের অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন মৃণাল কয়েকজন রক্ষী সৈনিকের সহিত মধুপুরের উদ্দেশ্যে প্রাসাদের বাহির হইয়া গেলেন। নিজের অজ্ঞাতেই তাঁহার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। মৃণালকে বাদ দিয়া রাজ্য পরিচালনা যত সহজ ভাবিয়াছিলেন তাহা হইবে না।

হঠাৎ মহাদেবীর একটী কথা মনে পড়িল। তাঁহারও ত এক বিশেষ "ব্রহ্মাস্ত্র" রহিয়াছে। তাহা সাবধানে রাখিতে হইবে। হয়ত মৃণালও কোনদিন অন্য পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে, সেইজন্য সম্ভব হইলে ইহাকে দূরে সরাইয়া রাখিতে হইবে। আর ইহাব তো এখন দুইদিক হইতে প্রয়োজন হইবে। মহাদেবী ভাবিতে ভাবিতে পুনরায় কক্ষের ভিতবে আসিলেন।

এদিকে মৃণাল প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া পাটনেব সিংহদ্বারেব দিকে চলিলেন। দ্বিপ্রহরের তখনও দুই তিন ঘটা বিলম্ব ছিল। পথেব দুই পার্শ্বের লোক তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া নমস্কার করিতে লাগিল। মহামন্ত্রীর পাটন পরিত্যাগ করায় প্রজাসাধারণের মনে ভয় ও নৈরাশ্যেব সঞ্চাব হইয়াছিল। পথিপার্শ্বে বহুস্থানে প্রজারা একত্রিত হইয়া তাঁহার বিষয়েই আলোচনা করিতেছিল এবং অনেকে নূতন ব্যবস্থার প্রতিবাদে ধর্ম্মঘটের কথাও ভাবিতেছিল। মৃণাল তাঁহার গন্তব্যপথে ক্রমশঃ নগরের কেন্দ্রস্থলে পৌছিলেন। এমন সময় পার্শ্বের এক গলি হইতে আচম্বিতে আর একদল যাত্রী বাহির হইয়া আসিল। মৃণালের মত দেবপ্রসাদ ও ত্রিভুবনও নগরের সিংহদ্বারের দিকে যাইতেছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গেও চারপাঁচ জন সশস্ত্র রক্ষী। সম্মুখে সঙ্কীর্ণ পথ, পথের মুখে দেবপ্রসাদ ও মৃণাল একযোগে উপস্থিত হইলেন। এখন প্রশ্ন হইল কে আগে যাইবে।

আমরা যেসময়ের কথা বলিতেছি তখন কে আগে যাইবে এই প্রশ্ন লইয়া প্রায়ই কলহ হইত এবং ইহার জন্য মারামারি, যুদ্ধ, রক্তপাতও যে হইত না তাহা নয়। দেবপ্রসাদ স্বভাবতই দাম্ভিক-প্রকৃতি। তিনি তরবারিতে হাত রাখিয়া নিজ অশ্বকে অগ্রে যাইবার জন্য তাড়না করিলেন। ত্রিভুবনও ঠিক তাঁহার পশ্চাতে উপস্থিত হইল। কিন্তু মুঞ্জালও হটিবার পাত্র নহেন, তিনি দেবপ্রসাদের উদ্দেশ্য বুঝিবামাত্র, সঙ্গের একজন রক্ষীর তরবারি চাহিয়া লইয়া প্রস্তুত হইলেন ও অশ্ব-চালনা করিলেন। বলা বাহুল্য পথে একটা গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইল এবং বহুলোক কাজ ফেলিয়া তামাসা দেখিতে ভীড় করিয়া দাঁড়াইল।

দেবপ্রসাদ গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "মহারাজ ভীমদেবের পৌত্রই রাস্তায় আগে যাইবার অধিকারী।" তাঁহার কথা শুনিয়া মুঞ্জালের রক্ষীরা অগ্রসর হইয়া আসিল। মুঞ্জাল কহিলেন, "কিন্তু পাটনে নগরাধ্যক্ষই আগে যাওয়ার অধিকারী।" তাঁহার স্বর শান্ত কিন্তু উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। দুইজনেই পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মনে হইল আজ যেন ইহাদের শত্রুতার একটা বোঝাপড়ার সময় আসিয়াছে।

দেবপ্রসাদ আপন তরবারি কোষমুক্ত করিলেন, "দেখা যাক্ কে আগে যায়।" কিন্তু মুঞ্জাল কেবল বীর নহেন, তিনি দেবপ্রসাদ অপেক্ষা অধিক বুদ্ধিমান। তিনি ধীর স্বরে কহিলেন, "আপত্তি নেই কিন্তু মণ্ডলেশ্বর, বর্ত্তমান সময়টা বোধ হয় মিছামিছি কলহ করবার ঠিক উপযোগী নয়।"

মুঞ্জালের এইরূপ তাচ্ছিল্য ও শান্ত কণ্ঠস্বরে দেবপ্রসাদের ক্রোধ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি ঘৃণা ও ব্যঙ্গের সহিত কহিলেন, "বণিক এইবার তোমার—"

দেবপ্রসাদের ব্যঙ্গে মুঞ্জালের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন, "সোলাঙ্কী বীর, মুঞ্জালের সাহস পৃথিবীতে অজানা নেই, কিন্তু ঠিক এই সময়েই তার পরীক্ষা—"

এমন সময় ত্রিভুবন দুইজনের মধ্যে আসিয়া অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি রক্ষা করিল। পিতার দিকে চাহিয়া কহিল, "বাবা সোলাঙ্কী বীর আগে যাবেন কী নগরশেঠ আগে যাবেন সে প্রশ্ন পরের। এখন শ্যালক ও ভগিনীপতি দু'জনেই তো পাশাপাশি যেতে পারেন।" ত্রিভুবনের এই আচম্বিত সম্বন্ধের উল্লেখে দুইজনেই চকিত হইয়া উঠিলেন। সত্যই তো এই সামান্য কথাটা কাহারও মনে হয় নাই। দুইজনেই লজ্জিত হইয়া তরবারি রাখিয়া ত্রিভুবনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর পরস্পরের জন্য পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলেন।

কিন্তু কেহই অগ্রে যাইবার সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। দেবপ্রসাদ ধীরে ধীরে মৃণালের নিকট অগ্রসর হইয়া আসিলেন, কহিলেন, "মৃণাল একটা কথা আমি কখনও ভুঁলতে পারি না যে একমাত্র তোমার অত্যাচারেই আমার জীবন শ্মশান হয়ে গেছে।" বেদনায় মণ্ডলেশ্বরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মৃণালও ভগ্নস্বরে কহিলেন, "মণ্ডলেশ্বর সংসারে সকলেরই ভুল হয়, আমারও হয়েছে। আমার নিজের জীবনও তোমার চেয়ে কম ব্যর্থ হয়ে যায়নি।"

দুইজনেই ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করিয়া রক্ষীদের নিকট হইতে দূরে গিয়া দাঁড়াইলেন।

দেবপ্রসাদ হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, "মৃণাল আমার হংসা কী সত্যই বেঁচে আছে?"

দেবপ্রসাদের প্রশ্নে মৃণালের মুখ মলিন হইয়া উঠিল। নিজের অজ্ঞাতেই ভ্রূ কুঞ্চিত ও ওষ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল। চোখে জল আসিল। ভগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন, "আমিই হংসাকে তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলাম, আজ আমিই তাকে আবার তোমায় ফিরিয়ে দেব। তোমার হংসা আজও বেঁচে আছে।"

দেবপ্রসাদের অন্তর উদ্বেল হইয়া উঠিল। ব্যাকুল-কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় আছে সে?"

"রাজপ্রাসাদের পশ্চাতে ঈশান কোণের দ্বারের সামনেব কক্ষে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।"

"আমি এখনই সেখানে যাচ্ছি। তাকে উদ্ধার করতেই হবে।"

"কিন্তু তুমি জান না, আজ দ্বিপ্রহরে পাটনের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে! প্রাসাদে ফিরে গেলে পরে নগরের বাইরে যেতে পারবে?"

"দ্বিপ্রহরেব এখনও যথেষ্ট বিলম্ব আছে, আমি তাব মধ্যেই ফিরে আসব।"

"তা যদি পার তো যাও।"

দেবপ্রসাদ অশ্ব ফিবাইতে ফিবাইতে কহিলেন, "মৃণাল, আমাদেব আজকের এই সখ্য যদি আগে হোত তাহ'লে কী হোত বলতে পারো?"

"তাহলে হয়ত গুর্জ্জরের ইতিহাস আজ অন্য ভাবে লেখা হোত। বিধিলিপি কে খণ্ডাবে বল? কিন্তু দেরী হ'লেও, দুজনে মিলে এখনও কাজ করা যায়, তার ফলও সুদূরপ্রসারী হবে।"

"আমি প্রস্তুত মৃণাল। আমরা দুজনই উপেক্ষিত, দুজনেরই ভবিষ্যত অন্ধকার, এস আমবা একযোগে কাজ করি। কিন্তু এ বিষয়ে আরও পরামর্শ প্রয়োজন, এরপর কোথায় তোমাব দেখা পাওয়া যাবে?"

"মেবল থেকে দুই ক্রোশ দূরে বাঘেশ্বরী মাতার মন্দিরে কাল সূর্যোদয়ের সময় আমার সাথে দেখা কোরো।" দেবপ্রসাদ প্রাসাদ অভিমুখে তীব্রবেগে অশ্ব ধাবিত করিলেন। মণ্ডলেশ্বর ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠ হইতেই চিৎকার করিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়ই কাল সকালে দেখা হবে। বিদায়।" তাঁহার কথা আশেপাশের অনেকে

শুনিতে পাইল। মৃণাল তাঁহার রক্ষীদের সহিত নগরের দ্বারের দিকে পুনরায় অগ্রসর হইলেন।

দূর পশ্চাতে ত্রিভুবন অশ্বপৃষ্ঠে অপেক্ষা করিতেছিল। পিতাকে ফিরিতে দেখিয়া সেও অশ্বের মুখ ফিরাইল। দেবপ্রসাদ কহিলেন, "বৎস মধ্যাহ্নের এখনও বিলম্ব রয়েছে, আমি একবার প্রাসাদ হ'য়ে আসছি।" ত্রিভুবন কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পরে কহিল, "বাবা যদি আদেশ করেন তো আমিও আপনার সাথে চলি। হয়ত আমারও উপস্থিতির প্রয়োজন হ'তে পারে।"

"না বৎস। আমি এখনই ফিরে আসব।" দেবপ্রসাদ দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলেন ও অবিলম্বে প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন। ঈশান কোণের দ্বার খুঁজিতে বিলম্ব হইল না; দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। মণ্ডলেশ্বর দ্বারের কড়া নাড়িলেন কিন্তু কাহারও কোন সাড়া পাইলেন না। সময় ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতেছে, অসহিষ্ণু দেবপ্রসাদ আরও জোরে কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক সশস্ত্র রক্ষী আসিয়া দ্বার খুলিল ও ভিতর হইতে মাথা বাড়াইয়া প্রশ্ন করিল, "কে?"

"এটা রাজপ্রাসাদ না বন্দীশালা? দ্বার খোল।"

"ক্ষমা করুন মণ্ডলেশ্বর, মহাদেবীর আদেশ, এই দ্বার দিয়া প্রবেশ নিষেধ। আপনি প্রধান দ্বার দিয়া আসুন।" রক্ষী পুনরায় দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু দেবপ্রসাদ অধিকতর ক্ষিপ্র। তিনি কপাটে তীব্র বেগে পদাঘাত করিলেন। প্রথমে রক্ষী ভূতলশায়ী হইল, তাহার উপরে পড়িল ভগ্ন কপাট। মণ্ডলেশ্বর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া উপরের কক্ষের দিকে বেগে দৌড়াইলেন। তাঁহার স্মরণ হইল গত পরশু রাত্রে এইখানের গবাক্ষেই হংসাকে দেখিয়াছিলেন। দেবপ্রসাদ অর্দ্ধেক সিঁড়ি উঠিয়াছেন; রক্ষী দেহের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ছুটিয়া আসিয়া

বাধা দিল, "মহারাজ ক্ষান্ত হোন, মহাদেবীর আদেশ আমার শির—"

"আবার এসেছ তুমি, দেখেছ আমার হাতে কী রয়েছে।" দেবপ্রসাদ তরবারি বাহির করিলেন। ভীত রক্ষী পিছনে হটিয়া গেল। মণ্ডলেশ্বর উপরে উঠিয়া সম্মুখেই এক কক্ষ দেখিতে পাইলেন। কক্ষ ভিতর হইতে বন্ধ। জোরে দ্বারের শিকল নাড়া দিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, হংসা, হংসা। ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না। দেবপ্রসাদ দ্বারে পদাঘাত করিলেন, দেহে আঘাত পাইলেন কিন্তু দ্বার খুলিল না। যন্ত্রণা ভুলিয়া মণ্ডলেশ্বর বারবার পদাঘাত করিতে লাগিলেন। এইবার ভিতরের অর্গল ভাঙ্গিয়া দ্বার মুক্ত হইল, কিন্তু কক্ষের ভিতর কেহ নাই। মেঝেতে এখানে ওখানে দুই একখানি বস্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু কেহ নাই। মণ্ডলেশ্বর হংসার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু সাড়া পাইলেন না। কক্ষের মধ্য দিয়া অন্যান্য কক্ষে যাইবার পথ। দেবপ্রসাদ তিন চারিটি কক্ষ পার হইয়া গেলেন কিন্তু কেহ কোথাও নাই। এদিকে সময় পার হইয়া যাইতেছে। দেবপ্রসাদ বার বার ডাকিতে লাগিলেন।

হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে পিছন হইতে সাড়া আসিল, "কে ডাকে?" মণ্ডলেশ্বর চকিত হইয়া পশ্চাতে ফিরিলেন, তাঁহার সম্মুখে মীনলদেবী।

মহাদেবী ঈষৎ কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "কে, মণ্ডলেশ্বর, তুমি এ সময় এখানে? আর এমন ছুটাছুটি করছ কেন?"

"কাকীমা, আমি হাত জোর করছি, আমার হংসাকে আপনি ফিরিয়ে দিন।"

"কী বলছ তুমি? পাগল হয়ে গেলে না কী?"

"আপনি কেন আমায় বার বার অনর্থক স্তোক দিচ্ছেন। আমি আর কিছুই চাই না। কেবল আমার স্ত্রীকে আমায় ফিরিয়ে দিন।

আপনি যা চান সব দিচ্ছি, আপনি সমস্ত নিন্ কিন্তু আমার হতভাগিনী হংসা—" দেবপ্রসাদ আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মহাদেবী ধীর শান্ত স্বরে কহিলেন, "যে মৃত সে কখনও কী জীবিত হয়? তবুও হংসাকে হয়ত ফিরিয়ে দিতে পারি কিন্তু কী মূল্য দেবে তুমি?"

"আপনি কী চান বলুন?"

"সমগ্র দেহস্থলী মণ্ডল, আর তোমার অধীনে মেরলের সৈন্যবাহিনীর কর্তৃত্ব। এ ছাড়া তোমাকেও এই প্রাসাদে নজরবন্দী থাকতে হবে।"

মহাদেবীর দাবী শুনিয়া মণ্ডলেশ্বর স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার কর্ণে দেহস্থলী ও মেরল এই দুইটি কথার ক্রমাগত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। দেহস্থলী, সৈন্যবাহিনী সমস্তই যদি যায় তাহা হইলে আর রহিল কী? কিন্তু অভাগিনী হংসা। মণ্ডলেশ্বর অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরস্বরে কহিলেন, "কাকীমা আপনার লোভ বিশ্বগ্রাসী। বেশ নিন দেহস্থলী কিন্তু আমায় গুর্জ্জরেব দণ্ডনায়ক নিযুক্ত করুন, আপনার প্রথম সর্ত্ত আমি মেনে নিচ্ছি।"

"সে সর্ত্তের সময় পার হয়ে গেছে। এখন স্ত্রীকে পেতে হ'লে আমার সমস্ত দাবী স্বীকার করতে হবে।"

দেবপ্রসাদেব মুখ ভীষণ গম্ভীর ও দৃষ্টি কুটিল হইয়া উঠিল। দন্তে দন্ত নিস্পেষিত করিয়া কহিলেন, "এই যদি আপনার দাবী হয়, তা'হলে এ অঙ্গীকারের চেয়ে হংসার বিচ্ছেদই আমার কাম্য। কিন্তু কাকীমা এর প্রতিফল আপনাকে পেতে হবে। আমার অভাগিনী হংসার মূল্য আপনাকে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করতে হবে। পাটনের উন্নতির জন্য আমি আপনার কাছে জীবন পণ করেছিলাম, কিন্তু আজ থেকে পাটনের দুর্গ ধূলায় মিশিয়ে দেব, এই হবে আমার ব্রত।"

মহাদেবী দেবপ্রসাদের রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বাহিরে প্রাসাদের ঘণ্টা প্রহর ঘোষণা করিল। মণ্ডলেশ্বরের খেয়াল হইল যে মধ্যাহ্নের সময় আগত প্রায় এবং এখনই নগরের দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে। তিনি তাড়াতাড়ি কক্ষ ত্যাগ করিলেন। বাহিরে অশ্ব অপেক্ষা করিতেছিল, দেবপ্রসাদ তীব্র বেগে নগরের দ্বারের দিকে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

নগর পরিত্যাগ

মীনলদেবী যে আনন্দসূরির পরামর্শে রাজ্যের পরিচালনার ভার মুঞ্জালের হাত হইতে নিজের হাতে লইলেন তাহার অনেক কারণ ছিল। অবশ্য বলিতে গেলে বাল্যকাল হইতে মুঞ্জাল ছিলেন তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র ও সহায়। এমন কী পাটনে মহাদেবীর প্রতিষ্ঠার মূলেও ছিলেন এই মুঞ্জাল। মহামন্ত্রীর লোকপ্রিয়তা, রাজনীতির ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর তাঁহার যথেষ্ট আস্থা ছিল। কিন্তু এই সমস্ত সত্ত্বেও ইদানীং তিনি মুঞ্জালের উপর কিছু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথমতঃ মহাদেবীর আকাঙ্ক্ষা গুর্জ্জরের উপর পাটন একাধিপত্য করিবে, এই সম্পর্কে মহামন্ত্রীর সমস্ত নীতিই ব্যর্থ হইয়াছিল এবং এই সম্পর্কে তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। অথচ রাজ্যের সর্ব্বত্রই মুঞ্জালের নাম। মহাদেবী মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কী করিবেন ভাবিতেছিলেন এমন সময় আসিল আনন্দসূরির সহায় ও পরামর্শ। মহাদেবী মতি স্থির করিয়া ফেলিলেন ও রাজ্যের ব্যবস্থা নিজের হাতে লইলেন, এইবার মুঞ্জালকে

দেখাইয়া দিবেন সে যাহা পারে নাই, তিনি নিজে তাহা করিতে সমর্থ। কিন্তু রাজ্য-ব্যবস্থা হাতে লওয়া এক জিনিষ আর তাহার সুষ্ঠু পরিচালনা আর এক জিনিষ। মহাদেবী শেষের দিকটা তত ভাবিয়া দেখিবার অবসর পান নাই।

মহাদেবী ভাবিয়া ছিলেন মেরলে অবস্থিত সৈন্যবাহিনী হইতে দেবপ্রসাদকে দূরে এই পাটনে আটকাইয়া রাখিতে পারিলে একটা দিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত, আর মধুপুর হইতে মুঞ্জালও মেরলের সৈন্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পারিবেন। পরিস্থিতি একটু শান্ত হইলেই এই মিলিত সৈন্য লইয়া মালব আক্রমণ করা যাইবে। ইহা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে চন্দ্রাবতী হইতেও অতিরিক্ত সৈন্য আসিতেছে। এই সৈন্যদল দেহস্থলীতে শিবির সংস্থাপন করিলে দেবপ্রসাদ আর মাথা তুলিতে পারিবে না। আর তেমন প্রয়োজন হইলে মণ্ডলেশ্বরকে বন্দী করিতে কতক্ষণ? সে তো আর পাটনের বাহিরে যাইতে পারিতেছে না।

কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে মুঞ্জাল যাহা বলিয়া গেল তাহা সত্য হইলে তাহার জন্য অবিলম্বেই ব্যবস্থা করিতে হয়। এমন সময় দাসীর কথায় মহাদেবীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল, "মহাদেবী, মন্ত্রী শেঠ শান্তিচন্দ্র এসেছেন।"

"যা, ভিতরে আসতে বল্। আসুন মহামন্ত্রী, কী সংবাদ?" বৃদ্ধ শান্তিচন্দ্র পাটনের বহুদিনের বিশ্বস্ত লোক ও বংশানুক্রমিক মন্ত্রী। ইহা ছাড়া তিনি চন্দ্রাবতীর অন্যতম ধনবান শ্রেষ্ঠী। পাটনের কোষাগার তিনিই রক্ষা করিতেন। দেশের বহু বিপদ ও সংকটে তিনি আপন অর্থ দিয়া গুর্জ্জরকে সাহায্য করিয়াছেন। মহামন্ত্রীর দীর্ঘ দেহ, সুগৌর কান্তি। কপালে চিন্তায় বলী রেখা অঙ্কিত। মহাদেবীর প্রশ্নে মন্ত্রী বলিলেন "বিশেষ সংবাদ কিছু নেই। পাটনের দ্বার এখনই বন্ধ হয়েছে। প্রত্যেক দ্বারেই আমাদের বিশ্বাসী রক্ষীরা রয়েছে, কারও পক্ষেই বাইরে—"

"ভাল। আপনার কথায় নিশ্চিন্ত হলাম। দেবপ্রসাদ যাতে পাটনের বাইরে যেতে না পারে তার সমস্ত ব্যবস্থা হয়েছে?"

"হাঁ, মণ্ডলেশ্বর এতক্ষণ নিশ্চয়ই আটক হয়ে পড়েছেন। তার সংবাদ আমরা এখনই পেয়ে যাব।"

"আপনার এখনও সন্দেহ হচ্ছে যে দেবপ্রসাদ আটক নাও হতে পারেন?"

"না, না সন্দেহ কিসের? তবে মহাদেবী, জানেন তো মণ্ডলেশ্বর অত্যন্ত চতুর, সে জন্যই ভয় হয়।"

"দেখবেন দেবপ্রসাদ আমাদের হাতছাড়া হলে বিপদ হবে। সে যাক্, আর কিছু বলবেন নাকি?"

"না আর বিশেষ কিছু নয়, তবে—"মহামন্ত্রী ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

"কী বলুন।"

"এমন কিছু নয়, একটা কথা কেবল আপনাকে বলবার জন্য এসেছি। আজ নগরের মোতিচকে দেবপ্রসাদ আর মুঞ্জালের মধ্যে কে আগে যাবে এই নিয়ে বচসার সূত্রপাত হয়েছিল।"

মহাদেবীর মুখ গম্ভীর হইল। কহিলেন, "তার পর?"

"শেষ পর্য্যন্ত বচসা না হ'য়ে দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় আর কাল সকালে এরা পরস্পরে মিলিত হয়ে কোন বিষয়ে পরামর্শ করবেন স্থির করেছেন।"

মহামন্ত্রীর কথায় মীনলদেবী কিঞ্চিত ভীত হইলেন। দেবপ্রসাদ ও মুঞ্জালের মিলন পাটনের ভবিষ্যতের পক্ষে খুব মঙ্গলজনক নয়। প্রশ্ন করিলেন, "কী বিষয়ে এদের কথাবার্ত্তা হল বা কোথায় আবার এদের পরামর্শ হবে সে বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন কিছু?"

"না আর কোন সংবাদ পাইনি, তবে দুজনে কথাবার্ত্তার পর দেবপ্রসাদ পুনরায় প্রাসাদের দিকেই ফিরে এসেছেন।"

মহাদেবী বুঝিতে পারিলেন যে হংসার সংবাদ দেবপ্রসাদ মুঞ্জালের নিকট হইতেই পাইয়াছে আর সেইজন্যই প্রাসাদে তাহার খোঁজ করিতে আসিয়াছিল। দ্বিপ্রহরের পর পাটনের দ্বার বন্ধ হইয়া যাইবে এই সংবাদও দেবপ্রসাদ সম্ভবতঃ মুঞ্জালের নিকট হইতেই পাইয়াছে নইলে সে অত তাড়াতাড়ি প্রাসাদ ত্যাগ করিবে কেন? এই সমস্তের মূলে মুঞ্জালেরই হাত রহিয়াছে। মনের ভাব গোপন করিয়া মহাদেবী প্রশ্ন করিলেন, "আপনার সবকাজ আপনি করেছেন তো?"

"হাঁ আমি প্রাচীরের সমস্ত রক্ষীদেরই বলে দিয়েছি তাহারা যেন কোন ক্রমেই দেবপ্রসাদকে বাইরে যেতে না দেয়। এছাড়া দেবপ্রসাদের সমস্ত গতিবিধির সংবাদও এখানে পাঠাতে বলে এসেছি।"

"ঠিক করেছেন। আমাদের আর কোন ভয় নাই তো?"

"আর ভয় কিসের। আমাদের বিশ্বস্ত রক্ষীরা প্রাসাদের চারিদিকেই খুব সতর্কতার সঙ্গে পাহারা দিচ্ছে।"

"আমি কিন্তু নগরে একটা ষড়যন্ত্র হবার সূত্রপাত হচ্ছে এই মর্ম্মে একটা সংবাদ পেয়েছি।"

মহাদেবীর কথায় শান্তিচন্দ্রের ভয় হইল, কহিলেন, "না না, ষড়যন্ত্র কেন, কার এমন সাধ্য হবে?"

এমন সময় বাহির হইতে রাজবৈদ্য লীলাধরের কণ্ঠস্বর শুনা গেল "মহাদেবী আসতে পারি?"

"কে লীলাধর দেব, আসুন, এসময়ে? একী! আপনি এত হাঁপাচ্ছেন কেন?"

লীলাধর মীনলদেবীকে নমস্কার করিয়া উত্তরীয়দ্বারা মুখের ঘাম মুছিলেন, তাহার পর কহিলেন, "মহাদেবী, আমার জামাতা বাচস্পতি এক

গুরুতর সংবাদ এনেছে। তা আপাততঃ অসম্ভব বলে মনে হ'লেও আপনাকে জানাতে এসেছি।" তারপর সামান্য ইতস্তত করিয়া কহিলেন "মহামন্ত্রীর সামনে বলতে কোন বাধা নেই তো?"

"না, বলুন।"

"মহাদেবী কোন এক মণ্ডলেশ্বর কুমার জয়দেবকে কর্ণাবতীতে অপহরণ করে নিয়ে যাবার জন্য ষড়যন্ত্র করেছেন।" সংবাদ শুনিয়া ভীত শান্তিচন্দ্রের মুখ হইতে এক অব্যক্ত আওয়াজ মাত্র বাহির হইল। ধীর, শান্তস্বরে মহাদেবী বলিলেন, "এ সংবাদ আমি পূর্ব্বেই পেয়েছি। এ সময় সাহস হারালে চলবেনা মহামন্ত্রী। স্থির ও শান্ত ভাবে কাজ করতে হবে।"

শান্তিচন্দ্র কহিলেন, "মহাদেবী আপনি পূর্ব্বেই এ সংবাদ পেয়েছেন, অথচ আমি—"

"আমি জানলাম, অথচ আপনি দেশের দণ্ডনায়ক হয়েও জানতে পারেন নি, এই তো? সে কথা যাক্, লীলাধরদেব এই ষড়যন্ত্রের মূলে কে আছে আর কী ভাবেই বা এরা কাজ করছে তার কোন সন্ধান পেয়েছেন কী?"

লীলাধর কহিলেন, "না মহাদেবী, আর কোন সংবাদ পাই নি। এ সময়ে মন্ত্রী মুঞ্জাল পাটনে থাকলে সমস্ত সংবাদই পাওয়া যেত।"

মুঞ্জালের উল্লেখে মহাদেবীর ক্রোধ হইল। রাজবৈদ্য যেন তাঁহার অন্তরের কথারই প্রতিধ্বনি করিলেন। কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "মুঞ্জাল আর মুঞ্জাল, এই সামান্য সংবাদটাও যদি না দিতে পারেন তবে আছেন কী করতে?"

আহত লীলাধর কহিলেন, "মহাদেবী আমি বৃদ্ধ হয়েছি, ঔষধ তৈরী করতে করতে তো জীবন কেটে গেল। আমার এ সংবাদ রাখবার উপায়ই বা কোথায় আর অবসরই বা কোথায়? তবে নাগরিকেরা বলাবলি করছে যে ঐ সময় মন্ত্রী মুঞ্জালকে বাইরে পাঠান ঠিক হয় নি।"

"নাগরিকদের বলে দেবেন তারা যেন নিজের নিজের কাজ করে। কী ক'রলে ভাল হবে না হবে সে আমার নিজের জানা কর্ত্তব্য তাদের নয়।"

"সে তো নিশ্চয়ই মহাদেবী। তবে একটা কিছু অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি হ'লে বিপদের কথা।"

"সে রকম পরিস্থিতির জন্য আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত রয়েছি।"

"মহাদেবী তিন পুরুষ ধরে সোলাঙ্কী বংশের সেবা করে আসছি। আজ আমি নিজেও বৃদ্ধ, অন্যায় যদি কিছু বলে থাকি ক্ষমা করবেন। আমার মনে হয় এই সময় মিছামিছি কথা না বাড়িয়ে কাজের বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। আমাদের সম্মুখে আজ বহু সমস্যা।"

এমন সময়ে দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, আনন্দস্থরি আসিয়াছে।

"তাঁকে ভিতরে আসতে বল।"

আনন্দস্থরি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে রাজপুত যোদ্ধার ছদ্মবেশ। মুখ উষ্ণীষ দ্বারা আবৃত। তাঁহার ছদ্ম বেশ এইরূপ নিখুঁত যে প্রথম দর্শনে চিনিতে পারা প্রায় অসম্ভব। মীনলদেবী সবিস্ময়ে কহিলেন, "সন্যাসী মহারাজের এই বেশ?" মন্ত্রী শান্তিচন্দ্র ও লীলাধরও আনন্দস্থরিকে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন।

মুখ হইতে উষ্ণীষ অপসরণ করিতে করিতে আনন্দস্থরি কহিলেন "হাঁ মহাদেবী। ছদ্মবেশের প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু বড়ই দুঃসংবাদ; মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদ পাটন পরিত্যাগ করেছেন। তাঁকে আটকান সম্ভব হয়নি।"

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তিনজনই সমস্বরে বলিলেন "সে কী?"

"মণ্ডলেশ্বর মৃণালের সহিত আলাপের পর রাজপ্রাসাদে আসেন। প্রাসাদের বাহিরে আমি ছদ্মবেশে তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে থাকি এবং তিনি প্রাসাদ থেকে অশ্বারোহণে বাইরে আশা মাত্র আমিও অশ্বারোহণে তাঁর অনুসরন করি।"

মহাদেবী কহিলেন "তার পর?"

"মণ্ডলেশ্বর প্রধান দ্বারের দিকে চলিলেন। বাঁয়ে পড়ল চম্পানীর দ্বার। দরজা বন্ধ দেখেই দেবপ্রসাদ তাঁর গতি পরিবর্ত্তন করলেন। চম্পানীর দ্বারের অদূরে দেয়ালের কাছাকাছি একটা উঁচু জায়গা আছে, তিনি সেখানে উঠে অশ্ব সমেত লাফিয়ে নগরের প্রাচীর পার হয়ে বাইরে চলে যান।"

সন্ন্যাসীর কথায় সকলেই হতবাক হয়ে গেলেন। তারপর মহাদেবীই প্রথম কথা কহিলেন "এইবার এরা দু'জন নিশ্চয়ই মিলিত হবে।"

বৃদ্ধ রাজবৈদ্য ধীরে ধীরে বলিল, "আমি তো পূর্ব্বেই বলেছিলাম মহাদেবী, মণ্ডলেশ্বরকে আটকান সোজা নয়।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু এখন কী করা যায়? কাল যদি এদের পরামর্শের পর মেরল ও মধুপুরের সৈন্য একত্র মিলিত হয়, পাটনের পক্ষে তার পরিণাম কী হবে, আপনারা ভেবে দেখেছেন?"

শান্তিচন্দ্র কহিলেন "ত্রিভুবনপাল এখন কোথায়?"

"সে তো পাটনেই রয়েছে।"

"তাকে আমাদের হাতে রাখতে হবে।" সকলেই শান্তিচন্দ্রের এই পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বলিয়া অনুমোদন করিলেন। মহাদেবী বলিলেন, "কিন্তু এদের দুজনের মধ্যে যাতে আলাপের সুযোগ না হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে।"

"কী ভাবে তা সম্ভব?" শান্তিচন্দ্র প্রশ্ন করিলেন।

সন্ন্যাসী বললেন, "এক উপায় আছে, যদি আপনি আর জয়দেব মধুপুর যান তাহলে খুব ভাল হয়।"

"কিন্তু মহাদেবীর সাহায্যের জন্য এখানে কে থাকিবে?"

"সে বিষয়ে চিন্তা নেই। এখানে আমি রয়েছি; চন্দ্রাবতীর সৈন্যও এখানে রয়েছে। তাছাড়া, তিনদিন পূর্ব্বে আরও সৈন্যের জন্য আমি

চন্দ্রাবতীতে চিঠি লিখেছি। যে কোন মূহুর্তে এ সাহায্য এখানে এসে পৌঁছবার আশা আছে।"

লীলাধর কহিলেন, "সবই তো ঠিক, কিন্তু পাটনের জনসাধারণ যখন এসব ব্যাপার জানতে পারবে তখন কী হবে? একে তো মৃণাল চলে যাবার পর থেকেই তারা সন্ত্রস্ত হয়ে আছে।"

শান্তিচন্দ্র কহিলেন, "আমি যদি সন্ধ্যার পর নগর ত্যাগ করি?"

মহাদেবী এতক্ষণ চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি শান্তিচন্দ্রের কথার উত্তর না দিয়া আনন্দস্থরিকে বলিলেন, "সন্ন্যাসী মহারাজ আপনার পরামর্শ ঠিক। আমাদের সমগ্র পরিস্থিতি ধীর ভাবে বিচার করে দেখতে হবে। এখন দেবপ্রসাদ ও মৃণাল দুজনেই আমাদের হাতের বাইরে। এরা দুজনে যদি কোনক্রমে একত্র হয়, তবে আমাদের যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা, কাজেই তারা যাতে মিলিত হ'তে না পারে তার ব্যবস্থা আমাদের করতেই হবে। তাছাড়া এ'তে আরও এক বিশেষ লাভের সম্ভাবনা।"

"কী?"

"একটু আগে বৈদ্যদেব যা বলেছিলেন, যদি সত্যই কোন ষড়যন্ত্র হয় তাহলে এই ষড়যন্ত্র থেকেও আমরা বাঁচতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন এই যে পাটনের ভবিষ্যৎ কী হবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন "কেন পাটনে শান্তিচন্দ্র তো রয়েছেন?"

লীলাধর পুনরায় কহিলেন "মহাদেবী বৃদ্ধের ঔদ্ধত্য ক্ষমা করবেন; পাটনের নাগরিককে বেশী বিশ্বাস করলে বিপদ হবে।"

অসহিষ্ণু মীনলদেবী কহিলেন, "কী করতে পারে তারা? আপনি দেখছি ভয়ের কারণ উপস্থিত হবার আগেই ভয় পেয়ে বসে আছেন।"

"ভয়ের হেতু তো আছেই। কাল যদি মেরলের সৈন্যবাহিনী নিয়ে দেবপ্রসাদ পাটন আক্রমণ করেন তো তার পরিণাম কী হবে ভেবে দেখেছেন?"

আনন্দস্থূরি কহিলেন, "এতে ভয়ের কী আছে? মন্ত্রী শান্তিচন্দ্র কি দুদিন নগর রক্ষা করতে পারবেন না?"

আক্রমণের কথায় মন্ত্রী শান্তিচন্দ্রও ভয় পাইয়াছেন, কহিলেন, "আপনি ভুলে যাচ্ছেন সন্ন্যাসী মহারাজ, দেবপ্রসাদ সোলাঙ্কী যদি আক্রমণ পরিচালনা করেন তবে পাটনবাসীরা দুইদিন দূরে থাক, দুমিনিটও আত্ম-রক্ষা করতে পারবে না।"

এমন সময় মহাদেবী তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "সে আমি বিচার করে দেখব। মহামন্ত্রী আপনি ত্রিভুবনপালকে এখানে নিয়ে আস্থন।"

শান্তিচন্দ্র, আনন্দস্থূরি ও লীলাধরদেব তিনজনেই প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছেন, মহাদেবী রাজবৈদ্যকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৈদ্যদেব ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, আপনাকে আমার প্রয়োজন।"

"যথা আজ্ঞা আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।" তিনজনেই কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কক্ষের ভিতর মহাদেবী একাকী চিন্তা করিতে লাগিলেন, "চারিদিক হইতে পাটনের সঙ্কট ঘনাইয়া আসিতেছে। সত্যই আজ যদি মুঞ্জাল থাকিত তাহা হইলে তিনি কত নিশ্চিন্ত হইতেন? কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তার গতি অন্যদিকে ফিরিল। মুঞ্জাল ছাড়া কাজ চলিবে না? মুঞ্জাল নাই তিনি তো আছেন। মুঞ্জাল যাহা পারে, তিনি তাহা পারিবেন না? যে কোন প্রকারেই হউক দেবপ্রসাদকে কয়েকদিন শান্ত রাখিতে হইবে আর মুঞ্জালের সহিত তাহার পরামর্শ বন্ধ রাখিতে হইবে। কী ভাবে ইহা করা যায়?

হঠাৎ মহাদেবীর মনে এক উপায় দেখা দিল। তাঁহার মস্তিষ্কে যেন বিজলী খেলিয়া গেল। তাইত, এক উপায় তো আছেই। ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে ক্রুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, "কী আশ্চর্য্য, আমি আমার ব্রহ্মাস্ত্রের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

মহাদেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পার্শ্বেই পূজার ঘর। সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরের পশ্চাতে আর একটি ঘরের দ্বার দেখা যাইতেছিল। তিনি অগ্রসর হইয়া দ্বারের কড়া নাড়িলেন। ভিতরে কাহারও পদশব্দ শুনা গেল, তাহার পর দ্বার খুলিয়া গেল, মহাদেবী ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শিকার ও শিকারী

প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়স্কা এক নারী দ্বার খুলিয়া দিল। পরিধানে শুক্লবস্ত্র, দেহ অত্যন্ত কৃশ, বড় বড় চক্ষু ভাবহীন এবং মুখ শুষ্ক ও মৃতের ন্যায় বিবর্ণ। আপাততঃ মনে হয় যেন কোন অশরীরী প্রেতলোক হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে এই নারী যে একদিন অতুল সৌন্দর্য্যের অধিকারী ছিল তাহা বোধ হয়। এখনও চলিবার ভঙ্গিতে ও দৃষ্টির লালিত্যে পূর্ব্বের কমনীয়তার কিছু ধরা পড়ে। বর্ত্তমানে সারা দেহে দীর্ঘ দিনের অত্যাচার ও নির্য্যাতনের চিহ্ন। নারী অভাগিনী হংসা।

মীনলদেবী মৃদু হাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কেমন আছ হংসা?"

হংসা উত্তর দিলনা, কেবল বড় বড় চক্ষুদিয়া স্থির ভাবহীন দৃষ্টিতে মীনলদেবীর দিকে তাকাইয়া রহিল। অভাগিনী কী উন্মাদ?

"কী, কথা বলছ না যে? আমার উপর কী তুমি রেগে গেছ?"

"কী দরকার আমার তাই বল," শান্ত, ভাবলেশহীন স্বরে হংসা কথা বলিল।

"দরকার? আমি বুঝি দরকার ছাড়া আসি না তোমার কাছে?"

"বিনা প্রয়োজনে আমায় কাছে তো কেউ আসে না, ভণিতার আবশ্যক কী?" কঠোর স্বরে হংসা কহিল। তাহার পরই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া গভীর বিষাদের সঙ্গে কহিল "উঃ কতদিন হয়ে গেল, মনেও পড়ে না ছাই, কতদিন কাউকে দেখিনি।"

"হংসা তোমায় একটা কথা বলতে এসেছি; এইবার তোমায় ছেড়ে দেওয়া হবে।"

"তার মানে আমায় দিয়ে নিজের আরও কোন স্বার্থ সিদ্ধ করে নেবে এই তো?"

"তুমি বুঝি আমায় এতই স্বার্থপর ভাব?"

"তাছাড়া আর কী। স্বার্থ ছাড়া তুমি কী আমার সঙ্গে কথা বলতে আসতে নাকী? আমার ভাইকে একদিন আমায় দেখাও না কেন?"

মীনলাদেবী মুঞ্জালের উল্লেখ সহ্য করিতে পারিলেন না। "তোমার ভাই? সে কী করেছে জান? সে আমাদের পরিত্যাগ করে পাটন ছেড়ে চলে গেছে।"

মহাদেবীর কথায় হংসারও কণ্ঠস্বর কঠোর হইয়া উঠিল। "এ আর নতুন কথা কী? এরকম হবে এতো আমি আগেই জানতাম। তুমিই তো তার শনি। আমার যে ভাই আমায় না দেখে একদণ্ডও থাকতে পারতো না, সে তোমার কথায় ভুলে আমায় তোমারই কাছে বিসর্জ্জন দিয়ে গেছে। তুমিই তো তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলে। তোমার পাপের ফল ফলবে না?

"তুমি তো আমায় খারাপ বলবেই। তোমার ভাইয়ের সাহায্যে

তোমায় এখানে এনে তোমায় ভগবান মহাবীরের নির্ব্বাণ ও মোক্ষের পথ দেখিয়ে দিলাম; আর তুমিই আজ আমায় অভিশাপ দিচ্ছ।"

"তুমি আমায় মোক্ষের পথ দেখিয়েছ? আশ্চর্য্য? দীর্ঘকাল আমায় তোমার হীন স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে বন্দী করে রেখেছ। শেষে আর কোন উপায় না দেখে আমি নিজেই আমার শেষ অবলম্বন হিসাবে তপস্যার পথ বেছে নিয়েছি। আত্মীয়, স্বজন, স্বামী, পুত্র, ভাই সমস্তই কেড়ে নিয়েছ তুমি। আমি এতই হতভাগিনী যে ভগবান আমায় মৃত্যুও দেন না, যাতে মোক্ষ না হোক, আমি তোমার হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি।"

তুমি আজ এ সব কী বলছ হংসা। সাধনার পথে তুমি কতদূর এগিয়ে গেছ, তোমার মুখে কী এসব কথা সাজে?"

"সাধনার পথ! কিসের সাধনা? কে বলেছে আমি সাধনা করেছি?"

"আমি বলছি, শুধু আমি কেন, সকলেই বলবে জৈনধর্ম্মের অলংকার তুমি।" হংসা মহাদেবীর কথায় পুনরায় জোরে হাসিয়া উঠিল। মীনলদেবী হংসার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, "আমরা সামান্য মানুষ, কিন্তু তুমি দেবী। ভগবানের অংশ তোমার মধ্যে রয়েছে।"

হংসা বিদ্যুদ্বেগে পিছাইয়া গেল, কহিল, "মহাদেবী, মিছামিছি তোষামোদের প্রয়োজন কী? কী উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন তাই বলুন।"

"তোমায় তোষামোদ করছি? এতে তোষামোদের কী আছে হংসা? যা সত্য তাই বলছি।"

"তোষামোদ ছাড়া আর কী? আমি দেবী বলেই না আমার ভাই পনের বছর আগে আমায় তোমার কাছে বিসর্জ্জন দিয়ে গিয়েছিল? দেবী বলেই তো এই পনের বছর তোমার কাছে আমি বন্দী। উঃ কতদিন। আমার ছেলেকে তোমরা মেরেছ। আমার স্বামী, কতোদিন তাঁর কণ্ঠস্বর শুনিনি। তাঁর স্নেহ-ভালবাসা পাই নি। আমার সমস্ত

ব্যর্থ করে দিয়েছ তুমি।" ক্রোধে, উত্তেজনায় হংসার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, দেহ কাঁপিতে লাগিল।

ধীর, শান্তস্বরে মীনলদেবী কহিলেন, "মিথ্যা এই সব কল্পনা করে কী লাভ ?. ধৈর্য্য ধরো, শান্ত হও।"

"ধৈর্য্য, ধৈর্য্য, ধৈর্য্য। এই একই কথা দীর্ঘকাল তোমার মুখ থেকে শুনে আসছি। লজ্জা হয় না এই কথা বলতে ? তুমি স্বাধীন, কতো প্রাচুর্য্য তোমার, স্বামী ছিল, পুত্র রয়েছে, আমার ভাই তোমার দাস। তুমি নিজে ধৈর্য্য রাখতে পেরেছ ? পনের বছর বয়সে, দেবতার মত স্বামী যদি কেউ তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিত. ফুলের মত সুকুমার শিশু, তাকে যদি কোন লোক ছিনিয়ে নিত, থাকত তোমার ধৈর্য্য ? বছরের পর বছর আমার এই বন্দীদশার মধ্যে কতো চোখের জল মাটিতে পড়ে শুকিয়ে গেছে সে খবর রাখ তুমি ?"

"পুরোণ কথা তুলে আর লাভ কী বোন ? যা হয়ে গেছে তাকে যেতে দাও; আজ আমি সত্যিই তোমার কাছে এক ভিক্ষা চাইতে এসেছি।"

"হাঁ. তাই বল। আমি প্রথম থেকেই জানি কোন উদ্দেশ্য ছাড়া এখানে আসবার পাত্রী তুমি নও। বল কী তোমার আদেশ।"

"তার আগে তুমি শান্ত হও বোন। দেখ মহারাজ আজ বেঁচে নেই, জয়দেব এখন বালক। চারিদিকে আজ বিপদ, এমন কী সোলাঙ্কী সাম্রাজ্য আজ যেতে বসেছে। এই সময়ে এক তুমিই এই রাজ্যকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পার।

"আমি ? আমি কী করতে পারি ?"

"তোমার ভাই রাগ করে পাটন ছেড়ে মধুপুর চলে গেছে আর দেবপ্রসাদ—"

দেবপ্রসাদের উল্লেখে হংসা চকিত হইয়া উঠিল। তাহার স্বামী

দেবপ্রসাদ, কতদিন তাঁহাকে দেখে না, দেবপ্রসাদের সংবাদ জানিতে তাহাব কৌতুহল হইল।

- মহাদেবী কহিলেন, "দেবপ্রসাদ মেরলের সৈন্য বাহিনী নিয়ে পাটন আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। হয়ত কাল সকালেই এসে পৌছবে। এই রকম জাতি বিবোধ যদি আরম্ভ হয় তাহলে শুধু এই পাটন নয়, সমস্ত গুর্জ্জরেব অবস্থা কী হবে ভাবতে পার?"

কঠোবকণ্ঠে হংসা কহিল, "আসছে তাহলে? ভালই। মহাদেবী, তোমাব দিন এইবাব ঘনিযে এসেছে।"

"শেষে তুমিও এই কথা বলছ? আমাব নিজের জন্য আগি ভাবি না। কিন্তু এই বাজ্য? তুমি না এই বাজ্যের নগবশেঠেবই বোন। তোমার জন্মভূমি, যাব প্রতিটি ধূলিকনা তোমাব পবিচিত, তার ধ্বংস তুমি সহ্য কবতে পাববে?"

"যে বাজ্য আমাব স্বামী মণ্ডলেশ্ববকে কত কষ্ট দিয়েছে, নির্য্যাতণ কবেছে, তাঁব স্ত্রীকে তাঁব কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বন্দী করে রেখেছে, পুত্রকে কেড়ে নিয়েছে, তাব ভবিষ্যৎ এর চেয়ে আব কী ভাল হবে? আমাব কোন সহানুভূতিই নেই মহাদেবী, আমি আমার স্বামীর দিকে।"

"মহাদেবী ব্যঙ্গকণ্ঠে কহিলেন, "যে স্বামীব জন্য তুমি এতদিন অপেক্ষা কবে আছ, সে একদিনও তোমার খোঁজ নেয় নি। তোমায় স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করে অন্যান্য স্ত্রীদের সঙ্গে কেমন আনন্দের মধ্যে বেঁচে বযেছে।"

"থাকুন তিনি অন্য স্ত্রীদের নিয়ে, কী ক্ষতি তাতে? সতী নারীর স্বামীই সর্ব্বস্ব, আর এই সম্বন্ধ এক জন্মের নয়, চৌরাশী লক্ষ জন্মের। তাছাড়া, কী বরে জানলে তুমি তিনি আমায় পরিত্যাগ করেছেন বা আমায় খোঁজ করেন নি? আর যদি তাই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কী?

আমার সমস্ত সুখদুঃখের মধ্যে তিনিই আমার দেবতা, আমি তাঁর চরণের দাসী

মীনলদেবী দেখিলেন এই ভাবে হইবে না, কাজেই অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। কহিলেন, "কিন্তু সে আজ সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে।"

নীরস কণ্ঠে হংসা বলিল, "আসতে দাও, আমি কী করতে পারি ?"

"তুমি যাও বোন, দেবপ্রসাদকে এই আত্মঘাতী সংঘাত বন্ধ করতে বল।"

"যুদ্ধে আমার নিজের ক্ষতিটা কী ? যার ক্ষতি সে বুঝুক।"

"সকলে যদি এই কথা বলে তো রাজ্যের দশা কী হবে ?"

"যে রাজ্যের অস্তিত্ব কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, সেখানে এর চেয়ে ভাল আর কী হবে ?"

"নগরশেঠ ধনপালের কন্যার মুখে এই কথা শোভা পায় না।"

"তাহ'লে এসেছ কেন আমার কাছে ? তোমার রাজ্যের বিপদ বলছ, এতদিন যারা তোমার তোষামেদ করে এসেছে, নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যাদের ভুলিয়ে রেখেছ, যেতে পারনি তাদের কাছে ? আমি আমার মণ্ডলেশ্বরের দাসী, তাঁর যা ইচ্ছা আমারও সেই ইচ্ছা।"

মীনলদেবীর অন্তর ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাঁর শেষ ব্রহ্মাস্ত্রও ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। কিন্তু ধৈর্য্য হারাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। তাই মনের ভাব গোপন করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিলেন, "হংসা, বোন, এই কাজটাও তোমার দ্বারা হবে না ? এক মাত্র তুমিই দেবপ্রসাদকে বিরত করতে পার। এর জন্য পাটনের প্রজারা তোমায় কত আশীর্ব্বাদ করবে। সারা গুর্জ্জরের লোক তোমায় মা বলে মেনে নেবে, ইতিহাসে তোমার নাম অমর হয়ে থাকবে।"

হংসা আবার হাসিয়া উঠিল, কহিল, "আমায় ঠকাবে তুমি ?

মণ্ডলেশ্বর এলে ক্ষতিটা কী? তোমার জায়গায় তিনি পাটনের রাজা হয়ে বসবেন। শাসক হিসাবে তিনি তোমার চেয়ে অনেক উপযুক্ত। তাঁর মত বীরপুরুষকে পাটনের লোক সাদরে গ্রহণ করবে। প্রজাদের মধ্যে তোমার নিজের প্রভুত্ব, বিশ্বাস এরই অবসান হবে এই মাত্র।"

"কিন্তু তুমি তো জান হংসা গুর্জ্জর আমার কত প্রিয়। এই গুর্জ্জরের জন্যই কী আমি আমার নিজের দেশ ছেড়ে আসিনি?"

"না গুর্জ্জরের জন্য নয়, তোমার নিজের স্বার্থের জন্য। চন্দ্রপুরে পড়ে থাকলে বড় জোর কোন সাধারণ সামন্তর সঙ্গে বিয়ে হয়ে তোমার ভবিষ্যত সেখানেই শেষ হত। তার পরিবর্ত্তে গুর্জ্জরের রাণি হয়ে বসেছ তুমি। স্বামীর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে, রাজ্য শাসনের নামে নিজের স্বার্থসিদ্ধিই করে এসেছ তুমি।"

মীনলদেবী আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "অনেক বড় বড় কথা বলছ তুমি দেখছি, ভেবেছ—"

"কেন আমার কিসের ভয়? আমার যা করবার তুমি করেছ, এর বেশী তুমি কী করতে পার আর? আমারি পিতৃপিতামহের বাহুবলে এই রাজ্য গড়ে উঠেছে, এখানে তোমার স্থান কতটুকু? আমারই ভাইএর বুদ্ধির সহায়তায় তোমার প্রভুত্ব, আর আজ আমারই স্বামীর বাহুবলে তোমার স্বৈরাচারের অবসান হতে চলেছে।"

ক্রোধে মীনলদেবীর চক্ষু অন্ধকার হইয়া গেল। জীবনে কাহারও এতদূর স্পর্দ্ধা সহ্য করেন নাই। তাঁহারই আশ্রিতা বন্দিনী, তাহার এত সাহস! মহাদেবী তাঁহার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। কহিলেন, "তা'হলে আপন স্বামীর সঙ্গে পুনর্মিলন তুমি চাও না?"

"কেন চাইব না? কোন নারী তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলন না চায়? আমাদের মিলন হবেই। এজন্মে না হয় পর জন্মে হবে। কিন্তু তোমার আসল উদ্দেশ্য আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। শুধু শুধু এতদিন পরে

মণ্ডলেশ্বরের কাছে আমায় পাঠাতে নিশ্চয়ই আসনি।” উত্তেজনায় হংসার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

এমন সময় প্রাসাদের নীচে বহু কণ্ঠের কোলাহল শুনা গেল। যে কক্ষে মহাদেবী হংসার সহিত কথা বলিতেছিলেন তাহার জানালা বন্ধ, চবুতারার দিকের ঝিলমিলি দিয়া নীচের প্রশস্ত অঙ্গনের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। কৌতূহলী মীনলদেবী ঝিলমিলির নিকটে গিয়া নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। নীচে কুমার জয়দেব দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার উষ্ণীষ ও ক্ষুদ্র তরবারি মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। কুমার আহত, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া রুধির পড়িতেছে ও জনৈক সেনানী তাঁহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিতেছে। সামনে আর একজন বলিষ্ঠ রাজপুত যোদ্ধা দশ বার জন সৈনিকের সহিত একাকী যুদ্ধ করিতেছে। তাহার হাতের তরবারি বিদ্যুৎবেগে ঘুরিতেছে ও চক্ষু দিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। মহাদেবী যোদ্ধাকে চিনিতে পারিলেন। তাহার মুখের প্রতিটি রেখা হংসাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজপুত ত্রিভুবনপাল সোলাঙ্কী।

ভীত, বিস্মিত মহাদেবী তন্ময় হইয়া ত্রিভুবনপালের রণকৌশল দেখিতে লাগিলেন। কুমার জয়দেব বিপন্ন। তিনি তাঁহার বোধশক্তি হারাইয়া ফেলিতেছেন। ভাবিয়া পাইলেননা এখন কী করিবেন। কিন্তু মহাদেবীর চিন্তা ক্ষণিক মাত্র। হঠাৎ মনে হইল, তাইত এই বিবাদের মধ্যেই তাঁহার সমস্ত সমস্যার সমাধান লুকাইয়া রহিয়াছে। সকলের আগে পাটনের ভবিষ্যৎ তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে। মনকে দৃঢ় করিয়া মহাদেবী হংসার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

তুমি কে

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছদে ত্রিভুবনপালকে দশ বার জন সেনানীর সহিত একাকী যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি। এখন প্রশ্ন হইল, কেন ত্রিভুবন এই ভাবে যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইল।

দেবপ্রসাদ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলে; ত্রিভুবনপাল রক্ষীদের লইয়া পাটনের প্রধান দ্বারের পথে পিতার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। মুঞ্জালের সহিত তাহার পিতার কি বিষয়ে আলাপ হইল, পিতা কেন হঠাৎ প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন এইসব জানিবার জন্য তাহার বিশেষ কৌতূহল হইল, কিন্তু কৌতূহল নিবৃত্তি অপেক্ষা আদেশ পালনই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ত্রিভুবন ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে সময় বহিয়া চলিল, পিতা ফিরিলেন না। এদিকে পাটনের দ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

ত্রিভুবন ভাবিল, আর পিতার জন্য অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন, বাহিরে যাইবার উপায় ত বন্ধ হইয়া গেল। সেও ধীরে ধীরে প্রাসাদের দিকেই অশ্ব চালনা করিল। সামনেই পাটনের প্রধান বাজার, সেখানে ভীষণ কোলাহল হইতেছিল। বিভিন্ন দোকানের মালিকেরা একত্র হইয়া দোকানপাট বন্ধ করিয়া ধর্ম্মঘটের আয়োজন করিতেছিল। অনেক নাগরিক বিভিন্ন স্থানে একত্রিত হইয়া উত্তেজিতভাবে রাজ্যের পরিস্থিতি আলোচনা করিতেছিল। ত্রিভুবন ইহারই মধ্যে দুই একজনকে মণ্ডলেশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে পিতা প্রাসাদ হইতে ফিরিয়া নগরের দ্বার বন্ধ দেখিয়া অশ্বসমেত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

দেবপ্রসাদের সংবাদে ত্রিভুবন চমকিত হইয়া উঠিল ও যে উঁচু টিলার

উপর হইতে পিতা অশ্বসমেত লম্ফপ্রাদান করেন সেইস্থানে পৌছিল। সেখানে তখন বহু লোক একত্রিত হইয়া দেবপ্রসাদের বিষয়ই আলোচনা করিতেছিল ও যাহারা সেখানে নবাগত তাহাদের যে স্থান হইতে মণ্ডলেশ্বর নগর ত্যাগ করেন সেই স্থান দেখাইয়া দিতেছিল। ত্রিভুবনকেও সেই স্থান দেখাইয়া দিল। দুই একজন তাহাকে চিনিতেও পারিল। ত্রিভুবন ওখান হইতে চম্পানীর দ্বারে পৌছিল। দ্বার বন্ধ। ত্রিভুবন রক্ষীকে দ্বার খুলিয়া দিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু রাজ আদেশে দ্বার বন্ধ, রক্ষী কিছুতেই সম্মত হইলনা। নিরুপায় ত্রিভুবন একবার উচ্চ প্রাকার আর একবার নিজের অশ্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। না, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পিতার পক্ষে সম্ভব হইলেও তাহার পক্ষে নহে। গুর্জরে দেবপ্রসাদ একজনই আছেন। নগর ত্যাগ করিবার একটী মাত্র উপায় আছে। মহাদেবীর আদেশে নগরদ্বার বন্ধ হইয়াছে, একমাত্র তাঁহারই আদেশে পুনরায় তাহা খুলিতে পারে। ত্রিভুবন রাজপ্রাসাদের দিকেই অশ্ব চালনা করিল। চম্পানীর দ্বারের পরে প্রাসাদের পিছনের দরজাই সম্মুখে পড়ে। দরজা তখনও খোলা ছিল এবং ত্রিভুবন বিনা বাধায় সেই দ্বার দিয়া প্রাসাদের চত্বরে প্রবেশ করিল। এমন সময় জনৈক রক্ষী আসিয়া তাহার গতিরোধ করিল।

"আমায় চিনতে পারছ না? আমি মণ্ডলেশ্বরের পুত্র ত্রিভুবনপাল। মহাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই, যাও শীঘ্র সংবাদ দাও।"

রক্ষী মহাদেবীকে সংবাদ দিতে গেল। ত্রিভুবনের উদ্দেশ্য, যে কোন উপায়ে হউক নগরের বাহির হইয়া পিতার সংবাদ লইতে হইবে। এখনি বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়, দ্বার বন্ধ। কাজেই কৌশলে বাহির হইতে হইবে।

এমন সময় আনন্দসূরি প্রাসাদ হইতে বাহিরে আসিয়া ত্রিভুবনকে কহিলেন, "মহাদেবীর সঙ্গে দেখা হওয়া এখন সম্ভব নয়। আপনার কী প্রয়োজন তাই বলুন।"

"প্রয়োজন মহাদেবীর সঙ্গে। আমার সত্যই অপেক্ষা করবার সময় নেই।"

"মহাদেবীর সঙ্গে দেখা করতে হলে অপেক্ষা করতে হবে।" এই কথা বলিয়া আনন্দসূরি চলিয়া গেলেন। অপেক্ষা করিতে করিতে ত্রিভুবনপাল ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহার মন তখন পিতার নিকট পড়িয়া রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি যে কোন উপায়ে নগর ত্যাগ করা প্রয়োজন। কিন্তু উপায় নাই, নগরের প্রত্যেকটি দ্বার বন্ধ। একবার মনে হইল নিজেই উপরে উঠিয়া গিয়া মহাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করে। কিন্তু ভয় হইল যদি তাহাতে বিপরীত ফল হয়।

এই সময়ে সম্মুখ দিয়া জয়দেব প্রাসাদের দিকে যাইতেছিলেন, ত্রিভুবন তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়া ডাকিল, "কাকা, কুমার জয়দেব, মহারাজ।"

জয়দেব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ত্রিভুবনকে যেন কোথায় দেখিয়াছেন, অথচ ঠিক মনে করিতে পারিতেছেন না। ত্রিভুবনেরও এই দ্বিতীয় সাক্ষাৎ। গত পরশ্ব রাত্রে চারণের কক্ষে ইহার সহিত সাক্ষাতের কথা মনে পড়িল।

অসহিষ্ণু জয়দেব কহিল, "কাকা আমার নগরের বাহিরে যাওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। দ্বার বন্ধ, আমায় যেতে অনুমতি দিন। মহাদেবীর অনুমতির আশায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি, কিন্তু তিনি কাজে ব্যস্ত, দেখা হচ্ছে না।"

"তুমি কে?" জয়দেবের স্বর প্রভুত্বব্যঞ্জক।

"আমার দুর্ভাগ্য, আপনি আমায় চিনতে পারছেন না। আমি মণ্ডলেশ্বরের পুত্র ত্রিভুবনপাল। আমার এখনই বাবার কাছে যাওয়া প্রয়োজন, আপনি অনুগ্রহ করে রক্ষীদের আমায় বাহিরে যেতে দিতে আদেশ করুন।"

জয়দেব মাতার উদ্ধত স্বভাব পাইয়াছিলেন যদিও মহাদেবীর মত মোটেই স্থির বুদ্ধি ছিল না। মণ্ডলেশ্বরের প্রতি তাঁহারও বিদ্বেষ তাঁহার মাতার মতই, কাজেই ত্রিভুবনের পিতার উপর তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। এমন সময় মনে পড়িল, পরশ্ব রাত্রিতে চারণের কক্ষে এই ব্যক্তিই মহাদেবীর অধিকারের বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিল না?

ত্রিভুবন ধীর, শান্তকণ্ঠে কহিল, "জয়দেব তুমি রাজা, তোমার মত আমিও ভীমদেবের বংশধর। আমি ভিক্ষা চাচ্ছি আমায় নগরের বাহিরে যেতে দাও।"

জয়দেব ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "ভিক্ষা! তোমার বাবা তো শুনেছি অনেক বীরত্বের অহঙ্কার করেন, আর তাঁর পুত্র হ'য়ে তুমি ভিক্ষা চাচ্ছ!"

ত্রিভুবনের চক্ষু জ্বলিয়া-উঠিল, সে অনেক কষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা করিয়া শান্তস্বরেই কহিল, "মহারাজ, বড়দের ব্যাপার বড়রাই জানেন, আমি কেবল আপনার কাছ থেকে পাটনের বাইরে যাবার অনুমতি চাচ্ছি।"

"কেন বাইরে গিয়ে গুণ্ডামি করবে নাকি?"

"মহারাজ সোলাঙ্কির বংশধর গুণ্ডামি করে না। আপনার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, কারণ আপনি রাজা, আমি সামন্ত। কিন্তু তা ব'লে আপনার প্রতিটি অপমান আমায় সহ্য করতে হবে তা ভাববেন না।"

"ভিক্ষা চাইতে এসেছ, কিন্তু তোমার দাপট তো অনেক দেখছি। আবার মার সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলে না? কল্যাণমল্ল একে—!"

ত্রিভুবন চকিত হইয়া উঠিল। তরবারির হাতলে হাত রাখিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিল, "আমায় জীবন্ত ধরতে পারে এমন স্পর্দ্ধা কারও নেই মহারাজ।" রাজার সামনেই হয়ত তাহাকে কেহ আক্রমণ করিতে সাহস করিবে না, তবুও ত্রিভুবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

কল্যাণমল্ল একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল, মহারাজের অন্যান্য দেহরক্ষী

সৈন্যেরাও আসিয়া পৌঁছিল। অনেকেই ভীমদেবের প্রপৌত্রকে চিনিত। তাঁহারা চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। ভীমদেবের প্রপৌত্রের গাত্র স্পর্শ করিবার মত সাহস কাহারও হইল না।

জয়দেব অল্পবয়সেই নিজেকে মহাবীর বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রক্ষীরা কেহই ত্রিভুবনপালকে ধরিতে অগ্রসর হইল না দেখিয়া তিনি নিজেই তরবারি খুলিয়া অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল পাটনের সর্ব্বাপেক্ষা শত্রুকে তিনি নিজ হাতেই ধরিবেন। একবার ডাকিলেন "কল্যাণমল্ল—" কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। আচম্বিতে কোথা হইতে এক তীর আসিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বিঁধিয়া গেল। হাতের তরবারি দূরে ঠিকরাইয়া পড়িল ও ক্ষতস্থান হইতে প্রবল বেগে রক্ত পড়িতে লাগিল। উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া পশ্চাতে তাকাইল কোথা হইতে তীর আসিতে পারে। এমনকী ত্রিভুবনপালও বিদ্বেষ ভুলিয়া পিছনে তাকাইল। জয়দেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। হাতের যন্ত্রণা ভুলিয়া চিৎকার করিয়া কহিলেন, "এই লোকটাকে এখনই বন্দী করো।"

দেহরক্ষী সৈনিকেরা তখনও অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার তাঁহাদের ভয় হইল। কারণ মহারাজ তাহাদেরই সামনে আহত হইয়াছেন। একজন মহারাজের নিকট আসিয়া তাঁহার ক্ষতস্থান বাঁধিতে আরম্ভ করিল এবং অন্য সকলে ত্রিভুবনের দিকে অগ্রসর হইল। ত্রিভুবনও তাহার তরবারি বাহির করিল।

কল্যাণমল্ল ত্রিভুবনকে চিনিত। একটা গুরুতর পরিস্থিতির আশঙ্কায় সে বলিল, "আপনি এখন আত্মসমর্পণ করুন, পরে মহাদেবীকে সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়ে বল্লেই হবে।"

"আত্মসমর্পণ? মল্লরাজ, সোলাঙ্কীরা কোনদিন পরাজয় স্বীকার করে না, দেখা যাক্ কে কাকে বন্দী করে।" অসহিষ্ণু জয়দেব পুনরায় চীৎকার

করিয়া বলিলেন, "তোমরা দাঁড়িয়ে দেখছ কী? বন্দী কর একে।" সৈনিকেরা ত্রিভুবনকে আক্রমণ করিল।

ঠিক এই সময়েই প্রাসাদের উপরে মীনলদেবীর দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইল। মহাদেবী এই পরিস্থিতির মধ্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি হংসাকে ঝিলিমিলির নিকট টানিয়া আনিলেন, বলিলেন, "নীচের দিকে চেয়ে দেখ।"

হংসা নীচে দৃষ্টিপাত করিল, কহিল, "কী আর দেখব?"

"ঐ যে ছেলেটি দাঁড়িয়ে রয়েছে ওকে চিনতে পারছ? সামনে ঐ যে, যাকে রক্ষীরা বন্দী করতে এগিয়ে আসছে?"

হংসা কিছুক্ষণ ত্রিভুবনের দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর নিস্পৃহ স্বরে কহিল, "কে ও? ওকে বন্দী করাই বা হচ্ছে কেন?"

"চিনতে পারছ না ওকে?"

"না তো? কিন্তু ভারী সুন্দর ছেলেটি।" হংসা ত্রিভুবনের বিপদ দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তাহার পুত্র তখন একাকী জয়দেবের রক্ষীদের আঘাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে।

"চিনতে পারলে না? তোমারই ছেলে।"

"কী? কী বল্লে?" হংসা ভীষণ চমকাইয়া উঠিল। "আমার ছেলে? আমার ত্রিভুবন? তবে না বলেছিলে আমার ছেলে শৈশবেই মারা গেছে?"

"না, তোমার পুত্র জীবিত। তোমার স্বামীর সঙ্গেই সে এতদিন ছিল। সে যাক্, তোমার ছেলে কেমন এতগুলি যোদ্ধার সঙ্গে একা যুদ্ধ করছে দেখ। তোমার ত্রিভুবনকে ওদের হাত থেকে বাঁচাতে চাও তো বল। দেখ, দেখ, বেচারী আহত হয়েছে, ওর ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত পড়ছে দেখছ? একা কতক্ষণ আর যুদ্ধ করতে পারে? ঐ, ঐ, গেল। হংসা, এখনও তোমার ছেলেকে বাঁচাতে পারি, তুমি যদি

আমায় কথা দাও যে, তুমি এখনি গিয়ে মণ্ডলেশ্বরকে পাটন আক্রমণ বন্ধ রাখতে বলবে। মাত্র দু'দিন তাকে আক্রমণ বন্ধ রাখতে বল।"

পুত্রের বিপদের আশঙ্কায় তখন হংসা আকুল হইয়া উঠিয়াছে, চক্ষু দিয়া দরদর ধারে অশ্রু ঝড়িয়া পড়িল। সে আর থাকিতে পারিল না, উন্মাদিনীর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। "আমার ছেলে ত্রিভুবন, আজ পনর বছর পরে তাকে দেখছি। তাকে বাঁচাও মহাদেবী, তোমায় মিনতি করছি, তার প্রাণ ভিক্ষা চাইছি আমি। যুদ্ধ বন্ধ করতে আদেশ দাও।"

"আগে কথা দাও। সময় নেই, এখনই শেষ হ'য়ে যাবে।"

"উঃ ভগবান! দয়া করো মহাদেবী, দেখ সিংহের মত একা লড়ছে আমার বাছা। বাঁচাও তাকে।"

"নিশ্চয়ই বাঁচাব ওকে, কিন্তু আগে আমায় কথা দাও। ঐ বুঝি গেল। দেখ, তোমার ছেলে এইবার হটে আসছে। তার সর্ব্বাঙ্গে অস্ত্রক্ষত, এখনি মাটিতে পড়ে যাবে। আরও রক্ষী এসে পৌঁছেছে। আর কোন আশা নেই, এখনও সময় আছে, কথা দাও।"

অভাগিনী মা আর একবার ত্রিভুবনের দিকে চাহিয়া দেখিল। বহু সৈন্য পরিবৃত হইয়া তাহার পুত্র তখনও লড়িতেছে। সারা দেহ অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত, ক্রমশঃ রক্তপাতে হীন হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু তবুও যুদ্ধ করিতেছে।

"এখনও বল, এই শেষবারের মত তোমায় বলছি।"

"রাক্ষসী! চণ্ডাল! হতভাগিনী হংসা উন্মত্ত হইয়া উঠিল। আমার প্রাণ নাও, তাই নিয়ে আমার সন্তানকে বাঁচাও। আমার একটি মাত্র পুত্র, আমায় নির্ব্বংশ কোরো না।"

"এখনও কথা দাও, নিজের স্বামীর নামে শপথ কর।"

"হাঁ শপথ করছি। আমার স্বামী মণ্ডলেশ্বরের নামেই শপথ করছি আমি তাঁকে বাধা দেবো। এইবার ওকে বাঁচাও, তোমার রক্ষীরা এখনি আমার বাছাকে বধ করবে।"

মহাদেবী হংসার শপথ শুনিবামাত্র গবাক্ষের নিকট আসিয়া দ্বার খুলিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "কল্যাণমল্ল, থামো, তোমাদের অস্ত্র রাখো, যুদ্ধ থামাও।" গোলমালের মধ্যেও মহাদেবীর স্বর সকলেই শুনিতে পাইল। তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া সকলে উপরে গবাক্ষের দিকে তাকাইল। ত্রিভুবনের তখন প্রায় শেষ অবস্থা। অতিরিক্ত রক্তস্রাবে সারা দেহ অবসন্ন, চক্ষে অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। সকলের সহিত নিজের অজ্ঞাতেই তাহার হাতের তরবারিও থামিয়া গেল। যন্ত্রণায় সারা দেহ তখন জ্বলিতেছে, তবুও দাঁড়াইয়া থাকিবার চেষ্টায় টলিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, কে একনারী নীচে নামিয়া আসিল। ত্রিভুবন চিনিতে পারিল, মহাদেবী। একবার ডাকিবার চেষ্টা করিল, "দিদিমা", কিন্তু মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

এমন সময় মহাদেবীর পিছনে আর একজন নারী ছুটিয়া আসিল। ত্রিভুবন তাহাকে চিনিতে পারিল না। হংসা ক্ষণেক দেখিল ত্রিভুবন মৃত কী জীবিত। অভাগিনীর পুত্র তখনও জীবিত। সে পাগলের মত তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

ত্রিভুবন ক্রমশঃ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। সে বুঝিতে পারিল না এইসব কী হইতেছে। কে এই নারী তাহাকে ধরিয়া রহিয়াছে। বড় মধুর, বড় শান্তিপূর্ণ এই আলিঙ্গন। ত্রিভুবনের মনে হইল এত স্নেহ যেন ইহার পূর্ব্বে কোথাও সে পায় নাই। কিন্তু যুদ্ধ তো এখনও শেষ হয় নাই, তাহাকে এখনই আবার যুদ্ধ করিতে হইবে। অথচ এই নারী তাহাকে চুম্বন করিতেছে, কপাল হইতে কেশ সরাইয়া দিতেছে, তাহাকে ধরিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছে। নাঃ ত্রিভুবনের সব গোলমাল হইয়া

যাইতেছে, সে কী স্বপ্ন দেখিতেছে? একবার শুনিতে পাইল হংসা তাহাকে আদর করিয়া ডাকিতেছে, "বাছা আমার।"

অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও ত্রিভুবনের হাসি আসিল। তাহার মা তো অনেকদিন আগেই মারা গিয়াছেন। মাতুল মুঞ্জাল মাকে হত্যা করিয়াছেন, অথচ এই নারী তাহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। একবার জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিল, "কে তুমি?" শুনিতে পাইল কে যেন বলিতেছে, "আমি হংসা।" অবশ্যই তাহার মায়ের নাম। ত্রিভুবন আর চিন্তা করিতে পারিল না। চারিদিকে কেবল অন্ধকার। ত্রিভুবন হংসার কাঁধের উপর ঢলিয়া পড়িল।

*　　*　　*

ত্রিভুবনের যখন জ্ঞান হইল তখন দেখিল সে এক কক্ষে শয্যার উপর শুইয়া আছে এবং তাহার শিয়রে সেই নারী বসিয়া আছে। তাহার মনে হইল যেন পূর্ব্বে স্বপ্নের ঘোরে সে এই নারীকেই দর্শন করিয়াছে। আত্মগতই বলিয়া উঠিল, "মা।"

হংসা চকিত হইয়া উঠিল। চক্ষু হইতে রুদ্ধ অশ্রু আবার গড়াইয়া পড়িল। কপোল বাহিয়া তপ্ত অশ্রু ত্রিভুবনের মুখে আসিয়া পড়িল। ত্রিভুবন একবার হংসার মুখের দিকে চাহিল, তারপর আবার অজ্ঞান হইয়া গেল।

হংসা ত্রিভুবনের শিয়রে বসিয়া আছে। এমন সময় মীনলদেবী কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "হংসা, তুমি এখানে বসে রয়েছ এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে; এইবার তোমার তো যাওয়া দরকার।"

"ত্রিভুবন এখনও অজ্ঞান হয়ে রয়েছে, এই সময় কী করে ওকে ছেড়ে যাই? আর একটু বিলম্ব কর মহাদেবী।"

"তা কী করে সম্ভব? যদি ইতিমধ্যে মণ্ডলেশ্বর পাটনে পৌঁছে যায়? এদিকেও সমস্ত ব্যবস্থা বাকী রয়েছে। আর দেরী করার উপায় নেই। ওঠ তুমি, আনন্দসূরিও তোমার সঙ্গে যাবে।"

"আর একটু সময় দাও মহাদেবী," হংসা অনুনয় করিয়া কহিল।

"বেশ, আমি পাল্কী তৈয়ারী না হওয়া পর্য্যন্ত সময় দিচ্ছি।" মহাদেবী কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন।

অভাগিনী ভাবিতে আরম্ভ করিল। দীর্ঘ পনের বৎসর বন্দীদশার মধ্যে পার হইয়া গিয়াছে। জীবনের স্নেহ, মমতা, ভালবাসা সমস্ত উৎসই বোধ হয় শুকাইয়া গিয়াছে। স্বামীর ভালবাসা, পুত্রের স্নেহ, আত্মীয় পরিজনের আনন্দদায়ক পরিবেশ হইতে বঞ্চিত দীর্ঘ, নিঃসঙ্গ বন্দী—জীবন। অথচ তাহার কী নাই? মহাবীর স্বামী, নয়নানন্দ পুত্র সমস্তই রহিয়াছে। নিঃসঙ্গ অবস্থায় কত অসহায় অশ্রুজল মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে। আজ হয়ত পূর্ব্বের মনের সূক্ষ্ম অনুভূতিও আর নাই। বহুকাল পরে আজ আবার স্বামীর সহিত দেখা হইবার সুযোগ হইয়াছিল, তিনি প্রথমে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন কিন্তু পুত্রের জীবনের বিনিময়ে দেখা করিতে সম্মত হইয়াছেন। কী অসহায় পরিস্থিতির মধ্যেই না এই সাক্ষাৎ হইবে। স্ত্রী স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কিন্তু তিনি দেখা করিতে চলিয়াছেন পাটনের পথে স্বামীর বাধা জন্মাইবার জন্য। হংসার শির লজ্জায়, দুঃখে নত হইয়া আসিল। সমস্তই সহ্য হইবে, কিন্তু তাহার ত্রিভুবন বাঁচিয়া থাকুক। গভীর স্নেহে হংসা পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এমন সময় পশ্চাতে কাহারও ছায়া পড়িল। হংসা চকিত হইয়া পিছনে ফিরিয়া দেখিল পনের ষোল বছরের এক কিশোরী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিশোরী প্রসন্ন।

প্রসন্নই প্রথমে প্রশ্ন করিল, "আপনিই ত্রিভুবনপালের মা?"

"হাঁ মা। তুমি কে?"

"আমি মহাদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্রী।" মীনলদেবীর আত্মীয়া শুনিয়া হংসা ভীত হইয়া উঠিল। কিন্তু বুদ্ধিমতী প্রসন্ন বলিল, "আপনি একটুও ভয়

পাবেন না। পিসিমার চেয়ে আমি আপনার ছেলের অনেক ‘বেশী আপনার।”

“তোমার নাম কী মা?”

“প্রসন্ন।”

“জান তো আমার উপর ভগবানের কত আক্রোশ? ত্রিভুবনের এই অবস্থাতেও আমার বাছাকে ছেড়ে যেতে হবে। কে একে দেখবে, কে সেবা করবে?”

“আপনি একটুও ভাববেন না। যতক্ষণ আমি আছি, ত্রিভুবনের কোন অসুবিধা হবে না।”

প্রসন্নের কথায় হংসার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। সে কহিল, “আমি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম; মা। তুমি সেবা করতে পারবে তো?”

প্রসন্নেরও চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। কহিল, “আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।”

“তোমায় আর কী আশীর্ব্বাদ করব মা, তবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার উপর দিয়ে যে দুঃখ বয়ে গেছে, তোমার যেন সেই পরিমাণ সুখ হয়।”

এমন সময় বাহির হইতে মীনলদেবীর আহ্বান আসিল। হংসার যাইবার সময় হইয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, একবার করুণ নেত্রে পুত্রের দিকে চাহিল। তাহার পর বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় আত্মগতই একবার কহিল, “ভগবান, এই দুঃখ কষ্টের কী শেষ হবে না!”

প্রসন্নের দুঃখ

হংসা বাহিরে আসিলে মীনলদেবী কহিলেন, "অর্দ্ধপথ সন্ন্যাসী আনন্দস্থরি তোমার সঙ্গে যাচ্ছেন। তুমি আমাদের কী কথা দিয়েছ আশা করি ভুলে যাওনি ?"

"ভয় নেই মহাদেবী, আমার প্রতিজ্ঞা আমি ভুলিনি। সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে ভগবান কেবল আমার নিজের আর আত্মীয় পরিজনদের সর্ব্বনাশ করবার জন্যই আমায় সংসারে পাঠিয়েছেন।" হংসা শিবিকায় অগ্রবর্ত্তিনী হইল। সন্ন্যাসীও তাহার অনুবর্ত্তী হইলেন। তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ করিয়া রাজপুত যোদ্ধার বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে মহাদেবী বলিলেন, "সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরে আসবেন, আপনি চাম্পানীর দ্বারের বাইরে অপেক্ষা করবেন, ওখানে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।"

"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন," আনন্দস্থরি চলিয়া গেলেন।

মহাদেবী তাঁহার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে গভীর চিন্তার ছাপ, ভাবিতেছিলেন, মুঞ্জাল ও দেবপ্রসাদকে কোন প্রকারেই মিলিত হইতে দেওয়া হইবে না। এমন সময় ত্রিভুবনের কথা স্মরণ হইল। তাহাকেও তো একবার দেখা দরকার। তিনি ধীরে ধীরে পীড়িত ত্রিভুবনের কক্ষে আসিলেন এবং আসিয়াই যাহা দেখিলেন তাহাতে ক্রোধ সপ্তমে উঠিল। পীড়িত ত্রিভুবনের শয্যার পাশে প্রসন্ন বসিয়া আছে, ত্রিভুবনের এক হাত তাহার হাতের সহিত মুষ্টীবদ্ধ ও প্রসন্ন গভীর একাগ্রতার সহিত পীড়িতের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

মহাদেবী কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "প্রসন্ন তুমি এখানে কী করছ ?"

প্রসন্ন মীনলদেবীকে দেখিয়া লজ্জা পাইল। ত্রিভুবনের হাত ছাড়িয়া

শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "কিছু করিনি তো? এমনি বসে আছি।"

"তুমি আজকাল এত বেহায়া হয়ে পড়েছ জানতাম না। যাও এই ঘর থেকে, তৈরী হয়ে নাও। আজ তোমায় অন্য জায়গায় যেতে হবে।"

ভীত প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব আমি?"

"সে সংবাদে তোমার কোন প্রয়োজন নেই। যা আদেশ করছি শোন।"

ত্রস্ত প্রসন্ন ত্রিভুবনকে দেখাইয়া কহিল, "কিন্তু পিসিমা এখন এখানে থাকা আমাব বেশী প্রয়োজন। এর সেবার ভার মা আমারই হাতে দিয়ে গেছেন।"

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে মহাদেবী কহিলেন, "তা সম্ভব নয়। তোমার আরও অনেক কাজ বাকী রয়েছে। কিছুদিন আগে তোমায় যা বলেছিলাম তোমার মনে আছে?"

সাহস সঞ্চয় করিয়া প্রসন্ন বলিল, "হ্যাঁ, সে সুখে আমার প্রয়োজন নেই। অবন্তীর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।"

"আজকাল তো অনেক বড় বড় কথা বলতে শিখেছ দেখছি।"

"ত্রিভুবন যতদিন না সুস্থ হয়ে উঠছে ততদিন আমি এখানেই থাকতে চাই।" প্রসন্ন কিছু দৃঢ়তার সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিল।

মহাদেবী কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ?"

"ইহ জগতে এই আমার সব। আমার মাথার মণি।"

"তাই নাকী? মালবরাজকে বুঝি পছন্দ হল না?"

"পিসিমা, আপনাকে তো বলেছি, মালবরাজের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।"

"অর্থাৎ রাজ্যের ভবিষ্যতের জন্য আমাদের সমস্ত পরিকল্পনা তোমার

খেয়ালের জন্য নষ্ট হয়ে যাবে, তাই তুমি বলতে চাও। দেখ প্রসন্ন, তোমায় একটা কথা বলি। মিছামিছি অপ্রিয় কাজ করবার ইচ্ছা আমার নেই, তবে প্রয়োজন হলে তাও করতে হবে। যাক্ সে কথা, সন্ধ্যার পূর্ব্বে তৈরী হয়ে থাকবে, এই আমার আদেশ।" প্রসন্ন কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধ মহাদেবী বাহির হইয়া গেলেন।

বেচারী প্রসন্ন একাকী ভাবিতে লাগিল সে কী করিবে। মহাদেবীর আদেশ অমান্য করাও অসম্ভব, অথচ এই অবস্থায় ত্রিভুবনকে ছাড়িয়া যাওয়াও সম্ভব নয়। কোথায় যাইতে হইবে তাহাও অজ্ঞাত; স্বেচ্ছায় যাইতে না চাহিলে পিসিমা জোর করিয়া পাঠাইবেন। প্রসন্ন মহাদেবীকে চিনিত, তাঁহার আদেশের ব্যতিক্রম হয় না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর সে উঠিয়া চারণ সামলদেবের নিকট গেল। বৃদ্ধ সমস্ত শুনিয়া বলিল, "মা, রোগীর সেবা যে করতে পারি না তা নয়, কিন্তু চোখ তো নেই, দেখব কী করে?" আর কাউকে আমার সঙ্গে থাকতে বল।

"আর কাকে অনুরোধ করব? এক বাচস্পতি আছেন।"

"কে, বাচস্পতি? তা নেহাৎ মন্দ বলনি। বেশ আমায় ত্রিভুবনের কক্ষে নিয়ে চল আর পণ্ডিতকেও সংবাদ দাও।"

"দেখবেন চারণদেব, আমার যা হয় হো'ক কিন্তু ত্রিভুবনের সেবার যেন ত্রুটি না হয়।" আবেগে প্রসন্নের স্বর কাঁপিয়া উঠিল।

"কিছু ভয় নেই তোমার মা, দেখো কালই ত্রিভুবন ভাল হয়ে যাবে। তাছাড়া আমি নিজেও তো বৈদ্য। আমাকে তোমাদের লীলাধর কিছুতেই ফাঁকি দিতে পারবে না। বরঞ্চ তুমি এক কাজ কর। ঐ ঘরের এক জায়গায় একটা কৌটা দেখতে পাবে, নিয়ে এস তো।"

প্রসন্ন কৌটা আনিয়া দিল। চারণ উহা হাতে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন, প্রসন্ন বাচস্পতির সন্ধানে গেল।

বাচস্পতি স্বীয় কক্ষে অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন। প্রসন্ন তাহাকে চারণের

আদেশ জ্ঞাপন করিল। পণ্ডিত সামলদেবের নিকট গিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মত ত্রিভুবনের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন।

সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মহাদেবীর নিকট হইতে কেহই প্রসন্নের সংবাদ লইতে আসিল না। সন্ধ্যার পর এক পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল, মহাদেবী স্মরণ করিয়াছেন।

প্রসন্ন মীনলদেবীর কক্ষে গিয়া দেখিল, সম্মুখে তিনজনের খাদ্য সজ্জিত রহিয়াছে; জয়দেব সবেমাত্র আহারে বসিয়াছেন ও মহাদেবী বসিবার উপক্রম করিতেছেন। তিনি প্রসন্নকে আদেশ করিলেন, "তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে নাও।"

প্রসন্ন ঠিক বুঝিতে পারিল না এত তাড়াতাড়ি আহারের প্রয়োজন কী। কিন্তু মহাদেবীর আদেশ, যাহা পারিল খাইল। তাহার পর আর একবার ত্রিভুবনের কক্ষে তাহাকে দেখিতে আসিল। একটু পরেই প্রসন্ন নিদ্রার আবেগে ঢুলিতে আরম্ভ করিল। নিজের মনেই ভাবিল, সারাদিনের ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার জন্য বোধ হয় আজ এত তাড়াতাড়ি ঘুম আসিতেছে। কক্ষেই আর একটি শয্যা বিস্তৃত ছিল। ক্লান্ত প্রসন্ন শয্যায় গিয়া বসিল, তাহার পর শুইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া গেল। বেচারী প্রসন্ন বুঝিতে পারে নাই যে তাহার খাদ্যে মহাদেবী ঔষধ মিশাইয়া দিয়াছিলেন।

রাত্রির প্রাসাদ

সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া আসিল। রাত্রি গভীর হইবার সঙ্গে সঙ্গে পাটনের রাজপ্রাসাদের কোলাহলও শান্ত হইয়া আসিল ; কেবল প্রাসাদের বাহিরে বিরাট চত্বরে অধিবাসীবা স্থানে স্থানে তখনও একত্র হইয়া নগরের পরিস্থিতি আলোচনা করিতেছিল। সকলেই সন্ত্রস্ত ও ভীত। অনেকে পূর্ব্বেই আপন আপন ধনরত্ন নিরাপদ স্থানে সবাইয়া ফেলিয়াছিল্ এবং অস্ত্র শানিত কবিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মধ্যরাত্রিতে নগর যখন সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ তখন দেখা গেল প্রাসাদের নির্জ্জন এক স্থানে তিনজন ব্যক্তি অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়াইযা রহিয়াছে। সকলেরই সশস্ত্র যোদ্ধবেশ। তাহাদের অনতিদূরে চাবিটি তেজস্বী সুসজ্জিত অশ্ব এক বৃক্ষশাখায় বাঁধা রহিয়াছে। মনে হয় এই তিনজন যেন কাহারও জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিছুক্ষণ পবে একজন অশ্বারোহী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অশ্বারোহীও সশস্ত্র ও তাহার দুইটি চক্ষুব্যাতীত সমস্ত মুখ বস্ত্রাবৃত। বলা বাহুল্য এই বাজপুত ছদ্মবেশের আশ্রয় লইয়াছে। আগন্তুক অশ্ব হইতে নামিয়া যাহারা অপেক্ষা করিতেছিল তাহাদের নিকট আসিয়া নিম্নস্বরে কহিল, "ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হ'য়েছে। আমরা দ্বারের কাছে পৌছিলেই কবাট খুলিয়া দিবে।" আগন্তুক মদনপাল। তাঁহার পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

এক ব্যক্তি কহিল, "তবে আর মিছামিছি বিলম্ব করে লাভ নেই মহারাজ, চলুন যাওয়া যাক্। মদনপাল কহিলেন, "চল। রায়মল্লদেব, আপনি ঘোড়া নিয়ে এইখানেই অপেক্ষা করুন, আমরা তিনজনে যাচ্ছি।"

"যথা আজ্ঞা। তবে আমার ইচ্ছা আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই।"

"কোন ভয় নেই আপনার, আপনি এইখানেই অপেক্ষা করুন।"

তিনজনে প্রাসাদের অন্যদিকে চলিয়া গেল। প্রাসাদের চারিপার্শ্বের বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করিতে করিতে তাহারা অবশেষে প্রাচীর সংলগ্ন এক ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট আসিয়া পৌঁছিল ও দ্বার খুলিতে চেষ্টা করিল। দ্বার খুলিল না, ভিতর হইতে বন্ধ।

মদনপাল কিছু সন্দিগ্ধ স্বরে কহিলেন "রত্নসিংহ, দ্বার তো খোলা থাকার কথা, কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে মনে হচ্ছে।"

"কেন?"

"আমি এই দ্বার খোলা রাখার জন্য বলেছিলাম, কিন্তু দ্বার বন্ধ, এখন কী করা যায়?" মদনপাল কিছু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন।

"তবে কাজ নেই, চলুন ফিরে যাই?"

বৃদ্ধ রত্নসিংহের কথায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কী, ফিরে যাব! তুমি পুরুষ না নারী? প্রাণের যদি এত মায়া তো তুমিই ফিরে যাও। আমার কাছে প্রাণের চেয়ে কথার দাম বেশী।"

লজ্জিত রত্নসিংহ পিছনে সরিয়া গেল।

তৃতীয় ব্যক্তি কহিল, "কিন্তু একটা কিছু উপায় তো করা দরকার।"

"এত বড় প্রাসাদ, কোথাও না কোথাও একটা দ্বার খোলা পাওয়া যাবেই।" বৃদ্ধ মদনপাল প্রাসাদ প্রাচীরের ধারে ধারে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন সুবিধা হইল না। অনেক স্থানে প্রাচীর সংলগ্ন ছোট ছোট গৃহ রহিয়াছে কিন্তু প্রাচীর বাহিয়া উঠিবার উপায় নাই, গবাক্ষগুলিও ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ। হঠাৎ রত্নসিংহ ইসার করিতে এক কক্ষের দিকে মদনপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। মদনপাল দেখিলেন, কক্ষের গবাক্ষ হইতে একটি দড়ি ঝুলিতেছে। তিনদিন পূর্বে এই দড়ি বাহিয়াই ত্রিভুবনপাল প্রাসাদের মধ্যে গিয়াছিল।

দড়ি দেখিয়া মদনপাল অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। উপরে তাকাইয়া দেখিলেন উপরের কক্ষের গবাক্ষে দড়ি দৃঢ়বদ্ধ। আর কাল বিলম্ব না করিয়া মদনপাল দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন, এবং অন্য দুইজনও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল। সঙ্গে সিঁধ কাটিবার যন্ত্রাদি প্রস্তুত ছিল, কাজেই গবাক্ষের দ্বার খুলিতে কষ্ট হইল না, তিন জনই প্রাসাদে প্রবেশ করিল। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া তাহারা মহাদেবীর কক্ষের দিকে চলিল। মদনপাল আগে আগে চলিতেছিলেন, প্রাসাদের পথ তাঁহার সুপরিচিত।

মহাদেবীর কক্ষের দ্বার অর্দ্ধোন্মুক্ত এবং বাহিরে একজন দাসী ঘুমাইতেছিল। মদনপাল সঙ্গীদেব লইয়া ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। কক্ষ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। সম্মুখেই পালঙ্কের উপর কুমার জয়দেবের বিস্তৃত শয্যায় মশারী ফেলা রহিয়াছে। মদনপাল মশারি তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত কবিয়াই চমকাইয়া উঠিলেন। শয্যা শূন্য। কুমারের শয্যার অদূরেই মহাদেবীর শয্যা, সেখানেও কেহ নাই। আশে পাশে অনুসন্ধান করিলেন; মদনপালের মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল, কহিলেন, "রতন, এরা দুইজনেই পালিয়েছে।"

"বলেন কী মহারাজ? এখন উপায়!"

"আমাদের উদ্দেশ্য এরা কোন উপায়ে আগে থেকে নিশ্চয়ই জানতে পেরেছে আর সাবধান হয়ে গেছে। চল, এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাহির হওয়া প্রয়োজন।"

তিনজনেই কক্ষের দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল, একজন দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল, দ্বার খুলিলনা, বাহির হইতে বন্ধ। ভয়ে রত্নসিংহের দেহ হিম হইয়া গেল; কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। কম্পিতস্বরে ডাকিল, "মহারাজ।" মদনপাল পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, বিপদ ঘটিয়াছে। কক্ষের অপরদিকে আরও একটি দ্বার ছিল, তিনজনেই বেগে সেই দিকে দৌড়িয়া গেল ও দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু এখানেও দ্বার বন্ধ।

মদনপালের মুখ শুকাইয়া গেল, কহিলেন, "রতন, সর্ব্বনাশ হয়েছে।"

"উপরের খরখড়ি দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়লে হয় না?"

"যারা দরজা বন্ধ করেছে, তারা কী খড়খড়ি খুলে রেখেছে বলতে চাও?" তবুও মদনপাল একবার কক্ষের উপরের খড়খড়ি পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন। খড়খড়ি বাহিরের চত্তর হইতে এত উচ্চে যে তথা হইতে লম্ফ দেওয়া অসম্ভব। কক্ষের অপর খড়খড়ি দিয়া প্রাসাদের ভিতরের অঙ্গনে যাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেখানেও বিপদ; অঙ্গনে পাঁচ-সাতজন সশস্ত্র সৈন্য পাহারা দিতেছিল। তাহাদের একজনের হাতে তীরধনুও রহিয়াছে।

রত্নসিংহ কক্ষের দ্বারে ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিল। আসন্ন বিপদের ভয়ে কক্ষের মধ্যে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। হঠাৎ মদনপাল কহিলেন, "এক উপায় আছে। সামনের দোতলার দড়ি ছাদ পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই দড়ি ধরে কোন রকমে ছাদে যেতে পারলে বাইরে যাওয়ার পথ পাওয়া সম্ভব।" বৃদ্ধ দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিবার চেষ্টা করিলেন। এমন সময় ছাদেও পদশব্দ শোনা গেল। মদনপাল হতাশ হইয়া কহিলেন, "এই পথও বন্ধ।"

রত্নসিংহ ব্যাকুলস্বরে কহিল, "মহারাজ এখন উপায়?"

কক্ষের মধ্যে জানালা ও খড়খড়ির ফাঁক দিয়া বাহিরের জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আধ আলো আধ অন্ধকারে মদনপালকে দেখাইতেছিল। তিনি ভীত রত্নসিংহকে বলিলেন, "কাল যদি ধরা পড়ি তাহ'লে মহাদেবীর হাতীর পায়ের তলায় আমাদের সকলেরই প্রাণ যাবে। যা অবস্থা তাতে বাঁচবার দু'টি মাত্র উপায় আছে।"

"কী উপায়?"

"এক, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে রক্ষী সৈন্যদের পরাস্ত ক'রে পালায়ন অথবা কাল সকাল আমাদের যারা বন্দী করতে আসবে তাদের যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে বাইরে যাবার চেষ্টা করা।"

"কিন্তু এই দুই উপায়ই তো নিশ্চিত মৃত্যুর পথ। তার চেয়ে আমি অন্য এক ভাল উপায় বলতে পারি। কাল সকালে আমাদের যখন বন্দী করতে আসবে তখন মহাদেবীর পায়ে পড়ে আমরা যদি প্রাণ ভিক্ষা চাই, তবে তিনি ক্ষমা করলেও করতে পারেন। আমাদের জমিদারী হয়ত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে কিন্তু প্রাণ হয়ত বাঁচবে।"

"তুমি বাতুল রত্নসিংহ। মদনপাল কখনও প্রাণ ভিক্ষা চায় না।"

"মহারাজ, আপনি বৃদ্ধ, বহুদিন জীবন উপভোগ করেছেন, কিন্তু আমার জীবনের এই প্রথম আরম্ভ। আপনার পরিণাম আমার জীবনে আমি কেন স্বীকার করে নেবো?"

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া মদনপাল বলিলেন, "চুপ কর, আর কথা বল্লে এখানেই তোমায় শেষ করে দেবো। মনে রেখো তোমার মত বেঁচে থাকতে আমি চাই না। যদি বাঁচতে হয় পুরুষের মত বাঁচব। আমি মদনপাল। মহারাজ ভীমদেবের আত্মীয়* হ'য়ে এই মীনলদেবীর কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইব? আমাকে কী ভাব তোমরা।" বৃদ্ধের দুই চক্ষুতে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া সঙ্গীরা ভয়ে পিছাইয়া গেল।

---

* ভীমদেব—উদয়ামতী ... মদনপাল
কর্ণদেব—মীনলদেবী
জয়দেব

পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত মহারাজ মদনপাল সেই রুদ্ধদ্বার কক্ষের মধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা ভয়ে একস্থানে জড়াজড়ি করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর কপট নিদ্রার ভাণ করিয়া সতর্ক হইয়া রহিল। কারণ বৃদ্ধ মদনপালকে বিশ্বাস নাই। নিজ স্বার্থ

সিদ্ধির জন্য তিনি প্রয়োজন হইলে তাঁহার সঙ্গীদের হত্যা করিতেও পশ্চাৎপদ হইবেন না। রাত্রি বাড়িয়া চলিল তাহার পর এক সময়ে উষার আলোক কক্ষে প্রবেশ করিল। মদনপাল তখনও কক্ষের মধ্যে পাদচারনা করিতেছেন।

এমন সময় কক্ষের বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। কেহ যেন দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিতেছে। মদনপাল বুঝিতে পারিলেন সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। যাহারা তখন নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়াছিল ও ভয়ে কাঁপিতেছিল তাহাদের ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া কহিলেন, "তোমরা না ক্ষত্রিয়? এইরকম ভীরু কাপুরুষের মত ভয়ে কাঁপতে লজ্জা হয় না?"

তাঁহার সঙ্গীরা উঠিয়া দাঁড়াইল। রতনসিংহ মদনপালকে শেষবারের মত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "মহারাজ এখনও ভেবে দেখুন। আমরা এখনও যদি ক্ষমা চাই, মহাদেবী নিশ্চয়ই প্রাণ ভিক্ষা দেবেন।"

রত্নসিংহের কথায় মদনপালের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। চীৎকার করিয়া কহিলেন, "হতভাগা চণ্ডাল, এখনও ভয়? মহাদেবীর হাতে হয় তো বাঁচবে কিন্তু তার আগে আমার হাত থেকে বাঁচবে কী করে? সম্মুখে শত্রু, অস্ত্র নাও কাপুরুষ।" মদনপাল আপন তরবারি বাহির করিলেন। নিরুপায় রত্নসিংহ ও তাহার সঙ্গী ও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তরবারি বাহির করিল। মদনপাল তরবারি হাতে দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চরম মুহূর্ত্ত ঘনাইয়া আসিতেছে। শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, মদনপাল সেইরূপ ভীষণ হইয়া উঠিলেন।

বাহিরের দ্বারের চাবি খুলিবার শব্দ পাওয়া গেল। তাহার পর কাহারা দ্বারে আঘাত করিল এবং দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ দেখিয়া জোর করিয়া খুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মদনপাল অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি নিঃশব্দে দ্বারের নিকটে গিয়া দাঁড়াইলেন তাহার পর একটানে

ভিতরের অর্গল খুলিয়া দিলেন। বাহিরের ধাক্কায় দ্বার সম্পূর্ণ খুলিয়া গেল। যাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল মদনপাল তাহাদের ভাল করিয়া চিনিবার অবকাশ পাইলেন না। কেবল দেখিলেন প্রথম উষার আলো অন্ধকারে মশাল জ্বলিতেছে এবং অনেক সৈনিক উন্মুক্ত তরবারি হাতে তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বৃদ্ধ একবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "জয় সোমনাথ!" তাহার পর তাহাদের মধ্যে লাফাইয়া পড়িলেন।

সৈনিকেরা চারিদিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তিনি একাকী উন্মত্তের মত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের তরবারি তীব্র বেগে ঘুরিতে লাগিল। সারা দেহ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় বর্ষার ধারার মত শোণিতস্রাব হইতে লাগিল। ক্রমাগত রক্তস্রাবে মদনপাল ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তবু তিনি অস্ত্রের সাহায্যে পথ করিয়া সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। তাঁহার দুই সঙ্গী চিত্রার্পিতের ন্যায় কক্ষের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

যুদ্ধ করিতে করিতে মদনপাল সিঁড়ি বাহিয়া নীচের চত্বরে নামিয়া আসিলেন। চত্বরে আরও সশস্ত্র সৈন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারা ভীম বেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিল। বৃদ্ধ শেষবারের মত সর্ব্বশক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রাসাদ দ্বারের দিকে দৌড়াইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না, পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জন পনের সৈনিক তাঁহার দেহে নির্ম্মমভাবে অস্ত্র চালনা করিল। বীর মদনপাল একবার উঠিবার চেষ্টা করিলেন, সারা দেহ একবার কাঁপিয়া উঠিল মাত্র তাহার পর সব স্থির হইয়া গেল।

চত্বরের এক কোণে নূতন মহামন্ত্রী শান্তিচন্দ্র তরবারি হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন, এইবার অগ্রসর হইয়া নিহত মদনপালের দেহের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন। সৈনিকেরা তাঁহাকে দেখিয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

মহামন্ত্রী একবার মৃতদেহের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর প্রাসাদের প্রত্যেক দ্বারে বিশেষ সতর্কতার সহিত পাহারা দিবার জন্য রক্ষীদের আদেশ করিলেন।

প্রাসাদের মধ্যে যখন এই সব ব্যাপার তখন নগরের বাজারে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে গত রাত্রে মহারাণী মীনলদেবী ও মহারাজ জয়দেব পাটন ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

মুরারপাল

প্রসন্নের যখন জ্ঞান হইল তখন সে প্রথমে ঠিক বুঝিতে পারিল না কোথায় রহিয়াছে। সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইতেছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। প্রসন্ন আপনার অবস্থা ভাবিবার চেষ্টা করিল। মনে হইল সে যেন কোন শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে এবং শয্যা দুলিতেছে। চারিদিকে একবার তাকাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল কিন্তু বিশেষ কিছু দেখিতে পাইল না, কেবল এইটুকু বুঝিতে পারিল কে, বা কাহারা তাহাকে যেন শিবিকায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। তবে কী মীনলদেবী তাহাকে বিষ প্রয়োগে অচেতন করিয়া অন্য কোথাও পাঠাইয়া দিতেছেন? তা যদি হয়, কোথায় পাঠাইতেছেন? মালবরাজের নিকটে নয় তো? প্রসন্ন শিবিকার দ্বারের কাছে কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করিল, বুঝিতে পারিল শিবিকার পাশে পাশে অশ্বারোহী রক্ষী চলিয়াছে। একবার ভাবিল পর্দা সরাইয়া বাহিরে তাকাইয়া দেখে কিন্তু পরক্ষণেই পাছে বাহকেরা জানিতে পারে এই ভয়ে সেই চেষ্টায় বিরত হইল।

কিছুক্ষণ পরে বাহকরা শিবিকা নামাইল। ভিতরে প্রসন্ন নিদ্রার ভাণ করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিল। অল্প পর্দা সরাইয়া একবার বাহিরে তাকাইল, দেখিল বিপরীত দিক হইতে মশাল লইয়া কাহারা যেন আসিতেছে। প্রসন্ন ভাবিবার চেষ্টা করিল ইহারা কারা, এ কোথায় তাহাকে লইয়া আসিয়াছে, ইহাদের উদ্দেশ্য কী। চিন্তায় ছেদ পড়িল, হঠাৎ কে যেন প্রসন্নের শিবিকার দ্বার খুলিয়া ভিতরে দেখিবার চেষ্টা করিল। প্রসন্ন নিদ্রিতার ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল। ভাবে বুঝিল মহাদেবী স্বয়ং পর্দ্দা সরাইয়া তাহাকে দেখিতেছেন। কিন্তু পাটনের মহাদেবী এমন সময় পথিপার্শ্বে কী করিতেছেন? প্রসন্ন কিছুই বুঝিতে পারিল না। মহাদেবী পর্দ্দা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রসন্ন আবার মনে মনে বিচার আরম্ভ করিল। ভাবিয়া ঠিক করিল ইহারা নিশ্চয়ই পাটন হইতে পলাইয়া যাইতেছে, কিন্তু কোথায়? হঠাৎ তাহার ত্রিভুবনপালের কথা মনে হইল। কুমাব নিশ্চয়ই পাটনে রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন আর এই সময় মহাদেবী তাহাকে তাঁহার নিকট হইতে সরাইয়া অন্যত্র লইয়া যাইতেছেন। প্রসন্ন আর ভাবিতে পারিল না, উত্তেজনায় উঠিয়া বসিল। যে কোন উপায়ে হউক পাটনে ফিরিতেই হইবে। কিন্তু কি রূপে তা সম্ভব? তাহারা পাটন ছাড়িয়া কতদূর আসিয়াছে তাহাই তো সে জানে না। সাহস করিয়া সে পর্দ্দা সরাইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল শিবিকার বাহকেরা দূরে এক জায়গায় বসিয়া জটলা করিতেছে। প্রসন্নের সাহস বাড়িল। সে শিবিকার বিপরীত দিকের দ্বার নিঃশব্দে খুলিয়া বাহিরে আসিল, তাহার পর পূর্ব্বের মত দ্বার বন্ধ করিয়া নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষের আড়ালে গিয়া লুকাইল। একবার ভাবিয়া দেখিল না ইহার পরিণাম কী হইতে পারে।

এমন সময় গাছের আড়াল হইতে দেখিতে পাইল দূরে মহাদেবী আসিতেছেন। তাঁহার সাথে আনন্দসূরি এবং সামন্ত মুরারপাল রহিয়া-

ছেন। তাঁহারা প্রথমে রক্ষী ও বাহকদেব নিকট গিয়া কী বলিলেন তাহার পর প্রসন্নের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাহার মনে অত্যন্ত ভয় হইল, যদি সে ধরা পড়িয়া যায় তো কী হইবে? কিন্তু মহাদেবী, আনন্দ-স্থরি বা মুরারপ্রাল কেহই কোন দিকে তাকাইলেন না, নিজেদের মধ্যে গম্ভীর ভাবে আলাপ করিতে লাগিলেন।

প্রসন্ন শুনিতে পাইল মুরারপাল বলিতেছে "কিন্তু মহাদেবী পাটনে একটা কিছু গোলমাল হবেই। কাল অধিবাসীরা যখন জানতে পারবে যে আপনি পাটন ছেড়ে গেছেন তখন তারা বিদ্রোহ করতে পাবে।"

ক্রুদ্ধ মীনলদেবী কহিলেন, "এই এক কথাই চিরকাল শুনে আসছি। এই একই কথা মুঞ্জাল বলত, শান্তিচন্দ্র বলে আর তুমিও বলছ। কেন পাটনেব মহারাণি কী তার এই বন্দীদশা থেকে একবাবও বাইরে আসতে পারে না?"

"ক্ষমা করুন মহাদেবী, আমি একটা কথা বলছি। মহারাজ কর্ণদেবের নামে পাটনের অধিবাসিবা যে কোন আদেশ পালন করতে কখনও দ্বিধা করেনি। আপনার আদেশও তাবা হয়ত নির্ব্বিচারে পালন করবে, কিন্তু তারা যদি বুঝতে পারে যে আপনি এমন কোন কাজ করছেন যাতে পাটনের গৌরব নষ্ট হবে, তাহলে কিন্তু—"

মুরারপাল তাহার কথা শেষ করিবার অবকাশ পাইল না। তাহাকে থামাইয়া কঠোর কণ্ঠে মীনলদেবী কহিলেন, "চুপ কর তুমি। তোমাদের সকলের মুখেই এই এক কথা।"

"ক্ষমা করুন মহাদেবী, আপনি যদি অসন্তুষ্ট হন তবে বলব না।"

মীনলদেবী কিছু নম্র স্বরে কহিলেন, "না, সে কথা নয় মুরারপাল। তবে পাটনের ক্ষতি হয় এমন কোন বিষয়ে আলাপ আমি নিশ্চয়ই করব না। আসলে মধুপুরের সৈন্যদলকে আমাদের অধিকারে রাখতেই হবে। এই কাজ হয়ে গেলেই আমি পাটনে ফিরে আসব।"

সন্ন্যাসী মুরারপালকে কহিল, "আপনি তো পাটনেই ফিরে যাচ্ছেন; আগামী পরশু অবধি আপনাকে সেখানে থাকতেই হবে। ইতিমধ্যে মহাদেবী মৃণালকে বশ করে, দেবপ্রসাদের বিরুদ্ধে চন্দ্রাবতীর সৈন্যদের পাঠিয়ে আর নিজের সঙ্গেও কিছু সৈন্য নিয়ে পাটনে ফিরে যাবেন।

"কিন্তু আমি কী করব সেখানে?"

মহাদেবী কহিলেন, "সেখানে যাতে কোন উপদ্রব না হয় সেইদিকে তোমার লক্ষ্য রাখতে হবে। আর চম্পানীর দ্বারের এই চাবি নিয়ে যাও, যদি তেমন কোন বিপদ সত্যই উপস্থিত হয় তাহলে এই চাবি অনেক কাজ দেবে। পরশু সন্ধ্যার সময় আমার অপেক্ষা কোরো। আমি আসবার সময় কিছু সৈন্য নিয়ে আসব; কোন উপদ্রব হলে সঙ্গে সঙ্গে দমন করা যাবে।

"যথা আজ্ঞা। আপনি নিরাপদে ফিরে আসুন ভগবান শঙ্করের কাছে এই প্রার্থনা।"

"আচ্ছা। তাহলে আমরা চল্লাম। যদি সম্ভব হয় মধুপুরের কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। মিছামিছি এই সৈন্যদলের মধুপুরে পড়ে থেকে কী লাভ?" মহাদেবী আনন্দস্ফূর্তি অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

প্রসন্ন এতক্ষণ ইহাদের কথা শুনিতেছিল। তাহার আবার ভয় হইল। মহাদেবী যদি তাহার শিবিকার দ্বার খুলিয়া দেখেন তাহা হইলেই সব ধরা পড়িয়া যাইবে আর রক্ষীরাও নিশ্চয়ই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবে। কিন্তু প্রসন্নের ভাগ্য ভাল। মহাদেবী আর তাহার শিবিকার দ্বার খুলিয়া দেখিলেন না। তিনি সরাসরি আপন শিবিকায় গিয়া উঠিলেন। রক্ষী ও বাহকেরা প্রস্তুত হইল শিবিকা উঠাইল, তাহার পর অদৃশ্য হইয়া গেল। বৃক্ষের আড়ালে প্রসন্ন একাকী দাঁড়াইয়া রহিল।

ইতিমধ্যে জ্যোৎস্না প্রকাশ পাইল এবং মুরারপালও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। মুরারপাল গুর্জ্জরের প্রসিদ্ধ রণনিপুণ সৈনিক। সে

এতদিন সীমান্তবর্ত্তী বিদ্রোহীদের দমন করিতে ব্যস্ত ছিল। এই সময় সীমান্ত ছাড়িয়া রাজধানীতে ফিরিবার তাহার তত ইচ্ছা ছিল না কিন্তু মহাদেবীর আজ্ঞা, কী করা যায়?

মুরারপাল অশ্বারোহণ করিতেছিল হঠাৎ থামিয়া গেল ও অবাক বিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। তাহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা। সে স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? বলা বাহুল্য বালিকা প্রসন্ন। মহাদেবী ও তাঁহার সঙ্গীদের চলিয়া যাইতে দেখিয়া সে মুরারপালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রসন্নই প্রথম কথা কহিল। রহস্য করিয়া বলিল, "এই বয়সে রাজপুতের এত বেশী চিন্তা করা ঠিক নয়।" মুরারপাল অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে প্রসন্নকে কোন দিনই দেখে নাই, সে কথা বলিবে কী, প্রথমে কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল তাহার পর কহিল, "কে—কে তুমি?"

"এই তো বেশ কথা বলতে পার দেখছি। আমি ভাবলাম হয়ত বোবা। তা হাঁ করে দেখছ কী? যুদ্ধ করতে করতে ভব্যতা ভুলে গেছ নাকি?" প্রসন্ন খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

প্রসন্নের কথায় মুরারপালের সম্বিত ফিরিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু আপনি কে, আর এই সময় এখানে একাকী কোথা থেকে এলেন?"

রহস্যময়ী প্রসন্ন কহিল, "কেন আপনার সঙ্গে পাটনে যাব বলেই তো এলাম। নিন, আপনার ঘোড়া তৈরী, আমি উঠে বসছি, এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে বলতে এমনিই তো রাত শেষ হয়ে যাবে। আপনি এত কথা বলতে পারেন, বাবা।"

"তা ত বুঝলাম, কিন্তু তুমি কে?"

"দেখতে পাচ্ছেননা, এক অসহায়া মেয়ে।"

"সে তো বলার আগেই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমার—"

"দেখতে পাচ্ছেন তো নিয়ে চলুন।"

মুরারপাল হাসিয়া উঠিল। কহিল, "তুমি যতক্ষণ না তোমার সব কথা আমায় বলছ ততক্ষণ আমি কোন সাহায্যই করবনা। তোমায় ঘোড়ায় উঠিয়ে দি আর তুমি যদি ঘোড়া নিয়ে চলে যাও, এখানে একলা আমার অবস্থা কী হবে, আমি যাব কী করে?"

আসল কথা বেচারী মুরারপাল প্রসন্নর রূপে মজিয়াছিল।

"আমি এই রাত্রিতে আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার সঙ্গে একাকী যেতে চাইচি আর আপনি আমার মত একটা সামান্য মেয়েকে বিশ্বাস করতে চাইছেন না। আশ্চর্য্য, আপনি না রাজপুত!"

"তা কী করি বল? তোমায় জানিনা, কখনও দেখিনি, এখনি সঙ্গে নেওয়া কী ভাল? তা বেশ, চল, তুমি যখন কিছুই বলবে না তখন আর কী করা যাবে? কিন্তু পাটনের কোথায় যেতে চাও তুমি?"

"আপনি রাগ করবেন না, সময় হলে হয়ত সবই আপনাকে বলব, এখন যা করে হোক পাটনে চলুন, আর কথা বাড়াবেন না।"

"বেশ, এস তোমায় ঘোড়ায় উঠিয়ে দি। মুরারপাল কিশোরীকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইতে প্রস্তুত হইল।

"থাক দরকার নেই। আমি নিজেই ঘোড়ায় চড়তে জানি।" প্রসন্ন লাফ দিয়া চড়িয়া বসিল। বেচারী মুরারপাল কী করে? তাহার আগে গিয়া বসিল ও অশ্ব তাড়না করিল। তেজস্বী অশ্ব ভীমবেগে ছুটিয়া চলিল।

হঠাৎ মুরারপাল প্রশ্ন করিল, "তুমি ক্ষত্রিয়া?"

"হাঁ, কেন বলুন তো?"

"না এমনিই।" তারপর কহিল, "আমায় বিয়ে করবে?"

"আজ্ঞে না, সে ইচ্ছা বিশেষ নেই," প্রসন্ন আর একদফা হাসিয়া উঠিল। বেচারী মুরারপালের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল।

যাহা হইবার তাহা হউক

দেবপ্রসাদের যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখনও রাত্রির অন্ধকার দূর হয় নাই। মণ্ডলেশ্বরের আজ নিজেকে এক নূতন মানুষ বলিয়া বোধ হইল। দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে যাহা কখনও হয় নাই আজ তাহা প্রায় সফল হইতে চলিয়াছে। এতদিন তাঁহার সাফল্যেব পথে প্রধান অন্তবায় ছিল স্বয়ং মহামন্ত্রী মুঞ্জাল, কিন্তু সেই বাধা আর নাই। আজ তাঁহাকে হয়ত পাটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু যুদ্ধকে তাঁহার ভয় নাই। তাহা ছাড়া যুদ্ধই ত তিনি চাহিয়াছিলেন। আজ মুঞ্জালকে দূবে রাখিয়া পাটন কতক্ষণ তাঁহাকে ঠেকাইয়া রাখিবে? দেবপ্রসাদ মনে মনে হাসিয়া উঠিলেন। সাবা জীবন যে দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছেন আজ তাহার অবসান হইতে চলিয়াছে। পূর্ব্বদিকে আশার অরুণ আলো দেখা যাইতেছে। ভবিষ্যতেব কথা ভাবিয়া দেবপ্রসাদ আজ মনে মনে দ্বিগুণ শক্তি পাইলেন।

অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই মণ্ডলেশ্বব শয্যা ত্যাগ করিলেন। সকালেই ভগবান মস্তকেশ্ববের মন্দিবে মুঞ্জালের সহিত তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। পূজাবন্দনাদি শেষ করিয়া মণ্ডলেশ্বব অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত হইলেন। বাহিরে অশ্ব প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাব হ্রেষারব শুনা গেল। অন্য যে সমস্ত সামন্ত দেবপ্রসাদের সহিত যাত্রা করিবেন তাঁহারাও প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।

দেবপ্রসাদ মনে মনে ঠিক করিয়াছিলেন যে মুঞ্জালের সহিত আলোচনা করিবার পর যদি সম্ভব হয় তবে দুইজনের সৈন্য একত্র করিয়া পাটনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমানে যখন চন্দ্রাবতীর সৈন্যদল নিষ্ক্রিয় হইয়াছে তখন পরামর্শেরও যথেষ্ট

সময় পাওয়া যাইবে। এমন কী হয়ত বিনা রক্তপাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। মুঞ্জাল যদি তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন তাহা হইলে তাঁহার পাটন অভিযানে চন্দ্রাবতীর সৈন্য হয় কোন অংশই গ্রহণ করিবে না, আর না হয় চন্দ্রাবতী হইতে ছাউনি উঠাইয়া আরও পশ্চাতে হটিয়া যাইবে। যে দিক দিয়াই বিচার করিয়া দেখা যাউক, তাঁহার পক্ষে পাটনের নিকট শিবির স্থাপনা করার ইহাই বিশেষ সুবিধা। তখন মহাদেবী নিজেই সম্ভবতঃ সন্ধির প্রস্তাব করিবেন এবং বিনা রক্তপাতেই কার্য্য উদ্ধার হইবে। যে ভাবেই হউক, মুঞ্জালকে তাঁহার স্বপক্ষে রাখিতে হইবে; এই সমস্যার সমাধান হইলেই তিনি নিশ্চিন্ত।

মণ্ডলেশ্বর নিজের মন স্থির করিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন। দ্বারের নিকট আরও কয়েকজন সামন্ত তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দেবপ্রসাদের সহকারী সামন্ত, গম্ভীরমল্লও সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন। দেবপ্রসাদ তাঁহাকেই প্রথম প্রশ্ন করিলেন, "গম্ভীরমল্লদেব, কবে নাগাদ পাটনের দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে?"

"মহারাজ, বল্লভসেন মেরল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। আপনি আজ মুঞ্জালের সহিত আলোচনা করুন, প্রয়োজন হলে আমরা কাল প্রত্যুষেই অগ্রসর হতে পারি।"

"উত্তম, কিন্তু স্মরণ রাখবেন, চন্দ্রাবতীর সৈন্যদলের সঙ্গে আমাদের যেন সংঘর্ষ না হয়।"

"আপনি সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার অশ্ব তৈরী, আপনি যাত্রা করুন, বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।" ভোরের আলো তখন ফুটিয়া উঠিতেছে।

দেবপ্রসাদের শ্বেত অশ্ব "রূপা" সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ও প্রভুকে দেখিয়া হ্রেষাধ্বনি করিয়া উঠিল। দেবপ্রসাদ তাহার স্কন্ধে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিলেন। আদর পাইয়া অশ্ব সামনের দুইপা তুলিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

দেবপ্রসাদ অশ্বের পৃষ্ঠে উঠিতে যাইতেছেন এমন সময় মনে হইল দূরে কয়েকজন লোক প্রজ্জ্বলিত মশাল লইয়া যেন এই দিকেই আসিতেছে। তাহাদের সাথে বাহকরা এক শিবিকা বহিয়া আনিতেছে।

দেবপ্রসাদ ডাকিয়া কহিলেন, "কে ওখানে?" আগন্তুকেরা সামনে অগ্রসর হইয়া আসিল। "কে, বস্তুচন্দ্র? এখন অসময়ে এখানে?"

"মহারাজ, মহাদেবী আপনাকে আশীর্ব্বাদ জানিয়েছেন।"

"বেশ, বেশ, আর কী সংবাদ?" অযথা বিলম্বের জন্য দেবপ্রসাদ কিছু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন।

"আর আমার সঙ্গে মহাদেবী আপনার জন্য এক উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।" বস্তুচন্দ্র সঙ্গের শিবিকার দিকে নির্দ্দেশ করিল।

"আমার জন্য উপঢৌকন? মহাদেবী পাঠিয়েছেন?" দেবপ্রসাদের ঔৎসুক্য হইল। মহাদেবী তাঁহার জন্য কী পাঠাইতে পারেন? দেবপ্রসাদ আপন অজ্ঞাতেই অশ্ব হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। বাহকরা শিবিকা সামনে আনিয়া নামাইল, সামন্তরা চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং মশালীরা শিবিকার দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। এক অস্বাভাবিক শান্ত পরিস্থিতির মধ্যে বস্তুচন্দ্র শিবিকার দ্বার খুলিয়া দিলেন। হংসা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া মণ্ডলেশ্বরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। দেবপ্রসাদ নির্ব্বাক বিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দীর্ঘকাল পরেও হংসার মুখচ্ছবি ভুলিবার নয়। মণ্ডলেশ্বরের সারা দেহ উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল. তিনি আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। একবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন তাহার পর আবার চাহিয়া দেখিলেন, না কোন সন্দেহ নাই, তাঁহারই হংসা সামনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেবপ্রসাদ কথা বলিতে গেলেন, পারিলেন না, গলার স্বর ফুটিল না।

হংসাও পনের বৎসর পর দেবপ্রসাদকে পুনরায় দেখিল। তাহারও

দেহ কাঁপিতেছিল, দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল। বিভিন্ন সামন্তরা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তাঁহারা কেহই কিছু জানেন না। সকলের মাঝখানে অভাগিনী হংসা নত মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সময় বহিয়া চলিল। তাহার পর একসময় মণ্ডলেশ্বরই প্রথম কথা বলিলেন, "কে, হংসা ?"

হংসা এই প্রথম দেবপ্রসাদের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল। একবার কথা বলিবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, দুইটি হাত উঠাইয়া একবার ব্যর্থ আশ্রয় খুঁজিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরই অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু হংসা মাটিতে পড়িবার পূর্ব্বেই দেবপ্রসাদ তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। মন্দিরের পূজারী সামনে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে কহিলেন, "তোমার স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি ডাক।" তাহার পর হংসার অচেতন দেহ তুলিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন।

এদিকে সামন্তরাজগণ এই আকস্মিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে অস্থির হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ হংসার চৈতন্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কেহই হংসাকে দেখেন নাই বা তাহার কথা শুনেন নাই, কাজেই নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিলেন।

সময় বহিয়া চলিল এবং ক্রমশঃ উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল। অবশেষে গম্ভীরমল্ল দেবপ্রসাদের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন এবং মণ্ডলেশ্বর বাহিরে আসিলে কহিলেন, মহারাজ আসল কাজের বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।

"কিসের বিলম্ব ?"

"মুঞ্জালের সহিত দেখা করবেন না? এদিকে সূর্য্য উঠছে, বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।" পলকের জন্য দেবপ্রসাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরই সব নিভিয়া গেল। উদাসকণ্ঠে বলিলেন, "বিলম্ব হচ্ছে হতে দাও— "। দেবপ্রসাদের সমগ্র চিত্ত তখন হংসার নিকট পড়িয়া রহিয়াছে।

"কিন্তু মহারাজ, ভুলবেন না যে আপনার আর মুঞ্জালের মধ্যে পরস্পর সাক্ষাতের উপর আমাদের সকলেরই ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। হংসাদেবীর এখনই জ্ঞান হবে, এখানে তাঁর সেবার অভাব হবে না। আপনি চলুন।"

ধীর, গম্ভীর কণ্ঠে মণ্ডলেশ্বর কহিলেন, "কী হবে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে? তোমাদের রাজনীতির খেলায় আমার প্রয়োজন নেই। আমার হংসাকে আমি এতদিন পরে ফিরে পেয়েছি, এই আমার যথেষ্ট।"

কিন্তু গম্ভীরমল্ল বিচক্ষণ রাজপুরুষ, সে অত সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। কহিল, "এই সামান্য বিষয়ে এত অধীর হ'লে কী চলে মহারাজ? যদি আদেশ করেন আমি এক কাজ করি, মন্ত্রীকে এইখানেই নিয়ে আসি।"

"এতে আর আমার আদেশের প্রয়োজন কী? এতো মুঞ্জালেরই বাড়ী, সে ইচ্ছা করলেই আসতে পারে।" দেবপ্রসাদ এই বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

গম্ভীরমল্ল দেখিল বিপদ, দেবপ্রসাদকে এই অবস্থায় কোন উপায়েই কোথাও লইয়া যাওয়া সম্ভব নহে, অথচ তাঁহাকে অবিলম্বে না দেখিতে পাইলে অন্যান্য সামন্তরা এবং সৈন্যবাহিনী নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। এই সব চিন্তা করিতে করিতে সে নীচে নামিয়া আসিল ও সামন্তদের বলিল, "মণ্ডলেশ্বর মুঞ্জালকে এখানে ডাকিয়া পাঠাইতে আদেশ করিলেন।"

গম্ভীরমল্ল যে ভয় করিয়াছিল তাহাই হইল। দেবপ্রসাদ মুঞ্জালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন না শুনিয়া সকলেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। সকলের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন দেখা দিল। এদিকে হংসার কক্ষের নিকট কোলাহল ও এত লোকের যাওয়া আসায় দেবপ্রসাদ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং একসময় বাহিরে আসিয়া সকলকেই স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তাহার পর কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া পুনরায় হংসার শিয়রে আসিয়া বসিলেন।

ধীরে ধীরে হংসার জ্ঞান হইল। যখন সে চোখ মেলিয়া চাহিল তখন প্রথমে কিছু বুঝিতে পারিল না, কেবল মনে হইল সে যেন কোন অপরিচিত কক্ষে শয্যায় শুইয়া রহিয়াছে। তার পর মনে হইল শিয়রে কে যেন বসিয়া রহিয়াছে, তাহার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল এবং দেখিবামাত্র বিদ্যুৎবেগে সব কথা মনে পড়িয়া গেল। অস্ফুটস্বরে ডাকিল, "প্রভু!"

মণ্ডলেশ্বর আরও নিকটে সরিয়া আসিলেন। তাঁহার বিশাল দুই বাহুর মধ্যে হংসাকে জড়াইয়া ধরিলেন। অজস্র চুম্বনে তাহাকে ভরিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ দুইজনেই যেন জগৎ-সংসার ভুলিয়া গেলেন। তাহার পর দেবপ্রসাদ কহিলেন, "মহাদেবী তোমায় ফিরিয়ে দিয়েছেন, তিনি যে সত্যই এই উপকার করবেন তা আমি ভাবতেই পারিনি।"

"মহারাজ, মীনলদেবী তোমার উপকার করার জন্য নিশ্চয়ই আমাকে পাঠান নি। বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি আমায় তোমার কাছে পাঠিয়েছেন।"

"কী তাঁর উদ্দেশ্য?"

"তাঁর কথা এখন থাক্, তুমি কী করছিলে তাই বল। তুমি তো আমারও রাজা, তোমার কথা আমার জানতে ইচ্ছা হয় না?" হংসা দেবপ্রসাদের গলা জড়াইয়া ধরিল।

"আমি তোমার ভাই মুঞ্জালের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম, আমাদের দুজনের মধ্যে মিল হয়ে গেছে জান না?"

"সত্য প্রভু?"

"হ্যাঁ, কেন বলত? তুমি এমন করছ কেন?"

"মহারাজ, মহাদেবীর ষড়যন্ত্র আমি এইবার বুঝতে পারছি। আমায় বলেছিলেন বটে যে মুঞ্জাল তাঁর উপর নাকি অত্যন্ত রেগে গেছেন। এখন মনে হচ্ছে যে তোমাদের দুজনের মধ্যে যাতে মিল না হয় সেইজন্যই মহা-

দেবী আমায় তোমার নিকট পাঠিয়েছেন। কিন্তু তুমি যে গেলে না এতে মহাদেবীরই সুবিধা হবে।"

ষড়যন্ত্র দেবপ্রসাদও যে না বুঝিয়াছেন তাহা নহে; কহিলেন, "তাতে আর আমার কতটুকু ক্ষতি হবে? হয়ত বড় জোর দু'দিন বিলম্ব হবে। আমি মৃণালকে এইখানে আনবার জন্য গম্ভীরমল্লকে পাঠিয়েছি, কাজেই আর তোমার চিন্তা কী?"

"চিন্তা তো হবেই মহারাজ। তোমার কাছে যদি চিরকাল থাকতে পেতাম তাহলে তোমার সাহস দেখে ভয় হত না। কিন্তু সে সৌভাগ্য তো করে আসিনি। কিন্তু দেখো মহারাজ, আমার জন্য যেন তুমি তোমার আদর্শভ্রষ্ট হ'য়ো না। আমি তোমার পথের কাঁটা কোনদিন না হই।"

"তুমি পাগল হয়ে গেলে হংসা? এতদিন পর তোমায় যখন পেয়েছি তখন আর ছেড়ে দেবো না। দেখ, কতদিন হয়ে গেল তোমাতে আমাতে ছাড়াছাড়ি, তখন আমরা কত ছোট। কত বিপদ আমাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। এর পর যা হয় হোক, তোমায় আর কখনও ছাড়ব না। যদি বাঁচি দু'জনে একসঙ্গে বাঁচব, আর যদি মরি তাও দুজনে একসঙ্গে মরব।"

"কিন্তু আমাদের সন্তান, আমাদের দেহস্থলী, এদের কী হবে? আমায় তুমি ভুল বুঝোনা, কিন্তু ঐ রাক্ষসী মহাদেবীকে আমার বড় ভয় হয়।"

"কোন ভয় নেই তোমার, সব ঠিক হয়ে যাবে, আর ত্রিভুবনের কথা ভাবছ? সে সিংহ-শিশু।"

"আমি নিজের চোখে তাকে সিংহের মতই যুদ্ধ করতে দেখেছি।" তাহার পর হাসিয়া বলিল, "ঠিক তোমার মত।"

"তাকে আবার কোথায় তুমি যুদ্ধ করতে দেখলে? কোন বিপদে পড়েনি ত?"

হংসা তখন ত্রিভুবনের যুদ্ধ ও প্রসন্নের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

"ভয় কোরো না, নিজের বাহুবলেই সে তার পথ করে নেবে। কিন্তু প্রসন্ন মেয়েটি কে? দেখ, আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল, ত্রিভুবন প্রায়ই চুপি চুপি দেহস্থলী থেকে পাটনে যাওয়া আসা করে, এর কারণ এখন বুঝতে পারছি। আর তা না হবেই কেন, কেমন বাপের ছেলে তা দেখতে হবে তো?" দেবপ্রসাদ হাসিয়া উঠিলেন।

"তোমার মনে আছে, ভীমনাথ মহাদেবের মন্দিরে আমাদের প্রথম আলাপ হয়েছিল?"

"সে কথা কী ভুলবার" মণ্ডলেশ্বর সস্নেহে হংসাকে চুম্বন করিলেন, তাহার পর কহিলেন, "হংসা—এইবার আমাদের নাতি হবে দেখো।"

"সবই ভগবানের ইচ্ছা। কিন্তু তুমি যদি এইরকম নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক. তাহলে তোমার যে সব কাজ বাকী রয়েছে তার কী হবে?"

"যা হবার হোক।"

"সে কী? তাহলে চলবে কী করে?"

"যাদের কাজ তারা নিজেরাই করে নেবে। পাটন বা গুর্জ্জরের ভবিষ্যৎ কী হবে না হবে তাতে আমার কী আসে যায়? আমি পনের বছর ধরে অনুসন্ধানের পর আজ তোমায় খুঁজে পেয়েছি, সেই আমার যথেষ্ট।"

"এ কথা তোমার মুখে মানায় না প্রভু। দুনিয়ার লোকে এই কথা শুনলে বলবে কী?"

"যেতে দাও এই সব কথা। দুনিয়ার লোকে কী বলে তাতে আমার কী, তুমিই আমার দুনিয়া, আমার সর্ব্বস্ব।"

তাহার পর আলাপ ভুলিয়া মণ্ডলেশ্বর ও হংসা দুইজনে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল। দীর্ঘ পনের বছরের বিচ্ছেদের আজ পরিসমাপ্তি। তাহার পর একসময় দুইজনেই পরস্পরের আলিঙ্গনে ঘুমাইয়া পড়িল।

এদিকে বেলা বাড়িয়া চলিল। প্রভাত গিয়া মধ্যাহ্ন আসিল;

মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ন, তাহার পর এক সময় ভগবান সূর্য্যদেব পশ্চিমের দিকচক্রবালে ঢলিয়া পড়িলেন। ক্রমশঃ রাত্রি আসিল, ও জ্যোৎস্নার অমৃত ধারায় সারা পৃথিবী প্লাবিত হইয়া গেল। প্রণয়ী-যুগল জানিতেও পারিল না কোথা দিয়া এই দীর্ঘ সময় কাটিয়া গেল।

হংসা একসময় জিজ্ঞাসা করিল, "দিন শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কৈ মুঞ্জাল তো এল না? এখন আপনার সৈন্যবাহিনীর কী হবে?"

"যা হবার হোক, কেবল আমাদের দু'জনের প্রেম অমর হয়ে থাক।"

দুইজনের মিলনের একক সাক্ষী আকাশের চন্দ্রদেব বোধ হয় দেবপ্রসাদের কথা শুনিয়া অলক্ষ্যে হাসিয়া উঠিলেন।

ক্ষমতার প্রয়োগ

আনন্দসূরী মহাদেবীকে যে পরামর্শ দিয়াছিল অচিরেই তাহার ফল দেখা দিল। চন্দ্রাবতীর বিরাট সৈন্যবাহিনী বহু অংশে বিভক্ত ছিল, ভিন্ন ভিন্ন অংশের নায়কগণের সহিত আনন্দসূরী আলাপ আরম্ভ করিলেন ও আলাপের সাফল্যের সংবাদ মীনলদেবীকে জানাইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ সৈন্যবাহিনীর এক গরিষ্ঠ অংশ মহাদেবীর প্রতি সহানুভূতিশীল হইয়া উঠিল। মধুপুরের সৈন্যশিবিরেও সংবাদ পাঠান হইল। মহাদেবীর চর আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল যে এই সৈন্যবাহিনীর একটি দল মূল শিবিরের কিছু আগে ছাউনি ফেলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল এবং এই দলের সহিত মুঞ্জালের সাক্ষাৎ হইয়াছে।

মহাদেবী বিশেষ করিয়া মুঞ্জালের সংবাদের জন্যই অপেক্ষা করিতে-

ছিলেন। এমন সময় জানিতে পারিলেন যে মুঞ্জাল কয়েকজন অনুচর লইয়া বাঘেশ্বরীর মন্দিরের দিকে যাইতেছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে মহাদেবীর বিশেষ বিলম্ব হইল না; মুঞ্জাল বাঘেশ্বরীর মন্দিরে দেবপ্রসাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। নিজের অজ্ঞাতেই মহাদেবীর মন মুঞ্জালের উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। এতদিন তিনি মুঞ্জালকে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন আর আজ সে স্বচ্ছন্দে তাঁহার শত্রুর সহিত মিলিত হইতে যাইতেছে।

কিন্তু যাহা কিছু করিবার তাহা এখনই করিতে হইবে। একবার ভাবিলেন কয়েকজন সৈন্য লইয়া নিজেই বাঘেশ্বরী মন্দিরের পথে মধুপুর যাত্রা করিবেন এবং পথের মাঝখানেই মুঞ্জালের গতিরোধ করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল জোর করিয়া প্রতিরোধ করিলে মুঞ্জাল তাঁহার সম্বন্ধে কী ভাবিবে? আসলে মহাদেবী মনে মনে মুঞ্জালকে ভয় করিতেন। মহামন্ত্রীর অসাধারণ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। মীনলদেবীর চিন্তার মোড় ফিরিল, তিনি না পাটনের মহাদেবী? তিনি ইচ্ছা করিলে নিশ্চয়ই জোর করিয়া মুঞ্জালের গতিরোধ করিতে পারেন। তাঁহার ক্ষমতা আছে, অতএব কেন তাঁহার প্রয়োগ করিবেন না? মীনলদেবী তাঁহার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া ফেলিলেন; তবুও নিশ্চয়তার জন্য আনন্দসূরীকে একবার প্রশ্ন করিলেন, "সন্ন্যাসী মহারাজ, যদি বাঘেশ্বরী মন্দিরের পথে যাওয়া যায় তো কেমন হয়?"

"মহাদেবী, হয়ত যাওয়া যাবে কিন্তু ঘুর পথ, অনেক বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা।"

"তা হো'ক, সেই পথেই চলুন।"

সন্ন্যাসী মীনলদেবীর উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন; এই সময়ে তাঁহার ইচ্ছার প্রতিবাদ করা যুক্তিযুক্ত মনে হইলনা, আর তাহা ছাড়া পথ দূর হইলেও ক্ষতি বিশেষ নাই। কহিলেন, "তা বেশ কিন্তু কুমার জয়দেবের এই

সময় পাল্কী ছেড়ে ঘোড়ায় চড়লে ভাল হয়। তাঁকে দেখে সৈন্যদের উৎসাহ অনেক বেড়ে যাবে।"

"ঠিক বলেছেন।"

মহাদেবী জয়দেবকে পাল্কী ছাড়িয়া অশ্বারোহণ করিতে আদেশ দিলেন। জয়দেবও বদ্ধ পাল্কী অপেক্ষা সৈন্যদের সহিত ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়া অনেক ভাল মনে করিল। সে সানন্দে অশ্বারোহণে সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গেল। মীনলদেবী, সন্ন্যাসী ও তাঁহার দলবল লইয়া বাঘেশ্বরী পথে মধুপুরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা মধুপুরের অনেক নিকটে আসিয়া পড়িলেন, এমন সময় দূরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনা গেল। কাহারা যেন অশ্বারোহণে এদিকে আসিতেছে। মহাদেবী চকিত হইয়া উঠিলেন, মুঞ্জাল নহে তো? সঠিক সংবাদ লইবার জন্য তৎক্ষণাৎ আনন্দসূরিকে স্মরণ করিলেন এবং সন্ন্যাসী আসিলে প্রশ্ন করিলেন, "সামনে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না?"

"আজ্ঞা হাঁ, খুব সম্ভব মুঞ্জাল মণ্ডলেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। এখন কী করা যায় বলুন।"

"এখনই তার গতি রোধ করুন।"

"যথা আজ্ঞা।"

"কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন মুঞ্জালের যেন কোন ক্ষতি না হয়।"

শুষ্ক কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিল, "আপনার আদেশ মতই কাজ হবে।"

এমন সময় দূরে সত্যই কয়েকজন অশ্বারোহী এইদিকে আসিতেছে দেখা গেল। তাহাদের সঙ্গে মশাল জ্বলিতেছে। তখন দিনের আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে; সেই আলোকে ও অশ্বের পায়ের ধূলায় মশাল ম্লান দেখাইতেছিল। ক্রমশঃ অশ্বারোহীরা আরও নিকটে আসিয়া পড়িল। মহাদেবী দেখিতে পাইলেন, সকলের অগ্রে শ্বেত অশ্বে বর্ম্মপরিহিত সশস্ত্র

মৃণাল ছুটিয়া চলিয়াছেন। তিনি মনে মনে একবার ভাবিলেন, শক্তিশালী মৃণাল আজ তাঁহার বিপক্ষে। নিজের অজ্ঞাতেই তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

এদিকে সন্ন্যাসী মৃণালের গতিরোধ করিবার জন্য আগে সৈন্যদের লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। মৃণাল দেখিলেন পথ বন্ধ। অশ্বের গতি-রোধ করিয়া কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, "পথ ছাড়।"

একজক রক্ষী উত্তর দিল, "এই পথ দিয়া যাওয়া নিষেধ।"

মৃণাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দুই পক্ষের শক্তির তারতম্য দেখিয়া লইলেন। তাঁহার সহিত মাত্র কুড়ি জন সৈন্য রহিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বিপক্ষে সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ ষাট জনের কম হইবে না।
কাজেই বুঝিলেন এখানে বল প্রয়োগ বৃথা। তবে কৌশলে কাজ হইতে পারে। কঠোর দৃষ্টিতে প্রথমোক্ত রক্ষীর দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে?"

"আমি চন্দ্রাবতীর একজন সেনানায়ক।"

"আমায় চিনতে পারছ? আমি কে জান?"

"না।"

"আমি চন্দ্রাবতীর সেনাপতি। সরে দাঁড়াও, আমায় রাস্তা দাও।"

সৈনিক একবার উপহাসের হাসি হাসিল, তাহার পর তরবারি বাহির করিল।

অস্ত্র দেখিয়া মৃণালের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। দুই চক্ষুতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বিদ্যুৎগতিতে আপন ভল্ল লইয়া সৈনিককে আক্রমণ করিলেন ও তাহার বক্ষে ভল্ল আমূল গ্রথিত করিয়া দিলেন। সৈনিক ভূমিতে পড়িয়া গেল। মৃণাল পিছনে ফিরিয়া আপন সৈন্যদের ইঙ্গিত করিলেন। সৈনিকেরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, "জয় সোমনাথ।" তাহার পর আপন আপন ভল্ল লইয়া আক্রমণের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইয়া আসিল।

আনন্দসূরি এতক্ষণ পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাণ্ড দেখিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন পাটনে শ্রাবকের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় দুইজন; এক এই মুঞ্জাল এবং দ্বিতীয় দেবপ্রসাদ। আজ হয়ত তিনি এইখানে মুঞ্জালের সমস্ত খেলা শেষ করিয়া দিতে পারিতেন, সুযোগও মিলিয়াছে কিন্তু তাহা হইবার উপায় নাই, কারণ প্রথমতঃ মহাদেবী মুঞ্জালকে চিনিতে পারিয়াছেন, আর দ্বিতীয়তঃ তাঁহার আদেশ মহামন্ত্রীর যেন কোন অনিষ্ট না হয়। মুঞ্জালের কোন অনিষ্ট হইলে মহাদেবী কখনই ক্ষমা করিবেন না, সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব মুঞ্জালের সৈন্য যখন আক্রমণের উদ্যোগ করিয়াছে তখন তিনি জয়দেবকে লইয়া সকলের সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিয়া উঠিলেন, "জয় মহারাজ জয়দেবের জয়।" সমস্ত সৈনিক জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

মুঞ্জাল মহারাজ জয়দেব ও আনন্দসূরিকে চিনিতে পারিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে হাতের ভল্লের মুখ নীচে করিয়া ঘোড়া ফিরাইলেন। তাঁহার দেখাদেখি অন্যান্য সৈনিকরাও ভল্ল নামাইল।

জয়দেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অসাধারণ। তিনি অগ্রসর হইয়া কহিলেন, "কে, মহামন্ত্রী মুঞ্জাল ? আপনি শেষে আমারই সঙ্গে যুদ্ধ করবেন নাকী ?"

"কুমার ! ক্ষমা করুন আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু এমন সময় এখানে ? আপনি আসবেন, আমায় সংবাদ দেন নি কেন ?" মুঞ্জাল একবার জয়দেবের দিকে ও তাহার পর আনন্দসূরির দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

সন্ন্যাসী ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাচ্ছেন ?"

মুঞ্জালের ভ্রু পুনরায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তীক্ষ্নস্বরে কহিলেন, "সে খবরে আপনার প্রয়োজন ? আপনি তো সন্ন্যাসী, নিজের জপতপ ছেড়ে আজকাল এই সব ধরেছেন নাকী ?" তাহার পরই গলার স্বর

নামাইয়া কহিলেন, "ক্ষমা করুন সন্ন্যাসী মহারাজ, আপনারা মধুপুরে যাচ্ছেন তো, এই রাস্তা দিয়ে যান। আমার একটা বিশেষ কাজ বাকী রয়েছে। আমি এখন চল্লাম, দুই দণ্ডের মধ্যেই ফিরে আসব।" কুমার ও জয়দেবকে নমস্কার করিয়া মুঞ্জাল তাঁহার ঘোড়ার মুখ ফিরাইলেন।

জয়দেব আর কিছু বুঝুন বা না বুঝুন, মুঞ্জালকে লইয়া একটা কিছু বিশেষ ব্যাপার চলিতেছে তাহা বুঝিয়াছিলেন, আর এটাও ঠিক ধরিয়াছিলেন যে যে ভাবেই হউক, মহামন্ত্রীর গতিবোধ করা প্রয়োজন। কাজেই মুঞ্জাল চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কালবিলম্ব না করিয়া কহিলেন, "মহামন্ত্রী, মহাদেবীও এখানে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ না করেই চলে যাচ্ছেন যে বড় ?"

বাধা পাইয়া মুঞ্জাল বিরক্ত হইলেন, অশ্ব না থামাইয়াই কহিলেন, "আচ্ছা কাজ শেষ করে আসি তারপর দেখা হবে।"

"না না, সেটা ঠিক হবে না, আগে দেখা করে যান।" মুঞ্জাল কী একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহার অবসর পাইলেন না।

মহামন্ত্রীর সামনে যে রক্ষীরা দাঁড়াইয়াছিল তাহাদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কয়েকজন বাহক মহাদেবীর শিবিকা সামনে লইয়া আসিয়া নামাইল। মীনলদেবী এতক্ষণ সকলের পশ্চাতে ছিলেন কিন্তু যখন সংবাদ পাইলেন মুঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, কুমার জয়দেব অগ্রসর হইয়া গিয়াছে এবং মুঞ্জালের রক্ষীদের সহিত সামান্য রকম সংঘর্ষও হইয়াছে, তখন আর নিজের উদ্বেগ বোধ করিতে পারেন নাই, শিবিকা আগে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন।

মহাদেবীকে দেখিয়া মুঞ্জাল অতিকষ্টে আপন ক্রোধ সংযত করিলেন। বাঘেশ্বরী মন্দিরের পথে আচম্বিতে এই বাধা। মহামন্ত্রীকে দেখিয়া মীনলদেবীর মনে ক্ষণিক মোহের সঞ্চার হইল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি

তিনি হৃদয়কে কঠিন করিলেন এবং তাঁহার মুখে এক বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল। শিবিকা হইতেই বাহিরে মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, "কে মুঞ্জাল! এমন সময় কোথায় চলেছ, এইদিকে এস।

অনন্যোপায় মুঞ্জাল তাঁহার অশ্ব শিবিকার নিকট লইয়া গেলেন। দুই পক্ষের রক্ষীরা চারিপার্শ্বে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

ধীর গম্ভীর কণ্ঠে মহাদেবী কহিলেন, "আমি ভাবতেই পারিনি এই সময় তোমার দেখা পাওয়া যাবে। এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছ? তোমার কাছে একটা কথার স্পষ্ট উত্তর চাই, তুমি এখানে পাটনের হিতাকাঙ্খী হিসাবে এসেছ না আমার বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে এসেছ? উত্তর দাও, এমন করে তাকিয়ে আছ কেন।"

মুঞ্জাল স্থির দৃষ্টিতে মহাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে একটু পূর্ব্বেও ক্ষীণ আশা ছিল হয়ত এখনও মহাদেবী ভুল বুঝিতে পারিয়া আপন নীতির পরিবর্ত্তন করিবেন কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন যে তাহার কোন আশাই নাই। মহাদেবী যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, ভয়ঙ্কর যুদ্ধই হইল তাহার একমাত্র পরিণাম। একদিকে ক্রুদ্ধ দেবপ্রসাদ অন্যদিকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত পাটন এবং মহাদেবীর প্রতি সমস্ত অধিবাসীর অসন্তোষ। একে একে সমস্ত ব্যাপারই মুঞ্জালের মনে পড়িল। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির বাহিরে দেশে আজ একজনও এমন কেহ নাই যে পাটনের ভবিষ্যৎ নীতি এই সময় ঠিক পথে চালিত করিতে পারে। তাঁহার আজ মনে হইল সংকট ঘনাইয়া আসিয়াছে আর ইহার সহিত সোলাঙ্কিবংশের ঐতিহ্যও দ্রুত অবনতির পথে নামিয়া যাইবে। ধীরে ধীরে কহিলেন, "মহাদেবী আপনি যে পথ বেছে নিয়েছেন তার পরিণাম কী ভয়াবহ হতে পারে তা হয়ত আপনি এখনও বুঝতে পারেন নি। আপনি আমায় যদি এতটুকুও বিশ্বাস করেন তো এখন আমায় যেতে দিন; আমি দুপুরের আগেই ফিরে আসব।"

"কিন্তু কোথায় চলেছ তুমি, নিশ্চই দেবপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে, তাই না? মুঞ্জাল তুমি সোলাঙ্কী বংশের হাত থেকে পাটনকে ছিনিয়ে নিয়ে দেবপ্রসাদের হাতে তুলে দিতে চাও। পাটনের সিংহাসনে আমার পুত্র জয়দেব না বসে তোমার ভাগিনেয় ত্রিভুবনপাল বসবে, এই তোমার অভিপ্রায়।" ক্রোধে, উত্তেজনায় মহাদেবীর দুইচক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

শান্ত অবিচলিত কণ্ঠে মুঞ্জাল বলিলেন, "পাটনের সিংহাসনে দেবপ্রসাদ বসুক বা না বসুক তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু পাটনের পতন অবশ্যম্ভাবী, আপনি যে আত্মঘাতি নীতি গ্রহণ করেছেন তাহাতে তাহার আর নিস্তার নাই।"

মুঞ্জালের কথায় ক্রোধে মীনলদেবীর ধৈর্য্যচুতি ঘটিবার উপক্রম হইল। পাটনের একজন বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়া তাহার এত স্পর্দ্ধা। কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "মুঞ্জাল তুমি বড় হলে কী হবে, আসলে তুমি বণিক কিন্তু আজ তুমি আমায় যে কথা বলেছ তা শুনলে বণিকেরাও লজ্জা পেয়ে যাবে। রাজ্যের সর্ব্বস্ব দিয়ে তোমায় এতদিন বিশ্বাস করেছি আর এই তার প্রতিদান। আমি যে মহাদেবী সেটা পর্য্যন্ত তুমি ভুলে গেছ, ধিক্"

মহাদেবীর কথায় মুঞ্জালের মুখে ক্রূর হাসি দেখা দিল; কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করিয়া কহিলেন, "আপনি পাটনের মহাদেবী রাজমাতা সে বিষয়ে আমার কোনদিন ভুল হয় নি, কিন্তু কোথায় ছিল আপনার এই প্রতিষ্ঠা যেদিন চন্দ্রপুরের কুমারী রাজবধূ হ'য়ে প্রথম পাটনে এসেছিল! সেদিন আমিই আপনাকে নিয়ে এসেছিলাম। সেদিনের ক্ষুদ্র বালিকা আমার চোখের সামনেই আজ এত বড় হয়েছে। আপনার এই খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা এর সমস্তই তো আমারই দেওয়া, তাই না কী! সেদিনের রাজবধূ আপনি আজ কী হয়েছেন জানতে চান?" তাহার পর মীনলদেবীর শিবিকার সন্নিকটে মুখ নামাইয়া বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "সোলাঙ্কী বংশের ধ্বংশের মূলে আজ আপনি নিজে। সমগ্র পাটনে আজ আপনার

মত কৃতঘ্ন, অবিশ্বস্ত আর নৃশংষ আর কেউ নেই। এর পর আর কিছু জানতে চান?"

মৃণালের কথায় মীনলদেবী স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে মাথায় কাহারা যেন চারিদিক হইতে আঘাত করিতেছে। কিন্তু এত বাদানুবাদের মধ্যেও তিনি ভুলিয়া যান নাই যে, যে ভাবেই হউক ইহাকে বাধা দিতে হইবে। দেবপ্রসাদের সহিত একবার ইহার আলাপ হইলে তাহার পরিণাম পাটনের পক্ষে বিপদজনক হইয়া উঠিবে। মহাদেবী তাঁহার চারিপার্শ্বে একবার চাহিয়া দেখিলেন, নিকটেই সন্ন্যাসী ও সশস্ত্র রক্ষী সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু অন্য কোন প্রয়াসের প্রয়োজন হইল না। মৃণাল ধীরে ধীরে আপন ভল্ল ও স্কন্ধের তীর ধনু মাটিতে নামাইয়া স্বীয় তরবারি কুমার জয়দেবের দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "মহারাজ এই নিন আমার তরবারি। যদি এই অস্ত্রের যথাযত সদ্ব্যবহার করতে পারেন তো পৃথিবীতে অমর হয়ে যাবেন। আমি এই অস্ত্র ত্যাগ করলাম, আমার পক্ষে এর আর কোন প্রয়োজন নেই। সন্ন্যাসী, আমায় বন্দী করুন, আমি আত্মসমর্পন করলাম।"

মৃণালের কথায় সকলে অবাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে মহাদেবী আদেশ করিলেন, "সন্ন্যাসী মহারাজ, একে বন্দী করুন। এদের সকলকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে শাস্তি নিতে হবে।"

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর মৃণালের অশ্বের বল্গা ধরিয়া দূরে সরাইয়া লইয়া গেলেন।

মীনলদেবী আদেশ করিলেন, "চল আর দেরী নয়, আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মধুপুর পৌছাতে হবে; বেলা কত বেড়ে গেল দেখেছ।"

সকলে যাত্রা আরম্ভ করিল। বাহকেরাও মহাদেবীর শিবিকা উঠাইল। চলিতে চলিতে মহাদেবী আনন্দসূরিকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন

"একটা কাজ তো শেষ হল, কিন্তু আর একটা কাজ এখনও বাকী আছে। আপনি কিছু সৈন্য নিয়ে মণ্ডুকেশ্বরের মন্দিরের রাস্তায় অপেক্ষা করুন। মণ্ডলেশ্বর নিশ্চই ঐ পথ দিয়ে যাবে আর সেই সময় তাকেও বন্দী করতে হবে। সে যেন কিছুতেই বল্লভসেনের সাথে দেখা করতে না পারে। একে কোন রকমে নিবৃত্ত করতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত।"

"যথা আজ্ঞা, আমি এখনই সৈন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

"আর যদি সম্ভব হয় তো দুই একদিন মণ্ডলেশ্বরকে কোন রকম বাইরে আসতে দেবেননা। আমি ইতিমধ্যেই কাজ শেষ করে পাটনে ফিরে যাবার চেষ্টা করব।"

"বেশ, আমাদের সেনাপতি তো মধুপুবের সীমান্তে অপেক্ষা করছে, তাকে আমি এখনই সংবাদ পাঠাচ্ছি। আপনার প্রথম শিবির তো বিমরাটের কাছেই পড়বে?"

"হ্যা সেখানে শিবির স্থাপনায় অনেক সুবিধা। আর ইতিমধ্যে যদি বল্লভসেন একাই এদিকে অগ্রসর হয়ে আসে তা'হলেও চিন্তা নেই। যান আর দেরী করবেন না।" মহাদেবী মধুপুরের পথে রওনা হইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীও সৈন্য লইয়া তাড়াতাড়ি মণ্ডুকেশ্বরের মন্দিরের পথে যাত্রা করিলেন।

উদয় শেঠ

পাটনের ব্যবসায়ী উদয় শেঠ আসলে ছিলেন মারবাড়ের লোক। চম্পানীর দরজার সামনেই তাঁর গৃহ, কাজেই মহাদেবী ও প্রসন্নের গোপনে পাটন পরিত্যাগের ব্যাপারটা তাহার চক্ষু এড়ায় নাই। রাত্রে নিজের ঘরের দ্বারের ফাঁক দিয়া উদয় ঠিক দেখিতে পাইয়াছিল যে দুইটি বন্ধ শিবিকা সকলের অগোচরে চম্পানীর দ্বার অতিক্রম করিয়া গেল। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন মন্ত্রী শান্তিচন্দ্রের আজ্ঞায় সমস্ত নগর-দ্বার বন্ধ এবং অধিবাসীদের সকলেরই বাহিরে যাওয়া নিষেধ। কাজেই শিবিকায় যাহারা ছিল তাহারা নিশ্চয়ই সহজ লোক নয়। শেঠজী ভাবিতে বসিল ইহারা কারা।

ভাবিতে ভাবিতে তাহার মাথায় এক চমৎকার বুদ্ধির উদয় হইল। পাটনের এই গণ্ডগোলের সুযোগ লইয়া যদি নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লওয়া যায় তো মন্দ হয় না। ঠিকমত কাজ করিলে চাই কী গোটা কপালটাই ফিরিয়া যাইতে পারে। অনেক দিন হইতেই উদয় শেঠ নিজের সঙ্গতি বাড়াইবার চেষ্টায় ছিল, আজ যেন মনে হইতেছে সে সুযোগ আসিয়াছে। উদয় শেঠের নিজের উপরে ছিল অটল বিশ্বাস। মাত্র সতের বছর বয়সে বাপ মা হারাইয়া সম্পূর্ণ রিক্তহস্তে একদিন মারবাড়ের বাহিরে ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইয়াছিল। সেদিন নিজের একখানি পরিধেয় ব্যতীত আর কোন সম্বল তাহার ছিল না। বিত্ত হয়ত ছিলনা কিন্তু সাহস ছিল। পৃথিবীতে কত লোকই তো নিজের ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইতেছে; সেই বা কাহারও অপেক্ষা কম কিসে।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে একদিন কর্ণাবতীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। তিন দিন যাবৎ পেটে অন্ন নাই, ক্ষুধায় সারাদেহ জ্বলিতেছে, উদয় এক

গৃহের বাহিরে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। কিন্তু তাহার ভাগ্য ভাল সেই গৃহের কর্ত্রী এক বিত্তশালী জৈন বিধবা—নাম লক্ষ্মী। তিনি তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, আহার ও পানীয় দিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। বৃদ্ধা অপুত্রক, উদয় তাহারই গৃহে আশ্রয় পাইল। এইভাবে বালকের জীবনে এক নূতন অধ্যায় সুরু হইল। আপাততঃ অভাবের তাড়না হয়ত দূর হইল। উদয় কিন্তু তাহার আসল উদ্দেশ্য ভুলিল না।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধা লক্ষ্মীর মৃত্যু হইল। মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তির অধিকারী হইল এই উদয়। উদয় দেখিল কর্ণাবতী নূতন নগর, সেখানে মদনপালের মত শাসক থাকিতে বিশেষ সুবিধা হইবে না। সে কর্ণাবতীর সম্পত্তি ও গৃহ বিক্রয় করিয়া ফেলিল ও সঞ্চিত সমস্ত অর্থ লইয়া পাটনে আসিয়া একটি ছোট বাড়ী লইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিল। অর্থের প্রতি তাহার লোভ তো ছিলই কিন্তু তাহার অপেক্ষা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল সকলের মধ্যে আপন প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। পাটনের নগরাধ্যক্ষ মহামন্ত্রী মুঞ্জাল, শান্তিচন্দ্র ও অন্যান্য বিত্ত ও প্রতিপত্তিশালী জৈন ব্যবসায়ীদের ও রাজপুতদের দেখিয়া তাহার অন্তর হিংসায় জ্বলিয়া যাইত। কিন্তু বুদ্ধি থাকিলেও অন্যদিক দিয়া উদয় ছিল নিরুপায়। রাজনীতি ও অসাধারণ জীবনযাত্রার দিক দিয়া পাটন ছিল নিরুপদ্রব। এ বিষয় কর্ণাবতীর সহিত তাহার যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। নিরুপদ্রব পরিস্থিতির মধ্যে হঠাৎ বড় হওয়া অসম্ভব। কিন্তু উদয় হাল ছাড়িলেনা। দিনরাত উপায় চিন্তা করিত।

যাহাই হউক, উদয় পাটনে আসিয়া ধীরে ধীরে আপন প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা আরম্ভ করিল। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার দিক হইতে তাহাকে অতি সাধারণ নাগরিক বলিয়া বোধ হইত। তাহার গৃহ অতি সাধারণ, চালচলনও তাই, আচার ব্যবহারও যথেষ্ট ভদ্র, কাজেই লোকে সহজেই তাহাকে বিশ্বাস করিত। উদয় প্রথমে দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত রাজপুত

অথবা রাজকর্ম্মচারী, যাহাদের দ্বারা সময় অসময়ে কোন না কোন কার্য্যোদ্ধারের সম্ভাবনা, তাহাদের প্রয়োজনের সময় অর্থ ঋণ দিতে আরম্ভ করিল। যাহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইহারই মধ্যে অনেকে তাহাদের অনেক কাজকর্ম্ম বিনা দ্বিধায় করিয়া দিত ও নানাবিধ প্রশ্নের সাহায্যে তাহাদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সংবাদ সংগ্রহ করিত। প্রাসাদের ভিতরও তাহার অনেক বন্ধু ছিল এবং অন্যান্য ব্যবসায়ী, শ্রাবক অথবা ব্রাহ্মণরাও তাহাকে ভদ্র ও মিষ্টভাষী বলিয়া স্নেহ করিতেন। রাজপুতদের অনেকেই তাহার নিকট ঋণী, কাজেই দেখা হইলেই তাহাকে প্রসন্ন রাখিবার চেষ্টা করিত। ক্রমশঃ শান্তিচন্দ্র, মুঞ্জাল এবং ইঁহাদের নিকট হইতে মহাদেবী ও মহারাজ কর্ণদেবের কাছেও তাহার নাম পৌঁছিল। সকলেই জানিলেন যে উদয় দরিদ্র হইলেও পাটনের এক অতি বিশ্বস্ত নাগরিক ও ব্যবসায়ী। উদয় মনে মনে যে কী যুক্তি আঁটিতেছে তাহার সংবাদ কাহারও নিকট পৌঁছিল না।

কর্ণদেবের মৃত্যু হইল। পাটনে অশান্তি দেখিয়া উদয় প্রথমে প্রমাদ গণিল। কিন্তু তাহার পরেই মনে হইল দেশের এই উপদ্রব ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যেই তাহার কপাল ফিরা সম্ভব। নিজের ধন, বস্ত্র, অর্থ ইত্যাদি যাহা ছিল তাহা মাটির নীচে লুকাইয়া রাখিল। ইতিমধ্যে মুঞ্জাল পাটন ত্যাগ করিয়া মধুপুর চলিয়া গেলেন, দেবপ্রসাদও একদিন অশ্ব সমেত প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পালাইয়া গেলেন। সারা নগরে অসন্তোষ, বিক্ষোভ। উদয় বুঝিতে পারিল তাহার সময় আসিয়াছে। সে নিজেও প্রস্তুত হইয়াছিল। এমন সময় রাত্রে দেখিতে পাইল দুইটি শিবিকা চম্পানীর দ্বার হইয়া পাটনের বাহিরে চলিয়া গেল। উদয় ভাবিতে আরম্ভ করিল শিবিকারোহীরা কে। রাত্রি যখন প্রায় শেষ হইয়াছে তখন হঠাৎ দেখে আর এক দৃশ্য। চম্পানীর দ্বার আবার খুলিয়া গেল, দ্বারের বাহিরে যেন কাহাদের আলোচনা শুনা গেল, আর তাহার পর মুহূর্ত্তেই এক অশ্বারোহী পুরুষ ও

তাহার সহিত এক কিশোরী নগরে প্রবেশ করিল। তখন সূর্য উঠিতে অনেক বিলম্ব। অস্তগামী চন্দ্রের ক্ষীণ আলোকে উদয় তাহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিল না, কিন্তু আগন্তুকরা যেই হউক খোঁজ লইতে হইতেছে। উদয় তাহার সারা দেহে এক বালাপোষ জড়াইল, মাথা ঢাকিল, তাহার পর অনুসরণ করিয়া উদয় শুনিতে পাইল অগ্রবর্ত্তি পুরুষ সঙ্গের কিশোরীকে প্রশ্ন করিল, "তুমি কী এখন আমার বাড়ীতে যাবে?"

"না।" উত্তরের সঙ্গে কিশোরীর হাসির শব্দ শুনা গেল।

উদয়ের মনে হইল এই স্বর সে যেন কোথায় শুনিয়াছে, কিন্তু ঠিক কোথায় তাহা স্মরণ করিতে পারিল না।

সঙ্গের পুরুষ নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে এখন একলা কোথায় যাবে?"

"পাটনেই তো আমার বাড়ী, কাজেই এখানে একলা যাওয়ার আর কী ভয়? আপনি আমায় রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছে দিন, সেখান থেকে আমি আপনিই চলে যেতে পারব।"

"কিন্তু যাবে কোথায়?"

"সে আপনার শুনে কী হবে? আমায় বিশ্বাস করে এতটা পথ নিয়ে এলেন এটা বিশ্বাস করতে পারছেননা?" কিশোরী আবার হাসিয়া উঠিল।

গলার স্বরে এতক্ষণে উদয় ইহাকে চিনিতে পারিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কী সর্ব্বনাশ! এযে প্রসন্ন। কিন্তু এমন সময় এক অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে প্রাসাদের বাহিরে! উদয় আরও আলাপ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। একটু পরেই শুনিতে পাইল, আগন্তুক বলিতেছে "তুমি নিজেই আমায় একটুও বিশ্বাস করছ না আমি তোমায় কী করে বিশ্বাস করি? আচ্ছা আর একটা কথা দাও, আবার দেখা করবে বলো?"

"এই ব্যাপার? বেশ কথা দিলাম। আর কিছু বলতে চান?"

"আরও অনেক জিনিষ বলবার আছে, কিন্তু সে এখন নয়, আবার যখন দেখা হবে তখন বলব।" পুনরায় প্রসন্নর হাসি শুনা গেল। দুইজনে চলিতে চলিতে অবশেষে প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইল। প্রসন্ন কহিল, "মুরারপালদেব, আপনি যান। এইবার আমি একলাই যেতে পারব।"

"কিন্তু প্রাসাদের দ্বার যদি বন্ধ থাকে তো কী করে যাবে?"

"সে আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনি কথা দিয়েছেন মনে থাকে যেন আমি কোথায় যাই সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করবেন না বা দেখবেন না।" প্রসন্ন প্রাসাদের পশ্চাতে চলিয়া গেল।

মুরারপাল কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কী ভাবিল, তাহার পর নিজের পথে চলিয়া গেল।

প্রসন্ন প্রাসাদের পশ্চাতে এক দ্বারে আঘাত করিল, কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়া আসিল না। অসহিষ্ণু প্রসন্ন বারবার আঘাত করিতে লাগিল কিন্তু কোন ফল হইল না। সে জানিত না যে নূতন মন্ত্রী শান্তি-চন্দ্রের আজ্ঞায় সমস্ত প্রাসাদদ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সাড়া না পাইয়া এইবার সর্ব্বপ্রথম তাহার ভয় উপস্থিত হইল। এতক্ষণ মুরারপাল সঙ্গে থাকায় সাহস ছিল যথেষ্ট কিন্তু এখন কে তাহাকে সাহায্য করিবে? বেচারী ভয়ে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মুরারপালের প্রস্থানের পর উদয়শেঠ এতক্ষণ প্রসন্নকে অনুসরন করিয়া আসিতেছিল ও আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। এইবার সুবিধা পাইয়া সামনে আসিল ও যেন পূর্ব্বে দেখিতে পায় নাই এই ভাবে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আরে, প্রসন্নদেবী? আপনি এখানে এমন সময়?"

"কে উদয়শেঠজী? আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" উদয়শেঠকে দেখিয়া প্রসন্নের কিছু সাহস হইল।

"আমি দেবদর্শনে যাচ্ছি বোন, কিন্তু আপনি একলা এখানে এমন সময়? সঙ্গে লোক জন কেউ নেই?"

"শেঠজী ও সব কথা থাক্, আপনার বাড়ী এখান থেকে কতদূর? আমায় সেখানে নিয়ে চলুন। এখানে কেউ যদি এই সময় আমায় দেখে চিনতে পারে তো মুস্কিল হবে।

উদয়শেঠ তো ইহাই চাহিতেছিল, কহিল "নিশ্চয়ই, আমার ঘরে আপনি আসবেন সে তো আমার সৌভগ্য; আসুন, এই কাছেই আমার বাসা।" তাহার পর চলিতে চলিতে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আপনি এখন কোথা থেকে আসছেন? কোন বিপদে পড়ে থাকেন তো আমায় বলুন. আমি সব সময়েই আপনায় সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

প্রসন্ন উদয়শেঠকে চিনিত। সে শুনিয়াছিল যে ইহার মত বিশ্বস্ত লোক আর পাটনে নাই। সে বলিয়া ফেলিল, "বড় বিপদে পড়েছি শেঠজী, আমি মহাদেবীর নিকট হতে পালিয়ে এসেছি।"

চতুর উদয় জিজ্ঞাসা করিল "তিনি তো পাটনের বাহিরে গেছেন না?"

"হাঁ কিন্তু আপনি কী করে জানলেন?"

"এ জানা আর শক্ত কী? আমি তো চম্পানীর দরজার সামনেই থাকি, কাজেই কে যাচ্ছে আসছে সবই তো দেখতে পাই। কিন্তু আপনি কী করে পালিয়ে এলেন?"

"সে অনেক কথা, কিন্তু আমার বড় বিপদ।"

"কিছু ভয় নেই বোন, আপনি পালিয়ে এসে ভালই করেছেন, পালিয়ে না আসলে বরঞ্চ আরও বিপদ হত," উদয়শেঠ আন্দাজে কহিল। তাহার আসল উদ্দেশ্য যেমন করিয়া হউক প্রসন্নের নিকট হইতে সংবাদ জানিয়া লইতে হইবে।

"ঠিক বলেছেন. পিসিমা নিজেই জানেন না তিনি কী করছেন।

আমায় তাঁর অবন্তী পাঠাবার মতলব। কেন, অবন্তীর চেয়ে আমাদের পাটন খারাপ কোন জায়গায় ?"

"নিশ্চয়ই, পাটন হল সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান। এর কাছে অবন্তী ? মহাদেবী যাই বলুন, আমি তো এই বুঝি।"

"হাঁ বলুন তো, এমন পাটন ছেড়ে থাকা যায় ? আমাদের চারণ শ্যামলদেব কী বলে জানেন, পাটনের গৌরব নাকি শেষ হতে চলেছে। আর এই সময়েই পিসিমা নগর ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন, বলুন তো কাজটা কী ঠিক হয়েছে ?"

উদয় বহু সংবাদই সংগ্রহ করিয়া লইল। সে প্রসন্নের মন রাখিয়া বলিল "ঠিক বলেছেন, মহাদেবীর কাজটা ঠিক হয়নি। আমি নিজেও তো একজন জৈন কিন্তু তাই বলে আমি কী বিপদের সময় পাটন পরিত্যাগ করব ? এর প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছেই। তবে কী জানেন তিনি হলেন মহাদেবী কাজেই সবই তাঁর শোভা পায়।"

"হলেনই বা তিনি মহাদেবী। আসল কথা কী জানেন ? পাটনের অধিবাসীরা আজ সকলেই নিৰ্জ্জীব দুৰ্ব্বল হয়ে পড়েছে, নইলে চন্দ্রাবতীর মত জায়গা পাটনের সঙ্গে সমান হবার সাহস পায় না, মুঞ্জালকে বাদ দিয়ে শান্তিচন্দ্রের মত লোক মন্ত্রী হতে পারে ?"

"সবই তো বুঝি বোন কিন্তু কী করা যাবে বলুন। পাটনে আজ এমন একজন লোকও নেই যে এর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে। আজ যদি মহামন্ত্রী মুঞ্জাল থাকতেন তাহলে পৃথিবীতে পাটনের স্থান হত সকলের উপরে। নিন, আমরা পৌছে গেছি, এই আমার ঘর।" উদয় দ্বারের চাবি খুলিল তাহার পর দীপ জ্বালিয়া প্রসন্নকে উপরের কক্ষে লইয়া গেল।

"আর কী অন্যায় দেখুন, মহাদেবী তো মুঞ্জালকে প্রথমেই সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর মণ্ডলেশ্বর—ভাল কথা, আসল ব্যাপারটাই ভুলে

যাচ্ছি, উদয় শেঠজী ত্রিভুবনপাল আহত হ'য়ে প্রাসাদে পড়ে আছেন, সূর্যোদয়ের আগেই তাঁর সংবাদটা আমায় এনে দিতে হবে।"

উদয় বুঝিতে পারিল যে ত্রিভুবনপালের জন্যই প্রসন্নর বেশী উৎকণ্ঠা; কহিল, "নিশ্চয়ই, আমি এখনই যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা, সকাল হলেই তো অধীবাসীরা জানতে পারবে যে মহাদেবী নগরে নাই।"

"না, সে ভয় নেই। রাজমহল রক্ষার ভার শান্তিচন্দ্রের উপর, কাজেই কারও জানবার সম্ভাবনা নেই, আর মহাদেবীও তো কাল রাত্রের মধ্যেই ফিরে আসছেন।"

"এসব কথা আর বেশী আলোচনা করে লাভ নেই বোন, কে কখন শুনতে পাবে, এখানে দেওয়ালেরও কাণ আছে। আচ্ছা আমি এখন চলি, দোকান খুলে দেব দর্শন করে আসবার সময় আপনার ত্রিভুবনপালের সংবাদ নিয়ে আসব। কিন্তু কী বলতে হবে তাকে? উদয় শেঠ প্রসন্নের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"হ্যাঁ, রাজবৈদ্য লীলাধরদেবকে বলবেন যে আমি এখানে আছি আর ত্রিভুবন আমায় যদি খোঁজ করে, তিনি যেন আমায় সংবাদ পাঠান আমি তখনই যাব। কিন্তু দেখবেন আর কাহাকেও যেন বলবেন না যে আমি এখানে আছি।"

"না না, সে কী কথা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" উদয় শেঠ চলিয়া গেল।

পথে চলিতে চলিতে উদয় শেঠ ভাবিতে লাগিল, উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। এখন ইহার সদ্ব্যবহার করিতে না পারিলে এমন সুবিধা আর কখনও আসিবেনা। আসলে প্রসন্ন যতক্ষণ তাহার সহিত কথা বলিতেছিল সে মনে মনে চিন্তার জাল বুনিতেছিল। সমগ্র পাটনে আজ সে নিজে ছাড়া অন্য কেহই জানে না যে মহাদেবী নগরে নাই। উদয় শেঠ কী করিবে, মনে মনে তাহার সমস্তই ঠিক করিয়া ফেলিল।

উদয় শেঠের প্রতিজ্ঞা

উদয় শেঠ পথে বাহির হইল। অল্প দূরে পাটনের আর একজন ব্যবসায়ী শেঠ বস্তুপাল তখন সবেমাত্র দোকান খুলিতে উদ্যোগ করিতেছিল। বস্তুপাল ছিল পাটনে যাহারা শ্রাবক নয় এইরূপ ব্যবসায়ী-গণের নেতা। তাহাকে দেখিবামাত্র উদয় তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, "আরে শেঠজী যে, নমস্কার।"

"কে, উদয়শেঠ নাকী?"

"হাঁ, সকালেই কোথায় চলেছেন? আজ দোকান খুলবেন না?"

"দোকান না খুলে কী আর নিস্তার আছে, খাব কী?"

"যা বলেছেন, ব্যবসা বন্ধ রাখলে সবই অচল।" তাহার পরই নিম্ন-স্বরে কহিল, "আপনি হলেন আমাদের সকলেরই এক রকম নেতা, কাজেই আপনার স্বার্থটাও দেখতে হয়, তা একটা কথা বলব শুনবেন?"

"কী কথা?"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পাটনের লোক এমনিতেই ভয় ও সন্দেহে তটস্থ। তাহাতে উদয়শেঠের কথার ভাবে বস্তুপাল অত্যন্ত ভয় পাইল, ব্যাগ্রকণ্ঠে কহিল, "কী?"

"কাউকে বলবেন না যেন, তা'হলে আমার মাথা আর দেহে থাকবে না। আপনি বড় ব্যবসায়ী আপনারই ক্ষতি বেশী।"

"কী হয়েছে ভাই?"

"আর বলবেন না, পাটনের অবস্থা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। শাসন-ব্যবস্থা প্রায় আর কিছু নেই।"

বস্তুপাল ভীষন চমকাইয়া উঠিল, কম্পিত কণ্ঠে কহিল, "কী বল্লে?"

"আস্তে কথা বলুন শেঠজী, এখনই কে শুনতে পাবে। কাল রাত্রে মহাদেবী পাটন ছেড়ে চন্দ্রাবতী চলে গেছেন।"

"বল কী? তাহলে রাজ্য চালাবেন কে?"

"কেন চন্দ্রাবতীর সেই বুড়ো আড়তদার, আপনাদের নূতন মন্ত্রী শান্তিচন্দ্র, সে তো আছে।"

"ওঃ এই কথা, এই সব আষাঢ়ে গল্প কোথা থেকে আমদানী করলে? আর শেষকালে আমাকেই বলতে আরম্ভ করেছ, আর লোক পেলে না?"

"বাজে কথা নয় শেঠজী। বিশ্বাস না হয় আমার ঘরে চল নিজেই সব দেখতে পাবে। কিন্তু যদি তোমার বুদ্ধি থাকে তো এইবার অলঙ্কার পত্র টাকাকড়ি যা আছে সাবধান কর, তোমায় সময় থাকতে বলে দিলাম। আচ্ছা চলি তা'হলে, আমার অনেক কাজ। নমস্কার।"

বস্তুপালের নিকট হইতে বাহির হইয়া উদয় চৌড়িবাজারে গিয়া উপস্থিত হইল ও সেখানে এক গলির মধ্যে এক বাড়ীর কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরে ভিতর হইতে সদ্য নিদ্রোত্থিত কাহারও অস্পষ্ট গলার সাড়া শুনা গেল, "আরে এই ভোর বেলা আবার কে বিরক্ত করতে এল?"

"ভুলিরসিংহ দেব, আমি।"

"আমি কে? এখন নয় কাল এস।"

"আমি উদয় শেঠ, আপনার সঙ্গে বিশেষ দরকার রয়েছে, দরজা খুলুন।"

"ও! তুমি আবার টাকা চাইতে এসেছ? যাও ভাগ এখন।"

"না ভুলিরসিংহ দেব, আমি মোটেই টাকা চাইতে আসিনি, আপনি দরজা খুলুন, আমার কথা যদি শোনেন, আরও টাকা আপনি পেয়ে যাবেন।"

টাকার কথায় অর্দ্ধনিদ্রিত ভুলিরসিংহ উঠিয়া বসিল, নিজের স্ত্রীকে

চিৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল "কুব্জা কাণে কালা নাকি? শুনতে পাচ্ছনা নীচে কে ডাকাডাকি কচ্ছে? দরজা খোল শিগগির।"

এক স্ত্রীলোক দ্বার খুলিয়া দিল, তাহার পর উদয় শেঠকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া কহিল, "ঠাকুরপো তুমি এসেছ? ভালই হয়েছে, যে করে হয় তোমার ভাইকে বাড়ী থেকে নিয়ে যাও। আমি তো জ্বালাতন হয়ে গেলাম। কাল রাত্রে আবার নেশা করে এসেছে আর আমায় মারপিট করেছে। বলে কী আরও গাঁজা কিনে নিয়ে এস। বলুন তো ধারে কে আমাদের গাঁজা দেবে?"

"ভয় নেই বৌঠান, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।" উদয় উপরে উঠিয়া গেল। উপরের কক্ষে বিশালবপু ভুলিরসিংহ গাঁজার নেশায় বিভোর হইয়া বিছানায় শুইয়াছিল। ভুলিরসিংহ পালোয়ান লোক কিন্তু এত গাঁজা খাইয়াছে যে মাথায় হাতুড়ি পিটিলেও তাহার হুঁস হইবে না। উদয় চিৎকার করিয়া কহিল, "আরে আপনি এইখানে নেশায় দম দিচ্ছেন আর এদিকে যে আপনার সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে তার কী করছেন?"

নেশার ঘোরেই ভুলিরসিংহ কহিল "তাই নাকি? কে নিচ্ছে বলত? পাকড়াও তাকে, আমি এখনই যাচ্ছি।"

উদয় শেঠ হাসিবে কী কাঁদিবে ঠিক করিতে পারিল না, কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চিৎকার করিয়া কহিল, "সে কথা নয়, চন্দ্রাবতীর সৈন্য যে পাটনের সীমান্তে এসে পড়েছে অথচ নগরে রাজপুত একজন তৈরী নেই যে শত্রুকে বাধা দেয়।

চন্দ্রাবতীর সৈন্যের কথায় ভুলিরসিংহের নেশা ছুটিয়া গেল, সে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ অবাক হইয়া উদয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, "এসব কী বলছ তুমি?"

চতুর উদয় কৃত্রিম ভয়ের সঙ্গে কহিল, "আস্তে কথা বলুন দাদা, কে কোথায় শুনতে পাবে, সময় বড় খারাপ। মীনলদেবী আগেই পাটন

ছেড়ে চন্দ্রাবতী চলে গেছেন, আর সেখান থেকে সৈন্য এসে আমাদের দরজায় পৌঁচেছে এখন তাদের দরজা খুলে দেবেন না অন্য কিছু করবেন, না এখানে এইরকম করে নেশায় বিভোর হয়ে বসেই থাকবেন ?"

"কী, আমি বেঁচে থাকতে পাটন নিয়ে নেবে ? নাও এই আমি উঠে বসেছি, বলত দেখি একবার।"

"নিয়ে নেবে কী, নিয়ে নিয়েছে। আর কিছুক্ষণ যদি পাটন রক্ষার ভার ঐ বুড়ো শান্তিচন্দ্রের উপর থাকে তো দেখুন কী হয়। আমাদের সমস্ত শ্রাবক ব্যবসায়ীরা মোতীচাঁকে একজায়গায় জড় হয়েছে, আর কী হবে না হবে তার পরামর্শ হচ্ছে।"

"বলকী ?" ভুলিরসিংহ বেশ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে কহিল।

"আমরা তো ব্যবসায়ী আমাদের আর কতটুকু শক্তি। পাটনের রাজপুতরাই আজ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। আপনারা ঠিক থাকলে কী বাইরের কেউ পাটনে আসতে সাহস করে ?"

"কে বলবে আমরা ঠিক নেই ? বাইরের কে আসবে একবার দেখি ! ওগো শুনছ, তোমার ছেলেকে ডাক।"

"কেন কী দরকার ?" ভিতর হইতে ভুলিরসিংহের স্ত্রী জবাব দিল।

"ওকে এখনই আখরায় পাঠাও, যে যেখানে আছে আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আসতে বল, তাড়াতাড়ি পাঠাও।"

"ভুলিরসিংহের রকম সকম দেখিয়া উদয় ভয় পাইল। সে আবার নিজেও একজন শ্রাবক ; কহিল, আচ্ছা দাদা আমি এখন চলি, আমার অনেক কাজ, বুঝতেই তো পারছেন।"

ভুলিরসিংহ উদয়কে আর বিশেষ আমল দিল না, আপন মনেই চিৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, "চন্দ্রাবতী পাটন অধিকার করবে ! শ্রাবকরা রাজপুতের উপর প্রভুত্ব করবে এত বড় স্পর্দ্ধা ! বলি ওগো, তোমার ছেলে ওদের ডাকতে গেল ?"

এদিকে উদয় আবার পথে বাহির হল। ইতি মধ্যে সূর্য্য উঠিয়া গিয়াছিল; হাতে সময় অনেক, উদয় শেঠ তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল এবং অবশেষে বিমল শেঠের চকে, শান্তিচন্দ্রের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পাটনের সমস্ত বড়লোকের বাড়িতেই অবাধ যাতায়াত, কাজেই উদয় একবাবে বাড়ির ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। শেঠ শান্তিচন্দ্রের পত্নী মানকুমারী দেবী তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তাঁহার পাঁচটি পুত্র ও চারিটি কন্যা লইয়া অনেক বড় সংসার। ইহার সমস্ত বিপদ আপদ প্রয়োজনে উদয়ই ছিল তাঁহার প্রধান সহায়। তাহাকে দেখিয়া মানকুমারী দেবী হাতের কাজ ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন, উদয়ই প্রথম সম্ভাষণ করিল, "ভাল আছেন দেবী? সংসারের সব কুশল?"

"কে উদয় শেঠজী নাকী? আসুন, আসুন, আপনাদের কৃপায় সবই ভাল। কী খবর, হঠাৎ এই সময়ে?"

"দেবী, আজ আপনি মীনলদেবীর মহলে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, অনেক ভোরে যেতে হয়েছিল। এত ভোরে কী করে নিজেব ঘর সংসার ফেলে যাই বলুন তো। মহাদেবীর অত্যন্ত শোক লেগেছে তিনি তাঁর ঘর ছেড়ে আজ আর বাইরে আসেননি।"

"দেবী এইদিকে আসুন, একটা কথা বলি।"

"কী কথা?" মানকুমারী দেবী উদয়কে পার্শ্বের কক্ষে লইয়া গেলেন।

"দেবী, এদিকে ভয়ানক ব্যাপার হয়েছে, শান্তিচন্দ্র যদি এখনই সাবধান না হন তো পাটনের ভীষণ বিপদ হবার সম্ভাবনা।

মানকুমারীর মুখ এতটুকু হইয়া গেল, সভয়ে কহিলেন, "বলেন্ কী? বিপদ নিশ্চয়ই চন্দ্রাবতীর ব্যাপারে? বৃদ্ধ বয়সে এর কী কর্ম্মভোগ দেখুন দেখি, দিন রাত এই চিন্তা, পরিশ্রম কিন্তু তাতেও বিপদের হাত থেকে পরিত্রাণ নেই।"

উদয় শেঠ নিম্নকণ্ঠে কহিল, "কাল রাত্রে মীনলদেবী পাটন ছেড়ে আগেই চন্দ্রাবতী চলে গেছেন আর যাবার সময় পাটনের ভার শান্তিচন্দ্রের উপর দিয়ে গেছেন।"

"ও। তাই বলুন।" উদয়ের কথায় মানকুমারী দেবী নিশ্চিন্ত হইলেন, কহিলেন "আপনি পাগল হয়েছেন? এই শোকের সময় কী মীনলদেবীর অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব? আমি নিজে প্রাসাদে গিয়ে শুনে এলাম তিনি রয়েছেন।"

"কিন্তু দেবী আপনিতো তাঁকে নিজের চোখে দেখেননি। আর যদি দেখে থাকেন তো আর কাউকে দেখে চিনতে ভুল করেছেন, আমি কাল রাত্রে নিজের চোখে তাঁকে প্রসন্নকে সঙ্গে নিয়ে পাটন ত্যাগ করতে দেখেছি। প্রসন্ন কোন রকমে তার কাছ থেকে পালিয়ে এসে আমারই বাড়ীতে উঠেছে, বিশ্বাস না হয় তাকে গিয়ে জিজ্ঞাস করুন।"

"তাই নাকী? তাহলে তো—' মানকুমারী দেবী অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তাহার পর কী ভাবিয়া কন্যা বিমলাকে ডাকিলেন ও বিমলা আসিলে কহিলেন, "তোমাদের সখী প্রসন্ন এই শেঠজীর ঘরে একলা বসে আছে, বেচারীর বড় বিপদ। তুমি আর বৌমা এখনই যাও তাকে এইখানে নিয়ে এস। এখনই যাও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।" বিমলা চলিয়া গেল। মানকুমারী দেবী উদয়শেঠকে কহিলেন, "তাহলে শেঠজী ওর বিষয়ে এখন কী করা যায়?"

"আপনি আর কী করবেন? এখানকার অধিবাসীরা তো নগরের দ্বার বন্ধ রাখার পক্ষে কিন্তু সকলে বলাবলি করছে যে শান্তিচন্দ্র হয়ত দ্বার খুলে দেবেন আর মিছামিছি মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হয়ে যাবে। এমন কি ভুলির সিংহও এই কথা বলছিলেন। এই সময় আপনি যদি শান্তিচন্দ্রকে এই বিষয়ে সাবধান করে দেন তো ভাল হয়। নইলে নগরে হয়ত রক্তস্রোত বইবে।"

"কী সর্ব্বনাশ! আমি এখনই প্রাসাদে যাচ্ছি। ওরে কে আছিস আমার পাল্কী আনতে বল। আপনি জানেন না, আপনাদের ঐ হতভাগা ভূলির সিংহ ভয়ানক সাংঘাতিক লোক। মারামারি কাটাকাটি পেলে সে আর কিছুই চায় না। কিন্তু আমি একলা কী করি এখন? ভাল কথা, আপনি এখান থেকে কোথায় যাবেন?"

"আমার নিজের তো কাজ কর্ম্ম রয়েছে, সব সামলাতে হবে তো। কিন্তু দেখবেন দেবী আপনি শান্তিচন্দ্রের সঙ্গে বুঝে সুঝে কথা বলবেন, আমার নাম যেন করবেন না।"

"না, না কিছু ভয় নেই আপনার। আমি এখনই প্রাসাদে যাচ্ছি।"

জয় সোমনাথ

শান্তিচন্দ্রের গৃহ হইতে উদয়শেঠ যখন মোতীচকে ফিরিয়া আসিল তখন সেখানে ভীষণ কোলাহল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দোকানপাট বন্ধ, ব্যবসায়ীরা বিভিন্নদলে বিভক্ত হইয়া আসন্ন বিপ্লবের কথা বলাবলি করিতেছিল। নানাজনে নানা কথা বলিতেছিল, সকলেই সশঙ্কিত। একজন বলিতেছিল, "আরে জাননা কাল শান্তিচন্দ্র মারা গেছেন।" আর একজন বলিল, "না, না, শান্তিচন্দ্র নয়, মন্ত্রী মুঞ্জাল মারা গেছেন।" অন্য একজন প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "তোমরা কেহই জান না, মীনলদেবীর মৃত্যু হয়েছে।" যে যাহাই বলুক, সকলে একপ্রকার নিশ্চিত যে পাটনে রাজা বা মহাদেবী কেহই নাই, কাজেই, রাজ্যও আর নাই, সমস্ত শেষ হইয়া গিয়াছে। উদয়শেঠ দেখিল যে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইয়াছে।

একজন ধনী ব্যবসায়ী তাহার দোকানের সামনের চত্বরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, "এইসব যে হবে তা আমি আগেই জানতাম। কেন, তোমাদের বলিনি এইসব কথা।? এতদিন মুঞ্জাল ছিলেন, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে চিন্তে কাজ করতেন, আমরাও নিশ্চিন্ত ছিলাম, আর এই শান্তিচন্দ্র কোথা থেকে এসে জুড়ে বসল, আমাদের সবাইকে শ্রাবক সন্ন্যাসী বানিয়ে ছাড়বে। এতদিন পাটনের দিন ছিল এখন চন্দ্রাবতীর দিন এসেছে, আমাদের সকলকেই চন্দ্রাবতীর দাসত্ব করতে হবে জেনে রাখ।"

আমাদের উদয়শেঠ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া ইহার কথা শুনিতেছিল। এইবার সুবিধা পাইয়া কহিল, "কিন্তু তিলকচাঁদ এইরকম মিছামিছি চেঁচামেচি করে কী হবে? এখন কী করা যায় তাই বল।" উদয়শেঠের চারিপার্শ্বে আরও পাঁচ সাতজন জড় হইল ও সকলেই এক কথা বলিতে লাগিল।

উদয় বলিল, "ভাই আমি গরীব লোক, বেশী আর কী বলব তবে আমাদের যদি জোর থাকে তো এখনই ঐ বেটা শান্তিচন্দ্রকে তাড়িয়ে পাটন নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেওয়া উচিৎ। আর যদি তা না করে তাঁরই হাতে ভার ছেড়ে দাও তো বেশ, নগরের দরজা খুলে দিয়ে চুপ চাপ বসে থাক, বাহির থেকে শত্রু এসে যা খুসি লুটপাট করে নিয়ে যাক্।"

"হাঁ সব লুঠ পাট করে নিয়ে যাক্!" তিলকচন্দ্র উদয়শেঠকে ভ্যাংচাইয়া উঠিল, "তুমি নিজেই তো চন্দ্রাবতীর লোক, কাজেই এ ছাড়া আর কী বলবে?"

উদয় দেখিল বিপদ, কহিল, "তবে যুদ্ধ কর, আমি কবে তোমাদের যুদ্ধ করতে বারণ করলাম। নগরের দরজা বন্ধ করে রাখ আর নিজেরা লড়াই এর জন্য তৈরী হও, বল ভাই সব "জয় সোমনাথ!"

এই "জয় সোমনাথ" সোলাঙ্কী বংশের জয়ধ্বনি। বহুদিন পূর্ব্বে বিরনগরের বিদ্রোহ দমন করিয়া সোমনাথ অধিকার করিতে মহারাজ মূলরাজ সোলাঙ্কী যখন পাটনের সৈন্যবাহিনী পাঠাইয়াছিলেন তখন ইহাদের

এই "জয় সোমনাথ" হুঙ্কার সারা সৌরাষ্ট্রে প্রতিধ্বনি তুলিয়াছিল। তখন হইতে অনহিলবাড় পাটন আর সোমনাথ পাটন এই দুই জনপদ এক পাটন হইয়া যায়। তাহার পর এই সোমনাথের নাম লইয়াই পাটন সমগ্র সৌরাষ্ট্র আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লয়, এই নাম লইয়াই পাটন অনহিল-বাড় ও সোমনাথ রক্ষা করিতে গজনীর মামুদের বিরুদ্ধে জীবন পণ করিয়া লড়িয়াছে। একদিন মালব, সৌরাষ্ট্র, খণ্ড, লাট ইত্যাদি সমস্ত জনপদ এই জয়ধ্বনিতে কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। সোমনাথের নামে জয়ধ্বনিতে পাটন-বাসীরা সকলেই উত্তেজিত হইয়া উঠিত। এই নামে দেশের যুবকবৃন্দ বাহুতে নূতন বল অনুভব করিত, দেশের নারীরা তাহাদের স্বামী-পুত্রদের রণসাজে সাজাইয়া দিত।

কাজেই উদয়ের কথা শুনিবামাত্র সকলেই বিরাট জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "হাঁ ভাই সব তৈরী হয়ে যাও, বল জয় সোমনাথ!"

জনতা শান্ত হইলে, উদয় বলিল, "তিলকচন্দ্র ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের নিজেদের টাকাকড়ি যা কিছু আছে সাবধান করতে হবে, তার পর আগে এই শান্তিচন্দ্রকে সোজা করে তারপর শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। সত্যই তো, আমরা বেঁচে থাকতে কার সাধ্য পাটনে এসে প্রবেশ করে?"

পাঁচ সাত জন উদয়ের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছেন, কার সাধ্য পাটনে এসে ঢোকে!"

এমন সময় নূতন আর একজন বলিল, "আমিও তো তাই বলছি। আমরা নিজেদের রক্ষা না করলে আর কে করবে? আসল কথা আমরা সব দুর্ব্বল হয়ে গেছি। এর আগে গজনীর যবনরা যখন এসেছিল তখন আমাদের বাপ দাদারা কী ভাবে দেশ রক্ষা করেছিলেন? আমাদেরও তাঁদেরই মত কাজ করতে হবে। এখন সকলেই চল রাজপ্রাসাদে যাওয়া

যাক, সেখানে প্রথম শান্তিচন্দ্রকে শিক্ষা দিতে হবে। আজ মৃণাল মন্ত্রী এখানে থাকলে তাকে অনেক আগেই পাটন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ছাড়ত।"

যে বলিতেছিল তাহার কথা শেষ হইল না, কয়েকজন হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল, "ওরে বাবারে মেরে ফেল্লেরে, আর রক্ষা নেই, এসে পড়েছে।"

একটা ভয়ানক গণ্ডগোলের উৎপত্তি হইল, অনেকে পলাইতে আরম্ভ করিল, চারিদিকে একটা ভীত ত্রস্ত ভাব, ওরই মধ্যে একজন সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী হয়েছে? এত হাঁপাচ্ছ কেন?"

"আর কী হয়েছে, সৈন্য এসে গেছে, শিগ্‌গির পালাও নইলে মারা যাবে।"

"কিন্তু কাদের সৈন্য তা বল।"

"আরে বাবা স্বয়ং যমরাজের সৈন্য, বিরাট এক গদা ঘোরাতে ঘোরাতে আসছে। ঐ এসে পড়ল, ঐ দেখ।" বক্তা একদিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিল। সামনে যাহা দেখা গেল, তাহাতে যে কোন লোকেরই ভয় পাইবারই কথা বটে। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভুলিরসিংহ এক বিশাল লৌহ গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিতেছে। তাহার পিছনে অন্তত দুই শত লোক, তাহাদের কাহারও হাতে তরবারি, কাহারও হাতে ভল্ল আর যাহারা অন্য কোন অস্ত্র সংগ্রহ করিতে পারে নাই তাহারা কাঠের মুদ্গর অথবা যাহা পাইয়াছে তাহাই লইয়া আসিয়াছে।

উপস্থিত সকলেই বিষম ভয় পাইয়া গেল। নিরুপায় হইয়া পূর্ব্বেই অনেকে পালাইয়াছে, আরও অনেকে পালাইতে লাগিল। সকলেই নিরস্ত্র, কাজেই নিরুপায়। উদয়শেঠ ভুলিরসিংকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "আরে দাঁড়াও সব, ভয় নেই, এত আমাদেরই লোক, নায়ক ভুলিরসিংহ। তোমরা এইখানে দাঁড়াও আমি একলা ওর সঙ্গে আলাপ করছি।" উদয়শেঠ ভুলিরসিংহের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

*　　　*　　　*

এখন দেখা যাক্ ভুলিরসিংহ এখানে আসিল কী রূপে। উদয়শেঠ তো তাহার গৃহ হইতে শান্তিচন্দ্রের গৃহে গেল। ভুলিরের মাথায় তখন আগুন জ্বলিতেছে, সে ভাবিতেছে "কী! আমি ভুলিরসিংহ বাঁচিয়া থাকিতে পাটনে শ্রাবক আসিয়া ঢুকিবে?" আসলে সে আজীবন এই বণিকদের নিকট হইতে ঋণ করিয়া আসিয়াছে, কখনও শোধ করিবার নাম করে নাই, তাদের তাগাদায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছে, কাজেই বণিকদের উপর দেবপ্রসাদের মত তাহারও ছিল জাতক্রোধ। আর বণিকদের প্রায় সকলেই জৈন শ্রাবক। উদয়শেঠ তাহাকে বলিয়া গেল যে চন্দ্রাবতীর সৈন্য পাটনে আসিতেছে, সে শুনিল সৈন্য আসিয়া পাটনে ঢুকিয়াছে, শান্তিচন্দ্র নগরদ্বার খুলিয়া দিয়াছে। এইবার প্রত্যেকটা শ্রাবককে হয় গলা টিপিয়া মারিতে হইবে, নয় বন্দী করিতে হইবে, তবেই নিশ্চিন্ত। ভুলিরসিংহ আর ভাবিতে পারিল না, তার শিষ্যরা আসিবার পূর্ব্বেই আপনার বিশাল গদা লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। যাত্রার পূর্ব্বে তাহার স্ত্রীকে একবার ডাকিল, "ওগো একবার এদিকে আসবে লক্ষ্মীটি।"

ভুলিরের স্ত্রী চিরকাল লাথিঝাটাই খাইয়া আসিয়াছে, এরকম কথা কোনদিন শুনে নাই, কাজেই প্রথমে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, "কোথায় যাচ্ছ এই বেশে?"

"যুদ্ধে যাচ্ছি, পাটনের পতাকার সম্মান আমায় রাখতেই হবে। ছেলেপুলেরা রইল দেখো।"

"তা বেশ, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তো?"

"হাঁ, হাঁ, আর না আসি তো কিচ্ছু ভাবনা নেই, এ সংসারে না হয় আর এক সংসারে গিয়ে দেখা হবে।" ভুলিরসিংহ বাহির হইয়া পড়িল। গৃহের সামনে আখড়ায় সাত আট জন পালোয়ান রাজপুত ব্যায়াম করিতেছিল,

হঠাৎ গুরুজীকে দেখিয়া সামনে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কী ব্যাপার? আপনি এই বেশে কোথায় চলেছেন?"

"চুলোয়। মেয়েদের মত শাড়ী আর চুরি পরে বসে থাক সব, অপদার্থ জঞ্জাল কোথাকার। বলি ঘর দোর যাতে ভাল করে লুট হয় তারজন্য সব খুলে রেখে এসেছ তো? ব্যস, যাও পালাও এইবার।"

"কী ব্যাপার? এই সব কী বলছেন আপনি?" শিষ্যরা গুরুর কথায় অবাক হইয়া গেল।

"চন্দ্রাবতীর সেনা যে পাটনে এসে ঢুকেছে আর মীনলদেবী পাটন ছেড়ে চন্দ্রাবতী চলে গেছেন সে খবরটা রাখা হয়েছে কী?" আর বলিতে হইল না' শিষ্যরা একযোগে লাফাইয়া উঠিল, সকলে একযোগে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, "কী এত বড় স্পর্দ্ধা, পাটনে বাইরের সৈন্য।"

"হাঁ, হাঁ, বাইরের সৈন্য। চুপ করে বসে থাক সব, সন্ধ্যা নাগাদ শান্তিচন্দ্র তোমাদের সব বন্দী করে নিয়ে যাবে। তারপর বসে বসে শ্রাবক জৈনদের দাসত্ব করো।"

"কিন্তু আপনি যা বলেছন, তা কী সত্যই সম্ভব?"

"আর সম্ভব কী, তাই হয়েছে। এখন পুরুষ হও তো আমার সঙ্গে এস, আগে তো নগরের দরজাগুলো আটকান যাক, তারপর দেখা যাবে। পাটনে বাইরের শত্রু এসে চড়াও করেছে আর একজন রাজপুতের এ সাহস নেই যে এদের আটকায়। আমি তো ঠিক করেছি হয় মরব না হয় মারব।"

"ঠিক বলেছেন গুরুজী, যদি মরি মেরে মরব। চল ভাই সব, শ্রাবক দেখ আর মার বল, জয় সোমনাথ।" জয়ধ্বনি করিয়া রাজপুতগণ তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। গদা ঘুরাইতে ঘুরাইতে ভুলির অগ্রসর হইয়া চলিল।

সামনেই লক্ষ্মণ রাওতের গৃহ। সেও রাজপুত। ভুলির ডাকিল, “লক্ষ্মণ বাইরে এস শিগ্‌গির।”

“কে ভুলিরসিংহ নাকী? কী ব্যাপার?” এক বৃদ্ধ পশ্চাতের দ্বার হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল।

“দাঁড়িয়ে দেখছ কী? পাটনে শত্রু এসে ঢুকেছে, চল তাদের নগরের বাইরে তাড়িয়ে দিয়ে আসি। আজ আবার রাজা ভীমদেবের সমরের দিন ফিরে এসেছে, বল ভাই সব, জয় সোমনাথ।” ইতিমধ্যে আরও অনেকে আসিয়া যোগ দিয়াছিল, কাজেই আকাশ ফাটাইয়া জয়ধ্বনি উঠিল। বলা বাহুল্য লক্ষ্মণও দলে মিশিল।

অল্পদূরেই মানা কোঠারীর গৃহ। কোঠারিও রাজপুত, তবে অত্যন্ত ভীরু ও অলস বলিয়া তাহার বদনাম ছিল। চলিতে চলিতে কে একজন মন্তব্য করিল কোঠারি নাকি ভুলিরসিংহের কাজ নিছক পাগলামি বলিয়া উপহাস করিতেছে।

বলা বাহুল্য, ভুলিরের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। পূর্ব্ব হইতেই কোঠারির সহিত তাহার সদ্ভাব ছিলনা সে পাগল আর তা আবার বলিতেছে আর কেহ নয়, পাটনের মানা কোঠারি। চীৎকার করিয়া কহিল, “কী! আমি পাগল? কে—কে বলে এই কথা, আমি দেখে নিচ্ছি একবার। এই মানা কোঠারি, বেরিয়ে এস এখনই, পাটনের উপর বাইরের শত্রু এসে চড়াও হয়েছে।” ভুলিরসিংহ জোরে জোরে কোঠারির দরজার কড়া নাড়িতে আরম্ভ করিল।

বেচারা কোঠারির হইল বিপদ। সে বাড়ীর উঠানে বসিয়া হুঁকায় তামাক খাইতেছিল। বাহিরে ভুলিরের রকম দেখিয়া না হয় একটু হাসিয়াছিল, তাহাতেই এই বিপদ্। হুঁকা রাখিয়া ধীর-স্বরে কহিল, “তা শত্রু এসেছে এসেছে, তুমি অত লাফালাফি করছ কেন? যাও ঘরে

গিয়ে বসগে যাও। শত্রু এসেছে, যাদের শত্রু তারা বুঝবে, তোমার আমার কী?"

ইতিমধ্যে আরও বহু রাজপুত আসিয়া দলে যোগ দিয়াছিল। সকলের কোলাহলের মধ্যে কোঠারির কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। যাহারা তাহার কথা শুনিতে পাইল তাহারা তাহার এই রকম কথায় অত্যন্ত রাগিয়া গেল। পাঁচ সাত জন তাহাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিল, অনেকে গালি দিল এমন কী কেহ কেহ তাহার গায়ে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল। বেচারা কোঠারি কী করে। সে একজনের তরবারি কাড়িয়া লইয়া সামনে যাহাকে পাইল মারিতে গেল। আর যায় কোথায়, সকলেই তাহার উপর আসিয়া পড়িল। কেহ বলিল, "লোকটা চন্দ্রাবতীর চর।" আর একদল বলিল, "চর নয়, ও আসলে চন্দ্রাবতীর লোক।" সকলেই নানা কথা বলিতে লাগিল। একাকী কোঠারি আর কী করিবে, জনতা অল্পক্ষণের মধ্যে তাহার হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইল, তাহার পর তাঁহাকে বাঁধিয়া নিজেদের সঙ্গে লইয়া চলিল।

* * *

ভুলীর সিংহ তাহার দলবল লইয়া মোতীচকের নিকটবর্তী হইবামাত্র, উদয় অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "আরে সিংজী নাকি, বেশ, বেশ, এই তো বীরের মত কাজ।"

ভুলির সিংহ প্রশংসার ধার দিয়াও গেল না, কহিল "কে উদয়শেঠজী? এখনও আপনারা বসে রয়েছেন? পাটনে বাইরের শত্রু এসে ঢুকে পড়ল, আপনারা কোথায় বাধা দেবেন, না মিছামিছি এখানে সময় নষ্ট করছেন।" সে এমনভাবে কথা বলিল যেন এই মাত্র উদয় শেঠকে প্রথম দেখিতেছে।

"আপনি এই দল নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?"

"সমস্ত দরজাগুলো আটকাতে হবে, আর প্রয়োজন হলে হয়ত যুদ্ধ করতে হবে। বল, ভাইসব, জয় সোমনাথ।" গগন বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি

উঠিল, "জয় সোমনাথ" কোলাহল থামিলে একজন উদয়কে প্রশ্ন করিল, "তোমাদের ব্যবসায়ীরা কী করবে ঠিক করেছে?"

"সবাই আপন আপন প্রাণ দেবার জন্ম তৈরী, চল ওদেরও সঙ্গে নিয়ে নেওয়া যাক্।" আর একজন কহিল, "তা তো নিলে, কিন্তু এদের মধ্যে অনেকে আবার জৈন রয়েছে, যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে?"

ভুলিরসিংহ কহিল, "না, না তা করবে কেন? এদিকে যাই হোক তবুও পাটনের অধিবাসী তো" উদয়ও ভুলিরের কথায় সায় দিল, তাহার পর কহিল, "আগে প্রাসাদে তো চল, সেখান থেকেই সমস্ত হালচাল জানা যাবে।"

"হাঁ, হাঁ, সেইখানেই তো যাচ্ছি।" ভুলিরসিংহের সারা জীবনে দুইবার মাত্র প্রাসাদের সামনের দ্বারে প্রবেশ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, প্রথম একবার যখন প্রাসাদে ভৃত্যের কাজ করিত তখন, আর দ্বিতীয়বার কোন অপরাধ করিয়া ধরা পড়িবার ফলে। সে সকলকেই ডাকিয়া লইল, "চল ভাই সব, দেখা যাক শান্তিচন্দ্র কী করছেন।" তাহার পর উদয়ের দিকে চাহিয়া কহিল, 'কী তোমাদের ব্যাপারীরাও সব আসছে নাকী?"

"নিশ্চয়ই। এস ভাই সব আমাদের ভুলিরসিংহজী পাটন রক্ষার আয়োজন করতে প্রাসাদে চলেছেন, আমরাও তার সঙ্গে চলি।" সকলেই ইহাতে সম্মত হইল ও ভুলিরের দলের পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। ইহারা যতই প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই ভীড় বাড়িয়া চলিল, মহা কোলাহল আরম্ভ হইয়া গেল। ক্রমশঃ নগরের প্রতিপত্তিশালী বহু ব্যক্তি, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া, কেহ শিবিকায় কেহ এমনই পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া যোগ দিল এবং এই দল অবশেষে প্রাসাদের সামনে গিয়া এক প্রকাণ্ড জনতায় পরিণত হইল।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এইরূপ বিরাট জনসমাবেশের একমাত্র কারণ

এই যে পাটনবাসীরা নিজেদের মধ্যে সময় সময় কলহ বিবাদ করিলেও শত্রু আক্রমণের সময় ইহাদের মধ্যে ঐক্য ছিল যথেষ্ট। এইজন্যই বাহিরের লোক বলিত পাটনের দুর্গ অজেয়। পাটনের বীরত্বও ছিল অসাধারণ। আজ পাটনে শত্রু আসিয়াছে, সকলেরই এক দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, প্রাণ দিয়াও পাটন রক্ষা করিতে হইবে।

পাটনের অধিবাসীদের বিপুল জনতা অবশেষে প্রাসাদের সামনে বিরাট চত্বরে আসিয়া থামিল। চারিদিকেই হৈচৈ হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা। সকলেই চীৎকার করিতেছে, অধিকাংশ লোকই তামাসা দেখিতেছে, অনেকে পরস্পর জিজ্ঞাসা কবিতেছে আসলে হইয়াছে কী যে যাহা খুসি? বলিতেছে যদিও আসল ব্যাপারটা যে কী তাহা প্রায় কাহারও জানা নাই। তবে অধিবাসিরা আর কিছু বুঝুক আর না বুঝুক, একটা বিষয় বুঝিয়াছে যে মীনলদেবী পাটন ছাড়িয়া গিয়াছেন, আর নগর শাসনের ভার যাহার উপর, সেই শান্তিচন্দ্র নিজেই যখন চন্দ্রাবতীব লোক আর পাটনের দ্বারের বাহিরে যখন চন্দ্রাবতীর সৈন্য তখন সর্ব্বনাশ হইতে আর বিলম্ব নাই। অনেকেই যে স্বচক্ষে মীনলদেবীকে নগর ত্যাগ করিতে দেখিয়াছে সে বিষয়ে নাকি নিঃসন্দেহ, আর একদল লোকের অনুমান যে এর পর চন্দ্রাবতীই হবে গুর্জ্জরের রাজধানী। কে একজন বলিল, "আর দাদা, ও যাই বলুন, মীনল-দেবী থাকতে পাটনের আর নিস্তার নেই।"

"তা থাকবে কিসে বল, আসলে সেও তো ঐ বিদেশী।"

জনতার মধ্যে বহু নারীও রহিয়াছে। তাহারা প্রথমে গোলমাল শুনিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু যখন শুনিল যে পাটনের বাহিরে চন্দ্রাবতীর সৈন্য তখন তাহারাও বাহিরে আসিয়া প্রাসাদের চত্বরে সমবেত হইল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন দেশের লোকে পর্দা মানিতে আরম্ভ করে নাই, কাজেই নারীদেরও সমবেত হইতে কোন বাধাই ছিল না। জনতার মধ্যে অশ্বারোহণে হালারের বৃদ্ধ মণ্ডলেশ্বরও

উপস্থিত ছিলেন। বৃদ্ধ ছিলেন পুরাতন কালের বীর যোদ্ধা। গুর্জ্জরের হইয়া বহু যুদ্ধে যোগ দিয়াছেন, সেই জন্য পাটনের অধিবাসীরা তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিত। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উদয়শেঠ ভিড় ঠেলিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"মহারাজ শুনেছেন বোধহয় কী হয়েছে? আপনারা থাকতে পাটনের আজ এই অবস্থা?"

"হয়েছে আর কী? দেখ না, এখনই শান্তিচন্দ্রকে ঠিক করে দিচ্ছি, তারপর একবার দেখি কার ঘাড়ে কটা মাথা যে পাটনের উপর চড়াও হয়।" বৃদ্ধ জনতার সামনে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

উদয়শেঠ বিরাট জনতার দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, বুঝিলেন যে ফন্দী আঁটিয়াছেন তাহার চমৎকার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। জনতায় পাটনের প্রতিপত্তিশালী অধিবাসীদেরও অনেকে রহিয়াছে এবং সকলে যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে এই ব্যাপার আর সহজে মিটিবে না। উদয় মনে মনে কী চিন্তা করিল, তারপর জনতা এড়াইয়া পার্শ্বের এক গলি দিয়া প্রাসাদের প্রধান দ্বারে আসিয়া পৌছিলেন। প্রাসাদের সমস্ত দ্বারই বন্ধ। তিনি প্রধান দ্বার ছাড়িয়া পিছনের এক দরজার সুমুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে এই দ্বারও বন্ধ, উদয় কপাটের ফাঁক দিয়া দেখিলেন যে ভিতরে রক্ষী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দ্বারের কড়া নাড়িতে নাড়িতে রক্ষীকে ডাকিবার চেষ্টা করিলেন।

"কে?" দ্বারের ফাঁকে রক্ষীর মুখ দেখা গেল।

"আমি উদয়, দরজাটা একবার খোল ভাই।"

"বড়ই দুঃখিত শেঠজী, মহাদেবীর আদেশ, দরজা খুলবার উপায় নেই।"

"ওসব কথা রাখ, শিগ্গির দরজা খোল, নইলে বিপদে পড়বে বলে দিচ্ছি।"

"আমি নিরুপায় শেঠজী, আপনি এখনই যান এখান থেকে, দুরজা খোলা দূরের কথা, যদি কেউ দেখে আমি এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আপনার সঙ্গে, আমার শির চলে যাবে।"

"আরে বোকা, মহাদেবী কী আর পাটনে আছেন? সারা সহর বেড়িয়ে আমি এখানে আসছি। বাইরে দেখে এস একবার কী ব্যাপার হচ্ছে।"

"কী বলছেন আপনি শেঠজী? মহাদেবী—"

"তোমার মহাদেবী এতক্ষণ চন্দ্রাবতী পৌঁছে গেছেন। তোমায় যা বলি শোন, কোন টাকাকড়ি চাও তো এই বেলা বলে দিচ্ছি, আর নূতন কোন পদ যদি চাও, তো বল, কাল বলে কয়ে দিয়ে দেব, কিন্তু এখন তাড়াতাড়ি দরজা খোল।"

রক্ষী তবুও উদয়ের কথায় কান দিল না, কহিল, "মহাদেবী তো চলে গেছেন বলছেন, তাহলে এখানকার অবস্থা কী হবে?"

"অবস্থার আর ভাবনা কী? ত্রিভুবনপাল সোলাঙ্কী তো প্রাসাদে আছেন। আমায় ভিতরে আসতে দাও, চাই কী কাল তোমায় রক্ষীদলের নায়ক বানিয়ে দিতে পারি কিংবা যদি চাও তো ভূস্বামী বানিয়ে দিতে পারি।"

"আচ্ছা সে তো কালকের কথা, এখন তোমার কানের কুণ্ডল দুটো দাও তো দরজা খোলার কথা বিবেচনা করে দেখতে পারি।"

"বেশ এই নাও কুণ্ডল," উদয়শেঠ কানের কুণ্ডল খুলিয়া দিলেন। রক্ষী দ্বার খুলিতে খুলিতে কহিল, "কাল কিন্তু জমিদারীর বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই," উদয়শেঠ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাজবৈদ্য লীলাধরের কক্ষের দিকে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ কর্ণদেবের পীড়ার জন্য লীলাধরদেব সম্প্রতি প্রাসাদেই বাস করিতেছিলেন।

লীলাধরের কক্ষের নিকট গিয়া উদয় ভিতরে সংবাদ জানাইলেন।

"কে?" নারী কণ্ঠের আহ্বান শুনা গেল ও পরক্ষণেই এক যুবতী কক্ষের দ্বার খুলিয়া দিল।

"কে, মাত্রা? আমি উদয়, তোমার বাবা কোথায় বোন?"

"উদয়শেঠজী? বাবা ত্রিভুবনপালের কাছে রয়েছেন।"

"ত্রিভুবনপাল কোথায়?"

"ঐ ঘরে, ঐ যেখানে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে." লজ্জিতা মাত্রা সামনের কক্ষ দেখাইয়া দিল। সামনের কক্ষের দ্বারের নিকট লীলাধরের জামাতা ও মাত্রার স্বামী বাচস্পতি দাঁড়াইয়া ছিল। উদয় তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল, কহিল, "ইস্, ভারী যে লজ্জা দেখছি, বাচস্পতি পণ্ডিতের বুদ্ধির চাবি কাঠি তো তোমার কাছে, কেমন ঠিক কিনা?" লজ্জিতা মাত্রা পলায়ন করিল।

উদয় কক্ষের সামনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাচস্পতি, তোমার শ্বশুর কোথায়? ত্রিভুবনপাল কৈ?"

"কে," কক্ষের ভিতর হইতে লীলাধরদেব প্রশ্ন করিলেন। উদয় তাঁহার আহ্বানে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষের মধ্যে পীড়িত ত্রিভুবনপাল বিস্তৃত শয্যায় শুইয়া ছিলেন। অপর এক আসনে বসিয়া রাজবৈদ্য লীলাধরদেব তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছিলেন। অদূরে চারণ শ্যামল ভট্ট আলবোলায় ধূমপান করিতেছিলেন। কক্ষে সকলেরই বেশ নিশ্চিন্ত ভাব। কাল পর্য্যন্ত ত্রিভুবনপালের ক্ষতস্থান হইতে রীতিমত রক্তস্রাব হইয়াছিল, কিন্তু চারণদেবের মুষ্টিযোগে তাহা বন্ধ হইয়াছে। রোগীর জীবনের আর কোন আশঙ্কা নাই। ত্রিভুবনপালকে অবশ্য তখনও বিশেষ দুর্ব্বল ও নিস্তেজ দেখাইতেছিল। উদয় যখন কক্ষে প্রবেশ করিল তখন সে আপন অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিল। পিতা নগরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন, তাহার পর প্রসন্ন সেই যে গিয়াছে আর

তাহার দেখা নাই, সে নিজেও হয়ত মহাদেবীর বন্দী। উদয়কে দেখিয়া তাহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল।

"নমস্কার মহারাজ।" উদয় সসম্ভ্রমে ত্রিভুবনপালকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর রাজবৈদ্য ও শ্যামলদেবকেও নমস্কাব করিলেন। কুমাব ও লীলাধর দুইজনেই তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন। চারনেরও কপালে বলি-রেখা ফুটিয়া উঠিল। উদয় ত্রিভুবনপালকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, "অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হয়েছি, সেজন্য ক্ষমা করবেন। সমস্ত পাটন বাসিদের পক্ষ থেকে এক আবেদন নিয়ে আমি আপনাব কাছে এসেছি।"

"পাটনের নাগরিকদেব পক্ষ থেকে? আমার কাছে?" ত্রিভুবনপাল অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল। লীলাধবদেব ও শ্যামলদেব উদয়েব কথায় অবাক হইয়া গেলেন।

"হাঁ, আপনার কাছে। সমগ্র পাটনবাসীর প্রতিপালক হিসেবে আজ একমাত্র আপনিই এখানে উপস্থিত আছেন, আর কেউ নেই।"

রাজবৈদ্য আর থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন, "উদয়, তুমি বাতুল, কী যা তা বলছ?"

লীলাধরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া উদয় কহিলেন "আমাদের দুর্ভাগ্য যে কোন সংবাদই আপনাদেব কাছে এখনও এসে পৌঁছায়নি। শুনুন মহারাজ, মহারাণী মীনলদেবী আর কুমার জয়দেব পাটন পরিত্যাগ করে চন্দ্রাবতীতে চলে গেছেন। পাটন আজ অভিভাবকহীন, আরও শুনুন, পাটনের প্রাচীরের বাইরে আজ চন্দ্রাবতীর সৈন্য।"

উদয়ের কথায় কক্ষ মধ্যে যেন বজ্রপতন হইল। ত্রিভুবন ক্ষত ভুলিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বজ্র-গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "কী বল্লেন উদয় শেঠজী? কিন্তু পরক্ষণেই শারীরিক দৌর্ব্বল্যের জন্য

মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। লীলাধর ত্রিভুবনকে ধরিয়া ফেলিলেন, "কহিলেন, এ নিশ্চয়ই সেই সন্ন্যাসীর ষড়যন্ত্র।"

বৃদ্ধ চারণ শ্যামলদেব আলবোলা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ধীর, গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, "পাটনের বাইরে শত্রু আর তুমি এখনও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছ? না আর আশা নেই। সোলাঙ্কী বংশের সূর্য্য আজ ডুবতে বসেছে। পাটনের রাজ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন বাইরে চলে গেল, অবন্তী আর চন্দ্রাবতী আজ একযোগে নগরে প্রবেশ করেছে। দেশে পুরুষ আর নেই। যারা আছে তারা কেবল নারী আর শিশু; এরকম যে হবে তা আমি আগেই জানতাম।" গভীর বেদনায় চারণের স্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি আবার আলবোলা গ্রহণ করিলেন।

উদয় শেঠ ত্রিভুবনপালকে কহিলেন, "মহারাজ, সমগ্র পাটনে কোলাহল উঠেছে ও সমস্ত অধিবাসীরা প্রাসাদের বাইরের চত্বরে ক্রমে সমবেত হয়েছে। তারা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

"আমি, কী করব, আমি অসুস্থ, আমার বাহু আজ শক্তিহীন।"

"খবরদার ত্রিভুবন, দ্বিতীয়বার তোমার মুখে এই কথা যেন না শুনি," শ্যামলদেব কহিলেন। "তুমি দুর্ব্বল! তোমার ঐ বাহুতে আজ অসীম শক্তি। সারা দেশ আজ তোমার পিছনে রয়েছে। উঠে দাঁড়াও, বল 'জয় সোমনাথ', পাটনের দ্বারে যখন বিধর্ম্মী যবন এসে হানা দিয়েছিল তখন তোমারই পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ ভীমদেব সকলের পুরোভাগে অগ্রসর হয়ে গিয়েছিলেন, সেদিন অস্ত্র ত্যাগ করে তিনি ভাবতে বসেননি তাঁহার বাহু সবল না দুর্ব্বল।"

উদয় কহিলেন, "চারণদেব, প্রাসাদের বাইরে সমস্ত পাটনবাসীরা এসে সমবেত হয়েছে, তারা শান্তিচন্দ্রের সঙ্গেও দেখা করতে চায়, বলছে তিনিও চন্দ্রাবতীর পক্ষে।"

"শ্যামলদেব চলুন, আমি যাব।" ত্রিভুবনপাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

"চল, লীলাধরদেব, ওকে তুলে ধরুন, হাঁ ঠিক হয়েছে এইবার। দীর্ঘজীবি হও বৎস, বল 'জয় সোমনাথ।" ত্রিভুবনপাল লীলাধরদেবের স্কন্ধে ভর রাখিয়া বাহির হইয়া গেলেন। উদয় ও চারণদেব তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন।

দণ্ডনায়ক শান্তিচন্দ্র

হতভাগ্য মদনপাল দেব প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিবার সময় বক্ষীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেন। শেঠ শান্তিচন্দ্র এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন, এইবার ঘটনাস্থলে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার মনে হইল মদনপালের মৃত দেহের যা হয় একটা ব্যবস্থা এখনই করা প্রয়োজন, বিলম্ব হইলে বিপদ ঘটিতে পারে, কারণ প্রাসাদে মদনপাল যথেষ্ট পরিচিত এবং তাঁহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন লোকের সংখ্যাও যথেষ্ট। শান্তিচন্দ্র লোকজন ডাকাইয়া রাত্রির অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই মৃতদেহ শ্মশানে পাঠাইয়া দহনাদি কার্য্যের ব্যবস্থা করিলেন। তাহার পর প্রাসাদের প্রত্যেক দ্বারে বিশেষ পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন, যাহাতে তাঁহার বিনা অনুমতিতে কেহ প্রাসাদের ভিতর আসিতে না পারে। দেখিতে দেখিতে ভোর হইয়া আসিল। এই সময় ইদানীং প্রত্যহই নগরের বহু পুরনারী মীনলদেবীর নিকট তাঁহার শোকে সান্ত্বনা দিবার জন্য আসিতেন, আজও আসিয়াছিলেন। তাঁহারা যাহাতে মহাদেবীর অন্তর্দ্ধানের বিষয় জানিতে না পারেন তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইল। পুরনারীরা সকলে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিবার পর শান্তিচন্দ্রের কিছু অবসর মিলিল।

শান্তিচন্দ্রের এখন সব চেয়ে বড় চিন্তা হইল মহাদেবী ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কোন রকমে নগরের শান্তি রক্ষা করা। সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সংবাদ গোপন রাখা। মহাদেবী ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত কয়েকটা দিন যেভাবেই হউক কাটাইতে পারিলে আর চিন্তা নাই। শান্তিচন্দ্র আপন নিত্যকর্ম্ম শেষ করিলেন, আবশ্যকীয় রাজকার্য্য যাহা ছিল তাহাও সম্পন্ন করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিনের অবশিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে বাহিরে উদয়শেঠ যে কি কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে, বৃদ্ধ তখনও তাহা জানিতে পারেন নাই।

কিছুক্ষণ পরে দ্বারপাল আসিয়া সংবাদ দিল যে মুরারপাল সাক্ষাৎ-প্রার্থী। শান্তিচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুরারপাল আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

"কী সংবাদ মুরারপালদেব? এখন কোথা থেকে আসছেন?"

মুরারপাল উত্তর দিবার পূর্ব্বে একবার চারিপার্শ্বে তাকাইয়া দেখিল। শান্তিচন্দ্র কহিলেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন, কেউ কোথাও নেই।" দ্বারপাল কক্ষের বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল।

"বিম্রাটের আগে মহাদেবীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তিনিই আমায় এখানে পাঠালেন।"

"মহাদেবীর সংবাদ সব কুশল?"

"আজ্ঞা হাঁ, তিনি কাল সন্ধ্যায় পাটনে ফিরে আসবেন আর ঐ সময় আমাদের চম্পানীর দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে আদেশ করেছেন।

"উত্তম। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যদি কোন অশান্তি না হয় তবে আর কোন চিন্তা নেই। কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন, মহাদেবী যে পাটনে নেই এ কথা কেউ যেন জানতে না পারে।"

"কিছু ভয় নেই, কে জানতে পারবে?" মুরারপাল প্রসঙ্গের কথাটা চাপিয়া গেল।

"তাহলে কাল সন্ধ্যায় আপনিই চম্পানীর দ্বারের কাছে অপেক্ষা করবেন। আমি যদি যাই, লোকে সহজেই চিনতে পারবে, তাতে মিছামিছি একটা সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে।"

"যথা আজ্ঞা। আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আমি মহাদেবীকে নিরাপদে প্রাসাদে পৌঁছে দেব।"

"বেশ, বেশ। কাল সন্ধ্যা অবধি নগরের অবস্থা যদি শান্ত থাকে তাহলে আর ভাবনাকি ?"

শান্তিচন্দ্রের কথায় ছেদ পড়িল। হঠাৎ বাহির হইতে এক রক্ষী বিনা আহ্বানেই কক্ষে প্রবেশ করিল। আলোচনায় বাধা পড়ায় দণ্ডনায়ক বিরক্ত হইলেন. অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "কী দরকার ?"

বাহির হইতে উচ্চ নারীকণ্ঠ শুনা গেল, "দরকার আছে বৈকী।" তাহার পরেই বিশাল বধু মানকুমারী দেবী কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে রক্ষীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হয়েছে, এইবার তুমি বাইরে যাও" রক্ষী চলিয়া গেলে শান্তিচন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুমি আজকাল আমায় লুকিয়ে কী সব কাজ আরম্ভ করেছ বল তো ?"

বৃদ্ধ শান্তিচন্দ্র বিপদে পড়িলেন, নিজের স্ত্রীকে তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন। ঐদিকে আবার বাহিরের লোক মুরারপালও উপস্থিত। স্ত্রীর কথার উত্তর দিবার পূর্বে মুরারপালকে কহিলেন, "তাহলে আপনি এখন বিশ্রাম করুন। তবে আমার কথাটা যেন ভুলবেন না।"

মুরারপালও বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে পার্শ্বস্থ এক কক্ষে কয়েকজন যুবতীর কলকণ্ঠ শোনা গেল ; মুরারপাল মুখ ফিরাইয়া চাহিল, দেখিল এক কক্ষে অনেকগুলি যুবতী আলাপ করিতেছে। মুরারপালের তাহাদের মধ্যে একজনকে মনে হইল যেন পরিচিত। কাল রাত্রে যে যুবতীকে পাটনে লইয়া আসিয়া এই প্রাসাদের কাছে পৌঁছিয়া দিয়াছে অনেকটা তাহারই মত। যুবতী

মুরারপালকে দেখিয়া মাথার ঘোমটা টানিয়া দিল, কাজেই সৈনিক আর কিছুই দেখিতে পাইল না।

এদিকে শান্তিচন্দ্র স্বীয় পত্নীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "কী ব্যাপার ? হঠাৎ এখানে ? কী হয়েছে কী ?"

"হয়েছে কী তুমি জান না কিছু ? গোটা পাটন সহরের লোক তোমায় মারবার জন্ত তৈরী হয়েছে সে খবর রাখ ?"

দণ্ডনায়ক ভয় পাইয়া গেলেন, উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিলেন, "নগরে কী হল আবার ?"

চন্দ্রাবতীর সেই যে এক বেটা সন্ন্যাসী, যাকে তোমরা এখানে ডেকে এনেছ, এইবার তার ঠেলা সামলাও। বলি, মীনলদেবী কোথায় জান কিছু ?"

মহাদেবীর কথায় ভয়ে শান্তিচন্দ্রের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। মীনলদেবীর কথা তাঁহার স্ত্রী জানিল কিরূপে ? কহিলেন, "আস্তে আস্তে কথা বল, কেউ শুনতে পেলে ভীষণ বিপদ হবে।"

"আস্তে বলব কেন ? তুমি কী ভেবেছ কেউ জানে না এই কথা ? সারা পাটন এতক্ষণে জেনে গেছে যে কাল রাত্রে মীনলদেবী পাটন ছেড়ে চন্দ্রাবতী চলে গেছেন, আর সেখানকার সৈন্ত নগরের দ্বারে অপেক্ষা করছে, বল ঠিক কিনা ?"

"কে বললে এই সব কথা ?"

"আরে তুমি আমার কাছে লুকোবে ? আমি গোটা নগরের সংবাদ রাখি তা জান ?"

"চুপ, চুপ, অত জোরে নয়। আচ্ছা আমার একটা কথা রাখ আমি মিনতি করছি।"

কোমরের দুই পার্শ্বে হাত রাখিয়া মানকুমারী কহিলেন, "কী কথা শুনি ?"

"কাউকে বোলোনা, তোমায় চুপি চুপি বলছি, মহাদেবী এখানে নেই সত্যি। পাটনের ভালর জন্যই এক বিশেষ কাজে তাঁকে বাইরে যেতে হয়েছে, আব কাল সন্ধ্যার মধ্যেই ফিবে আসবেন। এতে ভয় কববার কিছু নেই বা কোন বিপদেরও সম্ভাবনা নেই। বুঝতে পেরেছ?

"আর চন্দ্রাবতীব সৈন্য যে পাটনের বাইবে অপেক্ষা কবছে তার কী?"

"কোথায় তোমার চন্দ্রাবতীর সৈন্য? এ সমস্তই মিথ্যা গুজব।"

"আজ্ঞে না মশাই, নগরের সকলের মুখেই এই এক কথা, তাবা সবাই মিথ্যাবাদী আর তুমি একলা যা বল্‌ছ তাই সত্যি? থাক্, এখন বাড়ী চল, আর দণ্ডনায়কত্বে কাজ নেই, যথেষ্ট হয়েছে। বুড়োবয়সে আর মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বইতে হবে না।"

কলঙ্কের ইঙ্গিতে শান্তিচন্দ্রের ক্রোধের উদ্রেক হইল। কঠোরকণ্ঠে কহিলেন, "যা গোপন থাকার কথা তাই লোকে জানতে পেরেছে। বেশ, এই সঙ্কটে পাটনকে রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। তুমি আমায় পালিয়ে যেতে বলছ? আমার পঁয়ষট্টি বছর বয়সে এতদিন যখন কখনও পালাইনি তখন আজও পালাব না এটা ঠিক। মহাদেবী আমায় যে আদেশ দিয়ে গেছেন তা আমি পালন করব।"

"তা আর করবে না? নইলে আর নিজের পূর্ব্বপুরুষের নাম ডোবাবে কিসে? সারা পাটনের নাগরিক যে এখানে ছুটে আসছে, তাদের থামাবে কী করে?" তুমি কী ভেবেছ তারা চন্দ্রাবতীর সৈন্যদের নগরের ভেতর আসতে দেবে? আর তোমরাই বা কোন বুদ্ধিতে নিজের নগরে পরদেশী সৈন্য আমদানী করবার চেষ্টা করছ শুনি? তুমি তো সাংঘাতিক লোক।"

"কিন্তু বাইরের সৈন্য আসছে এই মিথ্যা গুজব রটালে কে? আর সত্যি যদি কেউ কৈফিয়ৎ চাইতে আসে আমি জবাব দেবো।"

"কী জবাব দেবে শুনি ?"

"উত্তর দেবো যে তারা যা পারে করুক, আর তাছাড়া রাজমহলে এসে প্রবেশ করবে এমন স্পর্দ্ধা কার আছে ? আমার কর্ত্তব্য আমায় পালন করতেই হবে। এই কে আছে ওখানে ?" শান্তিচন্দ্র রক্ষীকে আহ্বান করিলেন। রক্ষী কক্ষের ভিতরে আসিলে প্রশ্ন করিলেন, "তোমাদের নায়ক এখন কে আছে ?" এমন সময় দূরে অস্পষ্ট কোলাহল শুনা গেল। শান্তিচন্দ্র কান পাতিয়া কিসের কোলাহল তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দূরে শব্দ কিসের ? সরস্বতীতে বাণ এল নাকী ?" শেঠপত্নী কহিলেন, "এ নদীর গর্জ্জন নয়, বহু লোকের কোলাহল।"

দণ্ডনায়ক শান্তিচন্দ্রও বুঝিয়াছিলেন এই কোলাহল অসংখ্য ক্রুদ্ধ মানুষের, যদিও নদীর বন্যার গর্জ্জনের সহিত ইহার প্রভেদ বড় একটা নাই। বন্যার মত এই কোলাহল ও তাহার পিছনে অসংখ্য মানুষের দাবীও ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না।

বুদ্ধিমান শান্তিচন্দ্র আরও বুঝিতে পারিলেন, এই কোলাহলের উৎস কোথায়। মহাদেবী, সন্ন্যাসী আনন্দসূরি আর তিনি এই তিনজনে মিলিয়া একদিন গুর্জ্জরের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কল্পনায় যে সৌধ গড়িয়াছিলেন আজ তাহা ভূমিসাৎ যাইতেছে। শান্তিচন্দ্র পাটনের সহিত মিলন চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দণ্ডনায়ক পাটনবাসীদের স্বরূপ চিনিতে পারেন নাই, সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টি তাঁহার ছিলনা। মহারাজ ভীমদেবের রাজত্ব বা গজনীর মহম্মদের আক্রমণ এবং পাটনবাসীর বীরত্বের কথা অবশ্য শুনিয়াছিলেন কিন্তু তাহার উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব অর্পণ করেন নাই ভাবিয়াছিলেন পাটনবাসীরাও অন্যান্য গুর্জ্জরবাসী[illegible]
শান্তশিষ্ট। শান্তিচন্দ্র ভুল করিয়াছিলে[illegible]
সময় নাই, রক্ষীকে কহিলেন, "ক[illegible]

"কল্যাণ নায়ক এখানেই আছেন", রক্ষীর কথা শেষ হইতে না হইতেই কল্যাণ ভিতরে আসিল।

"কল্যাণ, এ কিসের কোলাহল?"

"সেই কথাই তো আমিও চিন্তা করছি। অনেক লোক চীৎকার করছে।"

"কল্যাণ, তুমি প্রভুভক্ত, আজ আমাদের সকলেরই পরীক্ষার দিন এসেছে। তোমার বোধহয় জানা আছে যে কাল রাত্রে বিশেষ কোন প্রয়োজনে মহাদেবী পাটনের বাইরে গেছেন। তিনি যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ আমাদের নগর রক্ষা করতেই হবে। রাজমহলের প্রথমদ্বার রক্ষার ভার তোমার উপর। এখনই সেখানে যাও। প্রয়োজন হলে দ্বার বন্ধ করে রাখবে; আমি নিজে প্রাসাদের চত্বরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু মহারাজ, আমার সন্দেহ হয় যে প্রাসাদের সমস্ত রক্ষী সৈন্যদের উপর নির্ভর করা যাবে না। বিশেষ করে কাল রাত্রের ঘটনার পর এদের মনে বিশ্বাস হয়েছে যে মহাদেবী প্রাসাদে নেই।"

"তাতে কিছু ক্ষতি নেই, তুমি যাও দ্বার রক্ষা কর, আমি এখনই রক্ষীদের সঙ্গে কথা বলছি।" তাহার পর—পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এই সময় বাইরে যেতে হয় তো তুমি যাও, বিলম্ব করলে বিপদ হতে পারে। আমি এখন এখানেই থাকব।"

"হাঁ, এ না হলে আর তোমার বুদ্ধি। এতকাল একসঙ্গে ঘর করে এলাম, আর আজ তোমার এই বুড়ো বয়সে তোমায় বিপদে ফেলে আমি একলা প্রাণ নিয়ে পালাব?"

এত দুঃখ ও বিপদের মধ্যেও স্ত্রীর কথায় শান্তিচন্দ্রের বড় আনন্দ ... নায়ক মানকুমারীকে চিনিতেন কাজেই আর পীড়াপীড়ি ... ল্যাণমল মহলের প্রথমদ্বারের দিকে চলিয়া গেল। ... গেলেন।

ক্রমশঃ বাহিরের কোলাহল আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে অধিবাসীদের "জয় সোমনাথ" ধ্বনিও শুনা যাইতেছিল। প্রাসাদের উপরের গবাক্ষ হইতে দণ্ডনায়ক একবার জনতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ক্রুদ্ধ জনতা ধীরে ধীরে প্রাসাদের বিশাল চত্বর পার হইয়া মহলের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। শান্তিচন্দ্র বিশেষ চিন্তায় পড়িলেন, তিনি কী করিয়া এই বিশাল জনতাব গতি বোধ করিবেন? এমন সময় কল্যাণমল্ল ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মহারাজ মণ্ডলেশ্বর খেলিরদেব মহাদেবী ও আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী?"

"তুমি তাঁদের কী বললে?"

আমি বলেছি "মহাদেবীর এখন শোকের সময় তিনি কাবও সংগে দেখা করবেন না, আর আপনি এখন পূজা করছেন কাজেই দেখা হবে না।"

"তারপর?"

"খেলিরসিংহদেব বল্লেন যে তিনি আপনার পূজা শেষ না হওয়া অবধি অপেক্ষা করবেন, কাজেই আমি তাঁকে সভাকক্ষে বসিয়ে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি।"

"তুমি ঠিকই কবেছ, তাঁকে বল আমি এখনই যাচ্ছি।" কল্যাণমল্ল চলিয়া যাইতেছিল, শান্তিচন্দ্র তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কল্যাণ, প্রাসাদে এখন আমাদের সৈন্যসংখ্যা কত?"

"তা প্রায় দেড়শজন হবে।"

"এদের মধ্যে প্রয়োজনের সময় আমাদের আদেশ পালন করবে কজন?"

"অন্ততঃ পঞ্চাশ ষাট জন তো বটেই।"

"বেশ, তুমি এক কাজ কর, এদের বেছে নিয়ে বাকী সৈন্যদের কোন্ এক অছিলায় প্রাসাদের বাইরে বে—

পিছনের দরজা দিয়ে। আরও একটা কথা এসময়ে আমাদের বিশেষ যা প্রয়োজন প্রাসাদে সব আছে তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রাজমহল যে কেবলমাত্র রাজপরিবারের বাসভবন হিসাবেই ব্যবহৃত হইত তাহা নহে, প্রয়োজন হইলে তাহাকে যে কোন সময়ই ছোটখাট দুর্গে পরিণত করা যাইত। অনেক সময় শত্রুরা আক্রমণ করিলে বাহির হইতে অন্য সাহায্য না আসা পর্য্যন্ত এই সমস্ত প্রাসাদে আত্মরক্ষার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা থাকিত। পাটনের প্রাসাদও এইভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শান্তিচন্দ্র সভাকক্ষে খেলিরসিংহের সহিত দেখা করিতে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কল্যাণমল্লকে বলিলেন, "তুমি পাঁচ সাত জন বিশ্বস্ত সৈন্য নিয়ে মহলের প্রথম দরজায় যাও, আর আমার আদেশ ছাড়া দরজা খুলবে না।"

সভাকক্ষে বৃদ্ধ মণ্ডলেশ্বর খেলিরসিংহদেব অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সমস্ত পাটনবাসীর প্রতিনিধি হইয়া মহাদেবী ও শান্তিচন্দ্রের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। শান্তিচন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "নমস্কার মণ্ডলেশ্বর মহারাজ, হঠাৎ এমন সময়?"

"নমস্কার, মহাদেবীর সঙ্গে একবার দেখা করার বিশেষ ইচ্ছা।"

"জানেন তো মহাদেবী এখন অত্যন্ত শোকার্ত্ত, কাজেই তাঁর সঙ্গে এখন আলাপের সম্ভাবনা কম।"

"সেজন্য চিন্তা নেই, তিনি ভিতরের কক্ষ থেকে আলাপ করবেন।"

"কিন্তু হঠাৎ এমন বিশেষ কী প্রয়োজন? তিনি এখন দেখা করবেন

"মহাদেবী বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে বর্ত্তমানে তিনি কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।"

"আচ্ছা বেশ, তা'হলে কুমার জয়দেবের সঙ্গে আলাপ করলেই হবে।"

"কিন্তু এমন কি কারণ হল যার জন্য এরকম জরুরী সাক্ষাতের প্রয়োজন?"

"তবে আপনাকে খুলেই বলি শান্তিচন্দ্রদেব। পাটনের অধিবাসীরা সকলেই বলাবলি করছে যে মহাদেবী আর কুমার জয়দেব পাটন ছেড়ে চলে গেছেন। একথা সত্য না মিথ্যা তা জানতেই আমি এখানে এসেছি।"

"তার আগে একটা কথা আমি আপনার কাছ থেকে জানতে পারি কী? আপনি স্বর্গীয় মহারাজ কর্ণদেবের এতদিন একজন বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। আজ আপনি এখানে সেই বন্ধু ভাবে এসেছেন না শত্রুভাবে এসেছেন?"

"শেঠজী, মহারাজ কর্ণদেবের পুত্র কুমার জয়দেব আমার মাথার মণি, কিন্তু তাবলে পাটনের এই বিপদের সময় আমি চুপ করে বসে থাকব? আমার পাটন সকলের আগে। সে যাক্ মিছিমিছি তর্ক বাড়িয়ে লাভ কী? আপনি কুমার জয়দেবকে এখানে আসতে বলুন, আমি তাঁর সঙ্গে একবার আলাপ করেই চলে যাব।"

"আপনি যখন ছাড়বেন না, তখন আপনাকে আসল কথাটা বলি। দেবপ্রসাদ আর মুঞ্জাল এরা দুইজনে মিলিত হয়ে পাটন আক্রমণ করবার ষড়যন্ত্র করেছে। এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে তাদের সমস্ত উদ্যোগ—আয়োজন পণ্ড করবার জন্যই, মহাদেবী আর কুমার জয়দেব মধুপুর গেছেন, আর যত-ক্ষণ না ফিরে আসেন, রাজ্যের ভার আমার উপর দিয়ে গেছেন।"

"শান্তিচন্দ্রদেব, আপনি কী আমায় স্তোক দিচ্ছেন?"

"না, না, স্তোক দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।"

"তাহলে আপনি এ সমস্ত কী বলছেন? আসলে আপনাদের সেই সন্ন্যাসী মহাদেবীকে চন্দ্রাবতীর সৈন্যদের নিকট নিয়ে গেছে, আর এই সৈন্য নিয়ে তিনি আমাদের পাটন অধিকার করতে আসছেন এই তো ব্যাপার?"

"এই দেখুন, কে বল্লে আপনাকে এই সব? এ কী কখনও হতে পারে-না। এ সম্ভব?"

"অসম্ভব কিসে? এসব করেই আপনারা গুর্জ্জরের সমস্ত মণ্ডলেশ্বরদের ভয় দেখিয়ে বশ করতে চান। মন্ত্রীমশাই আমি বুঝতে পেরেছি এই সমস্ত ব্যাপার আপনারই কারসাজি। মহলের বাইরে পাটনের সমস্ত লোক এসে জড় হয়েছে, আপনাকে এদের কাছে আপনার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হবে চলুন।"

"বাইরে কারা এসেছে এবং কেন?"

"কে আসেনি বরঞ্চ সেই প্রশ্ন করুন, সমস্ত পাটন বাইরে অপেক্ষা করছে।" শান্তিচন্দ্রের মুখ দেখিয়াই বোঝা গেল যে তিনি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছেন। সত্য বলিতে কি, তিনি এইরূপ বিপদে জীবনে কোনদিন পড়েন নাই। খেলীবসিংহ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "মন্ত্রীমশাই, পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল, আপনারা পাটনের সর্ব্বনাশ করতে বসেছিলেন, এইবার তার ফল পাবেন। এখানকার অধিবাসীরা আপনাদের প্রাণ নিয়ে ছাড়বে।

"খেলীরদেব, মহাদেবীর রাজ্য, তিনি যা খুসি করতে পারবেন। তাঁর কাজের উপর আমাদের কী হাত থাকতে পারে? আমার মনে হয় মিছিমিছি উপদ্রব না বাড়িয়ে অধিবাসীদের পাটনের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতিতে কী হয় না হয় তাই চুপচাপ বসে দেখা উচিৎ।"

"আপনি বাতুল। চন্দ্রাবতীর সেনা পাটনের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে, আর তারা পাটনের অধিবাসীরা চুপচাপ বসে থাকবে? আর কেউ এই কাজ করুক না করুক আমাকে দিয়ে অন্ততঃ হবে না। পাটনে

বিদেশীদের আসতে সাহায্য করা কত কঠিন তা এইবার বুঝতে পারবেন। আপাততঃ আমরা এখনই নগরদ্বার বন্ধ করে দিচ্ছি, আর আমাদের কাজে যদি বাধা দেন, তবে বিপদে পড়বেন।"

শান্তিচন্দ্র কঠিন সমস্যায় পড়িলেন, এই সময় তিনি যে ঠিক কী করিবেন তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তবে একটা কথা মনে হইল মহাদেবী ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত যে ভাবেই হউক পাটনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। তিনি কহিলেন, "মণ্ডলেশ্বর, মহাদেবীর আদেশ পালন করাই আমার আপাততঃ কর্ত্তব্য। আমাদের প্রাসাদ সুরক্ষিত। আমরা মহাদেবী ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত প্রাসাদ রক্ষা করব, বাইরে অধিবাসীরা যা পারে তা করুক।"

"অধিবাসীরা এখনই প্রাসাদে এসে প্রবেশ করবে। আপনার পক্ষে সব চেয়ে ভাল কাজ হবে আপনি জিদ্ ছেড়ে দিয়ে অধিবাসীদের শান্ত করুন, আর নগরের দ্বারের ব্যবস্থা আপনি অবিলম্বে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। আপনার কাছ থেকে আর কিছু চাই না আমরা।"

"আমি দুঃখিত যে কেলিরসিংহদেব, শুধু আপনি কেন গুর্জ্জরের সমস্ত মণ্ডলেশ্বর এসে বল্লেও আমি এ কাজে অক্ষম।"

"আপনাকে এখনও বলছি, আমার পরামর্শ গ্রহণ করুন। আপনি নিজে পাটনের অধিবাসী হয়ে পাটনের সর্ব্বনাশ করবেন না।"

"আপনার কথা শেষ হয়েছে? মহাদেবীর আদেশ পালনই আমার কর্ত্তব্য। আর চন্দ্রাবতীর জৈনরা যদি পাটনে আসে তাতে ক্ষতিটাই বা কী? একই রাজ্যের মধ্যে চন্দ্রাবতী পাটন তো একই।"

মণ্ডলেশ্বর ফিরিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কহিলেন, "আপনার কাছে হতে পারে কিন্তু, আমাদের কাছে নয়। আপনি আমার কথা শুনলেন না, শুনলে কিন্তু ভাল করতেন, এর পরে আমায় দোষ দেবেন না, আমি যাচ্ছি।"

"খেলিরসিংহদেব, আপনি এখন প্রাসাদের বাইরে যেতে পারবেন না। মহলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

শান্তিচন্দ্রের কথায় খেলিরসিংহ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "আপনি কী আমায় বন্দী করতে চান?"

"ক্ষমা করবেন মণ্ডলেশ্বর, এ সময় মহলের দ্বার খোলা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু যারা বাইরে আপনার কৈফেয়তের জন্য অপেক্ষা করছে তাদের সম্বন্ধে কী করবেন?"

"তারা এসেছে থাকুক, যখন ইচ্ছা হবে আপন আপন বাড়ী চলে যাবে কিন্তু আমি জীবিত থাকতে এসময় মহলের দরজা খুলে দেব না।"

"কেন খুলবেন না মন্ত্রীমহারাজ?" বাহির হইতে এক কিশোর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। দুইজনেই কক্ষের দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দ্বারের নিকট ত্রিভুবনপাল দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার একপার্শ্বে রাজবৈদ্য লীলাধর শেঠ অপর পার্শ্বে চারণ শ্যামলভট্ট এবং পিছনে উদয় শেঠ দাঁড়াইয়াছিল।

শ্যামলদেব কহিলেন, "শান্তিচন্দ্রদেব, পাটনের প্রজাসাধারণ বাইরে অপেক্ষা করছে, অথচ প্রাসাদের দ্বার বন্ধ রাখা হয়েছে কেন? রাজা হলেন প্রতিপালক, তাঁর প্রাসাদের দ্বার সব সময়ই প্রজাদের জন্য খোলা থাকবে তাই নয় কী?"

ক্রুদ্ধ শান্তিচন্দ্র কহিলেন, "চারণদেব, আমি কারও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই। রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষাই আমার কর্ত্তব্য রাজ্যের প্রয়োজনেই প্রাসাদের দ্বার বন্ধ রাখা হয়েছে, যে ঐ দ্বার খোলবার চেষ্টা করবে তারই শির স্কন্ধচ্যুত হবে।"

শান্তিচন্দ্রের কথায় ত্রিভুবনপাল অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিল। সে এখনও যথেষ্ট দুর্ব্বল, এমন কী তাহাকে একদিকে চারণদেব ও অন্যদিকে লীলাধর ধরিয়া ছিল। ত্রিভুবন কহিল, "মন্ত্রীমহারাজ, প্রাসাদে কুমার জয়দেব নেই, আমার বাবাও নেই কিন্তু আমি আছি।

আজ পাটনের সম্মান আমাকেই অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আমি নিজে পাটনের দ্বার খুলে দিচ্ছি, দেখি কে আমায় অটকায়, আর আপনি পুরুষ না নারী যে এইভাবে ভীরু কাপুরুষের মত বসে আছেন?"

এতক্ষণে বৃদ্ধ খেলিরসিংহ ত্রিভুবনকে চিনিতে পারিলেন। তাঁহার অত্যন্ত আনন্দ হইল, কহিলেন "কে মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদের পুত্র ত্রিভুবন-পাল? দীর্ঘজীবী হও বৎস।"

শান্তিচন্দ্র দেখিলেন এ আর এক বিপদ। বুঝিলেন বলপ্রয়োগে কাজ হইবেনা, কৌশলের প্রয়োজন। কহিলেন, "তোমরা আমার একটা কথা শুনবে?"

"তার কোন প্রয়োজন নেই। পাটনের অধিবাসীরা ভিতরে আসতে চায়, তাদের বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। আমি দ্বার খুলে দিতে যাচ্ছি।" ত্রিভুবনপাল মহলের দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল খেলিরসিংহও অন্যান্য সকলে তাহার অনুসরণ করিল। শান্তিচন্দ্র বুঝিলেন যে অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। বৃদ্ধ মণ্ডলেশ্বর খেলিরসিংহকে বন্দীকরা সহজ কিন্তু ত্রিভুবনপাল সোলাঙ্কীকে আটকান সহজ নয়। তবুও একবার শেষ চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "কুমার আমি পাটনের দণ্ডনায়ক আমার আদেশ তুমি মানবে না?"

ত্রিভুবনপাল বা খেলিরসিংহ কেহই উত্তর দিলনা। ত্রিভুবন মহলের ভিতরের অঙ্গন পার হইয়া দ্বারের নিকট পৌছিলেন। কল্যাণমল্ল দ্বার রক্ষা করিতেছিল, তাহার সহিত কী আলাপ করিলেন। সমস্যায় পড়িয়া কল্যাণমল্ল শান্তিচন্দ্রের দিকে চাহিল। নিরুপায় দণ্ডনায়ক মাথা নত করিলেন। ত্রিভুবনপালও হঠাৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন। বাহিরে অসংখ্য পাটনবাসীর কোলাহল শুনা যাইতেছিল। ভিতরে এক অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে বৃদ্ধমণ্ডলেশ্বর খেলিরসিংহ দ্বারের নিকট আসিয়া পৌছিলেন ও একবার নিজের

চারিদিকে চাহিয়া পরিস্থিতি দেখিয়া লইলেন তাহার পর দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিলেন। দ্বার সামান্য ফাঁক হইবা মাত্র একজন করিয়া পাটনবাসী ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ক্রমশঃ সম্পূর্ণদ্বার খুলিয়া গেল ও কাতারে কাতারে লোক মহলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

নিশ্চয়

প্রাসাদের দ্বার হইতে লীলাধরের স্কন্ধে ভর দিয়া ত্রিভুবনপাল সভা-ভবনে ফিরিয়া আসিল। কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় হঠাৎ পার্শ্ববর্ত্তী এক ঘরের ভিতর তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। কক্ষের মধ্যে আরও কয়েকটি কিশোরীর সহিত তাহার প্রসন্ন দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ শুষ্ক, কপালে চিন্তার রেখা। প্রসন্নকে দেখিয়া একবার ত্রিভুবনের মনে হইল ছুটিয়া তাহার নিকট যায় কিন্তু পরক্ষণেই তাহার দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। প্রসন্ন তো আর তাহার নাই, সে আজ অপরের বাকদত্তা।

প্রসন্ন একবার তাহার মুখের দিকে চাহিল। দেখিল ত্রিভুবনের দৃষ্টিতে ভালবাসার চিহ্নমাত্র নাই। সে তো তাহাকে পূর্ব্বের মত কাছে ডাকিল না; প্রসন্নের দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল তাহার পর অভিমানিনী কক্ষের বাহির হইয়া গেল। ত্রিভুবন কক্ষের সিংহাসনের নিকট গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর পাশেই এক উপাধান আশ্রয় করিয়া বসিয়া পড়িল। দুর্ব্বল শরীরে অত্যধিক পরিশ্রমে ত্রিভুবন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইতিমধ্যে বহু নাগরীক প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা

বহুদলে ভাগ হইয়া আসন্ন পরিস্থিতির আলোচনা করিতেছিল। মহলের অঙ্গনে বিরাট জনতা। যাহারা তখনও স্থানাভাবে প্রাসাদে প্রবেশ করে নাই তাহারা সামনের চত্বরে দাঁড়াইয়াছিল। প্রাসাদের দ্বার খুলিয়া দেওয়ার পর কোলাহল অনেক শান্ত হইয়া আসিয়াছিল। নায়ক খেলীরসিংহ এতক্ষণ সভাকক্ষে যাহাতে অবাঞ্ছিত লোক প্রবেশ না করে সেজন্য দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। উদয়শেঠ, কেবলমাত্র বিভিন্ন সামন্ত, মণ্ডলেশ্বর, ব্যবসায়ী ইত্যাদি বিশিষ্ট নাগরিকদেরই সভাকক্ষে প্রবেশ করিতে সাহায্য করিতেছিল। সকলেই ভাবিতেছিল যে উদয়শেঠ রাতারাতি পাটনের প্রধান নাগরিক হইয়া উঠিয়াছে।

ধীরে ধীরে সভাকক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল। লীলাধরদেব সকলকে বসিতে অনুরোধ করিলে সকলে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। কক্ষের মধ্যে এক কোণে হতবুদ্ধি মন্ত্রী শান্তিচন্দ্র দাঁড়াইয়া ছিলেন। নগরের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ তাঁহার হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিয়া পাইলেন না, কী করিবেন। সভাকক্ষ শান্ত হইলে বৃদ্ধ মণ্ডলেশ্বর খেলীরসিংহই প্রথম কথা কহিলেন। তিনি ত্রিভুবনপালকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিলেন, "কুমার ত্রিভুবনপালদেব, রাজ্যের জনসাধারণ আজ একমাত্র আপনারই অনুগামী। পাটনের সম্মুখে আজ বড় বিপদ, এই বিপদ থেকে একমাত্র আপনিই আমাদের উদ্ধার করতে পারেন।"

ত্রিভুবনপাল বলিল, "খেলীরদেব, আপনি এখানে সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, কাজেই পাটনের সম্মান রক্ষার ভার আজ আপনার উপর। শান্তিচন্দ্রদেব আপনার কী বলবার আছে বলুন।"

শান্তিচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন না কী বলিবেন। জনতা যথেষ্ট উত্তেজিত এবং পরিস্থিতিও তাঁহার হাতের বাহিরে। যে কোন সময় বিপদ ঘটিতে পারে। তিনি কহিলেন, "মহারাজ, আপনারা যে আমাকে আমার মত বলতে অনুমতি দিয়েছেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আমার বক্তব্য

অতি সামান্য এবং আমি এই বলতে চাই যে আপনারা মিথ্যা কারণে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং আমায় অন্যায়ের ভাগী করছেন। আপনারা যেমন পাটনের হিতৈষী, আমিও সেইরূপ হিতৈষী। আপনাদের মত আমিও সোলাঙ্কী বংশের গৌরবের প্রয়াসী। আমার এই মাত্র আবেদন যে আমায় মিথ্যা কলঙ্কের ভাগী করবেন না," বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

ত্রিভুবনপাল কহিল, "দণ্ডনায়কদেব আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। আপনি আসন গ্রহণ করুন ও ধীরে ধীরে আপনার বক্তব্য বলুন।"

শান্তিচন্দ্র আসন গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীবে কহিলেন, "আমি তো আগেই বলেছি আপনি মিথ্যা ভয় পেয়েছেন। রাজ্যের শান্তির জন্য মহাদেবী পাটন ছেড়ে বাইরে গেছেন। পাটনের সম্মুখে ঘোরতর বিপদের সম্ভাবনা। আপনারা জানেন বোধ হয় একদিকে ক্রুদ্ধ মুঞ্জাল মধুপুরে শিবির স্থাপনা করেছে আর একদিকে মেরলে মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদ সেনা সন্নিবেশ করেছেন। মহাদেবী এই দুইজনের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করতে গেছেন এবং সমস্ত বিবাদ বিসংবাদ মিটিয়ে হয়ত কাল সন্ধ্যার মধ্যেই পাটনে ফিরে আসবেন। মহাদেবীর পাটন ত্যাগের পশ্চাতে এই হল সত্যিকারের ঘটনা। আপনারা মিথ্যা জনরবে কাণ দিয়ে রাজ্যের শান্তি নষ্ট করবেন না। এই আমার আবেদন। আপনারা বুদ্ধিমান, নিজেরাই বিবেচনা করে দেখুন।"

শান্তিচন্দ্রের আবেদন সকলেরই অন্তর স্পর্শ করিল। অনেকেই বলাবলি করিল, "দণ্ডনায়ক ঠিকই বলেছেন।"

কিন্তু উদয়শেঠ প্রমাদ গণিল। সমস্ত উপদ্রবের মূল হইল সে নিজে; এখন গোলমাল মিটিয়া গেলে তাহার সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। সে কহিল, "আপনি যে আমাদের মিথ্যা স্তোক দিচ্ছেন না তা আমরা কী করে জানব?"

এক আধজন উদয়ের কথায় প্রতিধ্বনি করিল, "হাঁ, হাঁ, এটা যে মিথ্যা ধাপ্পা নয় তার প্রমাণ কী?"

লীলাধরদেব কহিলেন, "সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, আমরা যদি নগরের দ্বার বন্ধ করে বসে থাকি তবে আমাদের আর ভয় কী?"

শান্তিচন্দ্রও তাঁহার কথায় সায় দিয়া কহিলেন, "নিশ্চয়ই, আমিও সেই কথাই তো আপনাদের বলতে চাইছি। আমি আপনাদের কাছে ভগবানের নাম নিয়ে শপথ করছি যে বাইরের শত্রুকে পাটনে আসতে দেব না। আর আপনারা নগরদ্বার রক্ষার কথা বলছেন, আমি আপনাদের বলার পূর্ব্বেই তার বন্দোবস্ত করেছি।"

বস্তুপালশেঠও শান্তিচন্দ্রের কথায় সায় দিয়া কহিলেন, "দণ্ডনায়ক যা বলছেন তা সম্পূর্ণ ঠিক।" শান্তিচন্দ্রের কথায় ত্রিভুবনপাল, খেলীরদেব হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেরই মনে হইল, মিথ্যা ভয় পাইবার কোন কারণ নাই।

উদয়শেঠ বলিল, "আমার মনে হয় চন্দ্রাবতীর সৈন্য সত্যই আসছে কিনা, আর এলে কতদূরে রয়েছে তার একটা সংবাদ নেওয়া দরকার। জনরব যা রটেছে যে সেনা নগরের সীমায় এসে পড়েছে, তা যদি সত্য হয় তবে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।"

শান্তিচন্দ্র তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন, "আপনাদের মিথ্যা সন্দেহ। আপনারা কেন আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? আমি বলছি যে চন্দ্রাবতীর সেনা মধুপুরে রয়েছে আর সেখানেই থাকবে।"

শান্তিচন্দ্রের কথায় সকলেই নিশ্চিন্ত হইল। অনেকে কহিল, "তবে আর ভয় কী?" দুই চার জন সভা হইতে উঠিয়াও পড়িল। দণ্ডনায়কও কিছু নিশ্চিন্ত হইলেন, ভাবিলেন, তাহা হইলে পরিস্থিতি বিশেষ আয়ত্তের বাহিরে যায় নাই।

এমন সময় বাহিরের জনতা ভয়ানক কোলাহল করিয়া উঠিল। বহু লোক "জয় সোমনাথ" ধ্বনি করিয়া উঠিল। হঠাৎ এইরূপ সভার কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় খেলিরসিংহ, ত্রিভুবনপাল প্রভৃতি সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

ত্রিভুবনপাল অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলিলেন, "কল্যাণমল্ল, কোলাহল কিসের?"

কল্যাণমল্ল উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ভুলিরসিংহ কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে এক পত্র। ভুলির ত্রিভুবনপালকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া কহিল, "মহারাজ, বিখরাট থেকে দূত এসেছে। তার হাতে মহাদেবীর নামাঙ্কিত এই পত্র।" ভুলিরসিংহের পশ্চাতে দূতও দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। অত্যধিক পরিশ্রমে সে হাফাইতেছে এবং তাহার কলেবর ঘর্ম্মাক্ত।

ত্রিভুবনপাল কহিল, "দেখি পত্র।" উদয় শেঠ পত্র আগাইয়া ধরিল।

পত্র পড়িতে পড়িতে ত্রিভুবনপালের মুখের ভাব ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল এবং অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে শান্তিচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মন্ত্রীমহারাজ, আপনি এতক্ষণ মিথ্যা স্তোক দিচ্ছিলেন। চন্দ্রাবতীর সেনা তো সত্যই পাটনের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছে।"

কুমারের কথায় সভাস্থ সকলেই ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সকলেই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ত্রিভুবনপাল হাত তুলিয়া সকলকে শান্ত হইতে বলিলেন তাহার পর উচ্চৈঃস্বরে পড়িলেন—পত্রে লেখা ছিল "চন্দ্রাবতীর সেনা বিখরাটে শিবির সন্নিবেশ করেছে।"

এইবার আসল ব্যাপার কী হইয়াছিল তাহাই দেখা যাক্। বিখরাটে মহাদেবীর শিবির সন্নিবেশ করিবার কথা ছিল। ইহার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিয়া রাখিবার জন্য সন্ন্যাসী আনন্দসূরি কয়েকজন সৈনিককে বিখরাট পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু বিখরাটেরা

নগরপালকে আগে হইতে কোন সংবাদ দেওয়া ছিলনা, কাজেই আনন্দ-সুরির সৈন্য বিথরাটে প্রবেশ করিবামাত্র ভীত নগরপাল পাটনে মহাদেবীকে সংবাদ পাঠাইয়াছে। সেই পত্র হইতেই এই বিপত্তি।

পত্রের মর্ম্ম শুনিয়া সকলেই উত্তেজনায় আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল। সভায় অত্যন্ত কোলাহলের সৃষ্টি হইল। সকলেই ভীষণ উত্তেজিত। শান্তিচন্দ্র সভয়ে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। একবার বলিবার চেষ্টা করিলেন, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কী ব্যাপার। দূতকে ভাল করে প্রশ্ন করা দরকার।"

উদয় শেঠ অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল, "আপনি কিছুই জানেন না,—না মিথ্যা ধাপ্পায় আমাদের ভুলিয়ে দেশের সর্ব্বনাশ করতে চান?" তাহার পর ত্রিভুবনপালের দিকে ফিরিয়া কহিল, "মহারাজ, আমাদের হাতে সময় নেই, যা কিছু করবার এখনই করা প্রয়োজন।"

ইতিমধ্যে পাটনে চন্দ্রাবতীর সৈন্য আসিতেছে এবং সেনা পাটনের পথে বিথরাটে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে এই সংবাদ মুখে মুখে সকলের নিকট পৌঁছাইয়াছিল। সকলেই বুঝিল, এইবার সত্যই যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এতক্ষণ তবুও লোকের সন্দেহ ছিল, কিন্তু এবার আর কোন সন্দেহ রহিল না। যাহারা এতক্ষণ যুদ্ধের নামে বড় বড় কথা বলিয়া আত্মশ্লাঘা করিতেছিল, তাহারা অনেকেই সত্যিকারের যুদ্ধের সম্ভাবনায় ভয় পাইয়া গেল। সব চেয়ে ভীত হইল তিলকান্ত। যদিও তাহার বীরত্বের কথাটাই এতক্ষণ বেশী করিয়া শুনা যাইতেছিল। সে উদয় শেঠের কাছে আসিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "যা হয় একটা কিছু ভেবে চিন্তে স্থির করতে হবে, এখন তো চুপ করে বসে থাকা যায় না।"

"এখনও চিন্তা? কে, কে বলছে চুপকরে বসে থাকতে?" চারণ শ্যামলদেব গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। ভট্ট এতক্ষণ এক কোণে চুপচাপ বসিয়াছিলেন, এইবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শান্তিচন্দ্র পরিস্থিতি বাঁচাইবার

জন্য আর একবার চেষ্টা করিলেন, কহিলেন, "শ্যামলদেব আপনারা একটু শান্ত হোন, আমার যা বলবার আছে বলতে দিন।" ইতিমধ্যে এই কোলাহল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে বিখরাটের দূত যে কোথায় গেল, কেহ তাহার সন্ধান পাইল না। কাজেই দূতকে আর প্রশ্ন করিবার সুযোগ হইল না। শান্তিচন্দ্রের মনে একবার ক্ষীণ আশা জাগিল যে যদি কোন রকমে অধিবাসীদের দুই দিন শান্ত রাখা যায়, তাহা হইলেই সব দিক রক্ষা পাইতে পারে। তিনি চারণকে চিনিতেন। শ্যামলদেব একবার মুখ খুলিলে আর কাহাকেও সামলান যাইবেনা। দেশে বিপ্লব দেখা দিবে। সেই জন্য তিনি প্রথমেই চারণকে শান্ত হইতে অনুরোধ করিতেছিলেন।

"শান্তি, শান্তি, শান্তি। এতদিন আমরা এই শান্তির জন্যই চুপ করে সব সহ্য করে এসেছি, আর তোমরা যা ইচ্ছা তাই চালিয়ে এসেছ। শান্তশেঠ, তোমার পিতা একদিন তাঁর চার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সোমনাথের সামনে বিধর্ম্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। তুমি তাঁরই ছেলে হয়ে পাটনাকে আজ শত্রুদের হাতে তুলে দিচ্ছ, আর আমাদের বলচ চুপ করে বসে দেখতে? ধিক্!"

শ্যামলদেবের কথায় অনেকের চক্ষুতে অগ্নিশিখা দেখা দিল। শ্যামলদেব পাটনের খ্যাতনামা চারণ কবি। এই শ্যামলদেবই একদিন মহারাজ ভীমদেবের অন্তরে প্রেরণা জাগাইয়াছিলেন। তাঁহার গাথা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-নর-নারী সকলেরই কণ্ঠে। বৃদ্ধ চারণ তাঁহার দীর্ঘজীবনে অনেক দেখিয়াছেন। তাহারই সামনে পাটন তথা গুর্জ্জরের বীর অধিবাসীরা কতবার বিধর্ম্মীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে। তাঁহারই কণ্ঠের গান গাহিয়া মাতা পুত্রকে, স্ত্রী স্বামীকে যুদ্ধমাঝে নামাইয়া দিয়াছে। তাঁহারই গান কণ্ঠে লইয়া সতী নারী জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছে।

ত্রিভুবন নিজে একবার শ্যামলদেবকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। দীর্ঘকাল পরে শ্যামলদেব জাগিয়া উঠিয়াছেন।

তিনি বলিতে লাগিলেন; "কুমার ত্রিভুবন, আজ আবার পাটন, তথা সোলাঙ্কীবংশ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। পাটনের শৌর্য্য, পাটন-বাসীর বীরত্ব আমি দেখেছি। গুর্জ্জরের মুক্তি-সংগ্রামে পাটনবীর বিংশতি পুত্র নিয়ে তার প্রাণ আহুতি দিয়েছে, তাও দেখেছি। পাটনের মাতা পুত্রকে যুদ্ধে পাঠিয়েছে, স্বামীকে পাঠিয়েছে স্ত্রী। প্রয়োজন হলে পাটনের হাজার হাজার নারী অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়েছে। মহারাজ ভীমদেব, বিমলদেবের বীরত্বে বিধর্ম্মী আফগান গুর্জ্জর ছেড়ে পালিয়েছে। আজ আবার সেই পুরোনো দিন ফিরে এসেছে। সমস্ত পাটনের আজ একই মন্ত্র, একই উদ্দেশ্য।" উত্তেজনার আবেগে তাঁহার কণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। তেজস্বিনী ভাষায় তিনি পাটনের প্রাচীন বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করিয়া চলিলেন। হাজার হাজার পাটনবাসী তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলিল, "জয় সোমনাথ!"

বৃদ্ধ চারণ চুপ করিলে, ত্রিভুবনপাল বিশাল জনতার সামনে আসিয়া বলিলেন, "ভাইসব, চারণদেব আজ পাটনবাসীর কর্ত্তব্য নূতন ক'রে দেখিয়ে দিয়েছেন। আজ আমাদের সামনে একটিমাত্র পথ খোলা আছে, তা হ'ল এখনই নগরদ্বার বন্ধ করে আমাদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া। খেলীর-সিংহদেব, আমাদের মধ্যে আপনিই বয়স ও বুদ্ধিতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ। পাটনের এই সঙ্কটে আপনিই পাটনবাসীর সর্ব্বময় নেতৃত্ব গ্রহণ করুন।"

এমন সময় বস্তুপাল সম্মুখে আসিয়া কহিল, "কিন্তু শান্তিচন্দ্রের কী হবে? তাঁর বিচার কে করবে?" হতভাগা শান্তিচন্দ্র এক কোণে নতমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সকলে ঘৃণা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল।

উদয়শেঠ ব্যঙ্গ করিয়া কহিল, "শেঠজী, আর কী করবেন? রাজনীতি তো যথেষ্ট হল, এইবার অবসর নিয়ে ভগবানের নাম জপ করুন।"

নূতন ব্যবস্থায় বস্তুপালশেঠের কোষাধ্যক্ষ হইবার বিশেষ ইচ্ছা।

কিন্তু নিজের মুখে কথাটা তাহার ভাল দেখায় না; ভাবিয়া দেখিল উদয়শেঠকে দিয়া কথাটা পাড়িলে মন্দ হয় না। সে ভীড় বাঁচাইয়া ধীরে ধীরে উদয়শেঠের নিকট গিয়া প্রশ্ন করিল, "উদয়শেঠজী, একটা বিষয়ে আপনারা বিশেষ মন দিচ্ছেন না। এই সঙ্কট সময়ে রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ কে হবে? এখন অর্থের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী, কাজেই এই ভার কোন বিচক্ষণ লোকের উপরই দেওয়া দরকার। মনে করুন আমি যদি—"

কিন্তু উদয়শেঠ বস্তুপাল অপেক্ষা অধিক ধূর্ত্ত। কোষাধ্যক্ষের কথাটা এতক্ষণ তাহার মনে আসে নাই। বস্তুপাল কথাটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া-মাত্র সে ত্রিভুবনপালকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, "মহারাজ, আজ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন অর্থের, এই সম্বন্ধে এখনই একটা কিছু ব্যবস্থার প্রয়োজন। পাটনের আজ যে সঙ্কট, তাতে এক ঘণ্টা পরে কী হবে বলা যায় না। আমার মনে হয় অর্থের অপচয় যাতে না হয়, তার জন্য কোষাগার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা উচিত।"

খেলিরসিংহের পরামর্শটা মনঃপূত হইল না, কহিলেন, "কিন্তু অর্থ ছাড়া এ সময়ে কাজ কী করে হবে?"

উদয় কহিল, "কী বলছেন খেলিরদেব? এসময় কোষাগার খুলে রাখা কোন মতেই উচিত হবে না, তার চেয়ে মহারাজ, কোষাগার বন্ধ থাক। দেশের যে অর্থের প্রয়োজন তা আমি নিজে দেব। কেমন খেলিরদেব আর তো কোন অসুবিধা হবে না—?"

উদয়শেঠের এই প্রস্তাবে সকলেই অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। যাহারা শেঠ, তাহারা ভাবিল উদয়শেঠের বিষয়বুদ্ধি আজ কোথায় গেল? কিন্তু রাজপুত সামন্ত ও নাগরিকেরা উদয়ের এই প্রস্তাবে তাহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

এই সময়ে আচম্বিতে এক দুর্ঘটনা ঘটিল। চারণ শ্যামল ভট্ট এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে আর কেহ

লক্ষ্য করে নাই। তিনি হঠাৎ মাটিতে পড়িযা গেলেন। পাশের সকলেই ব্যস্ত হইয়া উঠিল। রাজবৈদ্য লীলাধরদেব নিকটেই ছিলেন, ছুটিয়া আসিলেন। বৃদ্ধের নাড়ীতে হাত দেওয়ামাত্র তাঁহার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। শ্যামলদেবের হাত ধীরে ধীরে পার্শ্বে নামাইয়া রাখিলেন। বৃদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন।

সভাস্থ সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ শ্যামলদেব পাটনে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। শ্যামলদেব দুইবার পাটনকে বাঁচাইয়াছিলেন। মহারাজ ভীমদেবের পার্শ্বচর হিসাবে একদিন বাহুবলে পাটনের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন আর তাঁহার প্রপৌত্র কর্ণদেবের রাজত্বে আপনার কণ্ঠ গাথা ও গানে পাটনবাসীর প্রাণে নূতন আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন।

ত্রিভুবন ও প্রসন্ন

প্রসন্ন যাহা, সব চেয়ে বেশী অপচ্ছন্দ করিত, তাহা হইল রাজনীতি। অথচ, দায়ে পড়িয়া তাহাকে দেশের অনেক সংবাদই রাখিতে হইত। সভাকক্ষের লোকে যখন তন্ময় হইয়া চারণদেবের কথা শুনিতেছিল, তখন সে দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া ত্রিভুবনপালের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। চারণদেবের মৃত্যুর পর লীলাধরদেব যখন তাঁহার হাত নামাইয়া রাখিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন, তখন তাহার মনে হইল যে রাজবৈদ্যকে একটা বিষয় বলা প্রয়োজন। সে ছুটিয়া মাত্রা দেবীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "তোমার বাবা কোথায়, শীগ গির ডাক।"

মাত্রা চারণের মৃত্যুসংবাদ জানিত না, সে ঠাট্টা করিয়া কহিল, "কেনরে, তোর পেটের অসুখ করেছে নাকি, না আসল রোগে ধরেছে?"

"অনেক কথা শিখেছ দেখছি। কে শেখালে? গজাননদাদা নিশ্চয়ই, ঐ দেখ ওরা শ্যামলদেবকে নিয়ে যাচ্ছে, ওর মধ্যে কে রয়েছে?"

"থাক্ গে, বাবার খোঁজ করছ, কী কাজ বল্লে না তো?"

"তোমার মাথা। বলছি একবার ডেকে দিতে, দরকার আছে বলেই তো বলছি।"

"দরকার তো আছেই, কিন্তু কী দরকার তাই বল।"

"দরকার থাকলেই তোমায় বলতে হবে? বেশ তোমায় ডাকতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি।" প্রসন্ন সত্যিই রাগ করিয়া চলিয়া গেল। লীলাধর তাঁহার কক্ষেই ছিলেন, প্রসন্ন সেখানে গিয়া কহিলেন, "লীলাধর-দেব, যার সময় হয়েছিল সে তো গেল, কিন্তু যে এখনও বেঁচে রয়েছে তার সম্বন্ধে কিছু ভেবেছেন কী?"

"আরে বাপ, এত তাড়া? কী হয়েছে, কার অসুখ হল আবার?"

"আমার সব জায়গাতেই হয়েছে এক জ্বালা, কেন কাল থেকে আপনাদের ত্রিভুবন—"

বৃদ্ধ লীলাধর হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন "হাঁ তাই তো, বড় ভুল হয়ে গেছে। আর মা, বুড়ো হয়েছি, কিন্তু ত্রিভুবন তো একটু আগেই বলছিল যে সে নাকি লড়াই করতে যাবে। তা অসুস্থ থাকলে যুদ্ধে যাবে কী করে? আচ্ছা দাঁড়াও আমি ওকে ডেকে নিয়ে আসছি, তুমি তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করে রাখ।"

"তা আমি করছি। আপনি তাকে ডেকে নিয়ে আসুন।" প্রসন্ন ত্রিভুবন অসুস্থ অবস্থায় যে কক্ষে শুইয়াছিল সেখানে গিয়া তাহার শয্যা ঠিক করিতে আরম্ভ করিল। প্রসন্ন সবে মাত্র বিছানায় হাত রাখিয়াছে, পিছন

হইতে মাত্রাদেবী আসিয়া তাহাকে ধরিয়া কহিল, "তবে রে চোর, বড় সাধু সাজা হচ্ছিল, এসব কী হচ্ছে শুনি ?"

"কেন ? কী অন্যায়টা করা হয়েছে শুনি," প্রসন্ন অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল।

"কী অন্যায় তা বলছি ; কিন্তু তার আগে দেখি তোর মুখ।" প্রসন্ন কিছুতেই তাহার মুখ দেখাইল না। লজ্জিতা কিশোরী মুখ নীচু করিয়া হাসিতে লাগিল। মাত্রা কহিল, "ইস্, এত লজ্জা, যাক আজ একটা নূতন জিনিষ দেখা গেল।"

"কি জিনিষ শুনি ?"

"এমন কিছু নয়, দায়ে পড়লে রাজকুমারীকেও নিজ হাতে বিছানা করতে হয় এই আর কী। কথাটা সবাইকে বলে দিতে হবে।"

"দূর হ পোড়ারমুখী। তোর বাবা আসছে, পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চল চল," প্রসন্ন মাত্রাকে টানিতে টানিতে কক্ষের অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল।

প্রসন্ন কিন্তু অধিক দূর গেল না। লীলাধরের সহিত ত্রিভুবনের পায়ের শব্দও শোনা যাইতেছিল। সে দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। মাত্রা পূর্ব্ব হইতেই সব জানিত, সে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

প্রসন্ন শুনিতে পাইল লীলাধরদেব বলিতেছেন, "তুমি এখনও যথেষ্ট দুর্ব্বল, এখন বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়োজন। নইলে কোন কাজ করতে পারবে না। নাও, শুয়ে পড়, বাইরে তোমার এখন বিশেষ কোন প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু আমি যদি এখানে বসে থাকি তাহলে—" ত্রিভুবন আপত্তি করিয়া উঠিল।

"তাহলে টাহলে কিছু নয়। ধর কালই যদি তোমায় যুদ্ধে যেতে

হয়, এই অসুস্থ শরীর নিয়ে কী করে যাবে? আজকে অবসর রয়েছে বিশ্রাম করে নাও।"

"আচ্ছা আপনি যখন বলছেন আমি শুয়ে পড়ছি, কিন্তু যদি ঘুম না আসে?"

"শুয়ে শুয়ে ভগবানের নাম করো, নিশ্চয়ই ঘুম আসবে, আর এই ঔষধটাও খেয়ে নাও।" লীলাধর ঔষধ দিলেন। ত্রিভুবন শুইয়া পড়িতেছিল, লীলাধর কহিলেন "দাঁড়াও তোমার ক্ষতস্থানের বাঁধনটা ঠিক করে দিই। দেখেছ, ক্ষত কত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে আসছে," লীলাধর বাঁধন ঠিক করিয়া দিলেন।

"এই আমি শুয়ে পরলাম।" ত্রিভুবন শয্যায় শয়ন করিল।

"আমার অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাবে না।" লীলাধর আর একবার সাবধান করিয়া দিয়া কক্ষের বাহির হইয়া গেলেন।

লীলাধরদেব বাহির হইয়া যাইবার পরও প্রসন্ন কিছুক্ষণ দ্বারের পার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিল। ত্রিভুবনের নিদ্রা আসে নাই। সে শয্যায় শুইয়া গত দুইদিনের কথা ভাবিতেছিল। সারা পাটনময় এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি, আর এই সময় তাহার বিশ্রাম মোটেই ভাল লাগিতেছিল না।

প্রসন্ন অগ্রসর হইয়া ত্রিভুবনের শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। ত্রিভুবন প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ কাহারও ছায়া তাহার গায়ে আসিয়া পড়ায় সে চমকাইয়া ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, প্রসন্ন শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কথা ভুলিয়া ত্রিভুবন নির্নিমেষ নয়নে তাহার প্রিয়তমার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে প্রসন্নই প্রথমে কথা কহিল, "ত্রিভুবন, তুমি—আপনি কেমন আছেন এখন?"

ত্রিভুবন উত্তর দিতে গেল, কিন্তু পারিল না। কণ্ঠস্বর ফুটিল না, দুই-

চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে মনে করিবার চেষ্টা করিল, শেষবার প্রসন্নকে কোথায় দেখিয়াছে। কোথায় দেখিয়াছে, স্বপ্নে, অথবা বিকারের ঘোরে অথবা কাল যখন একাকী বহু শক্রর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল তখন, ঠিক মনে করিতে পারিল না। একবার মনে হইল যে প্রসন্নকে যখন দেখিয়াছে তখন আরও একজন নারী তাহার সহিত ছিল। কে সে তাহা স্মরণ হইতেছেনা কিন্তু তাহার স্মৃতি অত্যন্ত মধুর। ত্রিভুবন আর ভাবিতে পারিল না। হাত দিয়া কপাল আর চক্ষু ঢাকিয়া শুইয়া রহিল।

প্রসন্ন পুনরায় কহিল, "কী? মাথা ব্যথা করছে, টিপে দেবো?"

ত্রিভুবন এবারেও চুপ করিয়া রহিল। কুমার প্রসন্নের কথায় উত্তর না দেওয়ায় দুঃখে প্রসন্নের অন্তর ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। সে এমন কী অপরাধ করিয়াছে যে তাহার ত্রিভুবন তাহার সহিত কথা কহিতেছে না? প্রসন্ন দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, এমন সময় ত্রিভুবন তাহার দিকে চাহিল। কহিল, "মাথার যন্ত্রণার কথা বলছিলে না? আমার মাথা ঠিক আছে, কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না শেষবার কোথায় তোমায় দেখেছি। আমার কেমন সব ভুল হয়ে যাচ্ছে।"

"কী রকম ভুল?"

"তোমায় শেষবার কোথায় দেখেছি বল তো? তোমার সঙ্গে যেন আরও কে ছিল।"

"আমার সঙ্গে? হ্যাঁ, মহাদেবী ছিলেন আর—"প্রসন্ন বলিতে গিয়াও হংসার নাম চাপিয়া গেল।

"হ্যাঁ আর কে ছিল? বাস। চুপকরে রইলে কেন?"

"না, তুমি আমার উপর রাগ করেছ? আমি তোমার কী করেছি? আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছ কেন?"

ত্রিভুবনের দৃষ্টি কঠোর হইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল যে

প্রসন্ন অপরের বাক্‌দত্তা। প্রসন্ন বলিল, "তুমি অবান্তর কথা ভেবে মিথ্যা কষ্ট পাচ্ছ। আমি নিজে যেতে চাইনি, মহাদেবীই তো আমায় জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু পালিয়ে এসেছি। তোমার জন্য আমার এত কষ্ট, আর তুমি অমন করে আমার দিকে চেয়ে আছ?"

কিন্তু প্রসন্নের মিনতি ত্রিভুবনপালের কর্ণে পৌঁছিল না। সে তখন অন্য কথা ভাবিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে কহিল, "তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না তো?"

প্রসন্ন ভাবিল, ত্রিভুবন হয়ত ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই, বলিল, "কী তোমার প্রশ্ন?"

"তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?"

"আমার সঙ্গে? সত্যি বলব? বিশ্বাস করবে?" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে তোমার মা ছিলেন।"

"কী বল্লে? আমার মা?" উত্তেজিত ত্রিভুবন শয্যায় উঠিয়া বসিল, "কিন্তু আমার মা এখানে কী করে আসবেন?"

"অধীর হয়ো না, তুমি এখন অসুস্থ। আগে ভাল হয়ে ওঠ, তার পর সব বলব" কিন্তু ত্রিভুবন শান্ত হইল না। কহিল, "না না, প্রসন্ন, আমায় বল আমার মা এখানে কী করে এলেন, এখন কোথায় তিনি? তোমায় আমার সর্ব্বস্ব দেবো, তুমি বল, আমায় অন্ধ করে রেখ না।"

"আগে আমায় কথা দাও যে আমায় তোমার কাছে রেখে দেবে।"

"কথা দিলাম, তোমার সব দাবীতেই আমার সম্মতি, এখন বল আমার মা কোথায়?"

প্রসন্ন শয্যার পার্শ্বে আসিয়া বসিল তাহার পর নতমুখে কহিল, "আমি নিজেই জানতাম না যে তোমার মা এই প্রাসাদেই ছিলেন। যখন প্রাসাদ-রক্ষীদের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করছিলে, তখন তোমার মা

তোমায় দেখতে পান, আর মহাদেবীর কাছে তোমার প্রাণভিক্ষা চান। কিন্তু মহাদেবীর মনে অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তোমার মাকে তখন তোমার বাবার কাছে পাঠাবার উদ্যোগ করছিলেন, যাতে মণ্ডলেশ্বর পাটনে সৈন্য নিয়ে না আসেন। তোমার মা কিন্তু এই প্রস্তাবে রাজী হন নি। তখন মহাদেবী বলেন যে মণ্ডলেশ্বরকে নিবৃত্ত করবার কথা না দিলে তিনি তোমার প্রাণ ভিক্ষা দেবেন না। তোমার মা স্বীকার করতে বাধ্য হন, ফলে তোমার প্রাণ রক্ষা পায়।"

ত্রিভুবন প্রসন্নের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, "এই সব সত্য কথা? কিন্তু তুমি এসব জানলে কী করে?"

"মহাদেবী যখন আনন্দসূরির সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছিলাম। আর তা ছাড়া তোমার মাও আমায় এইসব বলেছেন।"

মাতার উল্লেখে ত্রিভুবনের চক্ষে জল আসিল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "এতদিন পরে মহাদেবী মাকে কী ভাবে বাবার কাছে পাঠালেন? হ্যাঁ মীনলদেবীর উদ্দেশ্য আমি এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি।"

"কী উদ্দেশ্য?"

"আজ সকালে বাবা আর মহামন্ত্রী মুঞ্জালের মধ্যে আলোচনা হবার কথা ছিল, মহাদেবী নিশ্চয়ই কোন উপায়ে এই সংবাদ পূর্বেই পেয়েছিলেন।"

"নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন, কারণ এই আলোচনা বন্ধ করবার জন্যই তিনি পাটনের বাইরে গেছেন।"

"উঃ! মহাদেবী কী রকম চাল চেলেছেন বুঝতে পারছি, মাকে ঠিক এই সময় বাবার কাছে পাঠিয়েছেন যাতে মণ্ডলেশ্বর আর মহামন্ত্রীর মধ্যে বন্ধুত্ব হবার সুযোগ না হয়।"

প্রসন্ন ভয়ে ভয়ে কহিল, "কিন্তু চন্দ্রাবতীর সৈন্য যে বিশ্বরাট অবধি এসে পড়েছে। আমার মনে হয় মহাদেবী আর মুঞ্জালের মধ্যে কোন বোঝাপড়া হয়ে গেছে।"

ত্রিভুবন প্রসন্নের কথায় উত্তর দিলনা। সে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ কহিল, "প্রসন্ন, তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও, না ”

মুখ নীচু করিয়া প্রসন্ন উত্তর করিল, "এই কথাটা আর কতবার জিজ্ঞাসা করবে ?"

"আমার কাছে তুমি কী আশা কর ?"

"আশা ? তোমার কাছে একটা আশাই রাখি, সেটা হল তোমার আগে মরবার।"

"একটা সত্যি কথা বলবে ? মণ্ডলেশ্বর আর মহাদেবীর মধ্যে সন্ধির জন্য মীনলদেবী নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে কী তোমায় আমার কাছে বিয়ের জন্য পাঠান নি ?"

এইবার প্রসন্নের ক্রোধের উদ্রেক হইল, সে কহিল, "তুমি আজ এই কথা বলছ ত্রিভুবন ? আমাকে তুমি এতদিনেও চিনতে পারনি ? তুমি কী জান না, তোমার যা ইচ্ছা আমারও তাই ইচ্ছা ? তোমার যা স্বার্থ আমারও তাই স্বার্থ ? এতে অপরের কথা আসে কী করে ?"

শান্তস্বরে ত্রিভুবন বলিল, "আচ্ছা, আমার ব্রত তুমি গ্রহণ করতে পারবে ?"

"কী তোমার ব্রত ?"

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ত্রিভুবন বলিল, "তবে শোন আমার ব্রত। আমি জীবিত থাকতে মহাদেবী আর কোনদিন পাটনে প্রবেশ করতে পারবেন না। ভগবান সোমনাথের নামে শপথ করে বলছি, তাঁর পাপের প্রতিফল আমি দেব। এই আমার ব্রত।"

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রসন্ন বলিল, "তোমার ব্রত আজ হ'তে আমারও ব্রত। কেমন সন্তুষ্ট হয়েছ তো? এইবার তুমি বিশ্রাম কর, নিজের শরীরের কথাটাও একবার ভাব।"

"বিশ্রামের অবসর কোথায়? কিন্তু আমি আজ নিশ্চিন্ত। এইবার দেখি মীনলদেবী কয়দিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারেন। আমি যাচ্ছি প্রসন্ন।" প্রসন্ন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ত্রিভুবনপাল বাহির হইয়া গেল।

প্রসন্ন শূন্য কক্ষে একাকী ত্রিভুবনের শয্যায় বসিয়া রহিল। শৈশবে মাতৃপিতৃহীন অবস্থায় এতদিন এই মহাদেবীর আশ্রয়েই সে মানুষ হইয়াছে। আর আজ মহাদেবী তাহার শত্রু। অসহায়া বালিকা আর ভাবিতে পারিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

সন্ন্যাসী না যমদূত?

মহাদেবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্নাসী আনন্দসূরি বাঘেশ্বরীর মন্দিরের পথে চলিতেছিলেন। চলিতে চলিতে সন্ন্যাসীর মনে নানা চিন্তার উদয় হইল। তাঁহার মনে হইল যে দীর্ঘ দিনের আশা আকাঙ্ক্ষা আজ সাফল্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। সন্ন্যাসীর আশৈশব স্বপ্ন ভারতবর্ষে আবার জৈন সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে হইবে। আসমুদ্রহিমাচল, ভগবান পার্শ্বনাথ ও জৈন মহাবীরের নামে জাগিয়া উঠিবে। গুর্জ্জরে আজ সেই জৈনরাজ্য, প্রতিষ্ঠার উপক্রম হইয়াছে। এদেশের মহাদেবী স্বয়ং জৈন, দণ্ডনায়ক মহামন্ত্রী জৈন পরামর্শদাতা আনন্দসূরি নিজেও জৈন। গুর্জ্জরের একমাত্র প্রভাবশালী জৈন কেন্দ্র চন্দ্রাবতীও তাঁহাদের সহায়, এমন কী

চন্দ্রাবতীর সেনা পর্য্যন্ত যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। অতএব গুর্জ্জরে আর জৈন সাম্রাজ্য স্থাপনের বিলম্ব কী? আর ভারতের মধ্যমণি গুর্জ্জরেই যদি একবার জৈন রাজ্য স্থাপিত হয়, তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য অংশে জৈন সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতে কতক্ষণ!

তবে এখনও সাফল্যের পথে বাধা রহিয়াছে যথেষ্ট। মহাদেবী জৈন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা অপেক্ষা নিজের শক্তি ও আধিপত্য প্রয়োগের দিকেই তাঁহার আগ্রহ অধিক। দণ্ডনায়ক শান্তিচন্দ্র স্বয়ং সরল প্রকৃতির মানুষ, তাঁহার মধ্যে যথেষ্ট কূটনীতির অভাব এবং সকলের উপর মুঞ্জাল ও দেবপ্রসাদের মত শক্তিশালী প্রতিপক্ষ। ইহাদের অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার নহে। সন্ন্যাসীর মনে হইল যে আর দুই একদিনের মধ্যে যাহা হয় একটা নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। এই সময় যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন, কারণ সামান্য ভুল করিলেই এতদিনের সমস্ত পরিশ্রম ও পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ভাবিতে ভাবিতে আনন্দসূরি তাঁহার রক্ষী সৈন্যদের অতিক্রম করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঘেশ্বরীর মন্দিরে পৌঁছিলেন। মন্দির সম্পূর্ণ জনশূন্য। সন্ন্যাসীর মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহা হইলে যে উদ্দেশ্য লইয়া হংসাকে দেবপ্রসাদের নিকট পাঠান হইয়াছে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। অশ্ব ছাড়িয়া দিয়া তিনি মন্দিরের প্রশস্ত চত্বরে গিয়া বসিলেন ও পিছনের সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আপাততঃ চারিদিক দিয়াই অবস্থা শুভ বলিতে হইবে। এইবার মণ্ডুকেশ্বরের মন্দির কোন প্রকার অবরোধ করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত।

অপেক্ষা করিতে করিতে সন্ন্যাসী অসহিষ্ণু হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সৈন্য তখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই। সন্ন্যাসী উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় মন্দিরের পুরোহিত তাঁহাকে কোন রাজপুরুষ মনে করিয়া দেবীর প্রসাদ লইয়া উপস্থিত হইল। আনন্দসূরি বিরক্ত হইলেন। তিনি জৈন, দেবীর প্রসাদ তিনি লইবেন কেন? পুরোহিতের স্পর্দ্ধা তো কম নয়!

বিরক্তি চাপিয়া কহিলেন, "ক্ষমা করুন পূজারী মশাই, আজ আমার উপবাস।"

পূজারী হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "মহারাজ, দেবীর প্রসাদ উপবাসের সময়ও গ্রহণ করতে বাধা নেই। মা জগদম্বার কৃপা থাকলে আপনার সমস্ত উদ্দেশ্যই সফল হবে।"

"আপনি বড় বিরক্ত করেন। আমি জৈন কাজেই আপনার প্রসাদ নিতে অক্ষম।"

"আপনি জৈন নাকি?" পূজারী কিছু আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আপনার বেশ দেখে কিন্তু তা মনে হয় না। আর আপনার বিরক্ত হবার তো কোন কারণই নেই, আমি ঐ জগজ্জননীর দাস, তাঁরই সেবায় আমার জীবন উৎসর্গ করেছি, আর তাঁরই প্রসাদ আপনাকে দিতে এসেছি। আমি কী করে জানব আপনি জৈন? আর তাছাড়া জৈনেরও তো দেবীর প্রসাদ নিতে বাধা নেই।"

সন্ন্যাসী ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "ঠাকুর মশাই, মন্দির নিয়ে আপনাদের বড় অহঙ্কার! জানেন বোধ হয়, মহারাজ কর্ণদেব আর নেই, তার জায়গায় মীনলদেবী বসেছেন? তিনি নিজে জৈন?"

পুরোহিত হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "সন্ন্যাসী মহারাজ, মীনলদেবীই আসুন আর যেই আসুন, ভারতবর্ষ চিরকালই ঐ জগজ্জননী বাঘেশ্বরীর অধীন আর তাই থাকবেও। আপনি নিজে পণ্ডিত হয়ে কী ভাবেন জানি না, আমি তো সার বুঝেছি যে সারা পৃথিবী ঐ দেবীর পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে।"

"আপনি যা খুসি বলতে পারেন, কিন্তু সারা পৃথিবীতে যেদিন জৈনধর্ম্মের আধিপত্য ছড়িয়ে পড়বে সেদিন, এই কথা বলতে পারবেন?"

"কী জানি। আমি সামান্য লোক, আমার বলা না বলায় কিছু যায় আসে না। তবে আমি জানি সারা ভারত চিরকাল আমার উমা—

মহেশ্বরকেই পূজা করবে। যুগ ভেদে হয় তো রূপের পরিবর্ত্তন হবে কিন্তু দেবতার পরিবর্ত্তন কোন দিনই হবে না।"

আনন্দসূরি মুখে এক অস্বাভাবিক শব্দ করিয়া কহিলেন, "আপনার উমামহেশ্বরের তো এখন গজনীতে পূজা হচ্ছে, তাই নয় কী?" সুলতান মামুদ গজনীতে সোমনাথ বিগ্রহ উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল, সন্ন্যাসী তাহারই ইঙ্গিত করিল।

"দেবতার সেটা হল বাহ্য রূপ, আপনার চর্ম্মচক্ষে আপনি যা দেখেছেন। কিন্তু বিগ্রহের আসল রূপ আপনি নষ্ট করবেন কী করে? সে রূপ তো মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন পেতে বসে আছে।"

"কী রকম?" আনন্দসূরির কণ্ঠে শ্লেষ ফুটিয়া উঠিল।

"সে আপনি হয়ত বুঝবেন না। আপনাকে একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। আজ আপনার যেরূপ দম্ভ, তাতে আপনি হয়ত চোখে অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু সকলের সঙ্গে একই সময় বিরোধ করে আপনি জয়লাভ করতে পারবেন না, পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত কেউ তা পারে নি। আরও একটা কথা, দেবতার রোষ জাগিয়ে তুলবেন না, তাহলে সারা গুর্জ্জর আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তার ফলে আপনার সমস্ত দম্ভের সঙ্গে আপনি নিজেও চূর্ণ হয়ে যাবেন। আপনার সঙ্গে মিছামিছি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি সামান্য লোক, কিন্তু আমার কথাটা ভেবে দেখবেন।" পূজারী ভিতরে চলিয়া গেলেন।

আনন্দসূরি মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কানে পূজারীর দুইটি কথার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, "সারা ভারত চিরকাল উমা মহেশ্বরের পূজা করবে, আর সারা গুর্জ্জর আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তাতে আপনার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যাবে।" পূজারী ভবিষ্যদ্বক্তা।

সত্যই কী তাঁহার কথা সত্য হইবে? সত্যই কী জৈন ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনা করিলে আসমুদ্রহিমাচল বিদ্রোহ করিবে? সন্ন্যাসী ভাবিতে

লাগিলেন। সত্যই তো, তিনি নিজে যখন ভগবান পার্শ্বনাথের ধর্ম্মের প্রসার কামনা করেন, তেমনি কোটি কোটি হিন্দুও তাহাদের ধর্ম্মের বিস্তার কামনা করে। কেন তাহারা সহ্য করিবে এই নূতন ধর্ম্মের আধিপত্য? আর তাহা ছাড়া, জৈনধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্যই বা কোথায়? কত জৈন তো নিজেদের অজ্ঞাতেই স্বীকার করে নিয়েছে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য। ক্রিয়াকাণ্ডে তাহারাও তো ব্রাহ্মণের সহায়তা গ্রহণ করে, যে কোন হিন্দুর মতই দেবদেবীকে প্রণাম করে, পূজা করে, ভগবান মহেশ্বর, জগজ্জননী সিংহবাহিনীর আরাধনা করে। তারা বৈদিক ধর্ম্ম ও জৈন আচার দুইই সমানভাবে মানিয়া লইয়াছে। হিন্দুর কথা বাদ দিয়া তাহারাই বা ধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিবে কেন?

সন্ন্যাসীর কর্ণে পুরোহিতের কথা বাজিতে লাগিল—ভারত চিরকাল মহাদেব ও ভবানীর পূজা করিবে। তিনি একবার মন্দিরের ভিতর দেবীর দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। মনে হইল, দেবীর ব্যাঘ্র তাহার দুই জলন্ত চক্ষু লইয়া যেন তাহারই দিকে চাহিয়া আছে, যে কোন মুহূর্ত্তে লাফাইয়া পড়িবে। দেবীও যেন তাঁহার মহাশূল হস্তে লইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, 'সাবধান!' এক অজ্ঞাত ভয়ে সন্ন্যাসী কাঁপিয়া উঠিলেন, মনে হইল সমস্তই যেন ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। সমস্তই ভুল, তিনি যেন আগাগোড়া ভুল পথে চলিয়াছেন। এমন সময় বাঘেশ্বরী মন্দিরের অদূরে মহাদেবের মন্দিরের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী চমকাইয়া উঠিলেন। ঘণ্টাধ্বনি যেন তাঁহারই পরাজয় সূচনা করিল। তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, মন্দির হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

বাহিরের খোলা হাওয়ায় সন্ন্যাসী কিছু প্রকৃতিস্থ হইলেন। পূজারী তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টাই নষ্ট করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। তিনি অসুরহন্তা রুদ্রমূর্ত্তি সিংহবাহিনী ও জটাজুট-সমন্বিত মহাকালের পাশে তাঁহার নিজের আরাধ্য দেবতা শান্ত সমাহিত ভগবান পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি

কল্পনা করিবার চেষ্টা করিলেন। মনে হইল তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় পদ্মাসনে বসিয়া রহিয়াছেন, তাহার পর ধীরে ধীরে মূর্ত্তির রূপের পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইল। মনে হইল, যেন তাঁহার হস্তে খড়্গ, চক্ষু জ্বলিতেছে। সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "না না, এ হতেই পারে না, সব মিথ্যা।" কেহ যেন সন্ন্যাসীর কথার উত্তরে ডাকিল, "মহারাজ।"

"কে?" সন্ন্যাসী সামনে চাহিয়া দেখিলেন। আগন্তুক তাহারই রক্ষী সৈন্যদলের নায়ক, এইমাত্র মন্দিরে পৌঁছিয়াছে। সৈনিক কহিল, "রক্ষীরা সকলে এসে পড়েছে, এইবার কী কর্ত্তব্য বলুন। যদি আদেশ করেন তো এইখানেই আজ রাত্রের মত শিবির সন্নিবেশ করি।"

সৈনিকের কথায় আনন্দসূরি বাহ্যজগতে ফিরিয়া আসিলেন, কহিলেন, "সে কী? আমাদের যে কোন প্রকারে হউক, যত শীঘ্র সম্ভব মণ্ডুকেশ্বরে পৌঁছিতেই হবে। আমরা এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করব আর আমাদের শত্রু সেখানে তার ষড়যন্ত্রের সুবিধা করে নেবে, এ কখনই হতে পারে না।"

রক্ষীরা পুনরায় যাত্রা সুরু করিল। সন্ন্যাসী অশ্বারোহণে তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর গম্ভীরমল্লও তাহার অধীনস্থ কয়েকজন সৈন্য সামনে আসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য গম্ভীরমল্ল মণ্ডলেশ্বরের নিকট হইতে মুঞ্জালের নিকট সংবাদ লইয়া আসিতেছিলেন। সন্ন্যাসী তাহাদের বন্দী করিলেন।

আনন্দসূরি যখন মণ্ডুকেশ্বরে পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি আর বড় বেশী বাকি নাই। পৌঁছাইবার সঙ্গে সঙ্গেই অবরোধের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝা গেল যে উহা নিষ্প্রয়োজন। বাঘেশ্বরীর মত মণ্ডুকেশ্বরেও কেহ নাই। ক্রমশঃ রাত্রি প্রভাত হইল। কিন্তু রুদ্রমহল হইতে দেবপ্রসাদের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। প্রাতঃকাল গিয়া দ্বিপ্রহর

আসিল, তাহার পর অপরাহ্ন, অবশেষে রাত্রি আসিল, তবুও মণ্ডলেশ্বরের কোন সংবাদ নাই। সন্ন্যাসী অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। দেবপ্রসাদ এখনও রুদ্রমহলে আছে কিনা, থাকিলে কী করিতেছে তাহা অবিলম্বে জানা প্রয়োজন। আর দেবপ্রসাদ যদি চলিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে পাটনের সমূহ বিপদ। তাহাকে যেভাবেই হউক আটকাইতেই হইবে।

রাত্রি আসিবার পর সন্ন্যাসী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। অন্ধকারের সুযোগে আপন সৈন্যদল লইয়া সরস্বতীর সেতু পার হইয়া একেবারে রুদ্রমহলের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানেও সমস্ত নিস্তব্ধ। আনন্দসূরি মহলের দ্বারের কড়া নাড়িলেন। অনেকক্ষণ কড়া নাড়িবার পর ভিতর হইতে এক সৈনিক আসিয়া দ্বারের অর্গল খুলিতে খুলিতে প্রশ্ন করিল, "এত রাত্রে আবার কে ডাকাডাকি করে?"

"মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদ কী মহলে আছেন?"

"তাঁকে তোমার কী দরকার?" বলিতে বলিতে সৈনিক দ্বার খুলিয়া দিল। তাহার পিছনে আর একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ দাঁড়াইয়াছিল সে সামনে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "কে আপনি, কী চান?"

"আমি দেবপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

রাজপুরুষ সন্ন্যাসীকে চিনিতে পারিয়া, কঠোর স্বরে কহিল, "আনন্দসূরিজী আপনাকে মহারাজের সামনে যেতে হলে হাতে আর পায়ে লোহার বাঁধন পরে যেতে হবে, যাবেন তো বলুন সেই ভাবে নিয়ে যাই।" আনন্দসূরি কোন উত্তর দিবার পূর্বেই রাজপুরুষ তাঁহার মুখের উপর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল।

মহলের বাহিরে সন্ন্যাসী নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিলেন। ক্রোধে, অপমানে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। তাঁহার ছদ্মবেশ সত্বেও এই রাজপুরুষ তাঁহাকে চিনিয়া লইয়াছে। কিন্তু অপমান সহ্য

করিবার পাত্র সন্ন্যাসী আনন্দসূরি নহেন, একটা কিছু করিতেই হইবে। তাঁহার চিরশত্রু দেবপ্রসাদ জীবিত থাকিতে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। প্রতিশোধের তীব্র জ্বালায় সন্ন্যাসী উন্মাদের মত হইয়া গেলেন, তিনি রক্ষী সৈন্যদের বৃক্ষের আড়ালে নিঃশব্দে শিবির সন্নিবেশ করিতে আদেশ করিলেন। তাহার পর একাকী মহলের প্রাচীরের আড়ালে আড়ালে চারিদিক দেখিয়া লইবার জন্য বাহির হইয়া গেলেন। রাত্রি বাড়িতে লাগিল কিন্তু দেবপ্রসাদের সঠিক সংবাদ পাওয়া গেল না। এমন কি মহলে মণ্ডলেশ্বর সত্য সত্যই আছেন কিনা সে বিষয়েও নিশ্চিত কিছু জানা গেল না। যদি মণ্ডলেশ্বর মহল ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়া থাকেন, তাহা হইলে পাটনের পক্ষে বিপদ হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি যাইবেনই বা কোথায়? এক দেহস্থলী যাইতে পারেন। তাহা হইলে তাঁহার সৈন্যদলের কী হইল? তবে দ্বাররক্ষী যেভাবে কথা বলিল, তাহাতে মনে হয় দেবপ্রসাদ মহলেই আছেন। সন্ন্যাসী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলেন। ক্রমশঃ তিনি সরস্বতীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

নদীর গর্ভ হইতেই মহলের সুদৃঢ় প্রাচীর উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল; শুভ্র জ্যোৎস্নায় কালনাগিনী সরস্বতীর জল ঝিকমিক করিতেছিল। আর তাহার উপর প্রাসাদের ছায়া নাচিতেছিল। সন্ন্যাসী জ্যোৎস্না-প্লাবিত প্রাসাদের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে, হঠাৎ প্রাসাদের ছাদে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। মনে হইল একটি ক্ষীণ দীর্ঘ ছায়া ছাদে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ছায়া নিশ্চয়ই কোন পদচারী রাজপুরুষের। আনন্দসূরি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর ছায়ার অধিকারীকে চিনিতে পারিলেন, তিনি দেবপ্রসাদ। মণ্ডলেশ্বরের সহিত আরও একটি অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব ছায়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সন্ন্যাসীর তাহাকেও চিনিতে বিলম্ব হইল না। আপন মনেই তিনি

হাসিয়া উঠিলেন। তাহা হইলে হংসাকে মণ্ডলেশ্বরের নিকট পাঠাইবার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ হইল। গুরুদেব দেবপ্রসাদকে বলিয়াছিলেন, "তোমার দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।" নিজের মনে মনেই সন্ন্যাসী বলিলেন, "হাঁ, দিন শেষ হয়ে এসেছে আর তা শেষ হবে আমারই হাতে।"

কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া সন্ন্যাসী ফিরিয়া চলিলেন। সামনেই পথের রেখা দেখা গেল। তিনি সেই পথ ধরিয়া চলিলেন। হঠাৎ দূরে অশ্ব-পদধ্বনি শুনা গেল। কাহারা যেন এইদিকেই আসিতেছে। সন্ন্যাসী চকিত হইয়া উঠিলেন, ভাবিলেন এত রাত্রে এইদিকে কাহারা আসিতে পারে। যদি শত্রু হয়? হঠাৎ আক্রান্ত হইলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, কারণ রক্ষীরা নিকটে কেহ নাই, অথচ আশে পাশে লুকাইবারও বিশেষ কোন সুবিধা নাই। পলায়ন করিবারও সময় নাই, অশ্বপদধ্বনি ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছে। সন্ন্যাসী সাহস করিয়া পথের এক পার্শ্বে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে পথের বাঁকে দুই তিনজন অশ্বারোহী দেখা গেল। সন্ন্যাসীর সাহস্ বাড়িল, দুই তিনজন সহজে তাঁহার কিছু করিতে পারিবে না। অশ্বারোহীরা নিকটে আসিবামাত্র প্রশ্ন করিলেন, "কে যায়?"

অগ্রবর্ত্তী অশ্বারোহী কহিল, "জয়, মহারাজ জয়দেবর জয়।"

"কে চিত্রবিজয় নাকি? এমন সময় এখানে?"

"সন্ন্যাসী মহারাজ, নমস্কার। মণ্ডলেশ্বর বল্লভসেন এই পথে আসছে সংবাদ পেয়েছি।"

বল্লভসেন দেবপ্রসাদের সহকারী। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "একলা আসছে না সঙ্গে লোকজন আছে? কতক্ষণে এখানে এসে পৌছাবে?"

"তার সঙ্গে আরও পাঁচ সাতজন অশ্বারোহী আছে, আর রাত্রির শেষ প্রহর নাগাদ এখানে এসে পৌছাবে বলে মনে হয়। আমি যে মুহূর্ত্তে সংবাদ পেয়েছি, আপনাকে জানাবার জন্য ছুটে এসেছি।"

"ঠিক করেছ। সামনেই আমাদের সৈন্যদের শিবির, ঐখানে গিয়ে অপেক্ষা করো। এই পথ দিয়া যাও, আমি এখনই আসছি।" চিত্রবিজয় ও অন্যান্য অশ্বারোহীরা চলিয়া গেল।

একাকী আনন্দসূরি পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন কী করিয়া মহলে প্রবেশ করা যায়। দেবপ্রসাদ গুর্জ্জরের জৈন সাম্রাজ্যের চিরশত্রু। এতদিন পরে তিনি আজ তাহাকে অরক্ষিত অবস্থায় রুদ্রমহলে পাইয়াছেন, এই সুযোগ ত্যাগ করা কোনমতেই উচিৎ হইবে না, অথচ যাহা কিছু করিবার এখনই করিতে হইবে। প্রতি মুহূর্ত্তে বল্লভসেন ও রুদ্রমহলের দূরত্ব হ্রাস পাইতেছে। বল্লভসেন একবার আসিয়া পড়িলে আর কিছুই করা যাইবে না। সন্ন্যাসী পুনরায় নদীর তীরে ফিরিয়া আসিলেন; একবার মহলের প্রাচীরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন অসম্ভব। নদীর তীর ধরিয়া চলিতে চলিতে একস্থানে দেখিলেন মহলের একটি নর্দ্দমা প্রাসাদ হইতে নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। চেষ্টা করিলে হয়ত তাহার মধ্য দিয়া মহলে প্রবেশ করা যাইতে পারে। সন্ন্যাসী আর বিলম্ব করিলেন না। নিজের অস্ত্র শস্ত্র, বহির্বাস একে একে খুলিয়া একস্থানে লুকাইয়া রাখিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে সরস্বতীর জলে নামিয়া সাঁতার দিয়া নর্দ্দমার নিকট পৌঁছিলেন।

নর্দ্দমা দিয়া ময়লা জলের স্রোত বহিতেছে। সমস্ত জায়গাটা দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, সন্ন্যাসী কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেননা। অতি কষ্টে নর্দ্দমার মুখের মধ্যে স্বীয় শরীর প্রবেশ করাইলেন, তাহার পর নর্দ্দমা বাহিয়া মহলের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। স্থানে স্থানে পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ তাহার উপর দুর্গন্ধে তাঁহার নিঃশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল, তবুও সন্ন্যাসী তাহারই মধ্যে পথ করিয়া চলিলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। নর্দ্দমা যেখানে আরম্ভ হইয়াছে তাহার নিকটেই একটি পরিষ্কার জলের কূপ ছিল। সন্ন্যাসী

সেইখানে স্নান করিয়া দেহের ময়লা দূর করিলেন, তাহার পর মহলের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

মহলের নিম্নতলে কেহই নাই। সমস্ত কক্ষই জনশূন্য। সন্ন্যাসী বহু কক্ষ খুঁজিয়া দেখিলেন, কাহাকেও পাইলেন না। এমন সময় উপরে কাহার হাসি শুনিতে পাইলেন। কিন্তু উপরে যাইবার সিড়ির দ্বার বন্ধ। অন্য দ্বারের সন্ধান করিলেন, সে দ্বারও বন্ধ। তাঁহার কপালে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল। আর বিলম্ব করিবার সময় নাই, বল্লভ সেনের আসিবার সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। একবার মনে করিলেন, মহলের দ্বার ভিতর হইতে খুলিয়া দিবেন ও তাঁহার সৈন্যদের লইয়া প্রাসাদ আক্রমণ করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই সেই চেষ্টা হইতে বিরত হইলেন। তাহাতে বিপদ যথেষ্ট। দ্বার খুলিবার পূর্ব্বেই যদি কেহ দেখিয়া ফেলে মুস্কিল হইবে। বিশেষ করিয়া মহলের দ্বারের রক্ষী ও রাজ-পুরুষ তাঁহাকে চিনিয়া রাখিয়াছে।

সন্ন্যাসী কী করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বহু দূরে অশ্বপদধ্বনি শুনা গেল। তিনি বুঝিলেন বল্লভসেন আসিয়া পড়িয়াছে। আর সময় নাই, কী করা যায়? হঠাৎ দেখিলেন সামনেই রুদ্রমহলের গোশালা। এই গোশালার নাম আনন্দহরি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। এত বড় গোশালা নাকি গুর্জ্জরে আর নাই। গোশালার পার্শ্বেই পর্ব্বত প্রমাণ খড়ের গাদা ছিল। আশেপাশের কোন স্থান হইতে দগ্ধ তীক্ষ্ণ কুটের গন্ধ আসিতেছিল। হঠাৎ সন্ন্যাসীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। নিকটেই এক কক্ষে গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত এক পরিচারককে পাওয়া গেল। তাহার হুঁকা এবং জ্বলন্ত কলিকা পাশেই পড়িয়া রহিয়াছে। উন্মত্ত সন্ন্যাসী মুহূর্ত্ত মধ্যেই সেই আগুন খড়ের মধ্যে ঢালিয়া দিলেন। বাতাস পাইয়া অগ্নি ধীরে জ্বলিতে লাগিল। সন্ন্যাসী দেখিলেন আর মহলে থাকা নিরাপদ নহে। গোশালার

অনতিদূরেই একটি ক্ষুদ্র দ্বার দেখা যাইতেছিল। সন্ন্যাসী কালবিলম্ব না করিয়া সেই দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। সামনেই নদী, সন্ন্যাসী সাঁতার দিয়া অপর পারে চলিয়া গেলেন। কী হইল প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, ভাবিলেন অগ্নি কী নিভিয়া গেল? কিন্তু পর মুহূর্তেই তাঁহার সংশয় দূর হইল। হঠাৎ সমস্ত মহল আলোকে পূর্ণ হইয়া গেল। নিম্নতলের দুই একটি কক্ষের জানালা দিয়া প্রথমে ধূম ও তাহার পর অগ্নির শিখা দেখা গেল। তাঁহার পর সমস্ত প্রাসাদ বেড়িয়া লেলিহান অগ্নিশিখা উপরে উঠিতে লাগিল। সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন।

অগ্নি জ্বলিল

অল্প সময়ের মধ্যেই মহলের চারিদিকে মহা কোলাহলের সূত্রপাত হইল। ভীত, ত্রস্ত মহলবাসীরা এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল "আগুন, আগুন!" প্রাসাদের জানালা দরজা ইত্যাদি সমস্তই কাঠের, কাজেই অগ্নি মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত মহল ঘিরিয়া ফেলিল।

উপরের এক কক্ষে দেবপ্রসাদ ও হংসা এতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন। বিভিন্ন কক্ষের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িবার শব্দে ও পোড়াকাঠের গন্ধে তাঁহাদের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অগ্নি তখন উপরের কক্ষগুলিও আক্রমণ সুরু করিয়াছে। মণ্ডলেশ্বর একেবারে ছাদে গিয়া পৌছিলেন। নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহা অতি ভয়ানক। মহলের

চতুর্দ্দিকে প্রচণ্ড বিক্রমে অগ্নি জ্বলিতেছে, তাহার লেলিহান শিখা প্রায় ছাদ অবধি পৌঁছাইতেছে। বাতাস অত্যন্ত উত্তপ্ত ও ধূমে চারিদিক আচ্ছন্ন। অগ্নিদগ্ধ প্রাসাদের প্রতিবিম্ব সরস্বতীর কালো জলে নাচিতেছে। দেবপ্রসাদ বুঝিলেন তাঁহার শত্রুদের এই কীর্ত্তি, এইবার আর তাঁহার রক্ষার কোন আশা নাই। ইতিমধ্যে হংসা চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দেবপ্রসাদ, হংসা নীচে কী হইতেছে তাহা দেখিবার পূর্ব্বেই তাহাকে ছাদের কিনারা হইতে সরাইয়া লইলেন। উদ্দেশ্য, রক্ষা যখন নাই তখন মিছামিছি ভয় পাওয়ায় লাভ কী? মুখে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভয় নাই, এদিকে এস।"

কিন্তু হংসাও পরিস্থিতি বুঝিয়াছিল। সে শান্তকণ্ঠে কহিল, "আমি আমি তোমার মত ছুটতে পারব না। আমার জন্য ভেব না, আমি এইখানেই থাকি। তোমার সামনে অনেক কাজ, তোমার বাঁচা প্রয়োজন। দেবপ্রসাদ একবার হংসার দিকে চাহিয়া হাসিলেন, কহিলেন, "যদি বাঁচি তো দুইজনেই বাঁচব, আর নইলে কেউ নয়," তাহার পর হংসার দেহ নিজের স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া ছুটিলেন।

মণ্ডলেশ্বর প্রথম সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। সিঁড়ির মুখের কক্ষ তখন অসহ্য উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, ও ধোঁয়ায় কোন কিছুই দেখা যাইতেছে না। তাহা সত্ত্বেও দেবপ্রসাদ সিড়ির মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন নামা অসম্ভব, সিড়ির নিম্নভাগ জ্বলিতেছে। আশে পাশেও অন্য কোন সিড়ি দিয়া নামিবার উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া ছাদে ফিরিয়া আসিলেন।

হংসা একবার কথা বলিবার চেষ্টা করিল, "এবার কী হবে!"

"মণ্ডুকেশ্বর অবশ্যই কোন উপায় করবেন, ভয় কী?"

"আমি মরি ক্ষতি নেই, কিন্তু মরেও আমার দুঃখের শেষ নেই, আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হলাম, আমি এমনই হতভাগিনী।"

"পাগল। তোমায় পাবার জন্য যদি জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয় তাতেও আপত্তি নেই। কিন্তু আমার শত্রুরা যে এত ভীরু কাপুরুষ তা জানতাম না। ক্ষত্রিয়ের মত সামনা সামনি না পেরে তারা আমায় আগুনে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করছে। যা হোক, দুজনে যখন একসঙ্গেই মরতে বসেছি তখন মরণে আব ভয় কী।" মণ্ডলেশ্বর সস্নেহে হংসাকে চুম্বন করিলেন।

"তবে কী কোন আশাই নেই?"

"বোধ হয় না। দেবপ্রসাদ সোলাঙ্কীর এই তো যোগ্য মৃত্যু। দেখ সমস্ত মহল কিভাবে জ্বলছে।" জান, আমার পিতার চিতাও এইখানে, এই সরস্বতীর ধারে সাজানো হয়েছিল—দাঁড়াও এক উপায় বোধহয় এখনও আছে।" দেবপ্রসাদ হংসাকে ছাদের কিনারায় টানিয়া আনিলেন, ছাদের নীচেই সরস্বতী বহিয়া যাইতেছে। দেবপ্রসাদ কহিলেন, "এস আমরা সরস্বতীর জলে লাফিয়ে পড়ি। সাহস হয়?"

"আপত্তি কী? না হয় মরব, এখানেও তো মৃত্যু নিশ্চিত।"

"তবে এস আমার কোমর জড়িয়ে ধর।"

হংসা দেবপ্রসাদকে জড়াইয়া ধরিল। মণ্ডলেশ্বর নিজের পরিধেয় ঠিক করিয়া লইলেন এবং অন্যান্য বহির্বাস ত্যাগ করিলেন। ইহাতে লম্ফনের সুবিধা হইবে। তাহার পর হংসাকে লইয়া একবার ছাদের আলিশার উপর গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার পায়ের নীচে মহলের উপরের গবাক্ষ; দ্বার তীব্রভাবে জ্বলিতেছে, অগ্নিশিখা প্রায় তাঁহার পাদস্পর্শ করিল। বহু নীচে সরস্বতীর জলে অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব নাচিতেছে দূরে মণ্ডুকেশ্বরের মন্দিরের চূড়াও অগ্নির আভায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। দেবপ্রসাদ একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর হংসাকে ভাল করিয়া ধরিয়া ভগবান সোমনাথের নাম লইয়া নদীতে লাফাইয়া পড়িলেন।

* * * * *

নদীর অপরপারে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসী আনন্দসূরি পৈশাচিক উল্লাসে আগুন দেখিতেছিল। তাহার মনে হইল অগ্নি যেভাবে জ্বলিতেছে তাহাতে আর অল্পক্ষণের মধ্যেই গোটা মহল ভাঙ্গিয়া পড়িবে। এমন সময় দেখিল প্রাসাদের ছাদে দুইটি মূর্ত্তি। চিনিতে বিলম্ব হইল না, ইহাদের একজন দেবপ্রসাদ ও অপরজন হংসা। সন্ন্যাসীর আনন্দ আরও বৃদ্ধি পাইল। এইবার কোথায় যাইবে দেবপ্রসাদ? জৈন সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু আজ মরিতে বসিয়াছে। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই যাহা দেখিল তাহাতে তাহার হাসি মিলাইয়া গেল। যাহা দেখিল তাহাতে নিজের অজ্ঞাতেই চীৎকার করিয়া উঠিল। মণ্ডলেশ্বর হংসাকে লইয়া সরস্বতীর জলে লাফাইয়া পড়িলেন। নদীর জলে প্রথমে প্রচণ্ড আলোড়ন উঠিল, তাহার পরই দেখা গেল একজন একহাতে কোন গুরুভার বহন করিয়া অপর হাতের সাহায্যে সাঁতার দিয়া তীরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

সন্ন্যাসীর রক্ষীরাও নদীর অপর পারে দাঁড়াইয়া অগ্নিকাণ্ড দেখিতেছিল এখন তাঁহার চীৎকার শুনিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া আসিল। সন্ন্যাসী ডাকিলেন, "চিত্রবিজয়!"

"মহারাজ।"

"সমস্ত রক্ষীদের অশ্বারোহণে মহলের কাছে নদীতীরে পাঠাও, আর বলে দাও, যে সাঁতরে তীরে এসে উঠবে তাকে নির্ব্বিচারে হত্যা করবে, বুঝেছ?"

"যথা আজ্ঞা।" চিত্রবিজয় চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী পুনরায় জলে নামিলেন ও সাতার দিয়া সন্তরণরত দেবপ্রসাদের পিছনে গিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

———

প্রভুর সাহায্য

এদিকে মেরলের সৈন্য-শিবিরে বল্লভসেন অধীর আগ্রহে দেবপ্রসাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বল্লভসেন নিজেও ছিল এক ছোট মণ্ডলের অধীশ্বর। তাহার বাল্যকাল হইতেই দেবপ্রসাদ এই স্বল্পভাষী, গম্ভীর মানুষটিকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এমন কী নিজের পুত্র, মাতৃস্নেহে বঞ্চিত ত্রিভুবনপাল ও বল্লভসেন, দুইজনের মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেন না। ফলে প্রথম হইতেই বল্লভসেন মণ্ডলেশ্বরের বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার শিক্ষা, রণকৌশল সমস্ত দেবপ্রসাদের নিকট হইতে প্রাপ্ত। প্রথম জীবন হইতেই ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুকরণ করার ফলে বল্লভসেনও প্রায় দেবপ্রসাদের মতই রণপণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিল।

দেবপ্রসাদের আদেশ, তিনি মেরলে না আসা পর্যন্ত শিবির সন্নিবেশ করিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, বল্লভসেন তাই অপেক্ষা করিতেছিল। পাটন অভিযানের সমস্ত প্রস্তুত, এ দিকে দিনের পর দিন পার হইতে লাগিল। অথচ মণ্ডলেশ্বরের দেখা নাই। বল্লভসেন বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। একদিন দুপুরে সামন্ত বিশ্বপাল তাহার সৈন্য লইয়া মেরলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই জানিত বিশ্বপাল মহাদেবীর বিশেষ অনুগৃহীত।

বল্লভসেন নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, "হঠাৎ মেরলে কী প্রয়োজন? আমি এখন অত্যন্ত ব্যস্ত, সময় নেই।"

"এই তো গুর্জ্জরের সৈন্য। এই নিয়ে আমাদের মালবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তুমি নিজেও তো যোদ্ধা, কাজেই বুঝতেই পারছ কাজ কত কঠিন।" বল্লভসেন চুপ করিয়া রহিল। বিশ্বপাল

দেখিল মিথ্যা ভণিতায় কোন কাজ হইবে না, কাজেই অন্য পথ ধরিল, "কহিল গুর্জ্জরের বাইরে শত্রুর গতিবিধির সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। এই সময় শিবির উঠিয়ে সমস্ত সৈন্য মহাদেবীর নিকট নিয়ে গেলে বিশেষ ভাল হয়। চাই কী, এতে মহাদেবী খুসি থাকলে সকলেরই ভাগ্য ফিরে যেতে পারে।"

বল্লভসেন সংক্ষেপেই উত্তর দিল, "এ বিষয়ে মণ্ডলেশ্বরের কোন আদেশ নেই, কাজেই আমি নিরুপায়।"

"আপনার মণ্ডলেশ্বর কী আর আছেন? তিনি এতক্ষণ নিশ্চয়ই রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে মহাদেবীর হাতে বন্দী হয়েছেন। আর এতক্ষণ দেহস্থলীরও বোধ হয় পতন হয়েছে। আপনাকে একটা ভাল পরামর্শ দিই শুনুন। আপনি যদি শিবির উঠিয়ে এই বেলা মহাদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, দেহস্থলী হয়ত মীনলদেবী আপনাকেই দিয়ে দিতে পারেন।" বিশ্বপালের এত বড় লোভের কথাতেও বল্লভসেনের মুখের ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। কহিল, "বিশ্বপালদেব, মিছিমিছি সময় নষ্ট করে কি লাভ! আপনি মণ্ডলেশ্বরের আদেশ নিয়ে আসুন, তিনি যা বলবেন আমি তাই করব।"

"তা হলে মণ্ডলেশ্বরের আদেশ ছাড়া—"

"আজ্ঞা হ্যাঁ, তাঁর আদেশ ছাড়া কিছুই হবে না, আপনি এখন আসুন।" বিশ্বপাল নিরাশ হইয়া চলিয়া গেল, যথেষ্ট লোভ দেখাইয়াও বল্লভসেনকে মহাদেবীর পক্ষভুক্ত করা গেল না।

বিশ্বপাল চলিয়া গেলে বল্লভসেনের দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গেল। মণ্ডলেশ্বরের কোন বিপদ হয় নাই তো? তিনি নিজের সৈন্যদল ছাড়িয়া এতদিন কখনও থাকেন নাই। সৈন্যদের মধ্যেও তাঁহাকে না দেখিতে পাওয়ায় নানাবিধ আলোচনা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইতেছে। ইহার কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয়। অবশ্য বল্লভসেন থাকিতে সৈন্যদলে কোন বিদ্রোহ দেখা

দিবে না, কিন্তু অধিনায়ক যেখানে স্বয়ং উপস্থিত নাই সে নিজে সেখানে কতদিন শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারবে? সন্ধ্যার সময় মধুপুর হইতে সংবাদ আসিল, সেখানকার সেনা পাটনের অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে, খুব সম্ভব মহাদেবী নিজেও এই সৈন্যদলের সহিত রহিয়াছেন। সংবাদ যদি সত্য হয় তাহা হইলে দেবপ্রসাদের এতদিনের স্বপ্ন ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বল্লভসেন অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিল।

সন্ধ্যা যাইয়া রাত্রি আসিল। গুপ্তচর আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, যে মণ্ডুকেশ্বর বা বাঘেশ্বরীর কোন পথেই দেবপ্রসাদের কোন সংবাদ নাই। বল্লভসেন স্থির করিল, আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ঠিক হইবে না, মণ্ডলেশ্বরের নিশ্চয়ই কোন বিপদ ঘটিয়াছে। যাহা কিছু করিবার এখনই করিতে হইবে। সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপন সৈন্যদল হইতে পাঁচশত বিশ্বস্ত অশ্বারোহীদের মণ্ডুকেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিল। আরও একটি ক্ষুদ্র সৈন্যদল বাঘেশ্বরীর দিকেও পাঠান হইল। কারণ, হয়ত মণ্ডলেশ্বর সেইদিকেও যাইতে পারেন এবং পরিশেষে পঁচিশজন বীর সৈনিক বাছিয়া বল্লভসেন নিজে শকটারোহণে মণ্ডুকেশ্বরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। দ্রুতগামী শকট অশ্বারোহী হইতে পূর্ব্বে পৌঁছিবে। সে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত বাকী সৈন্যের ভার এক বিশ্বস্ত সামন্তের উপর দিয়া গেল।

দ্রুতগাগী শকট যথাসময়ে মণ্ডুকেশ্বরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, বল্লভসেন বহু দূর হইতে লক্ষ্য করিল মণ্ডুকেশ্বরের দিকে আকাশ গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। কোথায় ভীষণ আগুন লাগিয়াছে, যাহাতে সারা আকাশ লাল হইয়া গিয়াছে। বল্লভসেন ভাবিলেন মণ্ডুকেশ্বরের রুদ্রমহলে নয় তো; বল্লভসেন শিহরিয়া উঠিল। শকটের অশ্বের গতি আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ক্রমশঃ অরণ্য পার হইয়া শকট খোলা রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

এইবার স্পষ্ট দেখা গেল, দূরে দেবপ্রসাদের মণ্ডুকেশ্বরে অবস্থিত সুদৃঢ় রুদ্রমহলে আগুন জ্বলিতেছে। লেলিহান অগ্নিশিখা সমগ্র প্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে ও সমস্ত আকাশ অগ্নির আভা ও ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। বল্লভসেনের দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল।

বল্লভসেনের শকট ভীমবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, এমন সময় পথিপার্শ্বে তিন চার জন অশ্বারোহী দেখা গেল। বল্লভসেন শকট থামাইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "থাম! কে তোমরা?"

প্রথম অশ্বারোহী অশ্ব থামাইয়া ডাকিল, "কে বল্লভসেন?"

"গম্ভীরমল্ল, কী ব্যাপার? মহারাজ কোথায়?"

"ভীষন বিপদ! মহারাজ ঐ প্রাসাদে, তিনি সম্ভবতঃ আগুনে পুড়ে মরে গেছেন।" বল্লভসেন শকট হইতে নামিয়া পড়িল এবং গম্ভীরমল্লের নিকট আসিয়া তাহার অশ্বের লাগাম ধরিয়া ভীষণকণ্ঠে কহিল, "মহারাজ মারা গেছেন, আর তোমরা বেঁচে আছ কী করে?"

"আপনি হয়ত সংবাদ পাননি, আজ আমরা সকালে মণ্ডলেশ্বর মহারাজের সঙ্গে মুঞ্জালদেবের আলাপের জন্য যাত্রার উদ্যোগ করছি, এমন সময় হংসা দেবী এসে উপস্থিত হলেন।"

"হংসাদেবী! তিনি তো বহুদিন মারা গেছেন বলে শুনেছি।"

"না, তিনি জীবিত আছেন। এতদিন মহাদেবী তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন। আজ ঠিক সময় বুঝে তাঁকে মণ্ডলেশ্বরের কাছে পাঠিয়েছেন, ফলে, মহারাজ মুঞ্জালের সহিত আলোচনা স্থগিত রাখেন ও আমায় সংবাদ দিয়ে তাঁর কাছে পাঠান। পথে এই সন্ন্যাসী আমায় বন্দী করে এইখানে নিয়ে আসে। সারাদিন আমায় আটকে রেখেছিল, এখন প্রাসাদে আগুন লাগায় গোলমালের মধ্যে আমি তার হাত থেকে পালিয়ে এসেছি।"

বল্লভসেন কিছুক্ষণ অগ্নিদগ্ধ রুদ্রমহলের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, "গম্ভীরমল্ল, তোমায় ফিরে যেতে হবে, এস গাড়ীতে এস।"

গম্ভীরমল্ল শকটে আসিয়া বসিল। শকট আবার দ্রুতবেগে রুদ্রমহলের দিকে ছুটিল। সামনেই মণ্ডুকেশ্বরের মন্দির, তাহার কিয়দংশ জ্বলিয়া গিয়াছে। শকট নদীর পথ ধরিল। নদীতীরে বহু লোকের ভীড়। সকলেই জ্বলন্ত প্রাসাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সমগ্র প্রাসাদ তখন ঘোরতরে জ্বলিতেছে।

বল্লভসেন ও অন্যান্য সকলে শকট হইতে নামিয়া পড়িল। রাজপুরুষ দেখিয়া নিকটে যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, বল্লভসেন তাহাদের একজনকে ধরিয়া কঠোর স্বরে প্রশ্ন করিল, "এই, তুমি কোন দলের লোক ?"

"এঁ্যা, মহারাজ বল্লভসেন, আমি রামসিংহ।"

"কী ব্যাপার ? মহলে আগুন লাগল কী করে ? মহারাজ কোথায় ?"

"আজ্ঞে আমরা মহলের মধ্যেই ছিলাম। মণ্ডলেশ্বর মহারাজ মহলের উপরের কক্ষে ঘুমিয়ে ছিলেন। প্রাসাদে আগুন লাগতেই আমরা তাঁকে ডাকবার চেষ্টা করলাম। সিঁড়ির দ্বার উপর থেকে বন্ধ, কাজেই অনেক ডাকাডাকি করেও তাঁর সাড়া পাওয়া গেল না। তারপর আমরা আর থাকতে পারিনি, বেরিয়ে আসতে বাধ্য হই। কিন্তু আপনি যদি মহারাজকে বাঁচাতে চান তো আর দেরী করবেন না। এখনই আসুন। শোনা যাচ্ছে, মহারাজ নাকি প্রাসাদের ছাদ থেকে সরস্বতীর জলে লাফিয়ে পড়েছেন।"

"বলকী ? অত উঁচু ছাদ থেকে ? নদীর কোনখানে লাফিয়ে পড়েছেন বলতে পারবে ? এরা সব কারা ?"

"এরা সকলেই চন্দ্রাবতীর সৈনিক। এঁদের নিয়ে পাটনের সেই সন্ন্যাসী মহারাজকে বন্দী করতে এসেছে। সে নিজেও এতক্ষণ ঐ খানে দাঁড়িয়ে-

ছিল, মহারাজকে লাফাতে দেখে, তাঁকে ধরবার জন্য সে নিজেও জলে নেমেছে।"

"কে আনন্দসূরি?"

"আজ্ঞে হাঁ, সেই তো পাটন থেকে এসেছে, নিজের অশ্বারোহীদেরও নদীর তীরে তীরে মহারাজকে অনুসরণ করতে আদেশ দিয়েছে, মহারাজ যেইমাত্র তীরে উঠবেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে হত্যা করা হবে।"

বল্লভসেন শিহরিয়া উঠিল, সে রামসিংকেও শকটে উঠাইয়া লইল। শকট চন্দ্রাবতীর অশ্বারোহীদের অনুসরন করিল।

বল্লভসেন জিজ্ঞাসা করিল, "রামসিংহ, মহারাজ কতক্ষণ আগে লাফিয়েছেন?"

"তা প্রায় এক প্রহর হল।"

শকট তখন বায়ুবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

ভবিষ্যদ্বাণী

নদীতে লাফাইয়া পড়িবার সময় দেবপ্রসাদের বিশেষ আঘাত লাগে নাই। কাজেই তাঁহার আশা হইল যে কোন রকমে হংসাকে লইয়া সাঁতার দিয়া তীরে উঠিতে পারিলেই জীবন রক্ষা হইবে। নদীর এক পারে সমগ্র রুদ্রমহল তখন জ্বলিতেছে, সেখানে যাওয়া অসম্ভব। নদীর অপর পারে গ্রাম, সেখানকার অধিবাসীরা সকলেই তাঁহার অনুগামী। গ্রামে পৌছিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মেরলে যাইতে হইবে। সেখানে তাঁহার উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন।

মণ্ডলেশ্বর সাঁতার দিতে দিতে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বিপদ হইল হংসাকে লইয়া। অনেক উচ্চ হইতে লাফাইবার ফলে এবং ঠাণ্ডায় হংসা জ্ঞান হারাইয়াছিল, ফলে তাহার হাত দেবপ্রসাদের কণ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। কাজেই দেবপ্রসাদকে বাম হাত দিয়া হংসাকে ধরিয়া কেবলমাত্র দক্ষিণ হস্তের সাহায্যেই সাঁতার দিতে হইতেছিল। তিনি নিজে যথেষ্ট বলশালী, সন্তরণেও তাঁহার দক্ষতা অসাধারণ, তথাপি এইরূপ অপর একটি দেহের ভার লইয়া সাঁতার দেওয়া সহজ নহে। তবে সৌভাগ্য-ক্রমে সরস্বতীর স্রোত তাঁহার অনুকূল। দেবপ্রসাদ ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে ভাসিয়া চলিলেন।

কিছুক্ষণ সাঁতার কাটিবার পর অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ তাঁহার কানে আসিল। মনে হইল দূরে বোধ হয় অন্য কেহ সাঁতার দিতে দিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। মণ্ডলে-শ্বর একবার ফিরিয়া চাহিলেন, কিন্তু অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার কেমন সন্দেহ হইল; তাহার পর সাঁতারের দিক পরিবর্তন করিয়া অন্য দিকে গেলেন। শব্দ থামিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার শব্দ ভাসিয়া আসিল। তিনি বুঝিলেন, নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। মণ্ডলেশ্বর সাঁতার দিতে দিতে তীরের অনেকটা নিকটে থামিয়া পড়িয়া-ছিলেন, এইবার তীরে উঠিবার চেষ্টা করিলেন। এমন সময় চাঁদের আলোকে দেখিলেন কয়েকজন অশ্বারোহী নদী-তটে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। মণ্ডলেশ্বর গতি থামাইলেন। হঠাৎ তাঁহার নিকটে কী একটা আসিয়া পড়িল, দেবপ্রসাদ দেখিলেন—শর। কেহ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া তীর নিক্ষেপ করিতেছে। তাঁহার ক্রোধ হইল। বুঝিলেন শত্রু নিকটবর্তী, কিন্তু যেই হউক, সে দূরে দাঁড়াইয়া কাপুরুষের মত তীর নিক্ষেপ করিতেছে। দেবপ্রসাদ তাড়াতাড়ি তীর ছাড়াইয়া দূরে সরিয়া গেলেন, আরও কয়েকটি শর তাঁহার আশে পাশে জলে আসিয়া পড়িল,

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাকে আঘাত করিতে পারিল না। তীরন্দাজ যথেষ্ট কুশলী নহে।

ইতিমধ্যে তিনি রুদ্রমহল হইতে অনেকটা দূরে চলিয়া আসিয়াছেন। সামনের তীর অপেক্ষাকৃত নিকটে বটে, কিন্তু সেখানে যাওয়া বিপজ্জনক। পুনরায় অপর পারে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে। একা হইলে কথা ছিল না, কিন্তু সঙ্গে হংসা রহিয়াছে, তাহার জন্য একটি হাত সম্পূর্ণ আবদ্ধ। দেবপ্রসাদ জলের স্রোতে নিজেকে ছাড়িয়া দিলেন। ক্রমাগত সন্তরণে তাহার ডান হাত বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি হংসাকে সেই হাতে লইয়া বামহাতে সাঁতার দিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রুদ্রমহল নদীর বাঁকে দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া গেল, যদিও আকাশে তাহার লোহিত আভা দেখা যাইতেছিল। তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন, কয়েকটা অস্পষ্ট ছায়া কী খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিতে পারিলেন অশ্বারোহীরা তাঁহার অন্বেষণ করিতেছে এবং দেখিতে পাইলেই তীর নিক্ষেপ করিবে। এমন সময় পশ্চাতে পুনরায় জলের ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনা গেল। দেবপ্রসাদ সাঁতার বন্ধ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, দেখিতে হইবে কে এই আততায়ী।

হংসার তখনও জ্ঞান হয় নাই; দেবপ্রসাদ একবার তাহার নাকের কাছে হাত রাখিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন শ্বাস বহিতেছে কি না, নিঃশ্বাস পড়িতেছে না। বুকের কাছে হাত রাখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, সেখানেও কোন শব্দ নাই, নাড়ির গতিও নাই। চোখের পাতা খুলিয়া দেখিলেন দৃষ্টি স্থির। দেবপ্রসাদের দেহের রক্ত হিম হইয়া গেল। তবে কি তাঁহার হংসা আর বাঁচিয়া নাই? এইবার দেবপ্রসাদের ভয় হইল; তাহার সাহসের উৎস নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তীরে উঠিবার উপায় নাই, সেখানে নিশ্চিত মৃত্যু অপেক্ষা করিয়া আছে, পিছনে কে আসিতেছে জানা নাই, খুব সম্ভব কোন শত্রু।

পিছনের জলের শব্দ ক্রমশঃ আরও নিকটে আসিয়া পড়িল। পূব আকাশে তখন সবেমাত্র আলোর রেখা দেখা দিয়াছে। দেবপ্রসাদ পিছনে ফিরিয়া দেখিলেন, একটিমাত্র লোক সাঁতার দিতে দিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। দেখিতে দেখিতে সন্তরণকারী নিকটে আসিয়া পড়িল। দেবপ্রসাদ কহিলেন, "কে তুমি? মরতে চাও?"

হাত দিয়া মুখের জল মুছিয়া আনন্দস্থূরি কহিল, "তোমাকেই মরতে হবে মণ্ডলেশ্বর, এইবার আর নিস্তার নাই।"

"কে আনন্দস্থূরি? তুমি এতদূর আমার পিছনে এসেছ, তোমার সময় আসন্ন হয়ে এসেছে।"

ধূর্ত্ত সন্ন্যাসীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে দীর্ঘ সময় হংসাকে বহন করার ফলে দেবপ্রসাদ বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাতে তাঁহার এক হাত বদ্ধ। সে নিজে অবশ্য বিশেষ ক্লান্ত হয় নাই, কিন্তু তবুও দেবপ্রসাদ যেরূপ বলশালী তাহাতে তাঁহাকে তীর হইতে দূরে পরাস্ত করা কঠিন হইবে। অতএব কৌশল করিয়া তাহাকে তীরের নিকট লইয়া যাইতে পারিলে সহজে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আরও একটা কথা, ইহাতে যাহারা শর নিক্ষেপ করিতেছে তাহাদেরও যথেষ্ট সুবিধা হইবে। সন্ন্যাসী প্রকাশ্যে কহিল, "তীরের ঐ সব অশ্বারোহী যোদ্ধাদের দেখতে পাচ্ছ?"

"তা দেখছি, কিন্তু যোদ্ধা কোথায়? সব কটাই তো ভীরু কাপুরুষ।"

"তাই নাকি, তা হবে। কিন্তু এর আগে তোমার সম্বন্ধে গুরুদেবের যে ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলাম তা তোমার স্মরণ আছে কি?"

আনন্দস্থূরির কথা মণ্ডলেশ্বরের স্মরণ হইল। সে বলিয়াছিল বটে যে পৃথিবীতে তাঁহার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। কহিলেন, "তা মনে আছে, কিন্তু তার সঙ্গে তুমি আমায় কথা দিয়েছিলে না, যে যদি আমার প্রয়োজন হয় আমার একটা অনুরোধ রাখবে?"

"হাঁ, মনে আছে। বল তোমার অনুরোধ, তোমার প্রাণভিক্ষা আমি

দেব না, এ ছাড়া আর যা কিছু বলবে, যদি সম্ভব হয় তো করতে রাজি আছি।”

“প্রাণভিক্ষা? তোমার কাছে? তুমি হাসালে সন্ন্যাসী। সোলাঙ্কীরা কোন দিন অপরের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায় না। তুমি তো বৈদ্য, এই মাত্র অনুরোধ, একবার দেখ হংসা বেঁচে আছে কিনা।”

“আমায় হাতের কাছে পেয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না তো?”

“আরে মূর্খ, মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদ সোলাঙ্কী কোনদিন বিশ্বাসঘাতকতা করেনি। সে ক্ষত্রিয়, তোমাদের মত কাপুরুষ নয়। নাও, দেখ দেখি হংসা জীবিত কিনা?”

সন্ন্যাসী ভরসা পাইয়া নিকটে আসিল, একবার হংসার নাকের কাছে হাত রাখিল ও নাড়ী দেখিবার চেষ্টা করিল এবং তাহার পর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিল, “এ তো অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গেছে দেখছি।”

“এ্যাঁ! আর বেঁচে নেই? আমার হংসা—উঃ ভগবান!”

দেবপ্রসাদ ক্ষণেকের জন্য সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গেলেন সম্মুখে শত্রু, নদীর তীরে শত্রু, তিনি নিজে বিশেষ ক্লান্ত, কোনদিক দিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার আশা নাই। সমস্ত ভুলিয়া হংসার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। চতুর সন্ন্যাসীও হংসাকে ধরিয়াছিল, সে মণ্ডলেশ্বরের অজ্ঞাতসারেই তাঁহাকে তীরের দিকে লইয়া চলিল। কিছুদূর যাইবার পর তীর যখন যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, হঠাৎ সন্ন্যাসী মণ্ডলেশ্বরকে ছাড়িয়া অশ্বারোহীদের হাত তুলিয়া কি ইঙ্গিত করিল। পরমুহূর্ত্তেই চার পাঁচটি শর মণ্ডলেশ্বরের চারি পাশে জলে আসিয়া পড়িল। কেবল একটি শর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল না, মণ্ডলেশ্বরের কণ্ঠে প্রায় অর্দ্ধেক বসিয়া গেল। আহত মণ্ডলেশ্বর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আনন্দসূরি সাঁতার কাটিয়া দূরে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, আহত দেবপ্রসাদ মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন, “বিশ্বাসঘাতক! নীচ! আমাদের সঙ্গে

তোমাকেও যেতে হবে।" মণ্ডলেশ্বরের এক হাতে হংসার মৃতদেহ, অপর হাতে আনন্দস্থরিকে জড়াইয়া ধরিলেন। সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া অশ্বারোহী সৈনিকদের জলে নামিতে আদেশ করিল ও নিজে দেবপ্রসাদের কবল হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মণ্ডলেশ্বর তখন তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন।

অশ্বারোহীরা অশ্ব ছাড়িয়া জলে নামিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় তীরে কোলাহল শুনা গেল। অশ্বারোহী বল্লভসেন সদলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। দেবপ্রসাদকে দেখিবামাত্র সকলে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, "জয় সোমনাথ!" অশ্বারোহীরা কে যে কোথায় পলাইল, ঠিকানা রহিল না।

বল্লভসেন এবং আরও দুই চারিজন অস্ত্রাদি রাখিয়া ও পোষাক খুলিয়া জলে লাফাইয়া পড়িল। মণ্ডলেশ্বর তখন রক্তস্রাবে অত্যন্ত র্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। চক্ষেও দেখিতে পাইতেছিলেন না, তবুও আনন্দস্থরিকে ও হংসাকে একসঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। সন্ন্যাসী তখনও মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল। দেবপ্রসাদ বল্লভসেনকে সাঁতার দিয়া আসিতে দেখিয়া, কহিলেন, "আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই বল্লভ, আমার সময় হয়েছে, আমি চল্লাম। ত্রিভুবনপাল রইল, দেখো।"

"মহারাজ!"

হংসাকে ছেড়ে আমি বাঁচব কী করে?" দেবপ্রসাদ আর সাঁতার দিতে পারিলেননা। একবার পূর্ব্ব গগনে উদীয়মান সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর সমস্ত শক্তি একত্র করিয়া বলিলেন, "জয় সোমনাথ!" তাহার পরই হংসার মৃতদেহ ও আনন্দস্থরিকে লইয়া জলে তলাইয়া গেলেন। গুর্জ্জরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরের জীবনাবসান ঘটিল।

বল্লভসেন, মণ্ডলেশ্বর ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও জলে ডুব দিয়াছিল, কিন্তু খুঁজিয়া পাইল না। আরও কয়েকজন ডুবিয়া খুঁজিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। ব্যার্থ হইয়া সকলে তীরে ফিরিয়া গেল। বল্লভসেন গ্রাম হইতে লোকজন ডাকিয়া আনিয়া মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে আদেশ দিল।

হঠাৎ একজন সৈনিক বলিল, "দেখুনতো, জলের ঐ জায়গাটায় বুদ্বুদ উঠছে।" সত্যই একস্থানে বুদ্বুদ উঠিতেছিল। বল্লভসেন আরও কয়েকজনকে সেইস্থানে আসিয়া ডুব দিয়া খুঁজিতে আদেশ করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই একজন আনন্দসূরিকে টানিয়া তুলিল। জলের নীচে মৃত দেবপ্রসাদের শিথিল বাহুপাশ হইতে সন্ন্যাসী মুক্ত হইতে পারিয়াছিল।

আনন্দসূরিকে যখন জল হইতে উঠান হইল তখন তাহার প্রায় শেষ অবস্থা। কিছুক্ষণ পরে তাহার যখন সম্বিত ফিরিল, তখন চারিদিকে তাকাইয়া কহিল, "ভগবান মহাবীরের সবচেয়ে বড় শত্রু আজ শেষ হয়েছে।" ক্রুদ্ধ বল্লভসেন তাহাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলিয়া দিল। উন্মত্ত সন্ন্যাসী হাসিয়া উঠিল।

সন্ন্যাসীকে বন্দী করিয়া বল্লভসেন মেরলের পথে যাত্রা করিলেন, এবং গ্রামের লোকজন আসিয়া মণ্ডলেশ্বর ও হংসার মৃতদেহের খোঁজ করিতে লাগিল।

মহারাজ ত্রিভুবনপাল

বল্লভসেন রুদ্র মহলের নিকট আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সেখানে দেবপ্রসাদ সোলাঙ্কীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছিয়াছিল। বল্লভসেন যখন পৌঁছিল, তখন সৈন্যদলের সকলেই গভীর শোকে মুহ্যমান সর্ব্বত্রই নৈরাশ্য ও বিশৃঙ্খলা। দেবপ্রসাদ তাঁহার সৈন্যগণের নিকট অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিত। তিনি ছিলেন সকলের অন্তরেই বীরত্ব ও প্রেরণার উৎস। সৈন্যদলের সকলেরই আশা ছিল যে শীঘ্রই পাটনের উপর অভিযান আরম্ভ হইবে, আজ তাঁহার মৃত্যুতে সে আশা বিলুপ্ত হইল। বল্লভসেনের মনে মনে ভয় হইল, হয়ত মণ্ডলেশ্বরের মৃত্যুর পর এই বাহিনীকে বশে রাখা যাইবে না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সৈন্যদলকে মেরলে যাত্রার আদেশ দিল।

মহল পার হইয়াই পথে মণ্ডুকেশ্বরের মন্দির। আগুন লাগিয়া অর্দ্ধেক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মহারাজ ক্ষেমরাজদেবের স্থাপিত এই পবিত্র দেবায়তনের শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সকলের চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। বল্লভসেন চুপ করিয়া তাহার শকটে বসিয়াছিল। এই স্বল্পভাষী গম্ভীর প্রকৃতি সেনানায়কের মুখ দেখিয়া তাহার অন্তরের ভাব নিরূপণ করা সম্ভব নহে। তাহার হাত দুইখানি দুঃখে, ক্রোধে, হতাশায় থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। শকট যখন মণ্ডুকেশ্বরের মন্দির অতিক্রম করিতেছিল, বল্লভসেন পার্শ্বে উপবিষ্ট গম্ভীরমল্লের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "গম্ভীর, আমি আজ পিতৃহীন।"

"কেবল আপনি কেন, সারা গুর্জ্জর আজ পিতৃহীন। কিন্তু কেবলমাত্র শোকের সময় এ নয়। মহারাজ আজ নেই, কিন্তু তাঁর পুত্র

রয়েছে ; আমাদের দেখতে হবে, মহারাজের সঙ্গে তাঁর দেহস্থলীও যেন চলে না যায়। মহারাজের মৃত্যুতে আজ কেবল তাঁর দেহস্থলীরই বিপদ আসন্ন নয়, সমস্ত মণ্ডলেরই আজ বিপদ। আপনাদের সৈন্যদলের মধ্যে এর মধ্যেই কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছে যে মহারাজই যখন আর নেই, তখন আর এখানে থেকে কাজ কী? তার চেয়ে মহাদেবীর পক্ষে যোগ দিলে বেশী লাভের সম্ভাবনা।

"হাঁ কিন্তু মহারাজের স্থানে তাঁর পুত্র ত্রিভুবনপাল সোলাঙ্কী তো রয়েছেন।"

"তিনি আছেন বটে, কিন্তু তাঁর যে কী অবস্থা তাও তো সঠিক কেহ জানে না। মণ্ডুকেশ্বরের ওখানে শুনেছিলাম যে তিনি এখন পাটনে মহাদেবীর হাতে বন্দী।"

"কিন্তু মহাদেবী এখন তো মধুপুরে, তিনি চন্দ্রাবতীর সৈন্য নিয়ে পাটনে যাবার চেষ্টায় রয়েছেন।"

"আমার মনে হয়, আমাদের সামনে এখন দু'টি বড় বড় কাজ রয়েছে। প্রথমতঃ দেহস্থলী সুরক্ষিত করতে হবে, কারণ মহাদেবী নিশ্চয়ই তাঁর প্রথম সুযোগেই দেহস্থলী অধিকার করবার চেষ্টা করবেন, আর দ্বিতীয়ত, আমাদের যত শীঘ্র সম্ভব পাটনে অগ্রসর হওয়া উচিত। সেখানে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আগে দেখা দরকার। পাটনে আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীও যথেষ্ট, এমন কী ত্রিভুবনপাল যদি সত্যই বন্দী হ'য়ে থাকেন, এদের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করাও খুব কঠিন নয়।"

"গম্ভীরমল্ল, পাটনের সিংহাসনে ত্রিভুবনপালকে বসালে কেমন হয়?"

"আমি জানি, এই পরামর্শ আপনি মণ্ডলেশ্বর মহারাজকেও দিয়েছিলেন। তাঁর পক্ষে পাটন অধিকার করাও বিশেষ কঠিন হয়ত ছিলনা, কিন্তু তবুও তিনি সে চেষ্টা করেননি। মহারাজ বলতেন, সোলাঙ্কীরা

কোনদিন পরস্ব অপহরণ করে না। মহারাজ নিজে যা চাননি তাঁর ছেলে কী তা চাইবে?"

"সে সন্দেহ আমারও আছে। আর সে সব চিন্তা করবার যথেষ্ট সময় আছে। তুমি এখন এই সব সৈন্য নিয়ে দেহস্থলী যাও, আর আমি মেরলের সমস্ত ব্যবস্থা করে পাটনে যাত্রা করছি।"

"যথা আজ্ঞা।"

"মণ্ডুকেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে বল্লভসেনের সেনা শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল; শকট সেইস্থানে আসিয়া থামিল। বল্লভসেনকে দেখিয়া সৈন্যগণ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সকলেই শোকে মুহ্যমান ও সবই শেষ পরিস্থিতি জানিতে ইচ্ছুক। সৈন্যদের সম্বোধন করিয়া বল্লভসেন কহিল, "সৈন্যগণ, শত্রুর বিশ্বাসঘাতকতায় আজ আমাদের প্রতিপালক মণ্ডলেশ্বরের দেহান্ত হয়েছে। আমরা সকলেই আজ পিতৃহীন। তাঁর পুত্র ত্রিভুবনপালকে শত্রু পাটনে বন্দী করে রেখেছে। আমাদের বিপদের শেষ এই খানেই নয়, শত্রু যে কোন দিন দেহস্থলী আক্রমণ করবে। আজ আমাদের ঘর বাড়ী কিছুই নেই, আমাদের সকলের লক্ষ্য এক। আমাদের সন্মুখে আজ তিনটি কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, মহারাজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁর দেহস্থলী সর্ব্বস্ব দান করেও রক্ষা করতে হবে। আর তৃতীয়তঃ ত্রিভুবনপালকে মুক্ত করতে হবে। এখন বলুন আপনারা প্রস্তুত কি না?"

সৈন্যগণ সমস্বরে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বল্লভসেন কহিলেন, "গম্ভীরমল্লদেব এই সৈন্য নিয়ে আপনি এখনই দেহস্থলী যাত্রা করুন। সেখানকার রক্ষার ভার আপনার উপর। আমি পাটনে যাচ্ছি। যে করে হউক, ত্রিভুবনপালকে মুক্ত করতেই হবে।"

গম্ভীরমল্ল বল্লভসেনের শকট পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক শকটে

আরোহণ করিলেন। যাত্রার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত, এমন সময় কোন একজন সৈনিক বলিয়া উঠিল, "জয় মহারাজ বল্লভসেনের জয়!" আবার প্রতিধ্বনি করিবার পূর্ব্বেই শকট হইতে বল্লভসেন কঠোরকণ্ঠে কহিল, "চুপকর। কেন, মহারাজের বংশ কী এরই মধ্যে লোপ পেয়েছে যে আমার নামে জয়ধ্বনি কচ্ছ। বল মহারাজ ত্রিভুবনপালের জয়।" পৃথিবী কাঁপিয়া জয়ধ্বনি উঠিল, "জয় মহারাজ ত্রিভুবনপালের জয়!" ইহার পরই গম্ভীরমল্ল দেহস্থলী রওনা হইয়া গেল এবং বল্লভসেনও কয়েকজন বিশ্বাসী সৈনিক এবং তাহার সহিত বন্দী সন্ন্যাসী আনন্দসূরিকে হাতে ও পায়ে বাঁধিয়া লইয়া পাটনের দিকে যাত্রা করিলেন।

বল্লভসেন যখন মেরলে পৌছিল, তখন মধ্যাহ্ন অতীতপ্রায়। তাহার, ভয় ছিল যে মেরলে হয়ত গিয়া দেখিবে যে সকলেই নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সেখানে গিয়া দেখিল ঠিক তাহার বিপরীত। ত্রিভুবনপাল পাটন হইতে মধুপুর, বিখরাট, মেরল সর্ব্বত্রই লোক পাঠাইয়াছিল। তাহারা সকলেই মহাদেবীর অন্তর্দ্ধান, মুঞ্জাল বন্দী এবং পাটনের বিদ্রোহের সংবাদ দিয়াছে। মহাদেবীর উপর কেহই সন্তুষ্ট ছিল না, কাজেই এই সংবাদে সর্ব্বত্রই যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। ত্রিভুবনপাল বল্লভসেনের নিকটও মণ্ডলেশ্বরকে লইয়া পাটনে আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়া দূত পাঠাইয়াছিলেন। দূত বল্লভসেনকে না পাইয়া মেরলে আসিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বল্লভসেনকে দেখিয়া সকলেই তাহার নিকট ছুটিয়া আসিল। শিবিরের নেতৃস্থানিয়রা তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া ভীত হইল। নিশ্চয়ই কোন গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছে।

বল্লভসেন বলিল, "মহারাজ মণ্ডলেশ্বর আর ইহজগতে নাই, এই চণ্ডাল তাঁহাকে বধ করিয়াছে," সে বন্দী আনন্দসূরিকে দেখাইয়া দিল। উন্মাদ সন্ন্যাসী তখনও হাসিতেছিল। জনতা মুহূর্ত্তের জন্য হতবুদ্ধি

হইয়া গেল। তাহার পর ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল। ক্রুদ্ধ জনতা আনন্দসূরিকে হয়তো ছিঁড়িয়া ফেলিত, কিন্তু বল্লভসেন তাহাকে টানিয়া সরাইয়া লইল। রক্ষী আসিয়া বন্দীকে লইয়া গেল।

শোকে মুহ্যমান এক সামন্ত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায়? আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য কী হবে?"

বল্লভসেন কহিল, "মণ্ডলেশ্বরের অবর্ত্তমানে মহারাজ ত্রিভুবনপালই আমাদের নেতা। তাঁর আদেশ পালনই আমাদের কর্ত্তব্য। গম্ভীরমল্ল ইতিমধ্যেই দেহস্থলী যাত্রা করেছেন। সেই মণ্ডল রক্ষার ভার তাঁর উপর আমাদের সকলকে এখনই পাটনে যেতে হবে এবং আমাদের মহারাজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে।"

বল্লভসেনের কথা সকলেরই মনঃপূত হইল এবং অল্পক্ষণ পরেই মেরলের সেনা শিবির উঠাইয়া পাটনের পথে বিথরাটের দিকে যাত্রা করিল।

অবিশ্বাস

মেরলে অবস্থিত মণ্ডলেশ্বরের সেনা যখন তাঁহার মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান, তখন দূর পাটনে ম্লানমুখী প্রসন্নকুমারীও তাহার কক্ষে বসিয়া কাঁদিতেছিল। একদিনেই সদা-হাস্যময়ী কিশোরীর চোখমুখের দীপ্তি নিভিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বদিন সেই যে ত্রিভুবনপাল একবার তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, তাহার পর আর কোন আলাপ করে নাই। অথচ ত্রিভুবন প্রাসাদের সর্ব্বত্রই ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। কতবার প্রসন্ন সামনে পড়িয়াছে, আলাপ করা দূরে থাক, একবার চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখে নাই।

ত্রিভুবন দুর্গের সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া রক্ষার ব্যবস্থা দেখিতেছিল,

এবং রক্ষী ও সেনানায়কদের প্রয়োজনীয় আদেশ দিতেছিল। তাহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর, কপালে চিন্তার রেখা। অসুস্থ দেহে সারাদিন পরিশ্রম করায় তাহাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাইতেছিল, তবুও সে কোন বিশ্রাম লইল না। কেহ বিশ্রামের কথা উল্লেখ করিলে বলিত, বিশ্রামের সময় নেই। এমন কী রাজবৈদ্য লীলাধরদেবও হার মানিলেন। প্রসন্ন ম্লান মুখে বসিয়া ভাবিতেছিল, আবার সুখের দিন কবে আসিবে। অসুস্থ ত্রিভুবনের যে সময় বিশ্রামের সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন তখন যদি এইরূপ পরিশ্রম করিয়া চলে তাহারই বা কী দশা হইবে।

প্রসন্ন তাহার কক্ষে বসিয়া ভাবিতেছিল এমন সময় বাহিরের বারান্দা দিয়া রাজবৈদ্যকে যাইতে দেখিয়া ডাকিল। বৈদ্য ভিতরে আসিলে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাচ্ছেন? কুমার কী কিছুতেই বিশ্রাম করবেন না?"

"আমায় আর তার কথা বলো না। ওর মাথায় নিশ্চয়ই ভূত চেপেছে। সকাল থেকে তাগাদা দিচ্ছি, অন্ততঃ সময়ে খাওয়া তো দরকার। তা এখন আমায় বল্লে যে, এখনই আসবে। তুমি মা, তার খাবারের আয়োজন কর।"

প্রসন্ন ত্রিভুবনের জন্য খাদ্য সাজাইতে বসিল। সে আজ নিজে খাওয়াইবে বলিয়া রন্ধন করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে ত্রিভুবন আসিল ও কোন কথা না কহিয়া আসনে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। সামান্য কিছু খাইল, তাহার পর বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া পড়িল। লীলাধর পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিলেন, আহত স্থানগুলি নূতন করিয়া বাঁধিয়া দিবার জন্য তাহাকে লইয়া গেলেন। অভিমানী প্রসন্নও তাঁহাদের অনুসরণ করিল। ত্রিভুবনের অনেক সারিয়া আসিতেছিল। বিশ্রাম পাইলে হয়ত আরও তাড়াতাড়ি সারিত। কিছুক্ষণ পরে কী একটা ঔষধ আনিবার ছল করিয়া বৃদ্ধ লীলাধর বাহির হইয়া গেলেন।

ত্রিভুবন হাতে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রসন্ন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিল।

ত্রিভুবন চমকাইয়া উঠিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "কী চাই ?"

"তুমি যদি নিজের শরীরের উপর এই রকম অত্যাচার কর, তাহলে কী করে তোমার ব্রত পালন করবে ? এই রকম করলে তোমায় কালই আবার হয়ত বিছানা নিতে হবে।" প্রসন্নের চক্ষু ভিজিয়া উঠিল।

"আমার ব্রত পূর্ণ হলেই হল।" শরীর নিয়ে কী হবে ? যা হয় হোক।" এত দুঃখেও প্রসন্নের হাসি পাইল, কহিল, তা না হয় হল, কিন্তু বিছানায় পড়ে থাকলে কাজ করবে কী করে ?" তুমি আমার কথা শোন, একটু ঘুমাবে চল। দেখবে, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে। আর এত ব্যস্ততাই বা কিসের ? পাটনে এখন আসবেই বা কে ?"

"তাই নাকি ? খুব যে নিশ্চিন্ত দেখছি, কিন্তু যা ভাবছ অত সহজ নয়। আজ বুড়ো শান্তিচন্দ্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, উদয়শেঠকেও ডেকে পাঠিয়েছিলাম। যা শুনলাম তাতে অনেক গণ্ডগোল রয়েছে। নগরে একটা দুটো নয়, বারটা দরজা, কে কখন কোথা দিয়ে আসে বা বাইরে যায় বলা যায় না তো।"

ত্রিভুবন যে ভাল ভাবে কথা বলিতেছে ইহাতে প্রসন্নের বড় আনন্দ হইল। কহিল, "কিন্তু সমস্ত দরজাই তো বন্ধ, কোথা দিয়ে শত্রু আসবে ?"

"বন্ধ থাকলেই বা কী হবে ? কোন দরজাই ভালরকম রক্ষার ব্যবস্থা নেই। মহারাজ কর্ণদেব রাজা হলে কী হবে ? শাসন তো আর করেন নি, কেবল খেয়ে দেয়ে, ঘুমিয়ে, জীবন কাটিয়ে গেছেন। রাজা দুর্ব্বল হবার ফলে ব্যবস্থাও দুর্ব্বল হয়েছে। কোন দরজায় ভার যে কার উপর, তার কিছুই ঠিকানা নাই," ত্রিভুবনপালের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল।

"বেশ, ধরে নিলাম কেউ লুকিয়ে নগরে প্রবেশ করল, কিন্তু তাকে বন্দী করতে কতক্ষণ ?"

"মাতুল মুঞ্জাল বা কুমার জয়দেব যদি কোন রকমে একবার নগরে এসে উপস্থিত হয়, তাহলে এখানকার সমস্ত কিছুরই পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে। কিন্তু তাহলে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার কী হবে? ত্রিভুবনপাল তখন হয়ত আর থাকবে না, তা না থাকুক ক্ষতি নেই, কিন্তু মীনলদেবীকে বাধা দেবার আর কেউ থাকবে না।"

প্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল. তাহার পর কহিল, "জয়দেব কী সত্যই নগরে আসতে পারে?"

"পাটনের যদি কেউ তাকে নিয়ে আসে তো কেন আসতে পারে না?"

"কিন্তু এমন বিশ্বাসঘাতকতা কে করবে?"

"কেন শান্তিচন্দ্র আছেন, আরও কত লোক আছে।"

"না না, পাটনের অধিবাসীরা এমন বিশ্বাসঘাতকতা কখনই করবে না।"

"কিন্তু সকলেই তো আর পাটনের অধিবাসী নয়। মীনলদেবীর রাজত্বের সুযোগ নিয়ে বহু বাইরের লোক এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।" ত্রিভুবন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রসন্নের দিকে চাহিয়া রহিল।

প্রসন্ন ত্রিভুবনের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ কী ভাবিল, তাহার পর তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "ত্রিভুবন, তুমি এখনও আমায় বিশ্বাস কর না?"

"সত্য কথা জানতে চাও?"

"বল।"

"না, করি না, আমার এখনও সন্দেহ হয়।"

"এতদিন ধরে তুমি আমায় দেখে আসছ, তবুও সন্দেহ? এখনও তুমি আমায় চিনতে পারনি?"

"কারণ, প্রথমতঃ তুমি পাটনের অধিবাসী নও।"

প্রসন্নের ক্রোধ হইল। ত্রিভুবন আরও কী বলিতে যাইতেছিল,

তাহাকে থামাইয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল, হাঁ হাঁ জানি, আমি চন্দ্রপুরের মেয়ে তাতে জৈন, আর মীনলদেবীর ভাইঝি। আমার এই পরিচয়ই তুমি এতদিন মনে করে রেখেছ, আর ভুলে গেছ যে আমার সমস্ত জীবন এই পাটনেই কেটেছে, এখানকার সুখ-দুঃখের মধ্যে আমি মানুষ হয়েছি। আমার শিক্ষার পর আদর্শ পেয়েছি চারণ শ্যামলদেবের কাছ থেকে। এমন কি কাল তোমার ব্রতকে আমার নিজের ব্রত মনে করে তোমার সহধর্ম্মিণী হতে স্বীকার করেছি তা পর্য্যন্ত ভুলে গেছ তুমি। আমায় এতদিন তুমি দেখে আসছ সেটা সব মিথ্যা হয়ে গেল, আর আমি চন্দ্রপুরে জন্মেছি বলে আজ আমি পাটনে বিদেশী, তোমার কাছে সেইটাই হল সত্য।”

ত্রিভুবন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বাস্তবিক এতটা তলাইয়া সে দেখে নাই। কী একটা কথা বলিতে যাইতেছিল, প্রসন্ন তীব্রস্বরে কহিল, “তোমায় আমি সমস্ত ছেড়ে আমার স্বামী বলে স্বীকার করেছি, তবুও তোমার অবিশ্বাস গেল না?”

ত্রিভুবন বিশেষ লজ্জিত হইল, কহিল, “তোমায় বিশ্বাস করব কী করে? তুমি সব সময়েই ভয়ে ভয়ে থাক তাছাড়া তুমি তো আর আগের মত আমার সঙ্গে কথা বল না।”

“কেন ভয় হবে না? তোমার সঙ্গে থেকেও তো আমি নিষ্কণ্টক নই। আর কথা বলব কার সঙ্গে? কাল থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করে বসে রয়েছি, তুমি একবারও এসেছ আমার কাছে? তোমার পিছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছি, কতবার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, একবারও ডেকেছ তুমি? তোমার কত কাজ, কিন্তু কাজের অবসরে খোঁজ নিয়েছ, তোমার প্রসন্ন কোথায়, কী করছে?” প্রসন্নের চোখ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

“আমায় মাপ কর প্রসন্ন।”

“আমায় এইরকম আঘাত করে তোমার কী সুখ হয় বলতে পার?

অথচ তোমারই জন্ম আমি পাটনে পালিয়ে এসেছি। এই সব কথা বার বার বলতে নিজেরই লজ্জা হয়।"

"আমি আর কখনও তোমায় কষ্ট দেব না। আচ্ছা, কাল কোথায় গিয়েছিলে বল।"

প্রসন্ন হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "ও! এইজন্মই বুঝি এতরাগ? তা আগে এইটা জিজ্ঞেস করলেই পারতে?"

"সত্যি করে বল কাল কোথায় গিয়েছিলে আর এলেই বা কী করে?"

"সত্যি কথাই বলব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলি, একটু আগে যা বলেছিলে তোমার ধারণাই ঠিক, আজ সন্ধ্যার পর মীনলদেবী চুপি চুপি পাটনে ফিরে আসবেন আর সম্ভবতঃ ঐ চম্পানীর দ্বার দিয়ে আসবেন।"

"তাই নাকি? তুমি কি করে জানলে?" ত্রিভুবন ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সে কথার জবাব না দিয়া প্রসন্ন বলিল, "আর পাটনেরই একজন সন্ধ্যার সময় চুপি চুপি নগরের বাইরে গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবে।"

"কে? কার এমন সাহস? ত্রিভুবনপালের চক্ষু জলিয়া উঠিল।

"এখন কাউকে বোলো না, তাহলে মুস্কিল হবে। মুরারপাল—"

"বল কী? হাঁ তাইতো, এই জন্মই তাকে আজ আমি চম্পানীর দ্বারের কাছে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। আমি এখনই—"

"না না, এখন কিছু বোলো না, আমি নিজেই সব ব্যবস্থা করছি।"

"তুমি? তুমি কী করবে?" ত্রিভুবন হাসিয়া উঠিল।

"সে খবরে তোমার দরকার কী?" প্রসন্ন কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত কহিল। "জানো? মুরারপাল গুর্জ্জরের একজন বড় সামন্ত, অনেক লোক তাকে মানে? তার যদি প্রকাশ্যে কিছু করো, অনেকেই তোমার উপর

অসন্তুষ্ট হ'য়ে তোমার ক্ষতি করতে পারে। কাজেই এই ব্যাপার নিয়ে চেঁচামেচি করলে কোন সুবিধা হবে না।"

ত্রিভুবন রীতিমত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "তা তো সবই ঠিক, কিন্তু সামন্ত মুরারপাল যে এর মধ্যে আছে তা তুমি জানলে কী করে? তার সঙ্গে তোমার কী সম্বন্ধ?"

"ব্যস্, অমনি সন্দেহ হয়ে গেল?" তাহার পর হাত মুখ ঘুরাইয়া গম্ভীরভাবে প্রসন্ন কহিল, "জানো, কাল সন্ধ্যার সময় আমি মুরারপালের কাছে গিয়েছিলাম?"

"সে কী? আমায় না বলেই?"

"আজ্ঞে হাঁ মশাই, আপনাকে না বলেই। আপনি এখনও তো আমার স্বামী হয়ে বসেন নি, যে সব কাজেই আপনার হুকুম নিতে হবে? সম্প্রতি আমাদের পরস্পর কিছু জানা শোনা হয়েছে, পরন্তু রাত্রে আমরা একসঙ্গেই তো পাটনে এসেছিলাম।"

"এ্যাঁ?"

"আজ্ঞে। তোমার হিংসা হচ্ছে, তা আমি কি জানি? জানা শোনা হয়েছে, তাই বল্লাম। তা লোকটা অবশ্য মন্দ নয়, ভালই বলতে হবে।" প্রসন্ন উদাস ভঙ্গীতে কহিল।

এতক্ষণে ত্রিভুবন বুঝিতে পারিল যে প্রসন্ন রহস্য করিতেছে। কহিল, "কিন্তু ব্যাপার কী বলত? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"তা পারবে কেন? তুমিই তো এখনি জোর করার কথা বলছিলে না? কৌশলে যদি কাজ হয়, তো মিছামিছি জোর করে কী লাভ?"

"তা সত্য।"

"তোমারও যে প্রতিজ্ঞা আমারও সেই প্রতিজ্ঞা? তোমার জন্য দেখ কত কী করছি, আর তুমি আমায় এতক্ষণ অবিশ্বাস করছিলে।"

ত্রিভুবন মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। বাস্তবিক প্রসন্ন

যথেষ্ট করিয়াছে বলিতে হইবে, আর তাছাড়া তাহার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিলেও যথেষ্ট সুবিধার সম্ভাবনা।

"আজ সন্ধ্যায় আমি আবার মুরারপালের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। তুমি সঙ্গে যাবে তো? যদি শেষে আমায় নিয়ে কেউ পালিয়ে যায়?"

"নিশ্চয়ই, আমায় সঙ্গে যেতেই হবে। যে রকম দিনকাল, তাতে তোমার একলা যাওয়া ঠিক হবে না।"

"আচ্ছা বেশ, এখন চল একটু বিশ্রাম করবে।"

"না, সরে এস একটু কথা বলি। তুমি আজকাল আমার কাছে আসতেই চাও না।" ত্রিভুবন প্রসন্নকে জড়াইয়া ধরিল। রাজবৈদ্য লীলাধর কি কাজে এই দিকে আসিতেছিল। বাহির হইতে ইহাদের প্রেমালাপ কিছুক্ষণ দেখিয়া একসময়ে পলায়ন করিল। বুড়া লজ্জা পাইয়াছিল।

প্রসন্নের দৌত্য

ত্রিভুবনপালের ব্যবস্থায় পাটনে ইতিমধ্যেই শান্তি স্থাপিত হইল। যদিও নগর এখনও পূর্ব্বের নিশ্চিন্ত ও কর্ম্মতৎপর অবস্থায় ফিরিয়া আসে নাই, তবুও অধিবাসীরা অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতেছিল। পাটনের সেনা বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া নগরের দ্বার রক্ষা করিতেছিল। সমস্ত নগরদ্বার বন্ধ। একমাত্র প্রবীণ সেনানায়ক খেলিরদেব যে দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন সেই দ্বার খোলা ছিল। খেলিরদেব যাহারা সেই দ্বার দিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছিল বা বাহিরে যাইতেছিল তাহাদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন এবং প্রয়োজন হইলেই ত্রিভুবনপালের

নিকট সংবাদ পাঠাইতে ছিলেন। ইতিমধ্যে সারা নগরে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে মহাদেবী চন্দ্রাবতীর সৈন্যদল লইয়া বিথরাট অবধি আসিয়া পৌছিয়াছেন।

সন্ধ্যা আসিতে আর বিলম্ব নাই, এমন সময় রাজমহলের পিছনের দ্বার হইতে তিনটি প্রাণী বাহির হইয়া আসিল। ইহাদের প্রথমটি নারী, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহুমূল্য শালে আবৃত। বলা বাহুল্য, নারী প্রসন্নময়ী। তাহার পশ্চাতে সশস্ত্র ত্রিভুবনপালও ছদ্মবেশী। তৃতীয় ব্যক্তি নায়ক ভুলিরসিংহ। তিনজনই চম্পানীর দ্বারের নিকট উদয়-শেঠের গৃহের কাছে উপস্থিত হইলে প্রসন্ন বলিল, "তোমরা এইখানেই অপেক্ষা কর, আমায় এবার একা যেতে হবে।"

"তোমায় আগে থেকেই বলে রাখছি, মুরারপাল যদি তোমার অনুরোধ না রাখে, তখন বাধ্য হয়ে বলপ্রয়োগ করতে হবে।"

"পুরুষ আজ পর্য্যন্ত কোনদিন নারীর কাছে জিততে পেরেছে?" প্রসন্ন হাসিয়া কহিল।

"তা বটে," ত্রিভুবনও হাসিয়া উঠিল, "বেশ আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।" দ্বারের নিকট এক শিবমন্দির ছিল, প্রসন্ন মুরার-পালকে সন্ধ্যার পর এই শিবমন্দিরে আসিতে বলিয়াছিল। প্রসন্ন মন্দিরে প্রবেশ করিল।

চম্পানীর দ্বার রক্ষার ভার মুরারপাল নিজে ত্রিভুবন ও খেলিরদেবের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিল। তাহার উদ্দেশ্য কেহই জানিত না কাজেই কেহই কোনরূপ সন্দেহ করে নাই। দেবালয় দ্বারেরই সংলগ্ন, আর প্রসন্নও তাহাকে এইস্থানে আসিতে বলিয়াছিল। মুরারপালের আনন্দের আর সীমা ছিলনা, আলাপও হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে দ্বার রক্ষা করাও হইবে।

প্রসন্ন মন্দিরে প্রবেশ করিবার অল্প পরেই মুরারপালও মন্দিরে প্রবেশ

করিল। সে চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথায়ও নাই। তাহার সন্দেহ হইল হয়ত প্রসন্ন আসে নাই। ঘুরিতে ঘুরিতে মুরারপাল একবার মন্দিরে অবস্থিত শিবলিঙ্গের সম্মুখে গিয়া প্রণাম করিল; তাহার পর আত্মগতই কহিল, "জয় শম্ভু, শিব শম্ভু"। পিছন হইতে প্রসন্ন উপহাস করিয়া কহিল, "হ্যাঁ, এইবার যা বর দরকার চেয়ে নাও, যা চাইবে তাই পাবে।"

মুরারপাল চমকাইয়া উঠিল, তাহার পর কহিল, "ও, তুমি? কখন এলে? দেখতে পাইনি তো?"

"আমি তো আর তোমার মত নই, আমি কথা দিয়ে কথা ঠিক রাখি।"

"কেন, আমি আবার কী করলাম?"

"আমি তোমায় আমার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বারণ করেছিলাম। তা সত্বেও খোঁজ নিতে গিয়েছিলে কেন?"

"তোমার কথা মনে হলে আমি আর থাকতে পারি না, সে কী আমার দোষ?"

গতকাল প্রসন্ন আলাপের জন্য এই স্থান ঠিক করার পর, মুরারপাল তাহার পরিচয় উদয় শেঠের নিকট হইতে জানিয়া লয়। প্রসন্ন যে পরিচয় গোপন রাখিবার পক্ষপাতী তাহা উদয় জানিত না, কাজেই সে মুরারপালের নিকট তাহার সত্য পরিচয় দিয়াছিল। পরে কথায় কথায় উদয়শেঠের নিকট হইতে প্রসন্ন তাহা জানিয়া লয়।

প্রসন্ন কপট তিরস্কারের সঙ্গে কহিল, "তুমি যদি কথা দিয়ে কথা না রাখ, তোমার সঙ্গে ভাব রেখে কী লাভ?"

রাগ কোরো না লক্ষ্মীটী। আমি কিন্তু তোমার নাম বা আমরা যে একসঙ্গে এসেছি তা কাউকে বলিনি।"

"বড়ই অনুগ্রহ করেছ না বলে। বেশ, আমি দেখা করব বলেছিলাম দেখা করেছি; এইবার চল্লাম।" প্রসন্ন যাইবার উপক্রম করিল

মুরারপাল বাহিরে চাহিয়া দেখিল তখনও অন্ধকার গাঢ় হয় নাই, কাজেই মহাদেবীর আসিবার কিছু বিলম্ব আছে, কহিল, "সে কী? এর মধ্যেই যাবে? এই তো এলে?"

"আমি তোমায় বলেছিলাম যে দেখা করব, তা দেখা তো হোল। অন্ধকার বেশী হলে আমায় যদি কেউ একলা পথে চিনে ফেলে তো আমার কী হবে বল তো?"

"আর একটু বস। আর এইরকম গোলমালের সময় রাস্তায় লোক কোথায় যে তোমায় দেখতে পাবে। তাছাড়া, মহাদেবীও তো এখন নেই, কাজেই ভয় কিসের?"

"আচ্ছা, তুমি যখন বলছ তখন আর একটু না হয় বসছি," প্রসন্ন বসিল, তাহার পর কহিল, "বল এইবার কী বলছিলে।"

"সেদিন মহাদেবীকে ছেড়ে একলা কেন পালিয়ে এসেছিলে তাই বল।"

"বলেছি না ও কথা বিশেষ গোপনীয়, অন্য কাউকে বলিবার নয়।"

"আচ্ছা বেশ, তা না বল, আর একটা কথা বল। শুনছি নাকী অবন্তীর রাজার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে?"

আসলে মুরারপালের এক উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ করিয়া যখন সে উদয়শেঠের নিকট প্রসন্নের সত্য পরিচয় পাইয়াছিল, তখন হইতেই সে মনে মনে এক মতলব ঠিক করিয়াছিল। মীনলদেবী ফিরিয়া আসিয়া রাজ্যব্যবস্থা পুনরায় নিজের হাতে লইবেন ও সঙ্গে সঙ্গে মৃণাল বা দেবপ্রসাদের আধিপত্যও লোপ পাইবে। তখন মালবের সহিত যুদ্ধ আসন্ন হইয়া উঠিবে। কাজেই পূর্ব্ব হইতেই মহাদেবীর অনুগ্রহভাজন হইতে পারিলে যুদ্ধে সেনাপতি বা আর কোন বড় পদ অবশ্যই মিলিবে। আর মালবের সহিত প্রসন্নের বিবাহের সম্বন্ধ

যদি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে তার মত সেনাপতির সহিত বিবাহ এমনই বা অসম্ভব কী? বিশেষ করে প্রসন্ন বলিতে গেলে নিজেই যখন তাহাকে পছন্দ করিয়াছে। তাছাড়া সে শুনিয়াছিল যে দেবপ্রসাদের পুত্র ত্রিভুবনের সহিত প্রসন্নের বিবাহের কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু মহাদেবীর মত না থাকায় তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহাদেবী পাটনে ফিরিয়া আসিতেছেন, তাঁহাকে এইসময় নিরাপদে প্রাসাদে পৌছাইয়া দিতে পারিলে সহজেই তাঁহার বিশ্বাসভাজন হওয়া যাইবে। তাহার পর গোলমাল কমিয়া গেলে সুযোগ বুঝিয়া মহাদেবীর নিকট প্রসন্নের সহিত বিবাহের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাহার মত সুদক্ষ সেনাপতিকে নিশ্চয়ই নিরাশ করিবেন না।

অল্পক্ষণ পরেই মন্দিরের পূজারী দীপ হস্তে প্রবেশ করিলেন। মুরারপাল বুঝিল এইবার মহাদেবীর আসিবার সময় হয়েছে। সে উঠিয়া পড়িল। প্রসন্নকে কহিল, "চল, আর এখানে থাকলে তোমার দেরী হয়ে যাবে।"

"বীর বেশ তো? আমায় এতক্ষণ বসিয়ে রেখে ঠিক এই সময়ে যেতে বলছ। প্রাসাদের প্রধান দ্বার তো বন্ধ আর পিছনের দরজার রক্ষী এখন নিয়শ্চই দ্বার বন্ধ করে খেতে গেছে। আমি মহলে ঢুকব কী করে?"

"আমার এখন একটু দরকার আছে। তা তুমি এক কাজ কর, তোমায় কোথায় পৌছে দিয়ে আসতে হবে বল আমি দিয়ে আসছি। তোমার সুবিধামত তুমি সেখান থেকে প্রাসাদে চলে যেও।"

"আমার সে রকম যাবার জায়গা কোথাও নেই, আর তোমার বা এখন অন্য কী কাজ থাকতে পারে? তোমার তো সারারাত এই দ্বারে পাহারা দিতে হবে। দ্বার ছেড়ে যাবে কী করে?"

মুরারপাল বিপদে পড়িল, এদিকে অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছে,

যে কোন মুহূর্ত্তে মহাদেবী আসিয়া পড়িতে পারেন, কহিল, "সে আমি ঠিক করে নেব, কিন্তু আমায় এখনই যেতে হবে।"

"তা বেশ যাও, আমি এখানেই আছি, তোমার কাজ শেষ করে আমায় পৌঁছে দিয়ে এস।"

"আমার ফিরে আসতে দেরী হবে।"

"তাহলে আজ তোমার কাজ থাক, আর একদিন কোরো।"

"তা কী হয়?"

দুষ্ট প্রসন্ন কপট অভিমানের সহিত কহিল, "তবে যাও, আমি কী তোমার পায়ে বেড়ি দিয়ে রেখেছি? আমি এইখানেই থাকব; আমার যখন খুসি আমি ফিরে যাব। যাও না, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"তোমায় একলা ফেলে কী করে যাই?"

"আমার ভাবনা তুমি কতো ভাবছ? এইজন্যই আমি স্বার্থপর লোকদের দেখতে পারি না।"

"আমি স্বার্থপর? শেষে তুমি আমায় এই বুঝলে? আমার সত্যি বিশেষ কাজ আছে। তুমি যদি শোন কী কাজ, তখন তুমি নিজেই যেতে বলবে যাও, কাজ শেষ করে এস।"

"তবে আমায় বল না কী এমন কাজ?" প্রসন্ন এক বিশেষ ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিল।

"আমায় মাপ কর প্রসন্ন, আমি এখন বলতে পারব না, কাল সকালে শুনো, তখন তুমিই আমায় বলবে আমি ঠিক করেছি কী ভুল করেছি। আমায় এখন যেতে দাও লক্ষীটি।"

"দরজা তো খোলাই রয়েছে যাও না। আমায় যখন তুমি বিশ্বাসই কর না, তখন তোমার কী কাজ জিজ্ঞাসা করেই বা কী লাভ?"

"এসব তুমি মিছামিছি বলছ প্রসন্ন। তুমি বুদ্ধিমতী, নিজেই ভেবে দেখ।"

"আমার আর কতটুকু বুদ্ধি? যা আছে তোমার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।"

"তুমি আমায় বড় সমস্যায় ফেললে, আচ্ছা বাইরে এস। তোমায় আমি বলছি কী কাজ, কিন্তু কথাটা গোপন রেখ।"

"আমায় বলে কী হবে? তুমি তো আমায় বিশ্বাসই কর না।" প্রসন্ন মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

"আচ্ছা শোন প্রসন্ন লক্ষ্মীটি।"

"কী বল?"

"বাইরে এস, বলছি।"

প্রসন্ন মুরারপালের সাথে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মুরারপাল নিম্নস্বরে কহিল, "তোমার পিসিমা মহাদেবী আমায় একটা অত্যন্ত জরুরী কাজের ভার দিয়েছেন।"

"কী এমন কাজ?"

"তাঁকে নগরে নিয়ে আসতে হবে। তিনি এখনই এই চম্পানীর দ্বারে এসে পৌছাবেন।"

"কিন্তু নগরের ভিতরে আসবেন কী করে? সব দ্বারই তো বন্ধ, আর চাবী তো ত্রিভুবনপালের কাছে," প্রসন্ন কহিল।

"কাউকে বোলো না, আমার কাছে একটা চাবি আছে।"

"তুমি কোথা থেকে পেলে?"

"মহাদেবী আমায় দিয়েছেন। চল দ্বারের কাছে যাওয়া যাক্, এখনই হয়ত মহাদেবী এসে পড়বেন। আজ অন্যান্য সমস্ত দ্বাররক্ষীদের ছুটি দিয়েছি কাজেই আর কারও দেখে ফেলবার সম্ভাবনা নেই।"

"কিন্তু মহাদেবী ফিরে এলে খেলিরসিংহ বা ত্রিভুবনপাল যে রেগে যাবে তার কী হবে?"

"তুমি কী যে বল তার ঠিক নেই। নগরের অশান্তির কারণই হল

মহাদেবী নেই, আর চন্দ্রাবতীর সৈন্য পাটনের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন মহাদেবীই যদি নগরে ফিরে আসেন, তাহলে আর অশান্তি, গোলমাল এসব থাকবে কেন? তারপর চুলোয় যাক্ ত্রিভুবনপাল, কে তার খোঁজ রাখে?"

মুরারপালের শেষের কথা শুনিয়া প্রসন্নের মনে হইল তাহাকে আচ্ছা করিয়া চাবকাইয়া দেয়, কহিল, "তুমি পাটনের অধিবাসী হয়ে মহাদেবীকে আবার ভিতরে আসতে দেবে?"

"শুধু আমি কেন, আমার সাত পুরুষ পাটনের লোক। কিন্তু তাতে কী হয়েছে?"

"তুমি এইখানকার লোক হয়ে পাটনের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করবে?"

"এতে আর বিশ্বাসঘাতকতার কী হল? আর তাছাড়া আমি মহাদেবীর অধীনস্থ কর্মচারী, তাঁর আদেশ আমায় মানতেই হবে। মহাদেবী আবার ফিরে আসুন, তুমি নিজেই কী তা চাও না?"

"তিনি যদি এভাবে নগর ত্যাগ করে ছেড়ে না যেতেন তাঁকে আমি সত্যই শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু তিনি নিজে শোক ত্যাগ করে, পাটনের প্রজার মুখের দিকে না চেয়ে, নগর ত্যাগ করে গিয়ে নিজের দেশের বিরুদ্ধে চন্দ্রাবতীর পক্ষে যোগ দিয়েছেন, কাজেই আমার আর তাঁর উপর কোন সহানুভূতি নেই। পাটনের মহাদেবী সমগ্র পাটনবাসীর প্রেরণা, তিনি যদি দেশকে অপরের হাতে তুলে দেন তাহলে তিনি আর মহাদেবী নন।"

"তুমি যে চারণ শ্যামলদেবের মত কথা বলছ দেখছি।"

"তুমি যদি চারণ শ্যামলদেবের পায়ের ধূলার সমানও হতে, বুঝতাম তুমি মানুষ। কিন্তু তুমি কী করতে যাচ্ছ?"

"কিছুই নয়, কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে, বাইরের থেকে কে

আসে না আসে তার সংবাদ নেবার চেষ্টা করছি।" মুরারপাল সহজ স্বরে কহিল।

"আচ্ছা মুরারপাল, একটা সত্য কথা বলবে?"

"কী কথা?"

"তুমি আসলে কোন পক্ষের, পাটনের না পাটনের মহাদেবীর?"

"আমি পাটনের মহাদেবীর বেতনভুক্ত সৈনিক, কাজেই তাঁর স্বার্থ আমারই স্বার্থ।"

"মহাদেবী তোমার দেশ অপরের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছেন? আর তুমি তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে? আর মীনলদেবীর কথা বলছ? তিনি তো সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে গেছেন, তিনি আর কিসের মহাদেবী? পাটনের স্বার্থই আজ তোমার সর্ব্ব-প্রথমে দেখা উচিত।"

"তা তো সত্য, কিন্তু মহাদেবী যে আদেশ করেছেনতা আমি অবজ্ঞা করি কী করে বল?"

"যে আদেশের আর কোন মূল্যই নেই, সেইটাই তোমার কাছে বড় হল, আর তার জন্য তুমি তোমার দেশের সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছ?"

"তুমি মিছামিছি আমার উপর রাগ করছ প্রসন্ন। আমার অন্ন-দাতার আদেশ আমার পালন করতেই হবে। আমি রাজপুত হ'য়ে বিশ্বাসঘাতক হব কী করে?"

"ভগবানকে ধন্যবাদ, তোমার এই বুদ্ধি পাটনের আর কোন রাজপুতেব কোনদিন হয়নি। তা যদি হোত, আজ পাটনে সোলাঙ্কী-বংশের পরিবর্ত্তে গজনীর মুসলমান এসে রাজত্ব করত। মুরারপাল, আমি নিজে রাজকন্যা, কোনদিন কারও কাছে মাথা নীচু করিনি। আজ তোমার কাছে আমি হাত জোড় ক'রে ভিক্ষা চাইছি, তুমি পাটনকে অপরের হাতে তুলে দিও না। যে মহাদেবী একবার পাটন

ছেড়ে চলে গেছে, মুঞ্জাল এবং দেবপ্রসাদের মত লোকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তারই সেবা করে আর সারা দেশের উপহাসের পাত্র হয়ো না।"

প্রসন্নের কথায় মুরারপাল অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল বলিল, "তুমি মহাদেবীর ভ্রাতুষ্পুত্রী অথচ তোমাদের দুজনের মধ্যে এত শত্রুতা তা তো জানতাম না?"

"আমিও জানতাম না যে তোমার মত সেনানায়করা এত বুদ্ধিহীন হয়।"

মুরারপাল মাথা নত করিয়া রহিল। এইরূপ সমস্যায় সে জীবনে কখনও পরে নাই। সে রাজপুত হইয়া মহাদেবীর আদেশ অমান্য করিবে, না সুন্দরী প্রসন্নময়ীর অনুরোধ উপেক্ষা করিবে। সে ভাবিতেছে এমন সময় দ্বারের বাহিরের কড়া বাজিয়া উঠিল। মুরারপাল চমকিয়া দ্বারের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার পর নিজের কক্ষের ভিতর হইতে চাবি বাহির করিল।

প্রসন্ন অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল, কহিল, "তুমি রাজপুত হ'য়ে আমার কথা রাখবেনা?"

"আমায় ক্ষমা কর প্রসন্ন, আমি নিরুপায়," মুরারপাল অর্গল খুলিবার জন্য হাত বাড়াইল।

"আমি নিজে তোমায় অনুরোধ করছি, তবু তুমি শুনবে না? এই ঘৃণিত কাজ তুমি করবেই?"

মুরারপাল প্রসন্নের কথার জবাব দিল না। সে দ্বারের অর্গল খুলিয়া ফেলিল, তাহার পর শিকলে হাত দিল। বাহির হইতে যে কড়া খট্ খট্ করিতেছিল সে অর্গল খুলিবার শব্দ শুনিয়া প্রশ্ন করিল, "কে মুরারপাল না কী?"

"হ্যাঁ, মহাদেবী কী এসেছেন?"

"হাঁ, এসেছেন, একটু দূরে পড়েছেন। তুমি দ্বার খোল, আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।"

"যাও, তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।" বাহিরের ব্যক্তি চলিয়া গেল, তাহার পায়ের শব্দ দূরে মিলাইয়া গেল। উৎকণ্ঠিত প্রসন্ন এতক্ষণ শ্বাস রোধ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, মনে মনে ভাবিল, যাক্ আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে, কহিল মুরারপাল তুমি আমার কথা তাহলে শুনবে না ?"

আমি নিরুপায় প্রসন্ন ?"

"আচ্ছা যা করছ তাতে পাটন অপরের হাতে তুলে দিয়ে মহাদেবীকে খুসি করে তোমার লাভ কী হবে ?"

"লাভ ?" মুরারপালের শুষ্কমুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। "লাভ লোকসানের অত হিসাব করি নি, আমার ধর্ম্ম—"

প্রসন্ন তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, "তোমার ধর্ম্ম তো দেশের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা। আর এইজন্যই তো ত্রিভুবনপাল আর খেলিরদেবের কাছ থেকে এই দ্বার রক্ষার ভার চেয়ে নিয়েছ তাই না ?"

মুরারপাল প্রসন্নের এই তিরস্কারও সহ্য করিল, অল্পক্ষণ মনে মনে কী ভাবিল, তারপর শান্ত গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা, তোমার কথা যদি শুনি তুমি আমায় কী দেবে বল ?"

প্রসন্ন মুরারপালের দুই কাঁধে হাত রাখিল, তাহার পর তাহার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করিল, "আমার নিজের যা আছে সব তোমায় দেবো। আমি নিজে পাটনের পক্ষে, মহাদেবী আমার শত্রু। আর এই সময় তুমি যদি তাঁকে নগরের মধ্যে নিয়ে আস, তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে এইখানেই শেষ। আমার কাছে তোমার দেশদ্রোহী কাপুরুষ, এই পরিচয় ছাড়া অন্য কোন পরিচয় থাকবে না।" নিরুত্তর মুরারপাল একবার প্রসন্নের দুই অনাবৃত বাহুর দিকে, তাহার পর তাহার মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল। এতক্ষণ বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এইবার সে মরিল।

প্রসন্ন কহিল, "রাণীকে সন্তুষ্ট করে কী হবে তোমার? পদবী, খ্যাতি, সবই তোমার রয়েছে। আর সম্মান? দেশদ্রোহীর সম্মান নাই। সম্মানই যদি না পেলে, তবে আর বাকী জিনিষগুলো নিয়ে কী হবে?"

মুরারপাল একবার শেষ চেষ্টা করিল, "তুমি আমায় কোথায় নামিয়ে নিয়ে যাচ্ছ প্রসন্ন? আমি সব হারিয়ে ফেলছি, কী চাও তুমি?"

"আমি কী চাই জান? যে বীর মুরারপাল আমার আদর্শ, দেশদ্রোহীর কলঙ্ক তাকে যেন কখনও স্পর্শ না করে, এই আমি চাই। আর মহাদেবী তোমায় অনেক কিছু হয়ত দেবেন, কিন্তু আমি তোমায় যত দিতে পারি, স্বয়ং মহাদেবীও তা দিতে পারেন না তা জানো?" প্রসন্নের গলার স্বর উত্তেজনায় কাঁপিয়া উঠিল।

বেচারা মুরারপাল আগেই মরিয়াছিল, কহিল। "কী দেবে তুমি?"

প্রসন্ন এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে মুরারপালের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর কহিল, "জান না ভীমসিংহকে রাজকুমারী পদ্মিনী কি দিয়েছিলেন?"

বেচারা মুরারপাল ভাবিল, সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছে। তবে কী প্রসন্ন সত্যই তাহার হইবে? কহিল, "সত্য বলছ? তুমি আমার হবে?"

"হাঁ নিশ্চয়ই, এখনও সময় আছে, বিচার করে দেখ। আমায় নিয়ে সংসার পাততে চাও? এখনও তার সময় আছে, ভেবে দেখ।" প্রসন্নের স্পর্শে মুরারপাল কাঁপিয়া উঠিল। প্রসন্ন বলিল, "ভেবে দেখ, একদিকে দেশদ্রোহীর অপমান, কলঙ্কিত ঘৃণিত জীবন, আর একদিকে সম্মান, সুযোগ এবং সকলের উপর আমি নিজে, বেছে নাও তোমার পথ।"

"তুমি, তুমি সত্য বলছ প্রসন্ন?"

"হাঁ, তোমার হাতের ঐ চাবি আমায় দাও, তুমি যা চাইছ সব পাবে," মুরারপালের শিথিল হস্ত হইতে প্রসন্ন দ্বারের চাবি চাহিয়া

রইল। "বেশ, এইবার দরজায় খিল লাগিয়ে দাও।" মুরারপাল দরজায় অর্গল পুনরায় লাগাইয়া দিল। প্রসন্ন হাসিতে হাসিতে কহিল, "মুরারপালদেব আজ আপনি পাটনের জীবন দান করিলেন।"

"কিন্তু তুমি কবে আমার হবে? তোমার জীবনও তো আমার।"

হঠাৎ প্রসন্ন তাহার কথার ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। ক্রুর হাস্যে কহিল, "মুরারপাল, আমার যোগ্য হতে হোলে তোমায় এখনও অনেক জন্ম ঘুরে আসতে হবে।"

"কী বললে? মুরারপাল হতবাক হইয়া গেল।"

"ঠিকই বলেছি, এতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে? দেশের স্বাধীনতা বা গৌরবের কথা ভেবে তুমি তো দেশকে বাঁচাও নি, দেশকে তুমি বাঁচিয়েছ আমায় জয়ের মোহে, আমার এই দেহের জন্য। তোমার আসল স্বরূপ আজ আর অমার অজানা নেই। এর পর আর আমার কাছে আসবার বা আমার সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করো না, আমি রাজপুতের মেয়ে, অসভ্য ভীল নই।" প্রসন্ন মুরারপালের নিকট হইতে দূরে গিয়া দাঁড়াইল।

লজ্জায়, ক্রোধে, নৈরাশ্যে মুরারপাল এতটুকু হইয়া গেল। সে প্রথমে কী যে বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। তাহার পব কহিল, "তাহলে এতক্ষণ শুধু তুমি আমার সঙ্গে ছলনা করছিলে?"

"তা তুমি এখনও বুঝতে পারনি? আশ্চর্য্য! পাটনের গৌরব ও স্বাধীনতার কথা ভেবে তুমি যদি সত্য সত্যই দ্বারের চাবি আমার হাতে তুলে দিতে তোমায় আমি নিজের ভাইএর মত সম্মান করতাম, কিন্তু তুমি তা করনি। তত বড় মনের প্রসারতা তোমার নেই। আজ তোমার ছায়া মাড়াতেও ঘৃণা বোধ করি।"

ক্রুদ্ধ মুরারপাল চীৎকাব করিয়া বলিয়া উঠিল, "সমস্তই তোমার

ছলনা! তোমায় বিশ্বাস করেছি এই তার পরিণাম? জান, তোমার কাছ থেকে ঐ চাবি আমি এখনই কেড়ে নিতে পারি?"

"কেড়ে নিয়ে দেখ না একবার কী হয়। যা বলি একবার শোন, আর গোলমাল করো না, সরে পর এখান থেকে।"

অত সহজ নয়।" মুরারপাল চাবি কাড়িয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইয়া গেল।

প্রসন্ন জানিত দ্বারের আড়ালেই ত্রিভুবনপাল ও নায়ক ভুলিরসিংহ আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে আরও একটু পিছাইয়া গেল। ত্রিভুবনপাল দেখিল, আর অপেক্ষা করা ঠিক হইবে না। সে সামনে অগ্রসর হইয়া আসিল, এবং শান্ত, গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "মুরারপাল, সাবধান! তুমি রাজপুতের সাধারণ শিষ্টতার মাত্রা ছাড়িয়া যাচ্ছ। জান আজ প্রসন্ন তোমায় দেশদ্রোহিতার মহাপাপ থেকে বাঁচিয়েছে?"

মুরারপাল এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। ত্রিভুবনপাল ও প্রসন্ন পরস্পর পরামর্শ করিয়াই তাহাকে এই ফাঁদে ফেলিয়াছে। অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিজের প্রতি তাহার ঘৃণার শেষ রহিল না এবং ইহার পরিণাম কী হইবে তাহা ভাবিয়া সে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সে ত্রিভুবনপালকে অনুনয় করিয়া কহিল, "কুমার, আমায় নগর ত্যাগ করবার অনুমতি দাও, আমি আর এখানে থাকতে পারছি না।"

"কাল সকালে মোবেরী দ্বারে অপেক্ষা কোরো, সেই ব্যবস্থাই করে দেব। এখন যাও। প্রসন্ন, এর কাছে আমাদের আর বোধ হয় কোন প্রয়োজন নেই।"

"না, এখন সে যেতে পারে।"

যদি অন্য কোন বিপদ ঘটে, সেই আশঙ্কায় ত্রিভুবনপাল নায়ক ভুলিরসিংহকে দ্বার রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন। প্রসন্ন কহিল,

"ত্রিভুবন, ভুলিরসিংহ দেশভক্ত, আর তোমার যথেষ্ট অনুগত। পাটনের অবস্থা শান্ত হলে ওকে একটা কোন বিশেষ পদ দিলে ভাল হয়।"

ভুলির আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে মনের তাড়নায় ও অর্থের দুশ্চিন্তায় ভাল করিয়া ঘুমাইতে পর্য্যন্ত পারিত না। সহাস্যে কহিল, "ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।"

প্রসন্ন ও ত্রিভুবন দ্বাররক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া চলিয়া গেল। ভুলির দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে দ্বারের বাহিরে পুনরায় কড়া বাজিয়া উঠিল। হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া ভুলির হাসিতে আরম্ভ করিল। কড়া বাজিয়াই চলিল, তাহার পর এক সময়ে বন্ধ হইয়া গেল।

পাটনবাসীর ক্রোধ

চম্পানীর দ্বার হইতে ত্রিভুবন ও প্রসন্ন প্রাসাদে ফিরিয়া গেল। তাহারা প্রাসাদে প্রবেশ করিতেছে, এমন সময় কল্যাণমল্ল আসিয়া সংবাদ দিল যে দুই তিনজন দূত সংবাদ লইয়া আসিয়াছে, তাহারা কুমারের সাক্ষাৎপ্রার্থী। ত্রিভুবন তৎক্ষনাৎ তাহাদের লইয়া আসিতে বলিল।

আদেশ পাইয়া কল্যাণমল্ল তিনজন সৈনিককে লইয়া আসিল। প্রথম সৈনিক পাটনেরই সেনাদলের একজন, সে সংবাদ দিল, কাল সন্ধ্যায় বিথরাটে অবস্থিত সৈন্যদলের সহিত অন্য একদলের সামান্য সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় জন সংবাদ দিল যে মালবরাজ গুর্জ্জরে প্রবেশ করিবার আয়োজন করিতেছে। তাহাদের কথা শেষ হইলে তৃতীয় সৈনিক ত্রিভুবনের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চোখ মুখ অত্যন্ত

শুরু। যে সংবাদই সে লইয়া আসুক না কেন, সে যে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ত্রিভুবন প্রশ্ন করিল, "তোমার কী সংবাদ? এই রকম অবস্থা হয়েছে কেন? কী হয়েছে?"

"মহারাজ, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি রাম—"

"কে রামসিংহ? কী ব্যাপার? এমন করছ কেন? মণ্ডলেশ্বরের সংবাদ কী? বল্লভসেন—"

"মহারাজ, বল্লভসেনই আমায় আপনার কাছে পাঠিয়েছেন" সৈনিক মাথা নীচু করিয়া বলিল।

"বল্লভসেন এখন কোথায়?"

"মহারাজ, বল্লভসেন মেরলের সৈন্য নিয়ে বিথরাটে এসে পৌঁছেচেন আর সেখান থেকেই আপনাকে সংবাদ পাঠিয়েছেন।"

"অত্যন্ত সুসংবাদ," ত্রিভুবন অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং প্রসন্নের দিকে চাহিয়া রহস্য করিয়া বলিল, "এইবার মহাদেবী অবস্থাটা টের পাবেন। আর তা হবে বা নাই কেন? মণ্ডলেশ্বর নিজে যখন রয়েছেন, তখন—ভাল কথা পিতার কী সংবাদ রামসিংহ?"

ত্রস্ত রামসিংহ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। দেবপ্রসাদ ও হংসার মৃত্যু-সংবাদ দিতে তাহার ভয় হইতেছিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আপনাকে আর একটা সংবাদ জানান দরকার। মহারাজ—"

তাহার কথা বলার ধরণ দেখিয়া উপস্থিত সকলেই ভয় পাইয়া গেল। এমন কী ত্রিভুবনও ভীত হইল। সৈনিক নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছে এবং বলিতে ভয় পাইতেছে। ত্রিভুবন জিজ্ঞাসা করিল, "কী হয়েছে? অত ভয় পাচ্ছ কেন?"

"মহারাজ, আমি গম্ভীরমল্লের সহিত ছিলাম," সৈনিক তবুও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

"হাঁ, সে তো জানি, গম্ভীরমল্লের মণ্ডুকেশ্বরের দিকে যাবার কথা। পিতাও নিশ্চয়ই সময়মত সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এখন কোথায়? কী হয়েছে? তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন?"

"মহারাজ, ক্ষমা করুন। সংবাদ দিতে আমার বুক কাঁপছে, গলা শুকিয়ে আসছে। মহারাজ মণ্ডলেশ্বর আর ইহলোকে নাই।" সৈনিক কাঁদিয়া উঠিল।

সংবাদ শুনিয়া সকলে ভীষণ চমকাইয়া উঠিল। এমন কী স্বয়ং ত্রিভুবনপাল বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন. তিনি যে কী করিবেন তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "কোথায়? কবে তাঁর মৃত্যু হ'ল?"

"কাল রাত্রে সরস্বতীর জলে."

"আর আমার মা?"

"তিনিও আর বেঁচে নেই।" সকলের মধ্যে যেন বজ্রপাত হইল। ত্রিভুবনের মনে হইল যেন তাহার মাথার মধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্নি জ্বলিতেছে তাহার সমস্ত অনুভূতি লোপ পাইল। ইতিমধ্যে প্রাসাদ হইতে রাজবৈদ্য লীলাধর ও অন্যান্য সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সৈনিক সংক্ষেপে গত রাত্রে কী ভাবে হংসার মৃত্যু হইয়াছে এবং মণ্ডলেশ্বর নিহত হইয়াছেন তাহা বর্ণণা করিল। তাহার কথা শুনিতে শুনিতে সকলেই শোকে আকুল হইয়া পড়িল। ত্রিভুবনের মনের মধ্যে যে কী হইতেছিল মুখে তাঁহার কোন প্রকাশই ছিল না। তাঁহার চোখে এক বিন্দু অশ্রু নাই, তার পরিবর্ত্তে সেখানে অগ্নি জ্বলিতেছিল। সে প্রস্তরমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া দূতের কথা শুনিতেছিল। সেই ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই ভয় পাইল।

দূতের কথা শেষ হইলে ত্রিভুবন কঠোরকণ্ঠে কহিল, "উদয়শেঠ, সমগ্র পাটনে মণ্ডলেশ্বরের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করুন, আর নগরের সমস্ত গণ্যমান্য পণ্ডিত, শাস্ত্রী, ব্যবসায়ী, সামন্তদের অবিলম্বে প্রাসাদে আহ্বান

করুন।" ত্রিভুবন আর কাহারও দিকে চাহিল না বা অন্য কোন কথা বলিল না। উদয়শেঠকে আদেশ দিয়া সোজা প্রাসাদে চলিয়া গেল। সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই তাহার অনুসরণ করিতে সাহস করিল না। এমন কী লীলাধরও দাঁড়াইয়া রহিলেন। মুহূর্ত্তকাল সকলে চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর প্রসন্ন দৌড়াইয়া ত্রিভুবনের অনুসরণ করিল। ত্রিভুবন টলিতে টলিতে সামনে যে কক্ষ পাইল প্রবেশ করিল, তাহাব পর মেঝেতে পড়িয়া গেল।

প্রসন্ন সমস্যায় পড়িল। সে বুঝিতে পারিল না কী করিবে। পাটনেব সামনে আজ গুরুতর বিপদ এবং সেই অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে ত্রিভুবনই সমস্ত অধিবাসীর একমাত্র ভরসা। অথচ, এই বিপদে তিনিই যদি এইভাবে শোকে আকুল হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকেন তাহা হইলে বিপদ আরও বাড়িবে ছাড়া কমিবে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ত্রিভুবনেব পাশে আসিয়া বসিল ও তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে ডাকিল, "ত্রিভুবন!"

ত্রিভুবন উঠিয়া বসিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আমায় একটু একলা থাকতে দাও প্রসন্ন।"

প্রসন্ন উঠিল না, ত্রিভুবনের মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল, সে নিজেও কাঁদিতেছিল।

"বলেছি না আমায় এখন একটু একলা থাকতে দাও?"

"এ সময় এ রকম করে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কী করে? সমস্ত নগরের ভার না তোমার উপর? তুমি নিজেই যদি অস্থির হয়ে পড় তাহলে পাটনের-অবস্থা কী হবে?"

"আমার কথাটা একবার ভেবে দেখ, আমি আজ একসঙ্গে বাবা ও মাকে হারালাম। পৃথিবীতে আমার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে? ওঃ ভগবান!" দুঃখে, বেদনায় ত্রিভুবনের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

এদিকে পাটনের সর্ব্বত্র রুদ্রমহলের সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হংসা ও দেবপ্রসাদের শোচনীয় মৃত্যুতে সকলেই শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। পাটনের শৌর্য্যের খ্যাতি চিরপ্রসিদ্ধ এবং পাটনের অধিবাসীরা সকলেই বীরত্বের পূজা করিত, বিশেষ করিয়া সেই কারণেই মণ্ডলেশ্বরকে ভালবাসিত তাহার উপর একে তো অধিবাসীরা সকলেই চন্দ্রাবতীর বিরোধী, তাহাতে চন্দ্রাবতীরই এক জৈনের দ্বারা এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছে শুনিয়া তাহারা ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সকলের মুখেই এক কথা, এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইতে হইবে।

উদয়শেঠ নগরের সশস্ত্র প্রধান প্রধান অধিবাসীদের ত্রিভুবনপালের আহ্বান জানাইলে অল্প সময়ের মধ্যে সকলেই প্রাসাদের বিরাট চত্বরে আসিয়া সমবেত হইল। ব্যবসায়ী বণিক, রাজপুত সেনানায়ক, পণ্ডিত শেঠ সকলেই উপস্থিত হইল। সকলেই শোকে মুহ্যমান এবং এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প। সকলেই আসন গ্রহণ করিলে প্রবীণ সেনানায়ক খেলিরদেব প্রাসাদে যাইয়া ত্রিভুবনকে লইয়া আসিলেন। অল্পকালের মধ্যে ত্রিভুবনের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, কেবল চক্ষু দুইটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিতেছে। ত্রিভুবনপাল আসিয়া পৌছিলে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইল। সকলে আসন গ্রহণ করিলে ত্রিভুবন কহিল, "আজকের সংবাদ আপনারা সকলেই শুনেছেন। গুর্জ্জরের সিংহাসন আজ যে ভাবে কলঙ্কিত হয়েছে এরূপ কলঙ্ক পূর্ব্বে কোনদিন গুর্জ্জরকে স্পর্শ করে নাই। গুর্জ্জরের সামনে বর্ত্তমানের মত বিপদও কখনও এসেছে কিনা সন্দেহ। আজ পাটনের কী কর্ত্তব্য তা নির্দ্ধারণের জন্যই আপনাদের আমন্ত্রণ করেছি। পাটনের দায়িত্ব আপনাদেরই দায়িত্ব। আর পুত্রের কাছে পিতৃহন্তার প্রতি যে

কর্ত্তব্য সে কর্ত্তব্য আমার তরবারির সাহায্যে আমি নিঃসন্দেহে পালন করব। সে দায়িত্ব একা আমার।"

"আমাদের পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত ছিল যে পাটনকে আমরা কখনও বিদেশীর পদানত হতে দেবো না, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। আমায় যদি পিতৃহন্তার প্রতিশোধ নিতে হয় আমি হয়ত রাজদ্রোহী হব। কাজেই আপনারা বিচার করুন আপনারা আমার অনুসরণ করবেন কী আমায় ত্যাগ করে পাটনের অন্য ব্যবস্থা করবেন। আমার বিচারে মীনল-দেবীর আজ একটিমাত্র পথ খোলা আছে, তাঁকে চন্দ্রপুরে ফিরে যেতে হবে। আমি তাঁকে মহাদেবী বলে স্বীকার কবি না। তাঁর অবর্ত্তমানে কুমার জয়দেব হয়ত সোলাঙ্কীবংশের সিংহাসনে বসতে পারে, সে বিচারেব ভারও আপনাদের উপর। তবে এটা ঠিক আমি জীবিত থাকতে মীনলদেবী আর পাটনে প্রবেশ করতে পারবেন না। আপনারা যদি চান আমি এখনই নগর ছেড়ে চলে যেতে রাজী আছি। আমার সৈন্য বাহিবে অপেক্ষা করছে, আমার মত তারাও তাদের মহারাজের হত্যাব প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আপনারা সকলেই প্রবীণ, আপনারা ভেবে দেখুন আমার সঙ্গে আপনারাও আপনাদের মণ্ডলেশ্বরের হত্যার প্রতিশোধ নেবেন, না আমায় ত্যাগ করে অন্য পথ বেছে নেবেন?"

ত্রিভুবনের কথা শেষ হইলে সভাস্থ সকলেই পরস্পর পরস্পরের মুখেব দিকে চাহিয়া রহিল, কেহই কোন উত্তর দিল না। সকলেই ত্রিভুবনের কথায় বিচলিত হইয়াছিল। ত্রিভুবন পুনরায় কহিল, "আপনাদের বিচারের সময় আমার সামনে থাকা হয়ত ঠিক হবে না, আমি প্রাসাদে যাচ্ছি। আপনারা স্বাধীনভাবে আপনাদের মতামত ঠিক করুন। আমায় আদেশ করলেই আমি আপনাদের সামনে আসব।" ত্রিভুবন প্রাসাদে চলিয়া গেল।

প্রাসাদে ফিরিয়া ত্রিভুবন একবার প্রসন্নের খোঁজ করিল। প্রসন্ন

তখন তাহার কক্ষে নিজের যাবতীয় বহুমূল্য অলঙ্কার একত্র করিতেছিল। ত্রিভুবন আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এখন এসব কী হচ্ছে?"

"পাটনের বাহিরে যেতে হবে তো, তার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছি।"

এত দুঃখেও ত্রিভুবনের হাসি পাইল। সে কিছু বলিল না, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্নের কাজ দেখিতে লাগিল।"

এদিকে ত্রিভুবন সভা ত্যাগ করার পর নাগরিকরা বর্ত্তমান অবস্থার বিচার আরম্ভ করিল। সামান্ত দুই একটি বিষয় ছাড়া প্রধান প্রধান বিষয় কাহারও বড় একটা মতদ্বৈধ হইল না। সকলেই স্বীকার করিল যে দেবপ্রসাদের এইরূপ হত্যা পাটনের পক্ষে যথেষ্ট কলঙ্কজনক এবং নিশ্চয়ই ইহার কোন প্রতিকার করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ সকলেই মীনলদেবীর প্রতি বিরূপ। সামন্তগণের সকলেই চন্দ্রাবতী তথা জৈন প্রভুত্বের বিরোধী, কাজেই তাহারাও মীনলদেবীর বিপক্ষ অবলম্বন করিল। পণ্ডিতদিগের মধ্যে লীলাধর ও গজানন একবার মৃদু আপত্তি করিল বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোন যুক্তিই টিকিল না, কাজেই তাঁহারাও চুপ করিলেন। অল্পক্ষণ আলোচনার পর সকলেই স্থির করিল যে মীনলদেবী পাটনের মহাদেবী থাকিতে নগরের আর শান্তি নাই, কাজেই তাঁহাকে সমস্ত অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে হইবে।

সভায় সকলে একমত হইলে খেলিরদেব পুনরায় ত্রিভুবনকে ডাকিয়া আনিলেন এবং ত্রিভুবন আসিলে কহিলেন, "মহারাজ, আমরা সকলে একমত হয়েছি।"

"কী আপনাদের মত বলুন।"

"সমগ্র পাটন আপনার অনুগামী। পাটনের ভবিষ্যতের ভার আজ আপনার হাতেই তুলে দিলাম।"

ত্রিভুবন কহিলেন, "বেশ আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন আমি যেন আপনাদের বিশ্বাসের যোগ্য হ'তে পারি।"

সভা ভঙ্গের পর ত্রিভুবন উদয়শেঠকে দিয়া মুরারপালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং মুরারপাল আসিলে বলিলেন, "তুমি পাটনের বাইরে যেতে চাইছিলে না?"

"হাঁ মহারাজ।"

"এক সর্ত্তে তোমায় ছেড়ে দিতে পারি।"

"কী আদেশ বলুন।"

"মীনলদেবীর কাছে আমার এক সংবাদ নিয়ে যেতে হবে, রাজী আছ?" মুরারপাল রাজী হইল। কারণ পাটনে যে অবস্থা তাহাতে তাহার পক্ষে আর নগরে থাকা বিপজ্জনক। সে রাজী হইল। ত্রিভুবন কহিল, "তাহলে বাইরে অপেক্ষা কর।" মুরারপাল চলিয়া গেলে বল্লভসেনকেও সংবাদ পাঠাইল যে পাটন এখন সম্পূর্ণ তাহার অধীন হইয়াছে, কাজেই এখন বল্লভসেনের পক্ষে বিখরাটে শিবির সন্নিবেশ করিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করাই উত্তম ব্যবস্থা।

মহাদেবীর নৈরাশ্য

চম্পানীর দ্বারে বার বার আঘাত করিয়াও যখন ভিতর হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন মহাদেবীর আর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই যে অবশেষে মুরারপালদেবের মত সেনানায়ক তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে। ক্রোধে, হতাশার ভীষণ মূর্ত্তি লইয়া তিনি শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। সৌভাগ্যের বিষয়, শিবিরে মাত্র সেনাপতি ছাড়া আর কেহ তাঁহার

পাটনে ফিরিয়া যাওয়ার কথা জানিত না। নহিলে একটা ভীষণ গণ্ডগোল হইত।

শয্যায় শুইয়া মহাদেবী চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই সময় কাহার পরামর্শ নেওয়া যায়। এক ভরসা আনন্দসূরি, কিন্তু সন্ন্যাসী তখনও ফিরিয়া আসে নাই। সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভর করিবার মত শিবিরে আর বিশেষ কেহ নাই, মীনলদেবীর কেমন ভয় হইল। এক মুঞ্জাল আছেন। তাঁহারই শিবিরের অনতিদূরে বন্দী মুঞ্জাল সতর্ক রক্ষীর প্রহরায় একাকী আপন মনে পায়চারী করিতেছিলেন ও আপন অদৃষ্ট ও জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীর কথা ভাবিতেছিলেন।

এইসময় মুঞ্জালের পরামর্শ পাইলে বড় ভাল হইত, কিন্তু যে মহামন্ত্রীকে একদিন তিনি নিজে ত্যাগ করিয়াছেন পুনরায় তাঁহারই সহায়তা ভিক্ষা করিলে তাঁহার নিজের সম্মান কোথায় থাকিবে? মহাদেবীর মনে পড়িল, মুঞ্জাল একদিন বলিয়াছিলেন যে তাঁহারই বুদ্ধি ও পরামর্শমত মহাদেবীর রাজনৈতিক মত গড়িয়া উঠে। তাঁহার নিজস্ব সত্বা বলিয়া কিছু নাই। সেদিন মহাদেবী উপহাসের হাসি হাসিয়াছিলেন। আজ মনে হইল, মুঞ্জাল বিশেষ মিথ্যা বলে নাই। মুঞ্জালের বুদ্ধি ও পরামর্শ ছাড়া তিনি যে কত অসহায় তাহা আজ বুঝিতে পারিলেন। তবুও মুঞ্জালকে আজ আর ডাকিয়া পাঠান যায় না। মহাদেবী মন হইতে মুঞ্জালের চিন্তা দূর করিলেন।

মহাদেবী ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার একদিকে পাটন দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে, আর একদিকে স্বয়ং মণ্ডলেশ্বর তাঁহার বিরুদ্ধে সেনা সন্নিবেশ করিতেছেন। দেবপ্রসাদের বিরুদ্ধে একমাত্র চন্দ্রাবতীর সাহায্যই তাঁহার ভরসা। চন্দ্রাবতীতে জৈন প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত, তিনি নিজেও জৈন কিন্তু তবুও পাটনের মত চন্দ্রাবতীও তাঁহার নিকট অজ্ঞ দেশ। বিবাদ বাড়িলে এমনও হইতে পারে যে একমাত্র চন্দ্রগুরু

ছাড়া আর কোথায়ও আশ্রয় মিলিবে না। যতই ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইল সমস্যা আরও জটিল হইয়া আসিতেছে। চারিদিকেই গভীর অন্ধকার, কোনদিকে কোন প্রকার আলোর চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।

"মা, একজন দূত সংবাদ নিয়ে এসেছে, সেনাপতি তাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন," রক্ষী আসিয়া সংবাদ দিল। মহাদেবীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। তিনি তাঁহার বহুকালের সাথী রক্ষীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন, এই বৃদ্ধ তাঁহাকে ছায়ার ন্যায় অনুসরণ করিয়াছে। অকারণেই তাঁহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, "যাও, দূতকে এখানেই নিয়ে এস।"

দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে দুই যোজন দূরে বল্লভসেনের সেনা আসিয়া পৌছিয়াছে।

"বলকী?" মহাদেবী একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন, "মণ্ডলেশ্বরও সৈন্যের সঙ্গে রয়েছেন?"

আজ্ঞে না, মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদ সরস্বতীর জলে ডুবে মারা গেছেন। এ ছাড়া আরও সংবাদ এসেছে, সন্ন্যাসী আনন্দসূরি মণ্ডুকেশ্বরের শিবমন্দির জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

মহাদেবী চমকাইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "তুমি কী করে সংবাদ পেলে? এ কী সত্য?"

"মা, আমি সংবাদ পাওয়ামাত্র আপনাকে বলতে এসেছি।"

"বিস্তারিত কোন সংবাদ পেয়েছ?"

"না, বিস্তারিত সংবাদের জন্য বিজয়পালদেব লোক পাঠিয়েছেন।"

"আচ্ছা তুমি যাও।" দূত বাহিরে চলিয়া গেল।

মীনলদেবীর চিন্তা বাড়িয়া গেল। মণ্ডলেশ্বর তা'হলে মারা গেছেন এবং বল্লভসেন একাই সৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসছে। মহাদেবী একবার

নিদ্রিত জয়দেবের মুখের দিকে চাহিলেন, ভাবিলেন, গুর্জরের সম্রাটের ভবিষ্যৎ কত অনিশ্চিত, দেখিতে দেখিতে তাঁহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সকালে আরও বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেল। জানা গেল বল্লভসেন দেবপ্রসাদের সমস্ত সৈন্য লইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে। রাণি শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন যে বল্লভসেনের হাতে আনন্দস্থরি বন্দী হইয়াছে। গুপ্তচর আরও সংবাদ দিয়া গেল যে মণ্ডলেশ্বরের মৃত্যুর পরেও তাঁর সৈন্যদলে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। তবে চন্দ্রাবতীর সৈন্য সংখ্যা আরও অধিক বলিয়া বল্লভসেনের সৈন্য আপাততঃ যুদ্ধ না করিয়া ভবিষ্যৎ পরিস্থিতির জন্য অপেক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছে।

কুমার জয়দেব এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা পাটনে কবে ফিরে যাব?"

মীনলদেবী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন, "যাব বৈকী বাবা, নিশ্চয়ই যাব। তবে একটু বিলম্ব হবে এই যা।" কিন্তু জয়দেব বালক হইলেও এইটুকু বুঝিয়াছিল যে পরিস্থিতি ক্রমশঃ অনিশ্চিত ও গভীর হইয়া আসিতেছে। সে আর কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মীনলদেবী, বিশ্বপাল, আর দুই একজন বিশ্বস্ত সামন্ত, শান্তিচন্দ্রের পুত্র বিনয়চন্দ্র এবং চন্দ্রাবতীর সেনাপতি বিজয়পালকে পরামর্শের জন্য আহ্বান করিলেন। মণ্ডলেশ্বরের মৃত্যু-সংবাদে মহাদেবীর শিবিরে প্রায় সকলেই অল্প বিস্তর আনন্দিত হইয়াছিল। অবশ্য পাটনের অশান্তির কিছু কিছু জনরবও শিবিরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কেহ বিশেষ মনযোগ দেয় নাই। সকলেরই ধারণা মহাদেবী পাটনে পুনরায় ফিরিয়া গেলেই সমস্ত অশান্তি দূর হইবে।

সকলে একত্র হইলে বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতি কী হইবে তাহা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। গত রাত্রে মহাদেবীব পাটনের দ্বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের ব্যাপারটা বিনয়চন্দ্র ও বিশ্বপাল ছাড়া আর কেহ জানিত না। কারণ একমাত্র তাহারাই ছিল মহাদেবীর সাথী। কেহই সেকথাটাব উত্থাপন করিল না। পবামর্শদাতাদের মধ্যে চন্দ্রাবতীর সেনাপতি বিজয়পাল ছিল সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ ও কুশলী যোদ্ধা। সে কহিল, "মহাদেবী, আদেশ করেন তো একটা কথা বলি। আমাদের শক্তি ও যোগ্যতার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আমাদের সেনা বিশ্বস্ত এবং সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাও আমাদের প্রতিপক্ষ অপেক্ষা অধিক, কাজেই সে দিক দিয়েও আমরা নিরাপদ। একমাত্র ভয়েব মধ্যে আমাদের দুইদিক হ'তে একসঙ্গে আক্রান্ত, হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদেব একদিকে পাটন অন্যদিকে বল্লভসেন, কাজেই দুদিক থেকে একসঙ্গে আক্রান্ত হবার পূর্ব্বে অন্ততঃ একদিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে হবে। আপনারা বল্লছেন পাটন আঁমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তা যদি হয় তা হলে আমাদের অবিলম্বে পাটনেই যাত্রা করা উচিত। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে পাটন। একদিক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলে অন্যদিক সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে বিলম্ব হবে না, আমাদের সেনা যদি অলসভাবে এখানে বসে থাকে, তারা ক্রমশঃ নিরুৎসাহ হয়ে পড়বে।"

পাটনের কথায় মীনলদেবী, বিশ্বপাল ও বিনয়চন্দ্র পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। কাল রাত্রের ঘটনা তিনজনেরই একসঙ্গে মনে পড়িল। কাল যাহা হইয়াছে তাহার পর পাটনের আনুগত্য সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ থাকিবার কথা। আলোচনা চলিতেছে, এমন সময় রক্ষী আসিয়া সংবাদ দিল যে পাটন হইতে এক সামন্ত কী সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। পাটনের সংবাদ আসিয়াছে শুনিয়া সকলেই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং মহাদেবী সামন্তকে লইয়া আসিতে

আদেশ করিলেন। অনতিকাল পরেই যে সামন্ত শিবিরে আসিয়া প্রবেশ করিল, সে আর কেহ নয় মুরারপাল।

বিশ্বস্ত সেনানায়ক মুরারপালকে দেখিয়া মহাদেবীর অন্যন্ত আনন্দ হইল। তিনি তাহার নিজের আসনের সন্নিকটেই মুরারপালের আসন করিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কী সংবাদ?"

নতমুখে মুরারপাল কহিল, "আমি দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি মহাদেবী।"

"কিছু চিন্তা নেই, তুমি নিশ্চিন্তে বল।"

বিজয়পাল কহিল, "তুমি তো পাটন থেকে আসছ, পাটনের কে মহাদেবীর নিকট সংবাদ পাঠিয়েছেন জানতে পারি কী?"

"আর কে? এখন পাটনের নূতন অধিপতি যিনি হয়েছেন সেই ত্রিভুবনপালই পাঠিয়েছেন।"

"ত্রিভুবনপাল!" সকলে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল।

বিশ্বপাল কহিল, "সে তো শুনেছি এখনও ছেলেমানুষ, রাজ্য-শাসনের কী জানে?'

মুরারপাল মহাদেবীকে সম্বোধন করিল, "সে এখন আর শিশু নয়। আর যেভাবে সে কাজ আরম্ভ করেছে তাতে মনে হয় সে আপন, অথবা মুঞ্জালদেবের মতই রাজ্যশাসনে দক্ষ। যদি অনুমতি দেন তাহলে সে যে কথা বলে পাঠিয়েছে আপনাদের কাছে নিবেদন করি।"

"কী বলে পাঠিয়েছে সে?" মহাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"ত্রিভুবনপাল এই বলে পাঠিয়েছে যে, মীনলদেবী থাকতে কুমার জয়দেব পাটনে ফিরে আসতে পারবেন না। আর হয় পাটন থাকবে না হয় মহাদেবী থাকবেন, দুই এর একসঙ্গে স্থান পৃথিবীতে নেই।"

মুরারপালের কথায় সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মহাদেবী অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, "ব্যাপার কী, পাটনের সকলেরই কি বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়েছে না কী?"

"মহাদেবী, আদেশ করেন তো একটা কথা বলি, পাটনে গত তিন দিনের মধ্যে পূর্ব্বের অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন হয়েছে। আর যা হয়েছে, এরকম পূর্ব্বে বোধহয় আর কখনও হয় নি।" মুরারপাল সংক্ষেপে গত কয়দিনে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা করিল। তাহার কথা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। এই রকম যে হইতে পারে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। মহাদেবী নিজেও নিরাশ হইলেন। তিনি এইমাত্র তাঁহার প্রতি পাটনের আস্থা ও আনুগত্যের কথাই ভাবিতেছিলেন। কিন্তু আসলে যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঠিক বিপরীত।

পরিস্থিতি যাহা দাঁড়াইয়াছে সে সম্বন্ধে নিজে একাকী বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার জন্য মহাদেবী সভাভঙ্গের আদেশ দিলেন এবং কেবলমাত্র মুরারপালকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সকলে চলিয়া গেলে তিনি মুরারপালকে চম্পানী দ্বার না খোলার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চতুর মুরারপাল আসল ব্যাপারটা কৌশলে এড়াইয়া গেল ও অন্য কোন একটা কারণ রাণীকে বুঝাইয়া দিল। কথায় কথায় মুরারপাল ইহাও বলিল যে পাটনের নূতন ব্যবস্থায় প্রসন্ন সব সময়ই ত্রিভুবনপালের পাশে দাঁড়াইয়া কাজে সহায়তা করিতেছে। অন্যমনস্ক মহাদেবী চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর এক সময় কহিলেন, "প্রসন্নকে দিয়ে চেষ্টা করলে ত্রিভুবনকে বশে আনা যেতে পারে, কী বল ?

মুরারপাল নিরাশভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, "আমার মনে হয় না।" আসল ব্যাপার সে মহাদেবীকে বলিতে সাহস করিল না।

মহাদেবী অল্প হাসিয়া কহিলেন, "তুমি বড় বেশী ভয় পেয়েছ মুরারপাল। পরিস্থিতি আসলে নিশ্চয়ই অত জটিল নয়। আমি এখনই আমার নিমন্ত্রণ জানিয়ে প্রসন্নের কাছে বিনয়চন্দ্রকে পাটনে পাঠাচ্ছি। আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলতে চাই, তা হলেই আসল ব্যাপার জানতে পাব।"

"দেখুন তাতে যদি কোন কাজ হয়, কিন্তু আমি তো বিশেষ কোন আশা দেখতে পাচ্ছিনা।"

দ্বিপ্রহরের পর পঁচিশ জন অশ্বারোহী লইয়া বিনয়চন্দ্র পাটনের দিকে যাত্রা করিলেন ও ঘোরী দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দ্বার খেলিরসিংহ রক্ষা করিতেছিলেন। বিনয়চন্দ্র তাঁহাকে কহিল, মীনলদেবী প্রসন্নের সহিত কোন বিষয়ে আলাপ করিতে চান এবং সেইজন্য তাকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। খেলিরসিংহ প্রাসাদে সেইমত সংবাদ পাঠাইলেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর ত্রিভুবনপাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তিনজনে আলোচনার পর ঠিক হইল যে প্রসন্ন পাটনের বাহিরে পরলোকগত মহারাজ ক্ষেমরাজদেবের বাগান বাড়ীর নিকটে মীনলদেবীর সহিত আলাপ করিবে এবং দুই পক্ষের পঁচিশজন করিয়া রক্ষী দুই পার্শ্বে সমান দূরে দাঁড়াইয়া থাকিবে।

মহাদেবী মনে মনে স্থির করিলেন যে নিতান্ত বাধ্য না হইলে পাটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ঠিক হইবে না। পাটন জয় করিয়া নিজের অধিকার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে কৌশলের আশ্রয় লইতে হইবে। সমস্ত গুর্জ্জরে শক্তিশালী নগর হিসাবে তাঁহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য হইল প্রথমে পাটন এবং তাহার পর কর্ণাবতী। কাজেই পাটনকে সহজে হাতছাড়া করা ঠিক হইবে না। তাহা ছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলে অন্যান্য বিপদেরও সম্ভাবনা যথেষ্ট। প্রথমতঃ গুর্জ্জরের অনেক নগরই পাটনের প্রতি অল্পবিস্তর সহানুভূতিসম্পন্ন। ফলে ইহারা সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া উঠিবে তখন একবার পরাজিত হইলে চন্দ্রপুরে ফিরিয়া যাওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকিবে না। এক ভরসা চন্দ্রাবতীও পাটনের বিরুদ্ধে সরাসরি শত্রুতা করিবে কিনা তাহা এখনও ঠিক জানা নাই, অবশ্য চন্দ্রাবতীর সেনাপতি বিজয়পাল সব সময়েই পাটন আক্রমনের

জন্য প্রস্তুত, কিন্তু চন্দ্রাবতী হইতে সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করিতে কতক্ষণ? তাছাড়া কে বলিতে পারে পাটন আক্রমণ করিলে বিজয়পাল পরাজিত হইবে না?

সাক্ষাৎ

দ্বিতীয় দিন সকালে বিখরাটের নিকট মহারাজ ক্ষেমরাজের বাগান-বাড়ীর সংলগ্ন মন্দিরের চত্বরে মীনলদেবী প্রসন্নের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জটিল পরিস্থিতির কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার কপালে চিন্তার গভীর রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার মুখে ক্লান্তি ও অবসাদের ছাপ, চক্ষু কোটরগত। মহাদেবীকে অনেক কৃশ দেখাইতেছিল। মহারাজ কর্ণদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার আশা হইয়াছিল যে এইবার সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পাটনের সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতে পারিবেন। রাজা কর্ণদেব থাকিতেও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আশা মেটে নাই; তখন মহারাজ নিজে সম্মুখে ছিলেন আর ছিলেন মুঞ্জাল। সেদিন মহামন্ত্রীর নির্দ্দেশ উপেক্ষা করিবার উপায় ছিল না।

কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়াইয়াছে, এমন যে হইবে তাহা তিনি কখনও ভাবেন নাই। যে ত্রিভুবনপালকে তিনি চিরকালই বালক বলিয়া তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছেন তাহাকে লইয়াই আজ বিপদ হইয়াছে সবচেয়ে বেশী। মুরারপালের সেই কথাটাই তাঁহার বার বার মনে আসিতেছিল যে, হয় পাটন থাকিবে আর না হয় মীনলদেবী থাকিবেন। দুইএর স্থান একসঙ্গে হইবে না। তাঁহার এতদিনের স্বপ্ন কী বিফল হইবে?

হঠাৎ তাঁহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। রক্ষী আসিয়া সংবাদ দিল যে দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছে। বোধ হয় পাটন হইতে যাহাদের আসিবার কথা ছিল তাহাদের আগমন আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

"ভাল। প্রসন্ন এলে তাকে এখানে পাঠিয়ে দেবে।"

"যথা আজ্ঞা," রক্ষী চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে মহাদেবীও বহু অশ্বের পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কাহারা যেন আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পরই অলঙ্কারের শিঞ্জিনী শুনা গেল, বুঝিলেন প্রসন্ন আসিয়াছে। পর মুহূর্ত্তেই রক্ষী তাহাকে মহাদেবীর নিকট লইয়া আসিল। প্রসন্নকে দেখিয়া তিনি তাহার মুখ হইতে সমস্ত চিন্তার রেখা দূর করিয়া স্বাভাবিক ভাবে তাহার সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রসন্ন আসিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। তাহার চালচলন ইত্যাদিতে কোন রকম সংকোচ বা জড়তা দেখা গেল না। নিজের অজ্ঞাতেই মহাদেবীর ওষ্ঠে এক ক্রূর হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভাবিলেন এই প্রসন্নই সেদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ভয়ে কাঁপিত।

প্রসন্নই প্রথমে কথা বলিল, "কেমন আছেন পিসিমা? আপনার শরীর তো বিশেষ ভাল দেখাচ্ছে না?"

"ভালই আছি। এই যাওয়া আসা নিয়ে যা সামান্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

প্রসন্ন বাহিরে সাহস দেখাইলেও মনে মনে ভয় পাইয়াছিল। মহাদেবীর ব্যক্তিত্বকে সে চিরকাল শ্রদ্ধা ও ভয় করিয়া আসিয়াছে। যত বিলম্ব হইবে ততই তাহার সাহস কমিয়া যাইবে এই ভাবিয়া সে সরাসরি কাজের কথা পাড়িল।

মহাদেবী কহিলেন, "তোমায় মা আমার নিজেরই এক বিশেষ কাজে ডেকে পাঠিয়েছি। পাটনে তো শুনলাম ত্রিভুবনপালকে নিয়ে নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ত্রিভুবন তো আমার কাছে জয়দেবের মতই

প্রিয়। সে কেন এরকম ভুল করল? এরকম রাজদ্রোহ্ করে আমায় ঠকিয়ে তার কী লাভ হবে?”

প্রসন্ন মীনলদেবীর চাতুরী বুঝিতে পারিল, তিনি তাহাকে দিয়া সম্ভবতঃ ত্রিভুবনপালের উপর চাপ দিতে চান বা তাহাকে পাটন হইতে সরাইয়া লইতে চান। সে কহিল, “পিসিমা এসব কথা আমায় বলে কী লাভ?”

“পাটনে কী হচ্ছে না হচ্ছে আমি সমস্তই জানি। সমস্ত সংবাদই আমার কাছে এসে পৌছেচে। আমার প্রশ্ন, সেখানকার অধিবাসীরা কেন এই রকম মিছামিছি উত্তেজিত হয়ে উঠল। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে যে কোন মুহূর্ত্তে যুদ্ধের সম্ভাবনা। অনর্থক রক্তপাতের পূর্ব্বে একটা কথা ভালভাবে জানা দরকার, পাটনবাসীর দাবী কী, আসলে কী চায় তারা?”

প্রসন্ন কোন উত্তর না দিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। মহাদেবী পুনরায় কহিলেন, “আশ্চর্য্য, কেহই আসল কথাটা খুলে বলে না, আর তা ছাড়া অধিবাসীরা কী চায় তারা নিজেরাই জানে না। কিছু না জেনে বা বুঝে সমস্ত দেশটাই পাগলের মত অশান্তি আর বিদ্বেষ ছড়াতে আরম্ভ করেছে। ব্যাপারটা অবশ্য এখনও বাইরে বেশী ছড়িয়ে পড়েনি, কিন্তু এর পর সমগ্র গুর্জ্জর যখন এসব জানতে পারবে, তখন আমার মনে হয় পাটন সারা দেশের উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়াবে।”

এইবার প্রসন্ন কথা কহিল। সে স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী। ধীর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, “আপনি এসব আমায় কী বলছেন? আর যে উপদ্রবের কথা উল্লেখ করলেন, তার মূলে তো আপনি নিজে”

“এই সব মিথ্যা কথা তোমাদের কে বলেছে? তোমাদেরই দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য আমায় পাটন ছেড়ে বাইরে আসতে হয়েছে; আর তোমরা আমারই বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে দিয়েছ? আমি যদি এখানে না আসতাম, আজ মুঞ্জাল আর দেবপ্রসাদ পরস্পর যুদ্ধ করত সে

কথাটা তোমরা কেউ একবার ভেবে দেখেছ? আজ মণ্ডলেশ্বরের সেনা পাটনের বাহিরে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকত না, তারা পাটন আক্রমণ করত।"

"আপনার কথা পাটনের একজনও বিশ্বাস করবে না। সকলেই জানে আপনি পাটনকে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে উদ্যোগী হয়েছেন। আপনারই ষড়যন্ত্রে মণ্ডলেশ্বর মহারাজকে হত্যা করা হয়েছে।"

"চন্দ্রাবতীর অধিবাসীরা তোমাদের বিদেশী? আশ্চর্য্য! আর দেবপ্রসাদকে আমি হত্যা করেছি? কে না জানে, যে সে রুদ্রমহলে আগুন লাগায় দৈবদুর্বিপাকে সেই আগুনে পুড়ে মরেছে?"

মহাদেবীর কথায় প্রসন্ন হাসিয়া উঠিল, কহিল, "আপনার সঙ্গে তর্ক করা নিষ্ফল। আপনি আমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছেন তাই বলুন।"

"যে কারণে তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি বলছি। দেশের মধ্যে এই যে বিরোধের আজ সৃষ্টি হয়েছে, এই রকম যে হবে তা আমি কোন দিন স্বপ্নেও ভাবিনি। বিরোধ কেউই চায় না, আমিও না। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই বিরোধ আজ পাটনের অধিবাসী আর আমার মধ্যেই গজিয়ে উঠেছে। তুমি দুই পক্ষেরই বিশ্বাসভাজন কাজেই তুমিই এই বিরোধ মিটিয়ে দাও এই আমার অনুরোধ।"

"আমি কী করতে পারি? এর মধ্যে আমার কোন হাত নেই।"

"হাঁ তুমিই পার, এ একমাত্র তোমারই কাজ। আমি শুনেছি পাটনের সমস্ত শক্তি ত্রিভুবন অধিকার করেছে।"

"আপনি ভুল শুনেছেন। পাটনের সমস্ত অধিবাসী নিজেরা পরামর্শ করে এই অধিকার তাঁকে দিয়েছে, তিনি অধিকার করেন নি।"

ক্রোধ সংবরণ করিয়া মহাদেবী কহিলেন, "বেশ তাই, ত্রিভুবনকে বশ করা তোমারই কাজ।"

"আপনি কী ভেবেছেন আপনার হ'য়ে কথা বললে তিনি আমার কথা

শুনবেন? আপনি তাঁর মাকে তাঁর বাবার কাছ থেকে সরিয়ে আজীবন বন্দী করে রেখেছেন, ছেলেকে মাতৃস্নেহে বঞ্চিত করেছেন, আর তারপর তাঁর বাবাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরেছেন।"

"একটা কথা পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ স্বীকার করে।"

"কী?"

"কোন পুরুষই তার প্রেমাস্পদের কথা উপেক্ষা করতে পারে না।"

প্রসন্ন মহাদেবীর কথায় চকিত হইয়া উঠিল, কহিল, "কিন্তু পিসিমা যে সত্যই ভালবাসে সে কখনও তার স্বামীর প্রতিজ্ঞার পথে অন্তরায় হয় না।"

"এতে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের তো কোন কথাই আসে না। ত্রিভুবন তোমায় বিয়ে করতে চায় এই তো? আমি নিজে উদ্যোগী হয়ে তোমাদের বিয়ে দেবো। বল আর কী চাই?"

প্রসন্ন আর একবার হাসিয়া উঠিল, কহিল, "পিসিমা গত তিন দিনে পাটনের পূর্ব্বের সমস্ত অবস্থারই পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে সে সংবাদটা পেয়েছেন?"

"কী হয়েছে তাতে?"

"আর কিছু নয়, সমস্ত কিছু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনার প্রসন্নরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। আপনিই একদিন খাবারের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে আমায় অজ্ঞান করে পাটন থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন না? তখনই আমি আপনাকে চিনে নিয়েছি। আপনাকে একটা কথা বলে রাখি, আপনার সম্মতি থাক বা না থাক, ত্রিভুবনপালের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই। ইতিমধ্যে আমরা নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধ স্বীকার করে নিয়েছি।" প্রসন্ন আর একবার হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি আসিল না, তাহার পরিবর্ত্তে তাহার কর্ণমূল অবধি লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

মহাদেবী প্রসন্নের কথায় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাহার পর কৃত্রিম

হাসির সঙ্গে কহিলেন, "তাহলে তো ভালই হয়েছে। তা বেশ, তুমি যা চাইবে আমি ত্রিভুবনকে তাই দেব। কিন্তু এই বিরোধের অবসান হওয়া দরকার।"

"পিসিমা, অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে আপনার হয়ে আমি যদি কিছু করতে যাই তাতে তো বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না। আর আপনার দিক থেকে ত্রিভুবনকে দেবার মতও আর কিছু নেই। কিন্তু ত্রিভুবনপাল ইচ্ছা করলে হয়ত আপনাকে অনেক কিছুই দিতে পাবেন।"

প্রসন্নের এই কথাও মহাদেবী সহ্য করিলেন, কহিলেন, "তুমি যদি এই বিরোধের মীমাংসার জন্য চেষ্টা কর, সারা দেশে তোমার নাম কী রকম ছড়িয়ে পড়বে সেটাও একবার ভেবে দেখ।"

"আমার নামে কোন প্রয়োজন নেই পিসিমা। মিছামিছি আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমারও ফেরার সময় হয়ে এল। আপনি যা চাইছেন তা হবে না।"

"না হবার কারণ?"

"কারণ ত্রিভুবনপালের প্রতিজ্ঞা।"

মহাদেবী এই কথা পূর্ব্বেও মুরারপালের মুখে শুনিয়াছেন, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কী প্রতিজ্ঞা?"

"হয় পাটনে আপনি আর না হয় ত্রিভুবনপাল থাকবে, সেখানে দুজনের স্থান নেই।"

ক্রোধে মহাদেবীর ধৈর্য্য লোপ পাইবার উপক্রম হইল, তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিলেন, "আর তুমি?"

শান্ত প্রসন্ন কহিল, "আমার স্বামী যেখানে আমিও সেখানে।"

"এই প্রতিজ্ঞার অর্থ আর তার পরিণাম কী হবে তা তোমার জানা আছে?"

"নিশ্চয়ই, প্রতিজ্ঞা যে করেছে সে এটাও আমায় বুঝিয়ে দিয়েছে।"

"একটা কথা মনে রেখ, স্বয়ং মণ্ডলেশ্বর আমার সঙ্গে শত্রুতায় পারে নি, তোমার ত্রিভুবনপাল পারবে তো ?"

"পিতা পারেননি বলে পুত্র যে পারবে না তার কোন মানে আছে ? ত্রিভুবন তার অভিজ্ঞতা পিতার কাছ থেকেই তো পেয়েছে।"

"ত্রিভুবনের কপালে অনেক দুঃখ আছে আর তার থেকে তুমিও বাদ যাবে না। তোমরা যে ভেবেছ আমি বিপদে পড়েছি তা সম্পূর্ণ ভুল। বিখরাটের কাছে যে সৈন্য অপেক্ষা করে আছে তার পরিমাণ জান বোধ করি, এছাড়া লাট হতেও প্রচুর সৈন্য আসছে। আমি তোমায় বলে রাখছি আর ১৫ দিনের মধ্যে পাটনের একখানি পাথরও অবশিষ্ট থাকবে না।"

বিখরাট ও লাটের সৈন্যের কথায় প্রসন্নের ভয় হইল, তবুও সে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, "পিসিমা, এর চেয়েও শক্তিশালী যবনও একদিন এখানে এসেছিল কিন্তু পাটনের দুর্গের একটি পাথরও খসেনি।"

"বেশ ভাল কথা। এখনও সময় আছে ভেবে দেখ।"

"ভেবে দেখবার আর কী আছে পিসিমা ? আমি যে উত্তর দিয়েছি ত্রিভুবনপালেরও সেই একই উত্তর।"

ক্রুদ্ধ মহাদেবী কহিলেন, "বেশ, এর জন্য তোমাকেও দুঃখ পেতে হবে।"

"যদি সে দুর্ভাগ্যই আসে, আমি দুঃখ মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।" প্রসন্ন উঠিয়া পড়িল, তাহার পর কী ভাবিয়া বলিল, "পিসিমা আমার একটা কথা রাখবেন ?"

"কী কথা ?"

"আপনি কুমার জয়দেবকে আমার সঙ্গে পাটনে পাঠিয়ে দিন, আর আপনি গুর্জ্জর ছেড়ে রেবার অপর পারে গিয়া অপেক্ষা করুন। আমরা কাল সকালেই জয়দেবের অভিষেক করে দেব।"

মীনলদেবী আর ক্রোধ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না, কহিলেন,

"তোমাদের স্পর্দ্ধা অসহ্য। একটা কথা ভুলো না, মীনলদেবী যদি বেঁচে থাকেন তো পাটনের রাজমাতা হয়েই বেঁচে থাকবেন আর তা যদি সম্ভব না হয় পাটন থাকুক বা ধ্বংস হয় যাক্ তাতে আমার কিছু আসে যায় না।" ক্রোধে, উত্তেজনায় তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

প্রসন্ন চলিয়া গেল। মীনলদেবী একাকী মন্দিরের চত্বরে বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ কী চিন্তা করিলেন, তাহার পর রক্ষী সমরসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

———

হৃদয়ের পরিবর্ত্তন

বিথরাটে প্রসন্নের সহিত সাক্ষাতের পর মীনলদেবীর দুশ্চিন্তার সীমা রহিল না। তাঁহার সম্মুখে আজ একটিমাত্র প্রশ্ন, এখন কোন পথ অবলম্বন করিবেন। চারিদিকেই অন্ধকার নৈরাশ্য অপমান ও লাঞ্ছনার চরম হইয়াছে। এমন কী প্রসন্ন পর্য্যন্ত অপমান করিতে সাহস করে!

শিবিরে ফিরিয়া আসিলে বিজয়পাল ইত্যাদি সেনানায়কেরা তাঁহাকে প্রসন্নের সহিত সাক্ষাতের কথা জিজ্ঞাসা করিলে মহাদেবী সংক্ষেপে কহিলেন যে তিনি প্রসন্নকে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং দুই একদিনের মধ্যেই পাটন হইতে উত্তর আসিবে। মহাদেবী নিজেও আশা করিয়াছিলেন যে প্রসন্নের সহিত সাক্ষাতের ফলে হয়ত পাটন হইতে কোন সংবাদ আসিতে পারে। কিন্তু দিনের পর দিন পার হইতে চলিল, কোন সংবাদই আসিল না। একদিন কুমার জয়দেব জিজ্ঞাসা

করিল, "মা, আর কতদিন আমরা এখানে বসে থাকব। পাটনে যাব না?"

"নিশ্চয়ই যাব, এই কয়েকটা দিন আরও দেরী হবে। তুমি সারাদিন ঘোড়ায় চড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ, যাও বিশ্রাম করগে।" বিমর্ষ জয়দেব চলিয়া গেল। বালক পাটনে ফিরিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল।

মীনলদেবী তখনও সম্পূর্ণ আশা ছাড়িতে পারেন নাই। হয়ত শেষ পর্য্যন্ত একটা কিছু উপায় হইতে পারে। তিনি প্রথম হইতে পাটনের সহিত তাঁহার নিজের সম্বন্ধ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিলেন। দীর্ঘ পনের বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ কর্ণদেবের সহিত বিবাহের বাসনায় তিনি একদিন চন্দ্রপুর হইতে পাটনে আসিয়াছিলেন। সে কত কাল হইয়া গেল অথচ মনে হয় যেন এই সেই দিন মাত্র। বিবাহই কী একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল? না তা ছিল না। ইচ্ছা ছিল মহারাজ কর্ণদেবকে সম্মুখে রাখিয়া নিজে পাটনে রাজত্ব করিবেন। মুঞ্জালের মত তীক্ষ্ণধী মন্ত্রী ছিল তাঁহার সহায়। রাজত্ব তিনি করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। মহারাজ কর্ণদেব ছিলেন নামে মাত্র অধিপতি। প্রকৃত রাজ্য পরিচালনা করিতেন মুঞ্জাল ও মহারাণি মীনলদেবী। কর্ণদেব বশীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু মুঞ্জাল বশ মানেন নাই। আর মহাদেবীও জানিতেন মুঞ্জালকে বশ করিতে না পারিলে তিনি কখনও নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন না। তাই শেষ পর্য্যন্ত মুঞ্জালকেও পাটন ছাড়িতে হইয়াছিল। নিজের অধিকার বিস্তারের এই সর্ব্বনাশা মোহই তাঁহার কাল হইল। ইহারই জন্য তিনি মহামন্ত্রীকে কোনদিন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন নাই। দেবপ্রসাদের মত প্রতিষ্ঠাশালী মণ্ডলেশ্বরের সহিত শত্রুতা করিয়াছেন, রাজপুতের উপর জৈন প্রাধান্য বিস্তারের সহয়াতা করিয়াছেন, আর কী না করিয়াছিলেন? কিন্তু যাহাই করুন, পাটনের সাধারণ অধিবাসীর শত্রুতা তিনি করেন নাই। কোনদিনই তাহাদের অনিষ্ট বা দুঃখকষ্ট চাহেন নাই। অথচ

দেবপ্রসাদ যে কোনদিন নিজের স্বার্থ বাদ দিয়া পাটনের জন্য ভাবে নাই অথবা যে মুঞ্জাল, কোনদিন আপন আত্মমর্য্যাদার অহংকার ত্যাগ করে নাই তাহারাই হইল পাটনের বিশ্বাসভাজন হিতৈষী আর তিনি শত্রু।

মহাদেবী ভাবিতেছেন, এমন সময় মুরারপাল আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। "মা কিছু উপায় ঠিক করলেন?"

"না এখনও কিছু ঠিক করি নি, আমি বড় সমস্যায় পড়েছি। কোন পথ যে ঠিক হবে তা বুঝে উঠতে পারছি না। এস তুমি আমায় কয়েকটা বিষয়ে পরামর্শ দাও দেখি।"

"আমি অতি সামান্য লোক, আমি আপনাকে কী পরামর্শ দেব? তবে পাটনে আমি যা দেখে এলাম তাতে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেছি। এখন বুঝতে পারছি যে পাটন গুর্জ্জরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন এ কথা কেন বলে।"

"কেন বলে?"

"পাটনের অধিবাসীর সাহস আর দেশপ্রেমের তুলনা নেই। আমি তো মা গুর্জ্জরের প্রায় সমস্ত নগরই দেখেছি কিন্তু পাটনের তুলনা কোথায়ও নাই।"

"শেষে তুমিও আরম্ভ করলে? তোমায় পরামর্শের জন্য ডাকলাম, নিশ্চয়ই পাটনের ব্যাখ্যান শুনতে ডাকি নি। পাটনে যখন ছিলাম তখন তো কৈ এই সব কথা শুনিনি। আমি আজ চলে এসেছি আর একদিনেই সব এক একজন রথী মহারথী হয়ে গেছে।"

"আমি সেজন্য বলিনি, আমাদের পাটন পুনরায় ফিরে পাওয়া যে কত কঠিন সেই কথাটাই বলছি।"

"তা তুমি এখন কী করতে বল?"

"এখন একজন লোককে সেখানে পাঠালে ভাল হয়, যে অধিবাসীদের সমস্ত কথা বুঝিয়ে তাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে?"

"কিন্তু এমন কে আছে যে এই কাজের ভার নিতে পারবে। তুমি নিজে একবার চেষ্টা করে দেখতে পার ?"

"দু'দিন আগে পাঠালে হত, এখন আর পাঠিয়ে লাভ নেই। আর যাবেই বা কে, আমার কথা তারা শুনবে না, বিশ্বপালেরও তাই। আর তারা দণ্ডনায়ক শান্তিচন্দ্রকেই স্বীকার করে না তো তাঁর পুত্র বিনয়চন্দ্রকে স্বীকার করবে কী ?"

সে সব আমি আগেই ভেবে দেখেছি। নূতন কিছু পরামর্শ দেবার হয় তো দাও।"

"আমি আর কী বলব মা, আপনি যদি আদেশ করেন তো এখনই পাটন আক্রমণ করতে পারি।"

"না না, যুদ্ধ নয়, তাতে বিপদ বাড়বে বৈ কমবে না। অবশ্য খুব সম্ভব আমাদেরই জয় হবে, কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে একবার হেরে যাই, আমাদের আর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না।

মুরারপাল মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে কথাটা মা আমিও যে ভাবিনি তা নয়, তাছাড়া আমার আরও একটা ভয় আছে।"

"কিসের ভয় ?"

"চন্দ্রাবতীর এই সৈন্যদের উপর আমি খুব বেশী ভরসা করতে পারছি না। এদের মধ্যে অনেকের মনে এরই মধ্যে ভয় হয়েছে যে এরা প্রতিপক্ষের তুলনায় দুর্ব্বল। কাজেই আর কিছুদিন এইভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে এদের অনেকে শিবির ছেড়ে পালিয়ে যাবে। এরা যদি অলস হয়ে বসে থাকে এদের সমস্ত উৎসাহই নষ্ট হয়ে যাবে। এই সময় সন্ন্যাসী থাকলে খুব সুবিধা হ'ত।"

"সেইটাই তো হয়েছে আরও মুস্কিল।"

"অবশ্য ভয় পাবার কিছু নেই, এখানে বিজয়পাল রয়েছে, সে সুদক্ষ সেনানায়ক। তাছাড়া হাতে এখনও সময় রয়েছে। আমি এই

জৈনদের কথাই ভাবছি, মণ্ডলেশ্বর মারা গেছেন বলে এরা ভাবছেন যে এদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার আর কেউ নেই, এরা জানে না যে—"

"কী জানে না?"

"জানে না যে মণ্ডলেশ্বর না থাকলেও তাঁর পুত্র আছে, সে তার বাপের মতই বীর যোদ্ধা। আর কেবল সে তার বাবার মত যোদ্ধাই নয়, সে তার মাতুল মুঞ্জালের মতই তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

মুঞ্জালের নাম শুনিবামাত্র মহাদেবী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। সর্ব্বত্রই এই এক কথা, মুঞ্জাল আর মুঞ্জাল। মুরারপাল তাঁহার বিরক্তি বুঝিতে পারিয়া কহিল, "আপনি বিরক্ত হবেন জানলে এই কথা হয়ত বলতাম না, আপনি পরামর্শ চেয়েছেন তাই বলছি। এক কাজ করুন না কেন, ত্রিভুবনপালকে সমস্ত ব্যপারটা বুঝিয়ে বলার জন্য তার মাতুলকে তার কাছে পাঠান।"

"এসব কথা বলে কোন লাভ নেই মুরারপাল। যে দেশদ্রোহী আমি তার মুখ দেখতে চাই না, তাতে আমার যা হয় হক।"

"আপনার যেমন অভিরুচি।"

দুইজনেই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর মহাদেবীই প্রথমে কহিলেন, "তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, সত্য উত্তর দাও তো।"

"নিশ্চয়ই, আপনি কী জানতে চান বলুন?"

"মালবরাজ এখন এখান থেকে কতদূরে রয়েছেন?"

"অশ্বারোহণে প্রায় চার পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়।"

"ভাল, তাঁকেও হয়ত প্রয়োজন হতে পারে।"

মুরারপাল উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীর. গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "মা আপনার এবং গুর্জ্জরের সেবার জন্যই আমার এই জীবন উৎসর্গ করেছি কিন্তু মালবরাজের মত বিদেশীকে যদি আপনি ডেকে আনেন, আমি কিছুতেই তা সহ্য করব না।"

"না না, সে ভয় তোমার নেই। গুর্জ্জর, গুর্জ্জরবাসীরই। সেখানে বিদেশীর স্থান নেই।" মহাদেবী গুর্জ্জরে রাজপুতের দেশাত্মবোধ যে কতখানি তাহা জানিতেন কাজেই আর কথা বাড়াইলেন না। কথা-বার্ত্তার পর মুরারপালও এক সময় বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

মহাদেবী সারারাত্রি ভাবিয়াও কোন উপায় ঠিক করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, চন্দ্রাবতীর সাহায্যে পাটনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। কিন্তু যুদ্ধে যে জয়লাভ করিবেন তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? যদি চন্দ্রাবতীর সেনা পরাজিত হয় তাহা হইলে পাটন ফিরিয়া পাইবার আশা চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। গুর্জ্জরের বাহিরে যে কাহারও সাহায্য পাইবেন তাহারও আশা নাই। ফলতঃ একবার মালবের কথা উত্থাপন করায় মুরারপাল যাহা বলিয়াছে তাহা বস্তুতঃ সমস্ত গুর্জ্জরের অভিমত।

কোনদিকে আশার আলোক না দেখিয়া অনন্যোপায় মহাদেবী নিজকেই তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার রাজ্য ছিল, নিজস্ব সত্তাও ছিল যথেষ্ট, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহামন্ত্রী মুঞ্জালও ছিলেন তাঁহার সহায়। এই সর্ব্বনাশা অতিরিক্ত ক্ষমতার মোহই হইল তাঁহার কাল। ইহার জন্য আজ তাঁহার সমস্তই যাইতে বসিয়াছে। যাহাদের উপর বিশ্বাস রাখিবার কথা তাহারা আজ অবিশ্বাসী। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ হইয়াছে মণ্ডলেশ্বরের সহিত শত্রুতা করিয়া, অথচ দুঃখ এই তাঁহার সহিত আপোষ করা মোটেই অসম্ভব ছিল না।

ভাবিতে ভাবিতে মহাদেবী ষোল বৎসর পূর্ব্বে ফিরিয়া গেলেন। সেদিনের চন্দ্রপুরের এক বালিকা একজনকে দেখিয়া সারা জগৎ ভুলিয়াছিল। তাহার হাসি, তাহার প্রতিটি কথা আজও মনে গাঁথা রহিয়াছে। যাহাকে চাহিয়াছিলেন তাহাকে পান নাই, চন্দ্রপুরের রাজকুমারী হইয়া অন্য এক রাজ্যের এক নগণ্য মন্ত্রীকে হয়ত বিবাহ করা সম্ভব

নহে। কিন্তু অন্তরে রাজকুমারী সেই মন্ত্রীকেই চাহিয়াছিলেন। সেদিনের আশা পূর্ণ হয় নাই কিন্তু রাজকুমারী পাটনের বৃদ্ধ রাজা কর্ণদেবকে বিবাহ করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন সেই নগণ্য মন্ত্রীর সান্নিধ্যের আশায়। একথা কোনদিন কাহাকেও বলেন নাই, কিন্তু নিজের মনকে প্রতারণা করিবেন কী করিয়া যে সেদিন মুঞ্জালকে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পাটনে আসিয়াছিলেন? মহামন্ত্রীর কথা ভাবিতেই তিনি নিজের বর্ত্তমান পরিস্থিতি ভুলিয়া গেলেন, তাহার চক্ষুর সম্মুখে আনন্দসুন্দরীর মূর্ত্তি ভাসিতে লাগিল। তাঁহার অজ্ঞাতেই বাহির হইল, "মুঞ্জাল, মুঞ্জাল!"

নিজের কণ্ঠস্বরে তাঁহার চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং তিনি কল্পনা হইতে কঠিন বাস্তবে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার শয্যার পার্শ্বেই আর এক শয্যায় জয়দেব অঘোরে ঘুমাইতেছিল। তাঁহার দিকে চাহিয়া মহাদেবী শিহরিয়া উঠিলেন। মহারাজ কর্ণদেবের পত্নী হইয়া এতক্ষণ কী ভাবিতেছিলেন তিনি? উত্তেজনায় তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল, রুদ্ধকণ্ঠে বারংবার কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ, আমায় ক্ষমা করুন প্রভু, আমি অবিশ্বাসিনী হইনি।"

সকালে রক্ষী সমরসেন যথানিয়মে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহাদেবীর সহিত দেখা হইলে সে কিছুক্ষণ অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার মনে হইল যে মহাদেবী এক রাত্রিতে বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার পর কহিল, "আপনি কিছু চিন্তা করবেন না মা, ভগবান সোমনাথ নিশ্চয়ই ভাল করবেন।" বৃদ্ধ মীনলদেবীকে বড় ভালবাসিত।

"সমর, ভগবান মঙ্গলময়, তিনি সকলেরই আশ্রয়স্থল।"

"মা, আমি আপনার বহুদিনের চাকর, বুড়োর একটা কথা রাখবেন?"

"নিশ্চয়ই, কী কথা বল।"

"মা আপনি নিশ্চয়ই আজ ক'দিন একটা গভীর বিষয় ভাবছেন। একবার মুঞ্জালকে ডেকে তাঁর পরামর্শ নিন না কেন, তিনি ঠিক উপায় বলে দেবেন।"

মহাদেবীর মনে হইল যে এখানে মুঞ্জালের নাম করিয়া তাঁহাকে যেন আঘাত করিল। সকলের মুখেই এই এক নাম। কিন্তু আজ আর তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন না, অথচ কাল পর্য্যন্ত মুঞ্জালের নামে তিনি জ্বলিয়া উঠিতেন; ধীরে ধীরে কহিলেন, "আমিও তাই ভাবছি, কিন্তু মুঞ্জাল আর কী আমায় কোন পরামর্শ দেবে?"

"কেন দেবেন না, নিশ্চয়ই দেবেন? কোন পরামর্শ চাইলে তিনি তো কখনও কাউকে বিরূপ করেন না।"

এমন সময় কুমার জয়দেব আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং মহাদেবীকে দেখিয়া কহিল, "মা তুমি কাল অত কাঁদছিলে কেন?"

জয়দেবের ডাকে মহাদেবীর বুক স্নেহে ভরিয়া উঠিল। তিনি জয়দেবকে তাঁহার কাছে টানিয়া আনিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "কাঁদিনি তো বাবা। হ্যাঁরে জয়দেব, তুই যখন রাজা হবি, তোর এই মাকে মনে থাকবে?"

"তুমি কী বলছ মা আমি রাজা হলে, আমার রাজত্বে লোকে আমার নাম করার আগে তোমার নাম করবে, আমি সব জায়গায় এই আদেশ দিয়ে দেব, তুমি একটুও ভেব না।" জয়দেবের মুখ দেখিয়া মনে হইল যে সে যেন এখনই আদেশ পাঠাইবে।

"তুমি আমার সোনার ছেলে, যাও এখন বেড়িয়ে এস। সমর কুমারের সঙ্গে কোন রক্ষীকে পাঠাবার বন্দোবস্ত কর।"

"আমি আর বেড়াতে পারিনে মা, কতই তো বেড়ালাম। আমরা পাটনে কবে যাব তাই বল।" অসন্তুষ্ট জয়দেব সমরসেনের সহিত বাহির হইয়া গেল।

নিজের অজ্ঞাতেই ঘা খাইয়া খাইয়া মহাদেবীর অভিমান শেষ হইয়া আসিতেছিল। তিনি ক্রমশই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে মৃণাল ছাড়া এই সংকটে গত্যন্তর নাই। তবুও তাঁহাকে ডাকিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। এই ভাবে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর সেনাপতি বিজয়পাল আসিয়া সংবাদ দিল যে রাত্রির অন্ধকারে জনৈক সামন্ত তাঁহার অধীনস্থ সেনা লইয়া শিবির ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এইবার যা হয় কিছু একটা করিতে হইবে। হয় পাটন আক্রমণ করিতে হইবে আর না হয় বল্লভসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। কেবলমাত্র বসিয়া থাকিলে সৈন্যদের সকলেরই উৎসাহ নষ্ট হইয়া হইবে এবং তার পর সকলেই শিবির ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।

মহাদেবী কহিলেন, "আর একদিন অপেক্ষা কর, কাল সন্ধ্যায় আমার সিদ্ধান্ত তোমায় জানিয়ে দেব।"

"যথা আজ্ঞা।" বিজয়পাল চলিয়া গেল।

মহাদেবী দেখিলেন, যে আর দেরী করা যায় না, যাহা হয় একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিতেই হইবে। তাঁহার হাতে যে যে উপায় রহিয়াছে সেই-গুলি একে একে বিচার করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সন্মুখে প্রথম পথ হইল পাটন আক্রমণ করা। তাঁহার নিজের যাহা সৈন্য আছে সেই লইয়াই অথবা মালবের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া দুইএর মিলিত শক্তি লইয়া আক্রমণ করা যায়। যুদ্ধে তাঁহারই জয়লাভ সম্ভব, কিন্তু যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত হন, পাটনের সিংহাসন চিরতরে তাঁহার হাত হইতে চলিয়া যাইবে এবং জয়দেবের পিতৃসিংহাসনে আরোহণের আশাও বিলুপ্ত হইবে। ইহা ছাড়া আরও এক উপায় আছে, প্রসন্ন যাহা বলিয়া গিয়াছে, পাটন ছাড়িয়া রেবার অপর পারে গিয়া অপেক্ষা করা। তাহাতে জয়দেবের পক্ষে অবশ্য মঙ্গল হইবে, কিন্তু তাঁহার নিজের অপমানের চূড়ান্ত হইবে। না, না, সে পথ কখনই গ্রহণযোগ্য নয়, আর তিনি সরিয়া দাঁড়াইলে যদি

জয়দেবের মঙ্গল হয় তাহা হইলে রেবা পর্য্যন্ত যাইবার কী প্রয়োজন?' তিনি ইচ্ছা করিলেই তো অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারেন। মহারাজ কর্ণদেবের বিধবা সতী হইলেই সব দিক রক্ষা পায়। অপমান অপেক্ষা সেই মৃত্যু অনেক কাম্য। কিন্তু মরিবেনই বা কেন? মহারাজ কর্ণদেব বাঁচিয়া থাকিতেই তিনি কতটুকু তাঁহাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন যে মৃত্যুর পর তাঁহার অনুবর্ত্তী হইবেন? মুঞ্জালের কথা মনে পড়িল। তীক্ষ্ণধী মন্ত্রী নিশ্চয়ই সমস্যার সমাধান করিতে পারে। যাহাকে বন্দী করিয়াছেন শেষে তাহাকেই ডাকিয়া উপদেশ ভিক্ষা করিতে হইবে? নিজের পুত্রের রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীর যদি মঙ্গল হয় তাহা হইলে এই পথই অনুসরণ করিবেন না কেন? তাঁহার মুরারপাল ও সমরসেনের কথা মনে পড়িল। তাহারি নিজের অন্তরও ইহাদের কথায় সায় দিতেছিল, আর মনের অগোচরে কিছু নাই। কাল রাত্র হইতে মহাদেবীর মনে মুঞ্জালকে দেখিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা হইতেছিল।

মহাদেবী উঠিয়া পড়িলেন, এবং সমরসেনকে স্মরণ করিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত তিনি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। সমরসেনকে কহিলেন, "সমর, মুঞ্জালকে এখানে আসতে বল।"

এক মুখ হাসিয়া বৃদ্ধ রক্ষী কহিল, "যথা আজ্ঞা।"

মহাদেবী ও মুঞ্জাল

একাকী নিজের শিবিরে মহাদেবী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মুঞ্জালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। শিবির, পাটন, মালবরাজ, সমস্ত কিছু ভুলিয়া

পনেরো বৎসর পূর্ব্বের জীবনে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে কেবল একটিমাত্র নামের প্রতিধ্বনি হইতেছিল, তাহা মুঞ্জাল। তাঁহার মুঞ্জাল আবার তাঁহার নিকট আসিতেছে।

মুঞ্জালের আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মহাদেবীর ভয় হইল, হয়ত মহামন্ত্রী আসিবেনা। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল যে মুঞ্জাল কঠোর নিয়মতান্ত্রিক কাজেই তাঁহার আহ্বান উপেক্ষা করিবে না। মহামন্ত্রী আসিলে কী ভাবে কথা আরম্ভ করিবেন, কে প্রথমে কথা কহিবে? একবার যেন বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিলেন, ভাবিলেন হয়ত মুঞ্জাল, কিন্তু শব্দ দূরে অন্য দিকে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে পুনরায় পদশব্দ শুনা গেল। কাহারও দৃঢ় পদক্ষেপ। মহাদেবী মুঞ্জালের পদক্ষেপ চিনিতেন, কাজেই এবার আর সংশয় রহিল না। পরমুহূর্ত্তেই সমরসেন আসিয়া সংবাদ দিল যে মহামন্ত্রী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।

"তাঁকে ভিতরে পাঠিয়ে দাও, আর লক্ষ্য রেখ আমার অনুমতি ছাড়া এখন আর কেউ যেন ভিতরে না আসে।"

"যথা আজ্ঞা।" সমরসেন চলিয়া গেল এবং পরমুহূর্ত্তেই মহামন্ত্রী মুঞ্জালদেব কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সমরসেন বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। মহামন্ত্রী হস্ত ও পদ বদ্ধ অবস্থায় বন্দী ছিলেন, রক্ষী তাঁহার হাত ও পায়ের বাঁধন খুলিয়াই লইয়া আসিয়াছিল। দেহে শৃঙ্খল ছিল না কিন্তু বন্ধনের অড়ষ্টতা তখনও যায় নাই। বন্দী হইলেও মুঞ্জালের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য্য এতটুকুও শিথিল হয় নাই। কেবল সারা মুখে ব্যর্থতার গ্লানি ও চক্ষুতে অপ্রসন্নতার ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি মহাদেবীকে অভিবাদন করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

মহাদেবী বিষম সমস্যায় পড়িলেন। তিনি সাহস করিয়া মুঞ্জালের মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না এবং মাথা নিচু করিয়া ভাবিতে লাগিলেন কী ভাবে কথা আরম্ভ করা যায়। একবার মনে হইল যে

মৃণালই হয়ত প্রথম কথা আরম্ভ করিবে, কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণই দেখিলেন না। তাহার পর এক সময় সাহস করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন মৃণাল নির্ব্বিকার ভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

উপায়ান্তর না দেখিয়া মহাদেবীই প্রথম কথা আরম্ভ করিলেন। "মৃণাল, কী ভাবে কথা আরম্ভ করা যায় ঠিক বুঝতে পারছিনা। আমি তোমায় বড় দুঃখ দিয়েছি, আমায় ক্ষমা কর।" মহাদেবী মৃণালের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মৃণাল মহাদেবীর কথায় একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন মাত্র, কোন কথা কহিলেন না।

"তুমি আমার দিকে যে ভাবে চেয়ে রয়েছ তাতে মনে হচ্ছে তুমি আমায় ক্ষমা করনি। ক্ষমা না কর, আমায় তিরস্কার কর। তোমার উপদেশ আমি শুনিনি, তারও ফল পেয়েছি কিন্তু আজ আমি আমার মূর্খতা বুঝতে পেরেছি মৃণাল, আমি আর কখনও তোমার উপদেশের অন্যথা করব না। এবারের মত তুমি আমায় ক্ষম কর।"

নির্ব্বিকার মৃণাল মহাদেবীর দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"তুমি কী দেখছ আমার দিকে চেয়ে? কী ভাবছ? আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন?"

"বলবার তো কিছু নেই, আমি কেবল তোমার কথা শুনছি।"

"মৃণাল, তুমি বুদ্ধিমান, সুপণ্ডিত, তেমার মত কূটনীতিজ্ঞ পাটন দূরের কথা সারা গুর্জ্জরে আর কেউ নেই। তোমায় বুঝিয়ে বলবার মত শক্তিও আমার নেই। আমার রাজ্য ও আমার পুত্রের ভবিষ্যৎও তোমার হাতে। আর অপরাধ যা হয়ে গেছে সব ভুলে গিয়ে পাটনের রাজ্য পরিচালনা তুমি আবার তোমার হাতে তুলে নাও। আমারই দোষে পাটন আজ আমার হাতছাড়া হতে বসেছে।"

"এসব কথা তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া আমি বন্দীমাত্র কাজেই পাটনে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা জানবার আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

"পাটনের সর্ব্বনাশ হতে বসেছে। আমি বেরিয়ে আসবার পর সেখানকার অধিবাসীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করে। মন্ত্রী শান্তিচন্দ্রের হাত থেকে পাটনের সমস্ত দ্বারের চাবি কেড়ে নিয়েছে আর তোমারই ভাগিনেয় ত্রিভুবনপাল সিংহাসন অধিকার করেছে। বিপদের এইখানেই শেষ নয়। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যে মণ্ডুকেশ্বরের রুদ্র মহল অগ্নিদগ্ধ হ'য়ে ধ্বংস হয়েছে আর সেই আগুনে দেবপ্রসাদ ও হংসা দুইজনেই পুড়ে মরেছে।"

"হংসা!" মুঞ্জাল ভীষণ চমকাইয়া উঠিলেন।

"হাঁ হংসা, আমিই তাকে মণ্ডলেশ্বরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। ত্রিভুবনপালের ধারণা হয়েছে যে আমিই তার বাপমাকে হত্যা করিয়েছি, আর সেই জন্যই সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে হয় পাটন আর নয় মীনলদেবী দুইয়ের একজন থাকবে। পৃথিবীতে এই দুইএর স্থান এক সঙ্গে হবে না।" নির্ব্বাক বিস্ময়ে মুঞ্জাল মহাদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মীনলদেবী কহিলেন, "এই সময় আমার দুইদিকে বিপদ। আমাদের পিছনে দেবপ্রসাদের যাবতীয় সৈন্য নিয়ে বল্লভসেন এগিয়ে আসছে। সে যে কোন মুহূর্ত্তেই আমাদের আক্রমণ করতে পারে, সামনে পাটন। সেখানে ত্রিভুবনপাল সমস্ত নগরদ্বার বন্ধ করে বসে আছে। আমি এখন কোন দিক সামলাব? এক বল্লভসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু সেখানেও বিপদ, যদি যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হয় তাহলে কুমার জয়দেবের পাটনের সিংহাসনে বসবার আশা চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি পাটন আক্রমণ করি, তাহলেও তো সেই একই বিপদ, তাছাড়া শত্রুকে পিছনে রেখে আক্রমণ করবই বা কোন সাহসে?"

মৃণাল মৌন হইয়া মহাদেবীর সমস্ত কথা শুনিতে লাগিলেন; কোন উত্তর দিলেন না।

"কী তুমি যে কথা কইছ না? এইসময় আমায় কোন পরামর্শ দেবে না?"

"বন্দীর আবার পরামর্শ কী মহাদেবী?"

"মৃণাল, একবার যে ভুল করেছি, সেই ভুলটাই তুমি মনে করে রেখেছ? আমি তো আগেই বলেছি, আমি মূর্খ। গত তিন দিনের মধ্যে আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার আগের ভুলের কোন সীমা নেই।" মহাদেবী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এইবার বসিলেন।

"আমি অন্যায় করেছি স্বীকার করছি। আমার ভুলের জন্য আমার নিজেরই লজ্জার সীমা নেই। আজ আমার চারিদিকে বিপদ। আর এই বিপদে তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। তুমি হয়ত ভাবছ যে আমি তোমার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিয়ে আবার তোমার সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করব, তা নয়। আমি বুঝতে পেরেছি যে তোমায় ছেড়ে গুর্জ্জর সাম্রাজ্য চলতে পারেনা। অকপটে তোমার কাছে স্বীকার করছি যে আমি নিজেকে তোমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমতী বলে মনে করেছিলাম। শক্তির মোহ আমায় অন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধির খেলায় আমার হার হয়েছে। তোমার উপর সমস্ত দেশবাসীর যে বিশ্বাস ও ভালবাসা তা আমি কোথায় পাব?"

মৃণাল ক্রূর হাসি হাসিয়া কহিল, "তাই নাকি?"

"যা হবার তা হয়ে গেছে। আমার সমস্ত দোষ ভুলে পাটনের সিংহাসন তুমি বাঁচাও মৃণাল। আর বিপদ চারিদিকে, কোনদিকে এতটুকুও আশার আলোক আমি দেখছি না। তোমার প্রভাব অপরিসীম, তুমি যে কোরে হয় ত্রিভুবনপালকে বোঝাও। আমি

আমার ছেলের সিংহাসনের জন্য সব কিছু দিতে রাজী আছি। আর আমার নিজের দিকে আমার একমাত্র ভিক্ষা, পাটনের রাজমাতা হিসাবে আমায় একটু স্থান দিয়ো।"

"ত্রিভুবন আপনাকে কী সংবাদ পাঠিয়েছে? তার দাবী কী?"

"অসম্ভব তার দাবী, প্রসন্নকে দিয়ে সে বলে পাঠিয়েছে যে আমায় রেবার অপর পারে শিবির উঠিয়ে নিয়ে যেতে হবে, তাহলেই সে জয়দেবকে সিংহাসন ফিরিয়ে দেবে। আমায় রেবার তীরে চলে যেতে আদেশ করে এতদূর তার স্পর্দ্ধা! আজ আমায় সাহায্য করবার কেউ নেই, নইলে তার জিহ্বা আমি উপড়ে ফেলে দিতাম। সে আরও প্রতিজ্ঞা করেছে যে সে জীবিত থাকতে আর আমায় পাটনে ফিরতে দেবে না। আমি কী করব তুমি বল মুঞ্জাল। তুমি তীক্ষ্মবুদ্ধি, একমাত্র তুমিই এই সমস্যার সমাধান করতে পার।"

নিস্পৃহ কণ্ঠে মুঞ্জাল কহিলেন, "যতদিন মন্ত্রী ছিলাম ততদিন বুদ্ধিও ছিল, এখন আর কিছু নেই মহাদেবী।"

"তোমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে এ কথা আমি কখনও বিশ্বাস করব না। আমি যখন থেকে পাটনে এসেছি তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত তোমার উপদেশই আমার সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়। আজও তুমি ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। ছেলেবেলা থেকে তুমি আমায় কতবার বলে এসেছ যে এমন কোন কঠিন কাজ নেই যা তুমি করতে পার না।"

"সেটা নেহাৎ মিথ্যা নয় মহাদেবী। নিজের হাতে স্ত্রীকে পলে পলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছি। একটি মাত্র বোন, কত আদরের, তাকেও শেষ করেছি, তার স্বামী, গুর্জ্জরের শ্রেষ্ঠ আদর্শ আমারই জন্য সেও তো শেষ হয়ে গেল। সারা দেশের সর্ব্বনাশ, তাও তো আমারই কীর্ত্তি। হংসা গেছে, কিন্তু তার ছেলে ত্রিভুবন এখনও আছে, তাকে শেষ করবার মত বুদ্ধি আর আমার নেই। এ বিষয় আমায় ক্ষমা করো মীনল।"

"তবে আমাকেই তুমি মরতে বল? সমস্ত অসন্তোষের, অনিষ্টের মূলেই তো আমি। আমি সরে গেলেই সমস্ত কিছুর শান্তি হয়। সে কথাও আমি চিন্তা করে দেখেছি, অগ্নিতে আমার দেহ ভস্ম হবার সাথে সাথে দেশের সর্ব্বনাশের যা কিছু মূল সমস্তই যে ধ্বংস হবে তা আমি জানি, কিন্তু আমার মরা ছাড়া আর কী কোন পথ নেই?"

কঠোর কণ্ঠে মুঞ্জাল কহিলেন, "তোমার বাঁচা আর মরার মধ্যে আমি তো কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি না।"

"আজ আমি তোমার সাহায্যপ্রার্থী। কাজেই তোমার সমস্ত তিরস্কার আমায় সহ্য করতে হবে। সত্যই কী আর কোন উপায় নেই?"

"এক উপায় আছে, ভগবানের উপর নির্ভর করো। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।"

"অর্থাৎ আমাকে মরতে বলছ তুমি। যে রাজ্য আমি নিজের হাতে গড়ে তুলেছি সেই রাজ্য থেকে এইভাবে অপমানের ঝোলা নিয়ে বিদায় নিতে হবে, এই তুমি চাও?"

"উপায় কী? তুমি বেঁচে থাকলে পাটন ধ্বংস হয়ে যাবে। সমগ্র দেশের ধ্বংসের বীজ তোমার মধ্যে রয়েছে।"

মহাদেবী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি তো বলবেই এই কথা, আমার মৃত্যুতে তোমার কি আসে যায়? সোলাঙ্কী বংশেরই বা কী ক্ষতি তাতে? পাটনের সিংহাসনে জয়দেব না বসুক ত্রিভুবনপাল বসবে। সে শুধু সোলাঙ্কী নয় তোমার ভাগিনেয়।

"সিংহাসনে কে বসল বা না বসল তাতে আমার কী আসে যায়? রাজনীতির মধ্যে আমি আর নেই মহাদেবী।"

"তাহলে তুমি আমায় কোন সাহায্যই করবেনা? দীর্ঘ পনের বৎসর আমি তোমারই নির্দ্দেশমত চলে এসেছি। এতদিন পাটনের সমস্ত সমস্যার সমাধান তুমিই করেছ, আর আজ করবে না?"

মুঞ্জাল হাসিয়া উঠিলেন, "রাজনীতি আমি ত্যাগ করেছি।"

"আমায় দয়া করো মুঞ্জাল। উঃ! এত নিষ্ঠুর তুমি? তোমার মন্ত্রীত্ব আমি কেড়ে নিয়েছি, তোমায় বন্দী করেছি, যে আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী তাকেই আমি অবিশ্বাস করেছি। আমায় তিরস্কার করো, গালাগাল করো, যা খুসি করো, কিন্তু দয়া করো। আমার এই বিপদ থেকে আমায় বাঁচাও। আমার জয়দেব, আজ সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হতে বসেছে। আমি পাটনের মহাদেবী হয়ে তোমার পায়ে ধরছি। বেশ, পাটনের মহাদেবীর প্রতি যদি তোমার দয়া না হয়, পনের বছর আগের যে মীনল তোমার খেলার সাথী ছিল। তাকে দয়া করো।" মহাদেবীর দুইচক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি দুই হাত জোড় করিয়া মুঞ্জালের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কিন্তু মুঞ্জালের দয়া হইল না। তিনি কহিলেন, "আপনার এ ছাড়া যদি আর কিছু বলবার না থাকে তো অনুমতি করুন আমি যাই। আমার দ্বারা আপনার কোন সাহায্যই হবে না। আমি যেদিন আপনার হাতে বন্দী হয়েছি, সেদিনই মন্ত্রী মুঞ্জালের মৃত্যু হয়েছে।"

মহাদেবী বসিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মুঞ্জালের দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া কহিলেন, "আমায় ক্ষমা করো মুঞ্জাল। আমি অপরাধ করেছি, স্বীকার করছি। তোমার যে শাস্তি খুসি আমায় দাও, কিন্তু দয়া করো, আমায় পাটনে নিয়ে চলো। তারপর আমার অপরাধের যা প্রায়শ্চিত্ত হয় নিও। একবার বলো, তুমি আমায় ক্ষমা করেছ।" মুঞ্জাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

"আমি মরে গেলে তোমার সুখ হয়? এই তোমার ইচ্ছা? আমার মরা ছাড়া কী আর কোন পথ নেই? কিন্তু কেন মরবো? এই তেত্রিশ বৎসর বয়সেই জীবনের সব সখ শেষ করে দিতে হবে?"

"তেত্রিশ বৎসর নিশ্চয়ই কম সময় নয়। আমার স্ত্রী পঁচিশ বৎসর বয়সে মারা গেছেন। হংসার মৃত্যু হয়েছে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে।"

"এরা ভাগ্যবতী সন্দেহ নাই। এদের একজনের শেষকৃত্য সর্ব্বগুণান্বিত স্বামীর হাতেই হয়েছে, আর একজন তার স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে মরেছে। সারা দেশ তাদের জন্য শোক করেছে, কিন্তু আমার জন্য গুর্জ্জরের একটি লোকেরও চোখের জল পড়বে না। কেন আমি এই শোচনীয় মৃত্যু স্বীকার করে নেব? কেন তুমি আমায় পাটনের ঐশ্বর্য্যের মিথ্যা লোভ দেখিয়ে নিয়ে এসেছিলে? আমার জীবনে পাটনই হল সব চেয়ে বড় অভিশাপ।"

"মহাদেবী, আমায় দোষ দিতে হয় দিন, কিন্তু পাটনের নামে দোষ দেবেন না।"

"কেন দেব না? তুমি যদি চন্দ্রপুরে গিয়ে এই পাটনের মিথ্যা প্রশংসা না করতে, আমার আজ এই অবস্থা হোত না।"

"পাটন আমার জন্মভূমি, স্বর্গও হয়ত আমার কাছে এত প্রিয় নয়। কিন্তু পাটনকে আপনি মিথ্যা দোষ দিচ্ছেন। বিপদ হয়েছে আপনার নিজের ভুলের জন্য।"

"বেশ, আমারই ভুল, আর এই দেশের রাজার জন্যই কাল সকালে আমি সতী হয়ে আগুনে ঝাঁপ দেব। সমগ্র দেশের লোকের সামনে অপমানে মাথা নীচু করে বেঁচে থাকার চেয়ে সে মৃত্যু অনেক বেশী কাম্য।"

মুঞ্জাল চুপ করিয়া রহিলেন।

"তোমার কথা রাখব, আমি কাল নিশ্চয়ই মরব মুঞ্জাল। আমার একটা অনুরোধ রাখ। আমার সঙ্গে ভাল করে দুটো কথা কও। একবার ভুলে যাও আমি পাটনের মহাদেবী। আমি সেই মীনল যে পনের বছর আগে তোমায় দেখে পাগল হয়েছিল। আমি তো মরতে বসেছি, আজ আর গোপন করে কী লাভ? তোমায় দেখতে পাব বলেই আমি পাটনে এসে-

ছিলাম। এই দেখ, আমি তোমার পায়ে ধরছি, আমার সঙ্গে একবার ভাল করে কথা বল।" মীনলদেবী সত্য সত্যই মুঞ্জালদেবের পায়ের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।

মুঞ্জাল দাঁড়াইয়া ছিলেন, সামান্য পিছনে হটিয়া আসিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়াও অশ্রু ঝরিতেছিল। তিনি শান্ত কণ্ঠে কহিলেন, "মীনলদেবী, এরকম মিছামিছি কেঁদে তো কোন ফল হবে না। আর পুরানো কথা বলেই বা লাভ কী? তুমিও আর সে মীনল নেই, আর আমিও সে মুঞ্জাল নেই। জেনে নাও যে তুমি মহারাজ কর্ণদেবের বিধবা স্ত্রী।"

"সারা জীবনে বহু চেষ্টা করেও যা মনে করতে পারিনি, মনের দুঃখে সে কথা মিছামিছি মনে করবার চেষ্টা করে মনকে আর প্রবঞ্চনা করতে চাই না। আমি কর্ণদেবের বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী, এই আমার সত্য পরিচয়।"

"তোমায় মিনতি করছি, এ প্রসঙ্গ বন্ধ করো।"

"যে মরতে বসেছে তার আর লাভ ক্ষতি হিসাবে প্রয়োজন কী?" মহাদেবী মুঞ্জালের দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার সেই পুরানো দিনের মত হেসে কথা বল।"

"নিজের বিবাহের দিন তুমি কী কথা বলেছিলে মনে আছে?"

"হাঁ, সে কথা আমি ভুলিনি। আমি স্বীকার করেছিলাম, যে দিন হতে আমি গুর্জ্জরের মহারাণী হয়েছি সেই দিন থেকে অন্যান্য সকলের মত তোমার সঙ্গেও আমার মাতা ও পুত্রের সম্বন্ধ। নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়ে সমস্ত গুর্জ্জরের স্বার্থের দিকে চেয়ে দেখতে হবে, তোমার সে উপদেশও আমি ভুলিনি। সেই জন্যই তো তোমায় পাটন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, তোমায় ভুলবার জন্যই তো তোমায় অত কষ্ট দিয়েছি, অত অপমান করেছি, কিন্তু তবুও তোমায় ভুলতে পারিনি। আমি দোষ করেছি, আমায় যত খুসি শাস্তি দাও, কিন্তু একবার হেসে কথা বল।"

"ছিঃ, অমন করে কাঁদতে নেই, উঠে বস। আমার নিজের বুকটাও যে ফেটে যাচ্ছে সে কথা ভেবে দেখেছ? এমন করলে আমি নিজেকেই যে হারিয়ে ফেলব।"

"তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আর আমার যাচ্ছে না? তোমার জন্তই তো আমার জীবন মরুভূমি হয়ে গেছে। কিন্তু একবার আমার দিকে তাকাও, ভাল করে একবার হেসে কথা বল। যেমন করে চন্দ্রপুরে আমার সঙ্গে বলতে।" মহাদেবী মৃণালকে জড়াইয়া ধরিলেন।

মৃণাল শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "এ কী করছ তুমি?"

"আমার জীবনে কর্ণদেব না এসে তুমি কেন এলে না?"

"তুমিই তো আমায় দূরে সরিয়ে দিয়েছিলে।"

"হ্যাঁ দিয়েছিলাম, কিন্তু তবুও তুমি কেন এলে না? আমি মূর্খ তাই নিজের সর্ব্বনাশ করেছিলাম. কিন্তু তুমি?"

মৃণাল মীনলদেবীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। একবার কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। বেদনায় কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর এক সময় ধীরে ধীরে কহিলেন "আমার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি মীনল, এ প্রসঙ্গ এইখানে শেষ কর।"

মহাদেবী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, দুই চক্ষু মৃণালের মুখের উপর রাখিয়া কহিলেন, "সত্য?"

মৃণাল উত্তর দিলেন না। মহাদেবী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইয়া আসিলেন, তাহার পর একসময়ে দুইজনে দৃঢ় আলিঙ্গনে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিলেন। কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মাত্র, তাহার পরই মৃণালদেব সবলে মহাদেবীকে ঠেলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

পাটনের মহাদেবী

কুমার জয়দেব কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল মা শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। মা এইরূপ অসময়ে কখনও শুইয়া থাকেননা, কাজেই জয়দেব কিছু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "তোমার অসুখ করেছে মা, এখন শুয়ে রয়েছ?"

"না বাবা, মাথাটা বড় ধরেছে তাই শুয়ে আছি। তোমার বেড়ান শেষ হল?"

"জান মা আজ বড় মজা হয়েছে, সমরসেন আবার কোথায় গেল? তোমার এই বুড়োটা মা একবারেই কুঁড়ে হয়ে গেছে।"

"ছিঃ বাবা, সমরসেন কতদিনের পুরাণ লোক, তার উপর রাগ করতে নেই।"

"সমরসেন!" কুমার উচ্চকণ্ঠে ডাকিল।

"এই আসছি মহারাজ," পরমুহূর্ত্তেই সমরসেন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার মুখেও বিশেষ আনন্দের চিহ্ন।

"এই, আমার মুকুট আর তরবারি রেখে দাও। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

"মহামন্ত্রী মুঞ্জালদেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন।" সমরসেন জয়দেবের হাত হতে মুকুট ও তরবারি লইল। কুমার বাহিরে চলিয়া গেল, সমরসেন মহাদেবীকে বলিল, "আর ভয় নেই মা, মহামন্ত্রী বলে পাঠালেন যে তিনি সমস্ত দায়িত্বই হাতে নিয়েছেন।"

মহাদেবী ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলেন, "কী বল্লেন তিনি?"

"আপনার যাহা কিছু করবার কাল না করে পরশু করবেন। কাল

মহামন্ত্রী পাটনে যাচ্ছেন।" মহাদেবী শুইয়াছিলেন, সমরসেনের কথায় একবারে উঠিয়া বসিলেন, "কী বললে? পাটনে মৃণাল নিজে যাচ্ছে?"

"হাঁ মা, তিনি নিজেই কাল সকালে যাবেন। সবই ভগবান সোমনাথের কৃপা।"

"হাঁ সমর, সমস্তই ভগবানের কৃপা।" মহাদেবী শয্যা ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় শিবিরের বাহিরে দূরে বহু কণ্ঠের কোলাহল শুনা গেল।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে প্রায়ই কোন দেবালয়ের নিকটে শিবির সন্নিবেশ করা হইত। এই জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে সৈন্য চলাচলের পথে দেবালয় স্থাপনা করা হইত। মহাদেবীরও শিবির পড়িয়াছিল এক শিবমন্দিরের নিকট। মন্দিরের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর এবং প্রাচীরের চারিদিকে সেনানায়ক বিজয়পাল ও চন্দ্রাবতীর বাহিনীর শিবির। মনে হইল, কোলাহল বিজয়পালের শিবিরের নিকট হইতেই আসিতেছে।

"সমর, দেখ তো চেঁচামেচি কোন দিক থেকে আসছে?"

সমরসেন বাহিরে চলিয়া গেল এবং পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মা দূরে অনেক মশাল দেখা যাচ্ছে, কাহারা এদিকে আসছে বোধ হয়। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি শিবিরের বাইরে গিয়ে খবর নিয়ে আসছি।"

মহাদেবীর ভয় হইল। বল্লভসেন নহে তো? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, বল্লভসেন নিশ্চয়ই নয়, তাহা হইলে যুদ্ধের হুঙ্কার শুনা যাইত। এ যেন অনেক লোক একত্র হইয়া কোন আনন্দোৎসব করিতেছে, তাহারই কোলাহল। বহু অশ্বের পদশব্দ রণশিঙার আওয়াজ ও অনেকের মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি শুনা যাইতেছে। কোলাহল ক্রমশঃ নিকটে আসিয়া পড়িল।

এমন সময় বিশ্বপাল ও মুরারপাল আসিয়া উপস্থিত হইল।

"কী সংবাদ মুরারপাল? এত কোলাহল কিসের?"

"মা, সন্ন্যাসী আনন্দসূরি বন্দীদের নিয়ে ফিরে এসেছে।"

সংবাদ এতই অভিনব যে মহাদেবী প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কহিলেন, "তাকে না বল্লভসেন বন্দী করে রেখেছিল?"

"কে জানে—" মুরারপালের কথা শেষ হইলনা, তাহার পূর্ব্বেই আনন্দসূরি এবং বিজয়পাল কুমার জয়দেবের সহিত কক্ষে প্রবেশ করিল।

আনন্দসূরি প্রবেশ করিয়াই হর্ষনাদ করিলেন, "জয়, মহারাজ জয়দেবের জয়,—ভগবান মহাবীরের জয়।" কয়দিনেই তাঁহার মুখের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সন্ন্যাসীর সমস্ত আবরণ সত্ত্বেও তাহার মুখে এক অদ্ভুৎ হিংস্র ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া আজ মহাদেবীর মনে কেমন এক ভয় ও বিতৃষ্ণার উদয় হইল। তিনি নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিলেন, "কে, সন্ন্যাসী মহারাজ? আপনি এখানে কী করে এলেন?"

"আমায় বল্লভসেন বন্দী করে রেখেছিল, কিন্তু সে কী আমায় আটকাতে পারে? আমি উল্টে তারই কতক সৈন্য নিয়ে পালিয়ে এসেছি। বিজয়পাল বলছিল, আপনারা নাকি নিরাস হয়ে পড়েছেন। আর কোন ভয় নেই, এইবার আমাদের জয় সুনিশ্চিত। কাল সকালেই আমরা পাটন আক্রমণ করব, দেখি এবার পাটনের অধিবাসীদের কে বাঁচাতে পারে?"

মহাদেবী প্রথমে বুঝিতে পারিলেননা আনন্দসূরির কথার কী উত্তর দিবেন। ইতিমধ্যে, আনন্দসূরি ফিরিয়া আসায় শিবিরে যথেষ্ট উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। চারিদিকেই কোলাহল, অনেকেই মীনলদেবীর শিবিরের বাহিরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। বিজয়পাল কহিল, "মা, আপনি আদেশ করেন তো আপনার শিবিরের দ্বার বন্ধ করে দি। আমাদের পরামর্শ বাহিরের কেউ শুনতে পায় সেটা ঠিক হবে না

বোধ হয়।” মুরারপালও বিজয়পালের কথা সমর্থন করিল। মহাদেবী ইঙ্গিত করিতেই সমরসেন দ্বার বন্ধ করিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া রহিল, যাহাতে অন্য কেহ কক্ষে প্রবেশ করিতে না পারে।

মহাদেবী সন্ন্যাসীকে কহিলেন, “বলুন এইবার কী বলছিলেন?”

“বলবার আর কিছু নেই। এখন আর আলোচনা নয়, কাজের সময় এসেছে। কাল সকালে কুমার জয়দেবকে গুর্জ্জরের সিংহাসনে বসাতেই হবে। পাটনের ভিতরের সমস্ত সংবাদ আমি নিয়ে এসেছি। পাটন জয় করতে আমাদের তিন দিনের বেশী লাগবেনা, আর আমাদের পিছনে বল্লভসেনের শিবিরের যে অবস্থা তাতে তার যুদ্ধ করা দূরে থাক আর দুদিনের মধ্যেই তাকে শিবির উঠিয়ে নিয়ে ফিরে যেতে হবে। আর আমাদের কোন ভয় নেই, জয়লাভের পথ প্রশস্ত, কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা।”

সন্ন্যাসীর কথায় সকলেই মীনলদেবীর মুখের দিকে চাহিল। সকলেই আশা করিল মহাদেবী আনন্দসূরির কথায় উৎসাহিত হইয়া উঠিবেন, কিন্তু তার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কুমার জয়দেব কহিল, “এত কী ভাবছ মা? এইবার আমরা পাটন অধিকার করে নেব।

শান্ত, গম্ভীর কণ্ঠে মহাদেবী কহিলেন, “না বাবা, যুদ্ধ বিগ্রহ বা মিথ্যা রক্তপাতের কোন প্রয়োজন হবে না। পাটনের অধিবাসীরা আমার পুত্রের মত। ছেলে যদি মাকে না চায় তো পাটনে ফিরে গিয়ে লাভ কী?”

মহাদেবীর কথায় সকলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া গেল। বিজয়পাল কহিল, “কিন্তু মা, পাটন আক্রমণ করা ছাড়া অন্য পথ কোথায়? এ সম্বন্ধে কালই তো বিচার করে দেখেছি। এখন আবার মত পরিবর্ত্তন কী ভাল হবে?”

"বিজয়পাল, কাল আমরা বিচারই করেছি, সিদ্ধান্ত কিছু করিনি। কিন্তু আজ আমার সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে, যুদ্ধ আমাদের পথ নয়। কাল সকালে মুঞ্জাল পাটনে যাচ্ছেন, তিনি অধিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করবেন। পাটনের ভবিষ্যৎ পাটনের অধিবাসীরাই ঠিক করবে, তাদের মতই আমার মত।"

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য হইয়া গেল সন্ন্যাসী আনন্দসূরি। গুর্জ্জরে জৈন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হইল দুইজন, ইহাদের একজন দেবপ্রসাদ আজ মৃত, অপর জন, মুঞ্জাল বন্দী হইবার পর সন্ন্যাসী ভাবিয়াছিল এই কণ্টকও দূর হইল, কিন্তু মহাদেবীর মুখে আবার মুঞ্জালের নাম? সন্ন্যাসী ভাবিল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে।

জয়দেব বলিল, "মুঞ্জালদেব আবার পাটনে ফিরে যাচ্ছেন?"

"হাঁ, মহামন্ত্রী পাটনে যাচ্ছেন। তিনি সেখানে প্রধান প্রধান নাগরিকদের সঙ্গে আলাপ করবেন। তারা যদি বলে যে তাদের অসন্তোষের মূলে আমি নিজে, তাহলে পরশুই আমি অগ্নিকুণ্ডে সতী হব ঠিক করেছি। আমি পাটন এবং আমার পুত্র কুমার জয়দেবের ভবিষ্যতের জন্যই এতদিন সতী হইনি, কিন্তু পাটনের অধিবাসী যদি মনে করে আমায় আর তাদের কোন প্রয়োজন নেই, তাহলে মিথ্যা বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করে লাভ কী?"

মহাদেবীর কথায়, যাহারা পাটনের অধিবাসী তাহাদের অত্যন্ত আনন্দ হইল। মীনলদেবীর পক্ষে হইলেও, তাহাদের কেহই পাটন আক্রমণ ও রক্তপাতের পক্ষপাতী ছিল না। কিন্তু তাহারা আনন্দিত হইলেও আনন্দসূরির মুখে এক হিংস্র ভাব ফুটিয়া উঠিল। তাহার জৈনসাম্রাজ্যের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে। সে দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিয়া বলিল, "এ আপনি কী বলছেন? আমাদের জয় যখন হাতের মুঠার মধ্যে, তখন আমরা এই ভাবে পিছিয়ে আসব বলতে চান? গুর্জ্জরের সমস্ত জৈন অহরহ আপনার মুখের দিকে চেয়ে আছে, আপনি সকলের আশার প্রতীক,

আপনার শক্তি রয়েছে, অথচ সেই শক্তি প্রয়োগ না করে গুর্জ্জরের জৈন রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা আপনি এই ভাবে নষ্ট করবেন?" ক্রোধে, উত্তেজনায় সন্ন্যাসীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

অন্যান্য সেনানায়কেরাও কিছু বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সকলকে থামাইয়া মহাদেবী কহিলেন, "শক্তি, বুদ্ধি বা জয়লাভ যাই বলুন, সমস্ত অপেক্ষা আমার প্রজাসাধারণ আমার অনেক বেশী প্রিয়। তাদের সুখ সমৃদ্ধিতেই আমার সুখ, আনন্দ। আর সন্ন্যাসী মহারাজ, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি গুর্জ্জরের মহাদেবীর সঙ্গে কথা বলছেন।"

ক্রোধে, ও অপমানে, সন্ন্যাসীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিল, "না মহাদেবী, আমি তা ভুলিনি, কিন্তু আপনারই স্বার্থের জন্য আমি নিজের প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে এতদূর অগ্রসর হয়ে এসেছি। আমাদের সাফল্য যখন নিশ্চিৎ, তখনই আপনি আমার সমস্ত প্রচেষ্টা বিসর্জ্জন দিতে বলছেন এর চেয়ে দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় আর কী হতে পারে? এরকম সুযোগ জীবনে বার বার আসে না, একবার যখন এসেছে তখন তার সদ্ব্যবহার কেন করবেন না?"

"আনন্দসূরিজী, আমি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, তার আর পরিবর্ত্তন হবে না। কাল মুঞ্জালের সঙ্গে পাটনের অধিবাসীদের আলোচনার ফলে যদি বুঝি যে তারা আমাকে চায়, তখনই আমি পাটনে ফিরে যাব নইলে নয়।"

"আপনি জানেন বোধ হয়, পাটনে ত্রিভুবনপাল সমস্ত আটঘাট বেঁধে বসে আছে। যুদ্ধ না করে কেবলমাত্র যুক্তি আর আলেচনার সাহায্যে তাকে কিছুতেই সরান যাবে না। মুঞ্জালদেব যখন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবেন, তখন আপনি কী করবেন?"

"আমি সতী হব, আমার পুত্র তো রাজ্য পাবে। আমার পুত্রের সুখের চেয়ে আমার প্রাণের মূল্য নিশ্চয়ই অধিক নয়।"

জয়দেব কহিল, "মা তুমি এই সব কী বলছ? তোমায় ছেড়ে আমি থাকব কী করে?"

"বাবা, তুমি ক্ষত্রিয়, রাজ্যশাসণ ও প্রজার সুখ সমৃদ্ধি রক্ষণাবেক্ষণ তোমার ধর্ম্ম। সেই কর্ত্তব্যের চেয়ে তোমার পাটনের মহাদেবীর জীবন তোমার কাছে বড় হবে? ছিঃ!"

সন্ন্যাসী কহিল, "মহাদেবী, ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে রাজ্য বাঁচতে পারে না। ধর্ম্মই হল শক্তি। সেই শক্তিই যদি না রইল, আপনার রাজ্য ক'দিন টিকে থাকবে? কেবল মাত্র ক্ষত্রিয়কে বাঁচাতে গিয়ে সামান্য গুর্জ্জর তো দূরের কথা, সারা ভারত আজ ছিন্নভিন্ন। এখনও সময় থাকতে যদি দেশে একটিমাত্র ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার না করেন, কালই আপনাদের এক বিধর্ম্মী যবনের দাসত্ব স্বীকার করতে হবে। এখনও সময় আছে, আপনারা সকলে ভেবে দেখুন। সমগ্র গুর্জ্জরের রাজচক্রবর্ত্তী হতে চান তো এই সুযোগ।"

মীনলদেবী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কহিলেন, "সন্ন্যাসী মহারাজ, সত্য বলতে কী, আপনার সমগ্র কাজের উপর আমার আর বিশেষ শ্রদ্ধা নাই। আর, যদি রাজচক্রবর্ত্তী হতে হয় তা সম্পূর্ণ প্রজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।"

"প্রজার ইচ্ছায় তা হবে না, একমাত্র ধর্ম্মের সাহায্যেই তা হতে পারে। দেশের মঙ্গলের জন্যই এখন জৈন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন।"

"আমি কী করব বলুন, প্রজারা তা স্বীকার করে না।"

"তারা যদি এমনিতে স্বীকার না করে তো তাদের স্বীকার করানো রাজারই কর্ত্তব্য।" সন্ন্যাসী তাহার কটিবন্ধের তরবারিতে হাত রাখিল।

"হিংসা ও রক্তপাতের দ্বারা তা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। সে কথা যাক্, এ বিষয়ে বৃথা বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন। আমার সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্ত্তন হবে না। পাটনে যদি ফিরি তো প্রজার ইচ্ছাতেই ফিরব আর যদি মরি তো প্রজার প্রয়োজনেই মরব।"

"কিন্তু পরে এজন্য দুঃখ পাবেন তা বলে দিচ্ছি।"

সন্ন্যাসীর এই উদ্ধত বাক্যে সকলেই বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। কুমার জয়দেব কী উত্তর দিতে যাইতেছিল, মহাদেবী তাহাকে থামিতে ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "আনন্দসূরিজী, আপনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তাই রক্ষা পেলেন। অন্য কেহ এই কথা বললে, তার জিহ্বা আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলবার আদেশ দিতাম। আপনার সাথে আর কোন আলোচনা বৃথা, আপনি যান।" মহাদেবী দ্বারের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। সেনানায়ক নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল, মহাদেবী তাহাকে কহিলেন, "বিজয়পাল, তুমি আমার সিদ্ধান্ত শুনেছ তো, এখন পাটনের যাতে ভাল হয় তুমি তাই করবে আশা করি?"

লজ্জাহীন সন্ন্যাসী তখনও দাঁড়াইয়া ছিল, কহিল, "আপনারা সকলেই স্বার্থপর। ধর্ম্ম বিজয়ের নামে আপনারা সকলে নিজের স্বার্থের দিকেই নজর দিয়েছেন।"

এইবার মুরারপাল কথা বলিল, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "আনন্দসূরিজী, আপনি সন্ন্যাসী বলে আমার কাছে যে বেশীক্ষণ সম্মান পাবেন তা মনে করবেন না। আপনি যদি মহাদেবীকে পুনরায় কোন অসম্মানজনক কথা বলেন তো আপনার মাথা আমি মাটিতে লুটিয়ে দেব। বিজয়পালদেব, চলুন আমরা সকলে বাহিরে যাই, মহাদেবীর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন"

সকলেই বাহির হইয়া গেল। যাইতে যাইতে সামন্ত মুরারপাল মহাদেবীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "মা, আপনি আজ সত্যই পাটনের সম্মান রক্ষা করেছেন। আমি একদিন আপনার নীতি অস্বীকার করেছিলাম, আজ আবার আমার এই প্রাণ পুনরায় আপনার সেবায় অর্পণ করলাম।"

"মুরারপাল, আমি এখন বুঝতে পারছি যে তোমাদের মত বিশ্বাসী সামন্ত সব থাকতে আমি কী সুযোগ নষ্ট করেছি। আমি যখন থাকব না,

তখন কুমার জয়দেবের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ত তুমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না, তাকে দেখো।"

"মা আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে, ততক্ষণ কুমার জয়দেবের কোন ভয় নাই" মুরারপাল বাহির হইয়া গেল।

সন্ধির প্রস্তাব

নগরের রক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ত্রিভুবনকে কয়দিন অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। তাহার উৎসাহও ছিল অসাধারণ। প্রবীণ খেলিরদেব ও উদয়শেঠও এই বিষয়ে তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছিল। নায়ক ভুলিরসিংহ তো সব সময়েই তাহার সাথে ঘুরিতেছিল। পরিশ্রম ও মধুর ব্যবহার দ্বারা ত্রিভুবন পাটনের সকলেরই হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিল, সকলেই তাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। যে টুকু স্বল্প অবসর মিলে তাহারই মধ্যে তাহার বিশ্রাম ব্যবস্থার জন্য প্রসন্নও অত্যন্ত ব্যস্ত।

পাটনের উৎসাহের আর অন্ত ছিল না। অনেকেই বলাবলি করিতেছিল, মিছামিছি নগরদ্বার বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিয়া কী হইবে? তাহার অপেক্ষা নগরের বাহিরে গিয়া চন্দ্রাবতীর সেনা আক্রমণ করিয়া হটাইয়া দেওয়া উচিত। অনেকে আবার বলিতেছিল, এইবার দিগ্বিজয়ে বাহির হইলে কেমন হয়? উদয়শেঠ, রাজকার্য্য যাহাতে আগের মত নিরুদ্বেগে চলে তাহার জন্য পরিশ্রম করিতেছিল এবং সকলের চেষ্টায় মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই দেশের অব্যবস্থা দূর হইয়া পূর্ব্বের শান্তি ফিরিয়া আসিল।

ত্রিভুবন নিয়মিত মহাদেবীর যাবতীয় সংবাদ পাইতেছিল। চন্দ্রাবতীর সেনা যখন শেষ পর্য্যন্ত পাটন আক্রমণ করিলনা, তখন ত্রিভুবন এবং পাটনের অন্যান্য সমস্ত সেনানায়করাই এক বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেন যে মহাদেবী হঠাৎ কিছু করিতে পারিবেন না। সকলেরই তখন এক প্রশ্ন, পাটনের অন্ধকার দূর করিতে হইবে, সাম্রাজ্যের বিস্তার করিতে হইবে।

সেদিন সকালে ত্রিভুবনপাল এই সমস্তই ভাবিতেছিল, এমন সময় উদয়শেঠ আসিয়া উপস্থিত হইল।

"কী খবর উদয়শেঠজী?"

"মহারাজ, অনেক লোকে একটা কথা বলাবলি করছে তাই আপনাকে জানাতে এলাম।"

"কী কথা? কার সম্বন্ধে?"

"এই আপনারই সম্বন্ধে কথা।"

ত্রিভুবন হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু কী কথা তাই বল?"

"আজ্ঞে বলছি, কিন্তু আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেননা তো?"

"কী কথা আগে তো তাই বল?"

"আপনাকে পাটনের লোকে একটা মিথ্যা আশায় ভুলিয়ে রেখেছে।"

"কেন? মিথ্যা আশা কেন?"

"কাল আমি আপনাকে যে কথা বলেছিলাম যে ভবিষ্যতে পাটনের সিংহাসনে কে বসবে, সেই প্রশ্ন নিয়েই কথাবার্ত্তা হচ্ছে।"

"ও, সেই কথা? উদয় শেঠজী, তোমায় তো কতবার বলেছি—আমার অন্তর ও বাহিরে কোন প্রভেদ নেই। মহারাজ কর্ণদেবকে আমি যে কথা দিয়েছি তা আমার রাখতে হবেই। দেশের লোকের সন্দেহের কথা কী বলছ? যারা সন্দেহ করে তাদের সকলকেই বলে দেবে যে মহারাজ কর্ণদেবের পুত্র বেঁচে থাকতে আমার সিংহাসনে বসবার কোন প্রশ্ন

উঠতেই পারেনা। তুমি কী ভেবেছ আমি নিজে রাজা হব? পাটনের স্বামী একজনই তিনি মহারাজ জয়দেব। আমরা সকলেই তাঁর সেবক, তাঁর সিংহাসনের রক্ষক মাত্র।"

"এই কথাই তো লোকে বলাবলি করছে যে পাটনের সিংহাসনে কে বসবে। আপনি—?"

ত্রিভুবন হাসিয়া উঠিল, কহিল, "উদয়, তোমার উদ্দেশ্য আমি অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি। আমার পাটনের সিংহাসনে বসতে কোন-দিনই ইচ্ছা নেই। সিংহাসন যার ন্যায়তঃ প্রাপ্য সেই বসবে। আমায় বৃথা অনুরোধ করে লাভ কী? আর তাছাড়া—"

ত্রিভুবনপালের কথা শেষ না হইতেই একজন রক্ষী ছুটিয়া উপস্থিত হইল, সে উত্তেজনায় হাঁফাইতেছে। ত্রিভুবনকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তাহার পদমর্য্যাদা ভুলিয়া তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "খেলিরদেব কোথায়, খেলিরদেব?" পরমুহূর্ত্তেই ত্রিভুবনপালকে চিনিতে পারিয়া ভীত ও লজ্জিত হইয়া পড়িল।

"কেন, খেলিরদেবকে কী দরকার? কে তুমি?"

"মহারাজ, আমি সামান্য রক্ষী মাত্র, এতক্ষণ মোবেরী দ্বারে পাহাড়া দিচ্ছিলাম।" রক্ষী হাঁফাইতে লাগিল। "আমি বলতে এসেছিলাম, দ্বারের বাহিরে মহামন্ত্রী এসে অপেক্ষা করছেন।"

"মহামন্ত্রী?" ত্রিভুবনপাল ও উদয়শেঠ দুইজনেই অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

"হাঁ মহারাজ, মহামন্ত্রী মুঞ্জাল এসেছেন।"

দুইজনেই চমকাইয়া উঠিল। ত্রিভুবন শান্তস্বরে প্রশ্ন করিল, "সসৈন্যে এসেছেন নিশ্চয়ই? কত সৈন্য নিয়ে এসেছেন?"

"সসৈন্যে নয়, একা এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

আপনি আদেশ দিলে তিনি নগরের ভিতরে আসবেন, আর নাহয় আপনি সেখানে চলুন।"

"উদয়শেঠজী, যাও খেলিরদেবকে এখনি সংবাদ দাও যে মুঞ্জাল এসেছেন।"

উদয় দেখিলে বিপদ, মুঞ্জাল পাটনে প্রবেশ করিলে তাহার সমস্ত ষড়যন্ত্রই ফাঁস হইয়া যাইবে। মহামন্ত্রীর যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বাক-চাতুর্য্য তাহাতে কেহই তাঁহাকে আটিয়া উঠিতে পারিবে না। সে অনেক কষ্টে মন্ত্রী হয়েছে, মুঞ্জাল আসিলেই তাহার দুইদিনের মন্ত্রীত্ব শেষ হইবে। সে খেলির সিংহকে গিয়া বলিল, "মহারাজ, মন্ত্রী মুঞ্জাল ত্রিভুবনপালের সঙ্গে দেখা করবার জন্য এসেছেন এবং নগরের বাহিরে অপেক্ষা করছেন। কুমার আপনাকে এক্ষনই শরণ করছেন।"

খেলিরদেব আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, "তাই নাকি? মহাদেবী পাঠিয়েছেন নিশ্চয়ই?"

"তাছাড়া আর কী? আপনি কিন্তু সাবধান থাকবেন, মুঞ্জাল এসে সমস্ত উল্টে না দেয়।"

"তোমার কিছু ভয় নাই।"

"না তাই বলছি, আপনি বরং ত্রিভুবনপালকে নিয়ে নগরের বাহিরে গিয়েই তার সঙ্গে দেখা করুন। মুঞ্জালকে পাটনের মধ্যে আসতে দেওয়া ঠিক হবে না বোধ হয়?"

"তুমি পাগল হয়েছ, মুঞ্জাল আর যাই করুক, পাটনের ক্ষতি কখনও করবে না।"

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে ত্রিভুবনের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। খেলির ত্রিভুবনকে কহিলেন, "মুঞ্জাল এসেছে শুনছি, তা তাঁকে প্রাসাদে আসতে বল্লেই তো হয়।"

"আমিও তাই ভাবছি খেলিরদেব।"

উদয় পুনরায় কহিল, "মহারাজ, তিনি না এসে আপনি যদি নগরের বাহিরে যান তো কেমন হয়?"

"কেন? মুঞ্জালদেব পাটনের নিজের লোক, তাঁকে নগরের ভিতরে আসবার অনুমতি দিলে ক্ষতি কী? তাছাড়া তিনি তো কথা শেষ করেই চলে যাবেন।"

উদয় একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপিয়া গেল, কহিল, "যা ভাল বিবেচনা করেন তাই করুন।"

ত্রিভুবন বলিল, "খেলিরদেব. আপনি অনুমতি দিলে আমি আমার নিজের হাতী পাঠিয়ে দিই। মহামন্ত্রী যখন এসেছেন তখন তাঁর যথাযোগ্য অভ্যর্থনা তো হওয়া উচিত।"

"কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে আর কেউ তার সঙ্গে নগরে না আসে।"

"কেন? রক্ষী তো বলছে তঁরে সঙ্গে আর কেউ নেই। তিনি একাই এসেছেন।"

"তবে ঠিক আছে। হাতী পাঠাও। আর তোমার আদেশ পেলে আমি নিজেই গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে আনতে পারি।"

উদয়শেঠ বলিয়া উঠিল, "হাঁ, হাঁ, যদি বলেন তো আমিও আপনার সঙ্গে যেতে পারি।"

"সেই ঠিক। আপনারা দুইজনেই যান।" খেলিরদেব ও উদয়শেঠ হাতী লইয়া মোবেরী দ্বারের দিকে চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে মুঞ্জাল আসিতেছেন সেই সংবাদ প্রাসাদের সর্ব্বত্র পৌঁছিয়াছিল, প্রসন্ন ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি নাকি? মুঞ্জাল আসছে? তাহলে উপায়?"

"হাঁ, আসছেনই তো। এতে ভয় পাবার কী আছে?" ত্রিভুবন হাসিয়া উঠিল।

"তিনি, হয়ত তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে দেবেন, মুঞ্জালদেবকে তো জান।"

"কিছু ভয় নেই, আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখবই।" দুইজনেই কিছুক্ষণ দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় কক্ষের বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল, প্রসন্ন ভিতরে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই কয়েকজন সামন্ত কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহারা মুঞ্জালের আগমনসংবাদ পাইয়াছিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর প্রাসাদের সম্মুখে রাস্তায় দূরে বহুলোক আসিতেছে দেখা গেল। ত্রিভুবন কক্ষের বাহিরের চত্বরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখা গেল দূরে হস্তিপৃষ্ঠে মুঞ্জাল আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে খেলিরদেব ও উদয় রহিয়াছে। তাঁহাদের পিছনে পাটনবাসীর এক বিরাট জনতা পদব্রজে আসিতেছে। তাহাদের সকলের মুখেই এক কথা, মুঞ্জালদেব পাটনে ফিরিয়া আসিতেছেন।

মুঞ্জাল মহাদেবীর হস্তে বন্দী হইবার সময় যে পোষাক পরিয়াছিলেন. তাঁহার পরিধানে এখনও সেই সাধারণ পোষাক-তাহার দেহে পদমর্য্যাদা সূচক কোন চিহ্নই নাই। বন্দীদশা ও দুশ্চিন্তার জন্য মুখ শুষ্ক, তাহাতে গভীর ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। বিরাট ব্যক্তিত্বও গাম্ভীর্য্যের জন্য যে মহামন্ত্রীকে সকলে শ্রদ্ধা ও ভয় করিত, তাহার এই মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেরই দুঃখ হইল।

ত্রিভুবন মুঞ্জালদেবকে আসিতে দেখিয়া সামনে অগ্রসর হইয়া গেল। মহামন্ত্রীর অবস্থা দেখিয়া তাহারও দুঃখ হইতেছিল। এ যেন অন্য কোন মুঞ্জাল, যে মহামন্ত্রী একদিন সাধারণ মানুষের উর্দ্ধে ছিলেন, তিনি যেন হঠাৎ সকলের মধ্যে একই শ্রেণীতে নামিয়া আসিয়াছেন। ত্রিভুবনের মনে অনেকদিন আগে মহামন্ত্রীর একটা কথা মনে পড়িল, মুঞ্জাল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ত্রিভুবন, আমার অন্তরের যে আশা তা তুমি পূর্ণ করবে?" ভাবিতে ভাবিতে ত্রিভুবন ভুলিয়া গেল সামনের হস্তী আরূঢ় ব্যক্তি পাটনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী মহামন্ত্রী মুঞ্জাল, ভুলিয়া গেল নূতন পাটনের শাসনভার তাহার হাতে। মুঞ্জাল হস্তী হইতে নামিতে না নামিতেই সে

ছুটিয়া গিয়া মুঞ্জালকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছিল।

ত্রিভুবন স্বয়ং মুঞ্জালকে কক্ষে লইয়া আসিল এবং মহামন্ত্রী আসন গ্রহণ করিলে কহিল, "আপনি নিজে এত কষ্ট করে কেন এলেন?"

"ত্রিভুবন, তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ আমি কেন এসেছি। কিন্তু আমি মীনলদেবীর চেয়ে নিজের জন্যই বিশেষ করে এসেছি। তোমরা হয়ত ভাবছ যে পাটনের এই নূতন ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেবার জন্যই আমি এখানে এসেছি, কিন্তু তা নয়। আমি, তোমার, মহারাজ খেলিরদেব এবং আরও কয়েকজন প্রধান প্রধান অধিবাসীদের সঙ্গে সামান্য দুই একটা বিষয়ে আলাপ করতে চাই মাত্র। আমার নিজেরও কিছু বলবার রয়েছে তাতে পাটনের গৌরব বাড়বে ছাড়া কমবে না।"

বৃদ্ধ খেলিরদেব কহিলেন, "মন্ত্রী মহারাজ, আমরা সকলেই আপনার কথা শুনিতে প্রস্তুত, যা বলবার বিনাসঙ্কোচে বলুন।"

"বলব, কিন্তু এখানে নয়, আমাদের আলাপ গোপনীয়, কাজেই এখানে সকলের মধ্যে হলে বিপদের সম্ভাবনা।"

ত্রিভুবন খেলিরদেবকে কহিল, "মাতুল ঠিকই বলেছেন। আমি শেঠ বস্তুপালকে ডাকতে পাঠাচ্ছি। তিনি, আপনি, মাতুল, আমি আর উদয়শেঠ, আলোচনার জন্য এই কজন যথেষ্ট। আর চলুন আমরা দ্বিতলে যাই, উপরের কক্ষ সম্পূর্ণ নির্জ্জন।"

মুঞ্জাল সম্মতি দিতেই সকলে উঠিয়া পড়িল। প্রসন্ন এতক্ষণ পার্শ্বের দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছিল, ইহারা উঠিয়া পড়ায় দৌড়িয়া পলাইল, কিন্তু মুঞ্জালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইল না। মুখ ফিরাইয়া মহামন্ত্রী কহিলেন, "কে, প্রসন্ন নাকি?"

ত্রিভুবন কহিল, "হাঁ, প্রসন্ন, ডাকব? প্রসন্ন, প্রসন্ন, মাতুল তোমায়

ডাকছেন।" প্রসন্ন বেশী দূর যায় নাই, লজ্জিত মুখে মুঞ্জালের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

"কী, মা ভাল? নারীর সঙ্গে আলাপ ঠিক হয়েছিল। তা চল, তুমিও আমাদের সঙ্গে উপরে চল। প্রসন্ন আলোচনায় যোগ দিলে আপনাদের কারও আপত্তি নেই তো?"

খেলিরদেব কহিলেন, "কিছুমাত্র না, চল প্রসন্ন।" প্রসন্নকে সকলেই ভালবাসিত।

পাঁচজনই দ্বিতলের কক্ষে গিয়া সমবেত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শেঠ বস্তুপালও আসিয়া উপস্থিত হইল। সে মুঞ্জালদেবের আগমনের কারণ জানিতনা, ফলে অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল, এবং আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছেন মন্ত্রী মহারাজ? আপনাকে অত্যন্ত অসুস্থ দেখাচ্ছে।"

"শরীরের আর অপরাধ কী শেঠজী? গত পাঁচ দিনে দেহের উপর যে অত্যাচার গেছে তাতে পঞ্চাশ বছর বয়স বেড়ে গেছে। এই সব ঝঞ্ঝাট মিটে গেলে একেবারে অবসর নিয়ে আবু তীর্থে গিয়ে জীবনের বাকি দিন কটা কাটিয়ে দেব ঠিক করেছি। পৃথিবীতে অনেক সমস্যায় নিজেকে জড়াতে হয়েছে, তারপর আপনাদের এই ব্যাপার আর নয়, এইবার অবসর।" শেষ কথাটা খেলিরদেব ও ত্রিভুবনপালকে কহিয়া মহামন্ত্রী ম্লান হাসি হাসিলেন।

দুইজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিল, "কেন, আমাদের আর সমস্যা কী?"

মুঞ্জাল ঠিক সেই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়া কহিলেন, "আমার চিরকালের, আর সকলকেই তাই বলি যে পাটন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর। পাটন ছেড়ে কারও কোনদিন ভাল হতে পারে না। আজকের এই ব্যাপারে আমার সেই কথাটাই প্রমাণিত হয়েছে সব চেয়ে বেশী।"

বস্তুপাল কহিল, "তাহলে আমরা যা করেছি তাতে আপনার সমর্থন আছে বলুন।"

"সমর্থন! আমি প্রথম যেদিন শুনেছি যে বিদেশীয় দাসত্বের বিরুদ্ধে আমার জন্মভূমি পাটনের সমস্ত অধিবাসী রুখে দাঁড়িয়েছে, সেই দিনই ভেবেছি যে আমার জীবন ধন্য। পাটন সমস্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ বীরভূমি।" কথার সঙ্গে মুঞ্জালের মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল।

ত্রিভুবন কহিল, "মামা, সমস্ত বিষয়েই যদি আপনার সমর্থন রয়েছে, তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে কী নিয়ে আলোচনা করতে এসেছেন?"

"বাবা, অপরে কী ভাবে জানি না, আমি নিজে তো এতদিন পাটনে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে এসেছি। পাটনের রাজা কেবল রাজাই হবেন না, তিনি হবেন সারা গুর্জ্জরের রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট; কেবল নামে নয় কাজেও। এরই স্বপ্ন আমি আজীবন দেখে এসেছি, আর সেই স্বপ্নকে সফল করবার জন্য চেষ্টাও করেছি। আজ তোমাদের একতা, দেশপ্রেম আর বীরত্ব দেখে আমার এই মনে হয়েছে যে আমার সেই আশা সফল হবার আর বিলম্ব নেই। আজ আমি এই কথাটাই বলতে এসেছি যে এইবার যা কিছু করবে ভাল ভাবে বিচার করে, তবে করো। এখন যদি ভুল করো বা কোন আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করো, পাটন ধ্বংস হয়ে যাবে।"

বর্ষীয়ান খেলিরদেব কহিলেন, "আপনার এই ভয়ের হেতু?"

"খেলিরদেব, আপনি বর্ষীয়ান মণ্ডলেশ্বর, আগে আমার একটা কথা শুনুন, তারপর আমার ভয়ের কারণ আপনাকে বলছি। মহাদেবী আমাকে ইতিপূর্ব্বে পাটনে এসে আপনাদের বুঝিয়ে বশ করতে অনুরোধ করেছিলেন, আমি তাঁর অনুরোধ অস্বীকার করেছি, কিন্তু তবুও আমি যে পাটনে এসেছি তা মহাদেবী বা আপনাদের জন্য নয়, সে কেবল পাটনেরই জন্য।

"এই কথা আপনারই যোগ্য। এইবার পাটন সম্বন্ধে আপনার নিজের কী ধারণা তাই বলুন ?"

"পাটন তথা গুর্জ্জরের সমস্যা এক নয়, সারা জীবন এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে খুঁজতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। অনেক ভেবেছি, কিন্তু সম্পূর্ণ সমাধান হয়নি। যেটুকু বুঝেছি আমি সেই মতই কাজ করছি, কিন্তু আমার আশা আরও অনেক বেশী। আমি চাই পাটনের রাজার প্রতিষ্ঠা, কেবল পাটন নয় পাটনের বাহিরে সারা গুর্জ্জরে ছড়িয়ে পড়ুক। সমগ্র গুর্জ্জর যতক্ষণ না এক রাজচক্রবর্ত্তীর হাতে না আসে ততক্ষণ এই দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতি হবে না।"

ত্রিভুবন কহিল, "এতো মহাদেবীরই মত।"

"কখনই তা নয়, এইখানেই তোমাদের ভুল হয়েছে। নিজের শক্তির প্রতিষ্ঠাই ছিল মহাদেবীর উদ্দেশ্য, পাটনের নয়, আর তার জন্য তিনি প্রার্থনা করেছিলেন বাহিরের সামন্ত, আর সেইজন্যই তাঁর কাছে চন্দ্রাবতীর সেনার প্রয়োজন হয়েছিল।"

উদয়শেঠ মন্তব্য করিল, "আনন্দসূরিকেও তিনি এইজন্য ডেকে পাঠিয়েছিলেন ?"

এই সন্ন্যাসী পাটনের সবচেয়ে বড় শত্রু। আনন্দসূরি জৈন ধর্ম্ম বিজয়ের ভিত্তিতে পাটনকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। পাটনের পক্ষে এর চেয়ে বিপদ্ জনক আত্মঘাতী নীতি আর কিছু হতে পারে না।"

বস্তুপাল পাটনের বণিকসমাজের অগ্রণী, সে স্বভাবতঃই জৈন প্রতিষ্ঠার বিরোধী, সে কহিল, "এই ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হতে পারে না।"

"কেন পারে না ? একধর্ম্মের ভিত্তিতে কোন রাজ্য প্রতিষ্ঠা হলে, প্রয়োজন হ'লে দশ্ বৎসরের মধ্যে সেই রাজ্য সারা ভারত জয় করতে পারে। কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, আর তাছাড়া অন্য

যে কোন ধর্ম্মের পক্ষে সম্ভব হোক না হোক, জৈনধর্ম্মের পক্ষে তা সম্ভব নয়।”

খেলীরদেব কহিলেন, “তাহলে আপনি কী করতে চান?”

“আমি একটিমাত্র উপায় দেখতে পাচ্ছি। যদি গুর্জ্জরের প্রধান প্রধান দুই চারিজন মণ্ডলেশ্বর একত্র মিলিত হন তাহলে সমস্ত গুর্জ্জরের সেনা নিয়ে আমরা এখনই মালব আক্রমণ করতে পারি, আমি আপনাদের কাছে এই কথাটাই বিশেষ করে বলবার জন্য এসেছি।”

মুঞ্জালের কথায় সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। মহামন্ত্রী পুনরায় কহিলেন, “যে সুযোগের জন্য আমি নিজে, পরলোকগত মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদ এবং পাটনের অধিবাসীরা এতদিন আগ্রহ করছিলাম, তা আজ আমাদের দ্বারে উপস্থিত। দেবপ্রসাদ আজ নেই, কিন্তু ত্রিভুবনপাল আছে। পাটনে তাহার প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তাছাড়া দেহস্থলী তাহারই অধীন। সামন্ত বল্লভসেনও তাহার অনুগত। মহারাজ ভীমদেব পাটন অধিকারের জন্য একদিন যা করেছিলেন, আজ ত্রিভুবনপালকে তাই করতে হবে। সেদিন যেমন প্রবল উৎসাহের অন্ত ছিল না, আজও ঠিক তেমনি উৎসাহ দেখা দিয়াছে। আজ সকলেই ত্রিভুবনের আদেশ পালন করতে প্রস্তুত, অতএব আমরা এই সুযোগের অপব্যয় না করে কেন গুর্জ্জরের জন্য দিগ্বিজয় আরম্ভ করব না?”

মুঞ্জালের কথায় সকলেই চমৎকৃত হইয়া গেল। উদয়শেঠ কহিল, “আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি সেই কথাই ভেবে রেখেছি।”

“বিচারের অবকাশ আর নেই। যে সুবর্ণ সুযোগ আমাদের দ্বারে এসেছে, তা আর কোনদিন আসবে না, কিন্তু এই সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে, আমরা যদি অলসভাবে বসে থাকি, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে সকলের উৎসাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আমি শুনেছি, এই কয়েকদিন আগে সারা পাটনের নাগরিক রাজপ্রাসাদে এসে নিজেদের অধিকার

দাবী করছিল। তাদের এই উৎসাহ এইখানেই শেষ করে না দিয়ে সারা গুর্জ্জরে ছড়িয়ে দাও।"

মুঞ্জালের কথায় খেলিরদেব ও ত্রিভুবনপাল দুইজনেই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। উদয়শেঠ বলিল, "মন্ত্রী মহারাজ আমরাও তো তাই চাই, কিন্তু কী ভাবে তা করা যায়?"

"সেইটাই আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। আপনারা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে মীনলদেবীকে আর পাটনে আসতে দেবেন না। আপনাদের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবার জন্য দুটি উপায় অবলম্বন করতে পারেন।"

"কী কী উপায়?" ত্রিভুবনপাল কহিল।

"এক আপনারা এখন যেমন আছেন, এইভাবেই সমস্ত নগরদ্বার বন্ধ করে অপেক্ষা করে থাকতে পারেন, তাতে কিন্তু যতদিন যাবে ততই আপনাদের নিজেদেরই উৎসাহ নষ্ট হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় উপায় হল, আপনারা ত্রিভুবনপালকেই পাটন তথা গুর্জ্জরের রাজা বলে ঘোষণা করুন।"

মুঞ্জালের কথায় ত্রিভুবন প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া কহিল, "সে অসম্ভব, আমি কিছুতেই এতে সম্মত হতে পারি না, মহারাজ কর্ণদেবকে আমি কথা দিয়েছি। আর তাছাড়া, পাটনের সিংহাসনে যার ন্যায্য দাবী সেই বসবে।"

"বেশ, মেনে নিলাম এ কাজ তুমি করতে চাও না। এ তোমারই বংশের যোগ্য কথা। কিন্তু তার পরিণাম ভেবে দেখেছ? যে মহাদেবীর আজ একজনও মিত্র নেই, কাল স্বার্থের খাতিরে তাঁর পাঁচশজন মিত্র উপস্থিত হবে, সারা গুর্জ্জরে তখন রাষ্ট্রবিপ্লব আরম্ভ হয়ে যাবে। এদিকে আপনাদের উৎসাহও ততদিন নষ্ট হয়ে যাবে তখন পাটনের প্রভুত্বের এত গৌরব কোথায় থাকবে?"

খেলিরদেব প্রশ্ন করিলেন, "তাহলে আপনি কী করতে বলেন?"

"আমার পরামর্শ হল কুমার জয়দেবকে অবিলম্বে সিংহাসনে বসান।"

ত্রিভুবন কহিল, "মামা, আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে চান। আপনার কী এই ইচ্ছা যে আমি মীনলদেবী আর তাঁর সঙ্গে চন্দ্রাবতীর সেনাকে পাটনে আবার ঢুকতে দেব?"

"নিশ্চয়ই না। একথা আমি কোনদিনই বলতে চাই না। বরঞ্চ আমার পরামর্শ যদি নাও তো চন্দ্রাবতীর সেনাকে শত্রু বলে গণ্য করতে হবে, আর তাদের যে কেবল চন্দ্রাবতীতে ফিরে যেতে বাধ্য করা হবে তা নয়, তাদের ধৃষ্টতার জন্য চন্দ্রাবতীকে পাটনে কর পাঠাতে বাধ্য করতে হবে। কিন্তু তাহলে পাটনের সিংহাসনে বসে তার রাজাকে পাটনের সাথে চন্দ্রাবতীও শাসন করতে হবে। আর তোমার মত বিচক্ষণ সেনানায়ককে তাঁকে সাহায্য করতে হবে।"

"তা কী করে সম্ভব? মীনলদেবী কুমার জয়দেবকে সরাসরি পাটনে পাঠাতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর কাছে সে প্রস্তাবও আমি পাঠিয়েছিলাম।"

"যার জন্য তোমার প্রতিজ্ঞা, সেই মীনলদেবী কাল সকালেই তাঁর স্বামীর জন্য সতী হবেন সিদ্ধান্ত করেছেন। কাল যদি তিনি সত্যই সতী হন, তো তোমরা জয়দেবকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাটনে এনে রাজা বলে স্বীকার করে নাও। এতে আর আপত্তি কী থাকতে পারে?"

খেলিরদেব কহিলেন, "কোন আপত্তিই নাই।"

"কিন্তু সেখানেও অন্য একটা দিক ভেবে দেখবার আছে। মীনলদেবী আসলে চন্দ্রপুরের রাজকন্যা, চন্দ্রাবতী এবং চন্দ্রপুরের প্রতি তাঁর টান কম নয়। কাজেই তারই পুত্র হ'য়ে জয়দেব পাটনকে সম্পূর্ণ নিজের দেশ বলে স্বীকার করে নেবে কি না সেটা একটা প্রশ্ন। অন্ততঃ

এটা নিশ্চিত যে সে তার মাতার মৃত্যুর কথা কিছুতেই ভুলতে পারবে না, আর যখনই এই কথা তার মনে হবে, সঙ্গে সঙ্গে এটাও সে ভাববে যে আপনাদের জন্যই তার মাকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়েছে। কাজেই পাটনের রাজার কাছেই পাটন যদি পরভূমি বলে মনে হয় আপনাদের ঐক্যই বা কোথা থেকে আসবে, আর রাজ্যের বিস্তারই বা কী করে হবে?"

মুঞ্জালদেবের কথায় সকলে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হ'ল পাটনবাসীর মনে আজ যে উৎসাহ, সেই উৎসাহ কিছুতেই ভাঙ্গতে দেওয়া হবে না। এই উৎসাহের মধ্যে আমাদের বহুদিনের আশা সফল হবার সম্ভাবনা রয়েছে। মহারাজ ভীমদেব, কর্ণদেব, একদিন যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদ এবং আমাদের মধ্যে অনেকেও এই আশা করেছি যে পাটন কেবল নামে নয়, কাজেও সমগ্র গুর্জ্জর ভূমি শাসন করবে। আমার মনে হয় এই আশা সফল করতে হলে কুমার জয়দেবের সঙ্গে তার মাকেও পুনরায় স্বীকার করে নিতে হবে। তার মা পাটনের মহাদেবী হয়েও ইতিমধ্যেই যে শাস্তি ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন, তা তার অন্যায়ের তুলনায় বড় কম নয়।"

"কিন্তু চন্দ্রাবতী—"

"হাঁ, চন্দ্রাবতীর কথাও ভেবে দেখতে হবে। আপনারা যদি মহাদেবীকে পুনরায় স্বীকার করে নিতে চান তো তাঁকে বলে পাঠাতে হবে পাটনে ফিরে আসতে হলে তাঁকে সর্ব্বপ্রথম চন্দ্রাবতীর সমস্ত-সৈন্য ফিরিয়ে দিতে হবে। পাটনের দ্বার কেবলমাত্র তার আর তাঁর পুত্রের জন্যই খোলা হবে। তিনি যে আশায় পাটনের বাইরে গিয়েছিলেন সেই আশা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়ে তাঁকে একা মাথা নীচু করে ফিরে আসতে হবে। তাঁর অন্যায়ের এইটাই সবচেয়ে বড় প্রায়শ্চিত্ত।"

খেলিরদেব, কহিলেন "তাহলে আমাদের প্রতিজ্ঞা কোথায় থাকবে ?"

"খেলিরদেব, রাজনীতিতে একমাত্র কাজেরই মূল্য আছে, সামান্য প্রতিজ্ঞার কী মূল্য থাকতে পারে ? পাটনের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হোক এবং চন্দ্রাবতী ও মহাদেবীর অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে আপনাদের বিপদ দূর হোক, রাজ্যের অধিকারবৃদ্ধি হোক, এই তো আমাদের আসল উদ্দেশ্য। তা না হ'য়ে ক্রোধের বশে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সেইটাই কী বড় হবে ?"

ত্রিভুবন কহিল, "মামা, আপনি যাই বলুন, যে প্রতিজ্ঞা আমি একবার করেছি তা পালন করা আমার কর্ত্তব্য।"

"ত্রিভুবন, তোমার বাবা একদিন যে ভুল করেছেন, তুমিও যেন সেই ভুল করে বোসো না। কর্ত্তব্যের কথা বলছ ? তুমিই বল কোন কর্ত্তব্যটা আগে। নিজের প্রতিজ্ঞার কথা তুমি আগে ভাববে, না পাটনের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখবে ? একবার ভেবে দেখ তো পাটনের গৌরব আজ কিসে বাঁচবে ? আমাদের সকলের আজীবনের যে আশা সেই আশার সাফল্যে, না সেই আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে তোমার প্রতিজ্ঞা-রক্ষায় ? সকলের আগে হল পাটন, তার পর অন্য সব কিছু।"

খেলিরদেব কহিলেন, "মন্ত্রী মহারাজ, আপনি যা বলছেন তা সত্যই ভেবে দেখবারমত। কিন্তু পাটনের ভবিষ্যত শাসন-ব্যবস্থায় নগরের প্রধান প্রধান ব্যক্তির আরও সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথাও ভেবে দেখতে হবে।"

"একথা আমি সব সময়ে স্বীকার করে এসেছি। পাটনবাসীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উপর আমার গভীর বিশ্বাস রয়েছে। প্রয়োজন হলে তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে। মণ্ডলেশ্বর মহারাজ, রাজনীতিতে

যে ক্রোধের বশবর্ত্তী হ'য়ে মিথ্যা উত্তেজিত হয়, এমন ব্যক্তির স্থান নাই। আপনারা প্রথমে মহাদেবীকে তার পর চন্দ্রাবতী জয় করুন, তারপরই দেখবেন সারা গুর্জ্জর আপনাদের অধিকারে এসে গেছে।"

উদয় বলিল, "কিন্তু মন্ত্রী মহারাজ, আপনারা রাজ্যের এক ব্যবস্থা করলেন, তারপর মহাদেবী এসে যদি তার সমস্তই পরিবর্ত্তন করেন তখন কী হবে?"

"সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। কিন্তু ত্রিভুবন দণ্ডনায়ক, বল্লভসেন সেনাপতি, আর আপনাদের মত প্রধান প্রধান নাগরিকদের কেহ যদি মন্ত্রী হয়, তাহলে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের প্রশ্নই উঠবে না। কিন্তু ত্রিভুবন, তুমি কথা বলছ না কেন? তোমার বিচারে কী হয় তা বল?"

"আমি আর কী বলব? আমার প্রতিজ্ঞার কোন পরিবর্ত্তন হবে না। তবে আপনি যা বলছেন তা সত্য, আর তাতে কোন বাধা দেয়াও অন্যায়। পাটনের উন্নতিই যখন উদ্দেশ্য, তখন আপনারা যা ভাল মনে হয় তাই করুন।

"কিন্তু তুমি নিষ্ক্রিয় থাকলে তো কিছুই হবে না।"

"না মামা, আমার নিজের স্বার্থের জন্য পাটনের স্বার্থ বিসর্জ্জন দেব কেন? উদয়শেঠ, যাও তো, আমাদের এই নূতন সিদ্ধান্তের কথা এখনই সারা পাটনে ঘোষণা করে দাও, যাতে কারও মনে কোন অসন্তোষ না থাকে।"

শেঠ বস্তুপাল কহিল, "আপনি ঠিকই বলেছেন, কারও মনে অসন্তোষ থাকা উচিত নয়। বরঞ্চ একটু অপেক্ষা করুন। মন্ত্রী মহারাজ, আমরা নিজেদের মধ্যে একবার আলোচনা করে নিই, আলোচনা শেষ হলেই আপনাকে সংবাদ দেব।"

"নিশ্চয়ই, আপনারা সকলে ভেবে দেখুন, তারপর আপনাদের সিদ্ধান্ত আমায় জানাবেন।"

খেলিরদেব ও বস্তুপাল, উদয়শেঠ আলোচনার জন্য নীচে' নামিয়া গেলেন। মৃণাল, ত্রিভুবন ও প্রসন্ন কক্ষে বসিয়া রহিলেন।

ত্রিভুবনের প্রতিজ্ঞা

মণ্ডলেশ্বর খেলিরদেব, বস্তুপাল ও উদয়শেঠ চলিয়া গেলে প্রসন্ন, ত্রিভুবন ও মৃণালদেব কিছুক্ষণ চুপচাপ কক্ষে বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ত্রিভুবনই প্রথম কথা কহিল।

"মামা, আজ আমায় একটা নূতন জিনিষ দেখালেন।"

"কী জিনিষ?"

"আপনাকে লোকে ভয় করে কেন।"

মৃণাল সস্নেহে কহিলেন, "কী কারণে বল তো?"

"আপনার দূরদৃষ্টি অদ্ভুৎ। আর তার চেয়েও অসাধারণ আপনার কথা বলবার শক্তি। লোকে এইজন্যই আপনাকে বৃহস্পতি বলে।"

"কিন্তু অন্য লোককে ভোলাতে পারলেও তোমায় তো ভোলাতে পারি নি।"

"তাতে আর ক্ষতি কী? পাটনের আগে তো আর আমি নই? আজ আপনি সত্য সত্যই পাটন জয় করেছেন, আর তার সঙ্গে আমাকেও।"

মৃণাল চকিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কেন?"

"মীনলদেবী যে মুহূর্ত্তে নগরে প্রবেশ করবেন আমিও সেই মুহূর্ত্তে প্রাণ বির্জ্জন দেবো।"

"তুমি এ কী বলছ? তোমার এ রকম মনে করার কারণ?"

"আপনি যাই বলুন, আমার প্রতিজ্ঞা রাখতেই হবে। প্রাণ যদি বিসর্জ্জন নাও দিই, তবে এখান থেকে প্রথমে সোমনাথ তারপর যেখানে ভাল লাগে চলে যাব।"

"ছিঃ বাবা, এরকম করতে নেই, এতে লোকে তোমায় পাগল ছাড়া আর কিছুই বলবে না। তাছাড়া, এতে তোমার বা পাটনের কারও কোন গৌরব বাড়বে না। আর এই যদি তোমার সিদ্ধান্ত তো সে কথা একটু আগে খুলে বল্লে না কেন?"

"আপনাকে বলে লাভ কী? আপনার মধ্যে সাধারণ মনুষ্যত্ব কী আর কিছু আছে? আপনি মহামন্ত্রী, আর তাছাড়া আপনি পাষাণ হয়ে গেছেন। আপনার ভগিনী, ভগিনীপতিকে যে ভাবে হত্যা করা হয়েছে, তা আপনি জানেন। আপনার কী একবার তাঁদের প্রতি সহানুভূতি জাগে না? তাদের সেই শোচনীয় হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা হয় না? আপনি হয়ত ভুলতে পারেন, কিন্তু আমি কী করে ভুলব যে এই মীনলদেবীর ষড়যন্ত্রে আমার পিতামাতাকে হত্যা করা হয়েছে? পিতৃমাতৃ-হন্তাকে কী করে আমি ক্ষমা করব? আপনার কথা আমি শুনেছি, সকলের সঙ্গে আমিও তাতে সম্মতি জানিয়েছি, প্রয়োজন হলে পাটনের জন্য আমার প্রাণ বলি দিতেও প্রস্তুত, কিন্তু নগর আমাকে ছাড়তেই হবে। আজ আমার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি।"

"ত্রিভুবন, তুমি এত বুদ্ধিমান হয়েও এরকম মিথ্যা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে পড়েছ? মনে রেখ সমগ্র পাটন একমাত্র তোমারই মুখ চেয়ে বসে আছে। পাটনের ভবিষ্যতের জন্যও কী তুমি তোমার এই অভিমান বিসর্জ্জন দিতে পার না?"

"না মামা, আমি হয়ত পাটনের অধিবাসী, কিন্তু তার পূর্ব্বে আমি আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পিতা দেবপ্রসাদের পুত্র। পাটন যেদিন তাঁকে ত্যাগ করেছে, সেইদিন আমার সঙ্গেও পাটনের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু এটাও বিচার করে দেখ, এত অল্পবয়সে তুমি যদি দণ্ডনায়ক হ'য়ে বসো, পাটনের জন্য কত কাজই না তুমি করতে পারবে?"

"মিছামিছি কথা বাড়িয়ে কোন লাভ নেই মামা।"

"কিন্তু আজ তোমাকেই পাটনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। তোমার সম্মতি না পেলে তো কোন কাজ হবে না।"

"আমার সম্মতি? পাটনের অধিবাসীর সম্মতি হলেই যথেষ্ট। আমার কাছে আমার বাবা ও মার প্রতি কর্ত্তব্য আগে।"

"ত্রিভুবন, কেবলমাত্র নিজের দিক থেকে না ভেবে, সমস্ত বিষয়টা একবার নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখ। তুমি কী ভাবছ হংসাকে আমি কম ভালবাসতাম, বা তার মৃত্যুতে আমার কোন দুঃখ হয়নি? যা একবার হয়ে গেছে আবার তাকে মনে টেনে আনার কোন অর্থ নেই। কিন্তু জেনে রাখ, আমার নিজের বোনকে আমি যে আজীবন বন্দীভাবে থাকতে দিয়েছিলাম তা কেবল পাটনের স্বার্থের জন্যই।"

প্রসন্ন এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এইবার প্রথম কথা কহিল, "না মন্ত্রী-মহারাজ, পাটনের স্বার্থের জন্য নয়, মহাদেবীর স্বার্থের জন্য।"

"তুমি আর কতটুকু জানবে মা, বিচ্ছিন্ন না হয়ে হংসা যদি মণ্ডলেশ্বরের সঙ্গে থাকত, তাহলে গুর্জ্জরে পাটনের আজ যে স্বল্প প্রাধান্য হয়েছে তাও হোত না।"

"কেন?"

"তোমরা কেউ হংসাকে প্রায় দেখনি, কিন্তু সে ছেলেবেলা থেকে আমারই কাছে মানুষ হয়েছে; তার প্রতি আমার স্নেহ কোনদিনই কম ছিল না। সে যখন ছোট তখন থেকেই কত লোক তাকে দেখবার জন্য ছুটে আসত। মন্দিরে সে যখন প্রসাদ বিতরণ করত, কত লোক তার হাত থেকে প্রসাদ নেবার জন্য ভীড় করত। তোমরা জান না, তার রূপ ছিল স্বর্গের দেবীর মত। দেশ বিদেশের কত লোক তাকে বিয়ে করার জন্য

পাগল হয়ে পাটনে ছুটে এসেছে, আর নিরাশ হয়ে ফিরে গেছে। হংসাকে দেবপ্রসাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলাম সত্য, কিন্তু তা না করলে কী হত? তার জন্য মণ্ডলেশ্বরের খ্যাতি হয়ত বেড়ে যেত, কিন্তু পাটনে আরম্ভ হোত বিপ্লব, তাতে পাটনের অধিবাসী ধ্বংস হয়ে যেত।" গভীর যাতণায় মুঞ্জালের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

ত্রিভুবন কঠোরকণ্ঠে কহিল, "মামা, আপনার এত আদরের বোন অথচ তাকে তিল তিল করে শেষ করতে আপনার মনে কোন ব্যথাই জাগেনি, আশ্চর্য্য!"

"বাবা, তুমি ছেলেমানুষ, হয়ত বুঝতে পারবে না। ভেবেছ হংসার জন্য তোমার কষ্ট হয় আর আমার হয়না? তোমার মত আমিও তার জন্য কেঁদেছি, একদিন নয় বহুদিন, বছরের পর বছর। কিন্তু নিজের বা পরিজনের সুখ দুঃখের আগে দেশের স্বার্থ। হংসার বন্দীদশায় কতদিন তার সঙ্গে আলাপ করেছি। দেশের জন্য তার কষ্ট ও নির্য্যাতণের প্রয়োজন ছিল। পরিস্থিতি তোমরা হয়ত বুঝতে পারবে না, কিন্তু হংসা বুঝেছিল, তাই সে আমায় ক্ষমা করে গেছে।"

প্রসন্ন কহিল, "কিন্তু আপনি তো জানেন, মহাদেবী কী উদ্দেশ্যে তাঁকে মণ্ডলেশ্বরের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? এর পরও কী আপনি তাঁকে ক্ষমা করতে বলেন?"

"মহাদেবী নিজের ক্ষমতালাভের উত্তেজনায় সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, নইলে একবার ভাবতে পার, তিনি আমাকে পর্য্যন্ত বন্দী করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন নি? মনে করো না, আমি নিজে অহঙ্কার করছি, কিন্তু আমি ইচ্ছা করলে, এখনও গুর্জ্জরের সমস্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করে দিতে পারি। সোমনাথ থেকে রেবার তীর-ভূমি পর্য্যন্ত গুর্জ্জরের প্রতিটি অধিবাসী আমার আহ্বানে সাড়া দেবে, নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে দ্বিধা করবে না, অথচ এই সমস্ত জেনেও

মীনলদেবী যদি আমাকেই বন্দী করে রাখবার চেষ্টা করেন, তাঁকে বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? সেদিনের অপমানের সঙ্গে আমার নিশ্চিত বোধ হয়েছিল যে পাটনের ধ্বংস হতে আর বিলম্ব নাই, তার পতন আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুনলাম তোমার বীরত্বের কথা, তোমার সংগঠন শক্তি। তখন আবার নতুন করে আশা হল, আর সেইজন্যই আজ আমি পাটনে এসেছি। তোমায় আমার এইমাত্র অনুরোধ ত্রিভুবন, যে জন্য হংসা বহুদিন নির্য্যাতণ ভোগ করে অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বলি দিয়েছে, দেবপ্রসাদের আজীবনের স্বপ্ন, যার জন্য আমি নিজে আমার সমস্ত স্বার্থ ত্যাগ করেছি, এতদিন বাদে তার যদি এতটুকু আশার দীপ জ্বলতে আরম্ভ করে থাকে, সেই দীপ তুমি নিভিয়ে দিও না।”

“কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা—”

“তোমার নিজের প্রতিজ্ঞার কথা যেমন ভাবছ, তার সাথে তোমার সোলাঙ্কী-কুলের আদর্শটাও ভুলে যেও না, পাটনের ভবিষ্যতের জন্য মহারাজ ক্ষেমরাজ কী বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছিলেন, একবার ভেবে দেখেছ? কত অল্প বয়সে নিজের ভাইএর জন্য তিনি পাটনের সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। তোমার পিতামহ, পিতা, মাতা সকলেই এই স্বপ্ন দেখেছেন যে একদিন সারা গুর্জ্জর শাসন করবেন। আমিও আজীবন এই স্বপ্ন দেখে আসছি, এর জন্য নিজের সমস্ত ত্যাগ করেছি, কিন্তু আশা এখনও সফল হয় নি। আমার আর তো কেউ নেই, পুত্রের মত একমাত্র তুমি আছ, আমার যা কিছু আশা তোমাকেই কেন্দ্র করে। কোথায় পাটন, আর কোথায় দেহস্থলী, কত দূরে তুমি থাকতে, তবুও তোমায় দেখবার জন্য কত অস্থির হয়ে উঠেছি, আমি আজ নিজে তোমায় অনুরোধ করছি, তোমার নিজের প্রতিজ্ঞা বিচার করবার আগে তুমি তোমার বংশের আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা বিচার করে দেখ।”

প্রসন্ন কহিল, "আচ্ছা মন্ত্রী মহারাজ, এরপর মহাদেবী যে ঠিক মত চলবেন, তারই বা নিশ্চয়তা কী? তাঁর স্বভাব তো আপনি জানেন।"

"না মা, তাঁর দিক থেকে পাটনের পক্ষে আর কোন অসুবিধা হবে বলে আমি মনে করি না, তাছাড়া তাঁরও পরিবর্ত্তন হয়েছে। তোমরা সংবাদ পেয়েছ কী? কাল সন্ধ্যার সময় আনন্দসুরি একদল সৈন্য নিয়ে বল্লভসেনের কাছ থেকে পালিয়ে মহাদেবীর কাছে ফিরে এসেছে?"

"তাই নাকি?"

"হাঁ, তারপর সে পাটন আক্রমণ করবে বলে মহাদেবীর মত জিজ্ঞাসা করেছিল, তাতে মহাদেবী উত্তর দিয়েছেন যে সেভাবে তিনি পাটন জয় করতে চান না। পাটন তাঁকে পুনরায় স্বীকার করে ভালই, নইলে তিনি সতী হয়ে অগ্নিকুণ্ডে প্রান বিসর্জ্জন দেবেন।"

ত্রিভুবন কহিল, "মহাদেবীর এই সদ্বুদ্ধি অনেক বিলম্বে এসেছে।"

"হাঁ, বিলম্বে হয়ত হয়েছে, কিন্তু এই সদ্বুদ্ধি না হ'লে পাটনে এতক্ষণে রক্তের নদী বইত।"

"মামা, পাটনের অধিবাসীরা আপনার কথা মেনে নিচ্ছে। ভগবান করুন পাটনের উন্নতি হোক, যেখানে বহু লোকের প্রাণ যেত, সেখানে আমার একার প্রাণই যাক, তাতে পাটনও রক্ষা পাবে, আমার প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হবে।"

"তা কখনই হ'তে পারে না। সিংহাসনে যেই বসুক, পাটনের আসল রাজা হচ্ছ তুমি, কাজেই তোমাকে বাদ দিয়ে পাটনের উন্নতি কোন দিক দিয়েই সম্ভব নয়।"

"কেন, আপনি তো রয়েছেন? আপনার নিজের দেশপ্রেম ও স্বার্থ-ত্যাগের সীমা নেই, আপনার চেয়ে কুশলী রাষ্ট্র-পরিচালক পাটনে আর কে আছে?"

"ত্রিভুবন, যোগ্য রাজপুরুষের সমস্ত লক্ষণই তোমার মধ্যে রয়েছে, এ কাজ তোমারই।"

এমন সময় উদয়শেঠ আসিয়া মুঞ্জাল ও ত্রিভুবনপালকে আহ্বান জানাইল। দুইজনেই একসঙ্গে নীচে নামিয়া গেলেন। সামান্য কিছু আলোচনার পর সকলেই এই বিষয়ে একমত হইলেন যে চন্দ্রাবতীর সমস্ত সেনা অবিলম্বে ফিরাইয়া দিতে হইবে এবং ইহার পর কাল সন্ধ্যার সময় মহাদেবী, কুমার জয়দেব এবং অন্যান্য যে কয়জন স্থানীয় সামন্ত এখন মহাদেবীর সহিত রহিয়াছে, মাত্র তাহারা ইচ্ছা করিলে পাটনে ফিরিয়া আসিতে পারেন। ইহার পূর্ব্বে মহামন্ত্রী মুঞ্জাল যেভাবে উচ্চ পদসমূহ বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অনুমোদনের জন্য আজই মহাদেবীর নিকট ফিরিয়া যাইবে এবং কাল সকালেই পুনরায় তাঁহার অনুমোদন লইয়া ফিরিয়া আসিবে। আলোচনায় ইহাও স্থির হইল যে ত্রিভুবনপাল পাটনের ভবিষ্যৎ দণ্ডনায়ক ও দুর্গাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইবেন, বল্লভসেন সেনাপতি এবং উদয়শেঠ ও শান্তিচন্দ্র মন্ত্রী হইবেন।

সন্ধ্যার সময় মুঞ্জাল মহাদেবীর নিকট ফিরিয়া গেলেন। উদয়শেঠ তাহার গৃহে ফিরিয়া, কষিয়া মাথায় পাগড়ী বাঁধিতে সুরু করিল, সে আজ পাটনের মন্ত্রী হইতে চলিয়াছে। সে যে চাল চালিয়াছিল, তার বাজীমাৎ হইয়াছে।

আবার পাটন

মহাদেবী অত্যন্ত অস্থিরভাবে মুঞ্জালের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। বলিতে গেলে মহামন্ত্রীর দৌত্যের উপরেই পাটনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী কে হইবে তাহা নির্ভর করিতেছিল। সিংহাসন ফিরিয়া পাইলেও অপমানের হাত হইতে নিস্তার নাই। চোরের মত মাথা নীচু করিয়া পাটনে ফিরিতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় মুঞ্জাল আসিলেন ও প্রথমেই মহাদেবীর নিকট সমস্ত সংবাদ বিবৃত করিলেন। শুষ্কমুখে সমস্ত শুনিয়া মহাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কিছু?"

"না আর কিছু নেই। কাল সকালে আপনার উত্তর নিয়ে আমি ফিরে যাব। আপনি যদি পাটনে ফিরে যেতে চান তো কাল সন্ধ্যার সময় আপনার জন্য দ্বার খোলা থাকবে, কিন্তু তার আগে আপনাকে চন্দ্রাবতীর সমস্ত সৈন্য বিদায় দিতে হবে।"

রাণীকে নমস্কার করিয়া মহামন্ত্রী বিদায় লইলেন। মুঞ্জাল যতক্ষণ মহাদেবীর সহিত আলাপ করিলেন, তাহার নিস্পৃহ ও নিরুৎসুক মুখে কোন ভাব বা উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। মহামন্ত্রী চলিয়া গেলে মহাদেবীর মন আবার তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল, অভিমানও যে না হইল তা নয়, ভাবিলেন, এই মুঞ্জাল। শেষে বিজয়পালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বিজয়পাল ছুটিয়া আসিল ও পাটনের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

"বিজয়পালদেব, চন্দ্রাবতীর পক্ষ থেকে আপনারা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা আমি কখনও ভুলব না। যে সাহায্য আপনারা

করেছেন তার প্রতিদান দেবার মত আমার কিছুই নেই। পরিস্থিতি যা হয়েছে, আপনি সব শুনেছেন আশা করি?"

"মহাদেবী, আপনার উপর ভগবান মহাবীরের বিশেষ অনুগ্রহ। কলহ বিবাদ যত শীঘ্র মিটে যায়, ততই মঙ্গল। এই কলহের শেষ না হলে এর পরিণাম ভয়াবহ হত।"

স্বল্প হাসিয়া মহাদেবী কহিলেন, "আপনাদের আনন্দসূরি কিন্তু এ কথা স্বীকার করেন না।"

"সে কথা সত্য। আসল কথা, তার নিজের কোন একটা কাজের প্রয়োজন। এই কলহে লাভ ক্ষতি যে পক্ষেরই হউক, তার নিজের তো কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু সেও এখন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। আমি এইমাত্র শুনলাম চন্দ্রাবতীর জৈনসঙ্ঘ তাকে পদচ্যুত করেছে। এখন চন্দ্রাবতীতেও তার স্থান নেই।"

কিন্তু সন্ন্যাসী অত্যন্ত চতুর তাকে একবার ডাক তো, যদি সে যেতে চায় তো তাকে আমি কর্ণাবতী কিংবা মোঢ়েরাতে পাঠিয়ে দিতে পারি, সেখানে আপন প্রতিষ্ঠা খুঁজে নেবে।"

"তা সে হয়ত যেতে পারে। আমার মনে হয় সন্ন্যাসীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। একটু আগে দেখছিলাম কোন কোন সেনানায়ক তাকে পাটন আক্রমণ করবার জন্য উত্তেজিত করে মজা দেখছে।"

মহাদেবী হাসিয়া উঠিলেন। অল্প পরে আনন্দসূরী আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখভাব অত্যন্ত উগ্র। সে মহাদেবীকে একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করিল না।

"সন্ন্যাসী মহারাজ, শুনেছেন বোধ হয় আমি পাটনে ফিরে যাচ্ছি। বিজয়পালদেবও তাঁর সৈন্য নিয়ে চন্দ্রাবতী ফিরে যাচ্ছেন। এখন আপনি কী করবেন ঠিক করলেন?"

"মহাদেবী, ভগবান মহাবীরের কৃপায় আপনার যে সুযোগ এসেছিল

তার সদ্ব্যবহার করলে অনন্তকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে আপনার নাম অমর হয়ে থাকত, কিন্তু সে সুযোগ আপনি নেননি।"

"সে কথা শুনবার জন্য আমি আপনাকে ডাকিনি।" সন্ন্যাসীর ঔদ্ধত্য দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের পরিবর্ত্তে সহানুভূতির উদ্রেক হইল, হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যদি জীবনের বাকী ক'টা দিন শান্তিতে কাটাতে চান তো আমি আপনাকে মোঢ়েরায় পাঠিয়ে দিতে পারি। সেখানে আশ্রম রয়েছে আর আপনার সম্মানের হানি হবে না।"

"আমার সম্মান? মহাদেবী, আনন্দসূরি মিথ্যা সম্মানের প্রত্যাশী নয়।"

"তবে আর কী চাই আপনার?"

"জৈনধর্ম্মের অনুশাসনই আমার কাছে একমাত্র সত্য। মিথ্যা নাম বা সম্মানের প্রতি আমার কোন মোহ নেই।"

"কিন্তু আমি যে শুনলাম, চন্দ্রাবতীর সঙ্ঘ আপনাকে পদচ্যুত করেছে।"

সন্ন্যাসী উন্মাদের ন্যায় হাসিয়া উঠিল, "চন্দ্রাবতীর সংঘনেতা ক্ষুল্লক আবার একটা মানুষ? মহাদেবী, আমার জীবনের আদর্শই আমার কাছে সকলের আগে, সেই আদর্শের জন্য আমি কোন বাধাকেই স্বীকার করিনা। এর জন্যই আমি আপনাদের মত লোকের তোষামোদ করতে এসেছিলাম। কিন্তু আমার ভুল হয়েছে, আপনারা সকলেই সত্ত্বাহীন। ভগবান মহাবীরের বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করার মত মানুষ কেউ নেই।"

"তবে এখন কী করবেন ঠিক করেছেন?"

মহাদেবীর এই কথার উত্তর না দিয়া উন্মাদ সন্ন্যাসী কহিল, "আপনারা কী ভেবেছেন যে আপনাদের মত সামান্য লোকের সাহায্য

না পেলে আমার আদর্শ অসিদ্ধ থাকবে না, আমার সম্মান নষ্ট হবে? আবার নিশ্চয়ই এমন সময় আসবে, যে উদ্দেশ্য আজ সিদ্ধ হয়নি তখন হয়ত সেই রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাটের পাশেই আমায় দেখবেন।"

বিজয়পাল কহিল, "সন্ন্যাসী মহারাজ, মহাদেবী আপনাকে ভাল উপদেশ দিচ্ছেন, আপনি মোঢ়েরায় যান। তাছাড়া, সেখান থেকে মহাদেবীর কাজে সাহায্য করলে তাতে রাজ্যের গৌরবই বাড়বে।"

পরম উপেক্ষার সহিত সন্ন্যাসী কহিল, "বিজয়পাল, তোমায় কী বোঝাব? তুমি বালক মাত্র। তুমি যাও, রাজ্যের মিথ্যা গৌরব বাড়াবার চেষ্টা করোগে, আর নিজের ভুলের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াওগে। কিন্তু একদিন না একদিন আমার উদ্দেশ্য সফল হবেই, সে দিন তোমরা কোথায় থাকবে? দূরে চেয়ে দেখ, বিধর্ম্মী যবন দৃঢ়পদক্ষেপে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। তার পায়ের তলায় পবিত্র ভারতভূমি চূর্ণ হয়ে যাবে। পানিপথ, সিন্ধু ইতিমধ্যেই বিধর্ম্মীর হাতে চলে গেছে, এইবার তোমাদের দেশও চলে যাবে। তোমাদের মন্ত্রীরা গজনীর বাজারে দাস হিসাবে বিক্রী হবে। ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে সাম্রাজ্য স্থাপনা ব্যর্থ পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। আজ তোমরা মুঞ্জালের পরামর্শে ভুলেছ কিন্তু একদিন তোমরা আমার কথা স্বীকার করবে। তোমাদের মিথ্যা রাজ্য বা সম্মান আমি ঘৃণার সঙ্গে উপেক্ষা করি।" উন্মাদ সন্ন্যাসী একবার মহাদেবীর দিকে আর একবার বিজয়পালের দিকে অগ্নি-দৃষ্টিতে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল। দুইজনে কক্ষে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কাহারও বাকস্ফূর্ত্তি হইল না। সন্ন্যাসী একটা অভিসম্পাত করিয়া গেল!

"কিছুক্ষণ পরে মহাদেবী সংবিদ ফিরিয়া পাইলেন, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন বিজয়পালদেব, সন্ন্যাসী উন্মাদ

হয়ে গেছে। যাই হোক এই নূতন ব্যবস্থায় আপনার কী কিছু বলবার আছে? আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি একটা কথা বলি।”

“আদেশ করুন।”

“পাটনের কোন ক্ষমতা যদি আমার হাতে থাকে তো আপনাকে আমি সামন্ত নিযুক্ত করব আর পাটনে ডেকে পাঠাব।”

“আপনার অনুগ্রহ শিরোধার্য্য। পাটন আমার কাছে মাথার মণির মত, কিন্তু ক্ষমা করুন মহাদেবী, আমার কাছে আমার জন্মভূমি চন্দ্রাবতীর স্থান আরও আগে। আপনি দয়া করলে, নিশ্চয়ই সামন্ত হব কিন্তু পাটনে যেতে আদেশ করবেন না।”

“আচ্ছা, সে অবস্থা যদি সত্যই আসে তখন বিচার করে দেখা যাবে।”

বিজয়পাল মহাদেবীকে নমস্কার করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল ও সৈন্যদের শিবির উঠাইয়া যাত্রার আদেশ দিল। সৈন্যদলে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অসন্তোষের কারণ দেখা দিয়াছিল। প্রায় সকলেই একটা বড় রকম যুদ্ধের আশা করিয়াছিল, চন্দ্রাবতীর সকলেই জৈন, ভাবিতেছিল দেশে পুনরায় জৈনধর্ম্ম ও প্রাধান্য বিস্তৃত হইবে। এখন ব্যাপার অন্য রকম দেখিয়া অনেকেই মহাদেবী ও তাঁহার অনুচরদের গালি দিতেছিল। যাহা হউক, শেষ পর্য্যন্ত শিবির উঠাইয়া চন্দ্রাবতীর সেনা চলিয়া গেল, কেবল-মাত্র বিজয়পাল একা মহাদেবীর কাছে রহিলেন, তিনি পরে যাইবেন।

সন্ধ্যার সময় বিজয়পালের হস্তিপৃষ্ঠে মহাদেবী পাটন যাত্রা করিলেন এবং মুরারপাল, বিশ্বপাল, বিজয়পাল, বিনয়চন্দ্র ইত্যাদি সামন্ত অনুচর অশ্বপৃষ্ঠে অনুসরণ করিলেন। দূর হইতে পাটনের দুর্গ দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র মহাদেবীর চক্ষে জল আসিল। নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কত আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমস্তই নিষ্ফল হইয়াছে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই গম্ভীর মুঞ্জালের ভাবলেশহীন মুখচ্ছবি মনে পড়িল। পাটনের সর্ব্বজনপ্রিয়, কুশলী জননায়ক মহামন্ত্রী মুঞ্জালদেব। পাটনের ভবিষ্যতের জন্য তাঁহার

স্বার্থত্যাগের তুলনা নাই। নিজের স্ত্রী, ভগিনী, ভগিনীপতি সকলকেই এই পাটনের জন্য ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কী নিজের সামান্য ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকেও ফিরিয়া তাকান নাই। পাটনের নূতন শাসনতন্ত্রে এই কুশলী তীক্ষ্ণধী জননায়কের কোন স্থান নাই, অথচ আজ একমাত্র তাহারই চেষ্টায় দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছে। নিজের প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা হারাইবার জন্য মুঞ্জালের এতটুকু ক্ষোভ নাই, দুঃখ নাই, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য হাসিমুখেই সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহাদেবীর চোখের জল আর বাধা মানিল না।

মুঞ্জালের কথা মনে হইতে ত্রিভুবনের কথা মনে হইল। হংসার এই পুত্রের প্রতি মহাদেবীর নিভৃত অন্তরে যে বিপুল স্নেহ লুকাইয়াছিল তাহা বোধ হয় তিনি নিজেও জানিতেন না। এক সুকুমার তরুণ, অথচ কী গভীর দায়িত্ব তাহার মস্তকে। পাটনের দণ্ডনায়ক, দুর্গাধ্যক্ষ তরুণ ত্রিভুবনপাল। নূতন ব্যবস্থায় ইহারাই হইবে তাঁহার সহায়।

মোঢ়েরা দ্বারে কয়েকজন রক্ষীসহ বর্ষীয়ান খেলিরদেব, শেঠ শান্তিচন্দ্র, উদয় এবং বস্তুপাল মহাদেবীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মীনলদেবীর দিকে তাঁহারা কৃপা ও অনুকম্পার দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দ্বারে মুঞ্জালদেব বা ত্রিভুবন কাহাকেও দেখা গেল না। মহাদেবী অতি কষ্টে আপন ক্রোধ সংযত করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন।

পাটনের পথঘাট সমস্তই জনশূন্য, কোথাও একটিও প্রাণী বাহির হয় নাই। সর্ব্বত্রই শ্মশানের স্তব্ধতা, এমন কি লোকে পথে বাহির হওয়া দূরে থাক, গৃহের দ্বার বা গবাক্ষেও কেহ নাই। মহাদেবীর মনে হইল তিনি যেন চোরের মত নগরে প্রবেশ করিতেছেন।

ক্রমশঃ রাজপ্রাসাদ মহাদেবীর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেখানেও নিস্তব্ধতা, কেহ কোথাও নাই। মীনলদেবী মনে মনে ভাবিলেন, এই কী পূর্ব্বের প্রাসাদ? যদি ত্রিভুবন সত্যই সিংহাসনে বসিত তবে কী হইত?

নিজের অজ্ঞাতসারেই মহাদেবী শিহরিয়া উঠিলেন। হস্তি প্রাসাদের বিরাট সিংহদ্বার পার হইয়া ভিতরের চত্বরে প্রবেশ করিল। চত্বরে নায়ক কল্যাণমল্ল ও শান্তিচন্দ্র মহাদেবীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মহাদেবীর মনে হইল, তাঁহারাও যেন তাঁহাকে উপহাস ও তিরস্কার করিতেছেন; এমন কী সদাহাস্যময় শান্তিচন্দ্রের হাসিতেও আর পূর্ব্বের ঔজ্জ্বল্য নাই। মহাদেবী হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেলেন, কাহারও সহিত কোন সম্ভাষণ করিলেন না। প্রাসাদের দ্বিতলে রাজবৈদ্য লীলাধর দাঁড়াইয়া ছিলেন। মহাদেবীর মনে হইল বৃদ্ধ লীলাধরও যেন তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছেন। দূরে প্রত্যহের মত আজও খড়মের শব্দ করিতে করিতে পণ্ডিত বাচস্পতি পূজার জন্য এইদিকে আসিতেছিলেন, সেই খড়মের খট্ খট্ শব্দকে যেন তাঁহার নির্ম্মম পরিহাস বলিয়া বোধ হইল। মহাদেবীকে দেখিয়া প্রাসাদের পুরোমহিলারা দেখা করিতে আসিলেন, মহাদেবী কাহারও সহিত আলাপ করিলেন না, সোজা নিজের কক্ষে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কক্ষ হইতে ডাকিলেন, "বাহিরে কে আছে?"

মহাদেবীর নিত্য সহচর বৃদ্ধ সমরসেনের নিকট হইতে উত্তর আসিল, "আমি আছি মা।"

"সমর, একবার খবর নাও তো, ত্রিভুবনপাল, মুঞ্জালদেব, প্রসন্ন, এরা সব কোথায়? এখনও তো এরা কেউ দেখা করতে এল না।"

"আমি এখনই সংবাদ নিয়ে আসছি মা।" সমরসেন চলিয়া গেল।

কুমার জয়দেব বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, মহাদেবী তাহার বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলেন। দাসী ও ভৃত্যেরা চুপচাপ যাওয়া আসা করিতে লাগিল। সকলেই রহিয়াছে অথচ সর্ব্বত্রই এক অদ্ভুত অস্বাভাবিক নীরবতা। মহাদেবী অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে লাগিলেন। ধীরে ধীরে সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হইল, কিন্তু না আসিল

সমরসেন, না আসিল যাহাদের সন্ধান করিতে তাহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের কেহ।

মহাদেবী নিজের আহার শেষ করিলেন, তারপর শয়নের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় সমরসেন আসিয়া সংবাদ দিল, মুঞ্জালদেব প্রাসাদে আসিতে অসমর্থ।

মীনলদেবী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, কহিলেন, "কেন?"

"আমি তাঁর গৃহে গিয়েছিলাম, তিনি বল্লেন—"

"কী বল্লেন?"

"পাটনে তাঁর সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেছে, তিনি কালই যাবার উদ্যোগ করছেন।"

"কোথায় যাবেন তিনি?" মহাদেবী ক্রোধ ভুলিয়া ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন।

"তিনি আবু তীর্থে যাবার উদ্যোগ করেছেন।"

"মহামন্ত্রী এখন কোথায়? তিনি এখন প্রাসাদে নেই?"

"না মা, নিজের বাড়ীতে রয়েছেন।"

"ও! তিনি প্রাসাদও ছেড়ে দিয়েছেন?" মহাদেবী ভাবিবার চেষ্টা করিলেন, মুঞ্জাল কতকাল পরে আজ প্রাসাদ ছাড়িয়া তাঁহার নিজের গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন, তাহার পর এক সময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কী করে জানলে যে তিনি আবু তীর্থে যাচ্ছেন?"

"আমি তাঁর চাকরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মহামন্ত্রী আর প্রাসাদে আসবেন না।"

মহাদেবী ভুলিয়া গেলেন যে সম্মুখে ভৃত্য দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তিনি আত্মগতই কহিয়া উঠিলেন, "মুঞ্জাল না থাকলে আমার কী হবে?" পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলাইয়া কহিলেন, "সমর, তোমায় একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে, এখনই।"

"কোথায় মা?"

"যেখানে আমি যাব।'

"চলুন, আমি তৈরী।"

মহাদেবী কক্ষের ভিতরে গিয়া একখানা শালে আপাদমস্তক ঢাকিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, কহিলেন, "এস আমার সঙ্গে।"

ভৃত্য অনুসরণ করিল। মহাদেবী প্রাসাদের পিছনের একটি দ্বার দিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলেন।

প্রসন্নের বিজয়

মহাদেবী যেদিন পাটনে ফিরিয়া আসিলেন, সেইদিন দ্বিপ্রহরের কথা। অল্প পূর্ব্বে ত্রিভুবনের আদেশ পাইয়া বল্লভসেন পাটনে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বল্লভসেন ত্রিভুবনের নিকট হইতে মুঞ্জালের দৌত্য, পাটনের পরিস্থিতি ও তাহার নূতন দায়িত্ব সম্বন্ধে সমস্ত শুনিল। সে স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী, কোন উত্তর দিল না। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল যে মহাদেবীর পাটনে প্রত্যাবর্ত্তন তাহার মনঃপূত হয় নাই, তবুও প্রভুভক্ত বল্লভসেন মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদের পুত্রের মুখ চাহিয়া নূতন দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইল।

সকালে খেলীরদেব, বস্তুপাল ও উদয়শেঠ প্রমুখ পাটনের প্রধান প্রধান অধিবাসীরা যখন মহাদেবীকে পুনরায় পাটনে ফিরিয়া লইতে স্বীকার করিল, তখন হইতেই ত্রিভুবনের মন নিজ প্রতিজ্ঞা ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহের দোলায় দুলিতেছিলে। এই মানসিক অস্থিরতার মধ্যেও সারাদিন তাহাকে পাটনের নানাবিধ শাসনব্যবস্থা পরীক্ষা করিতে হইয়াছে।

ব্যস্ততার মধ্যে তাহারই মধ্যে বল্লভসেনের সহিত আলাপ করিতে হইয়াছে। কাজেই দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রসন্নের সহিত দেখা কর্বার কোন অবসর হয় নাই। দ্বিপ্রহরের পরই প্রথম অবসর মিলিল এবং প্রাসাদে ফিরিতেই প্রথমে প্রসন্নের সহিত দেখা হইল।

প্রসন্ন ত্রিভুবনের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, "ত্রিভুবন, এখন তুমি কী করবে?"

"কিসের কী করব?"

"তোমার নিজের সম্বন্ধে বলছি। কাল থেকে তো আমাদের দেখা সাক্ষাৎ করাও মুস্কিল হবে।"

"কেন, মুস্কিল আর কী? আগে তোমার পিসিমাকে তো আসতে দাও, তারপর এ বিষয়ে ভেবে দেখা যাবে।" ত্রিভুবন সামান্য হাসিল, কিন্তু বুদ্ধিমতী প্রসন্নের কাছে সেই হাসির কৃত্রিমতা ধরা পড়িয়া গেল।

"সেই ভাল, আমরা পরে ভেবে চিন্তে যা হয় একটা ঠিক করব, এখন চল।" প্রসন্ন অগ্রসর হইয়া আসিয়া শুষ্কমুখ ত্রিভুবনের কাঁধে হাত রাখিল। তাহার কথায় স্নেহ, ভালবাসা ঝড়িয়া পড়িতেছিল। ত্রিভুবনও তাহার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সস্নেহে চাপ দিল। ক্ষণেকের জন্য তাহার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরই সব নিভিয়া গেল।

প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "পিসিমা তো এখনই আসবেন, তুমি তার সঙ্গে আলাপ করবে না ত্রিভুবন?"

"আমি? আমার আর আলাপ করবার কী প্রয়োজন? আমার কাজও তো শেষ হয়ে গেল। এসব এখন থাক, এসব কথাও আর এক সময় হবে, কেমন?"

প্রসন্ন ত্রিভুবনের শেষের কথায় কান দিল না, ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল, "তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ?"

"আমার নিজের বাড়ী, বল্লভসেন এসেছে, সেও ঐখানেই উঠেছে। আচ্ছা এখন চলি, কেমন?" ত্রিভুবন প্রসন্নের হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু প্রসন্নের কিছু সন্দেহ হইল। ত্রিভুবনের কথাগুলো যেন কেমন ধরণের, সে যেন কিছু গোপন করিতেছে। তাহার কালকের আলোচনার কথা মনে হইল, ত্রিভুবন তো মুঞ্জালদেবের কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া লয় নাই। সে নিশ্চয়ই মনে মনে একটা কিছু ঠিক করিয়াছে। প্রসন্ন ছুটিয়া দ্বারের নিকট গেল এবং সামনেই এক রক্ষীকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "বলদেব, দেখ তো মণ্ডলেশ্বর মহারাজ কোথায় গেলেন? তাঁকে একটু অপেক্ষা করতে বলো, আমিও যাব তাঁর সঙ্গে।"

"মণ্ডলেশ্বর মহারাজ ঐ যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

প্রসন্ন ছুটিয়া ত্রিভুবনের নিকট গিয়া তাহার ঘোড়ার লাগাম ধরিল। ত্রিভুবন কহিল, "আবার কি হ'ল?"

"আমায় তোমার বাড়ীতে নিয়ে চল ত্রিভুবন।"

"সে এখন কী করে হয়? আমার অন্য অনেক কাজ রয়েছে।"

"কী কাজ আমায় বল। তুমি নিশ্চয়ই আমার কাছে কিছু গোপন করছ। আমি একলা তোমায় কিছুতেই ছেড়ে দেব না।"

ত্রিভুবন কিছুক্ষণ প্রসন্নের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "প্রসন্ন আমার প্রতিজ্ঞা আমায় রাখতেই হবে। কাজেই মীনলদেবী পাটনে আসবার আগেই আমি নগর ছেড়ে যাব ঠিক করেছি।"

"কোথায় যাবে?"

"যেখানে ইচ্ছা যাব। হয়ত দেহস্থলীতেই ফিরে যেতে পারি, কিন্তু সেখানে গেলেও আবার মণ্ডল নিয়ে গুর্জ্জরে অশান্তি দেখা দেবে। বিশেষ করে, পাটনের অধিকার প্রতিষ্ঠার কোন অন্তরায় হব না বলেছি। সমস্ত ভারতবর্ষ পড়ে রয়েছে; হয়ত নূতন কোন দেশ যুদ্ধ করে জয় করতে পারি।"

"আমায় নিয়ে চল ত্রিভুবন, তুমি যেখানে থাকবে আমিও সেখানেই থাকব। এখানে পাটনে শুধু শুধু পড়ে থেকে আমি কী করব?" প্রসন্ন ঘোড়ার লাগাম আরো জোরে আঁটিয়া ধরিল।

ত্রিভুবন তাঁহার হাতে হাত বুলাইতে লাগিল, তাহার পর কহিল, "প্রসন্ন, আমার সঙ্গে গেলে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে, পারবে?"

"আমি সব পারব।"

"তবে এস।" ত্রিভুবন হাত বাড়াইয়া দিল। প্রসন্ন তাহার হাত ধরিয়া ঘোড়ায় উঠিয়া বসিল। অশ্ব প্রাসাদের বাহির হইয়া গেল।

ইদানীং প্রাসাদের সকলেই ত্রিভুবন ও প্রসন্নকে একসাথে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ অনেকে জানিয়াছিল, কিন্তু আজ যেভাবে ইহারা বাহির হইয়া গেল, তাহাতে অনেকেরই মনে সন্দেহ হইল। দ্বিতলে আপন কক্ষে পণ্ডিত বাচস্পতি স্নান সাড়িয়া পূজার উদ্যোগ করিতেছিলেন, জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন ইহারা চলিয়া গেল। প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না কী করিবেন, তাহার পর উদয়শেঠকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সে আসিলে তাহাকে ব্যাপারটা খুলিয়া বলিলেন। উদয়শেঠ মহাদেবীকে অভ্যর্থনা করিতে মেঢ়েরী দ্বারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, বাচস্পতির কথা শুনিয়া হাঁ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।"

"পণ্ডিতজী, সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার মনে হয় ত্রিভুবন আর পাটনে ফিরবে না।"

"সে কী? তাহলে পাটনে রাজকার্য্য চলবে কী করে?"

"আর রাজকার্য্য! পণ্ডিতজী, ত্রিভুবনপাল মণ্ডলেশ্বর দেবপ্রসাদের ছেলে, সে কারও কথা শুনবে না।"

"কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না, যা হয় কিছু একটা করতে হবে। তুমি এক কাজ কর, এখনই মুঞ্জালদেবকে সংবাদ দাও।"

"সেটা মন্দ বলেননি, আমি এখনই সংবাদ দিচ্ছি।"

উদয়শেঠ নিজের স্বার্থ ছাড়া কোন কাজ করে না। ত্রিভুবনের সহিত তাহার পরিচয় মাত্র। এই কয়দিনের মধ্যে তাহাও নিজের কাজে লাগাইয়া পাটনের মন্ত্রী সাজিয়া বসিয়াছে। এখন ত্রিভুবন চলিয়া যাওয়ায় ভাবিয়া ঠিক করিল, ইহাতে নিজের কোন একটা সুবিধা করিয়া লইতে হইবে। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রথমে খেলিরদেবের কাছে গিয়া বলিল, "মহারাজ আমি একটু কাজে আটকে পড়েছি। আপনারা মোড়ের দরজার দিকে চলুন, আমি একটু পরে যাচ্ছি। তাহার পর সেখান হইতে মৃণালদেবের নিকট গিয়া ত্রিভুবনপালের পাটন পরিত্যাগের সংবাদ দিল।

এদিকে প্রসন্নকে লইয়া ত্রিভুবন প্রথম তাহার নিজের প্রাসাদে আসিল। প্রাসাদের কক্ষে আসিয়া ত্রিভুবন বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞাসা করিল, "প্রসন্ন, এখনও ভেবে দেখ, তুমি কী এখনই আমার সঙ্গে যেতে চাও, না এখন পাটনে অপেক্ষা করবে, আমি সুযোগমত পরে তোমায় এসে নিয়ে যাব? তাড়াতাড়ি বল, কারণ সন্ধ্যা হতে বিলম্ব নেই, মহাদেবী এখনই পাটনে এসে পড়বেন। আর তার আগেই আমায় নগর ত্যাগ করতে হবে।"

'আমি তোমার সঙ্গেই যাব, কিন্তু কোথায় যাবে ঠিক করেছ?"

"প্রথমে প্রভাসতীর্থ। আচ্ছা, তোমায় পুরুষের বেশ ঠিক মানাবে। পথে মেয়েদের চাইতে পুরুষের অনেক সুবিধা।" ত্রিভুবন হাসিয়া উঠিল।

"বাঃ! ঠিক বলেছ, খুব সোজা হবে।" প্রসন্ন আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল, 'তুমি ঘোড়া তৈরী কর, আর ছদ্মবেশ কোথায় আছে বল, আমি এখনই তৈরী হয়ে নিচ্ছি।" ত্রিভুবন প্রসন্নকে ছদ্মবেশ বাহির করিয়া দিল, তাহার পর অশ্ব প্রস্তুত করিতে আদেশ দিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল।

প্রসন্ন বেশ পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পাজামা, মূর্জাই প্রভৃতি পুরুষের পোষাক, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল, তাহার পর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই। সে তাড়াতাড়ি শাড়ী ছাড়িয়া পাজামা ও মূর্জাই পরিয়া লইল। সম্মুখেই দীর্ঘ মুকুরে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, প্রসন্ন নানা ভঙ্গীতে নিজেকে দেখিতে লাগিল। মাথায় দীর্ঘ কেশদাম থাকিতে পুরুষ হওয়া যায় না, কাজেই কেশ চূড়া করিয়া বাঁধিয়া তাহার উপর পাগড়ী বাঁধিল। এইবার ঠিক হইয়াছে। প্রসন্ন মুকুরের কাছে মুখ লইয়া গেল, আর চারিদিকে চাহিল। তাহার পর মুকুরে নিজের ওষ্ঠেই চুম্বন আঁকিয়া দিল, বলিল, "আমার প্রসন্নলাল।"

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের দ্বার খেলার শব্দ হইল, মুখ না ফিরাইয়াই প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিল, "কী, ঘোড়া ঠিক হল?" মুকুরে দীর্ঘ ছায়া পড়িল। প্রসন্ন চমকাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, দ্বারে দীর্ঘদেহ মুঞ্জালদেব দাঁড়াইয়া আছেন। উদয়শেঠের নিকট সংবাদ পাইয়া তিনি ত্রিভুবনের খোঁজে আসিয়াছেন।

লজ্জায় প্রসন্নের কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। পালাইবারও পথ নাই, দ্বার আটকাইয়া মুঞ্জালদেব দাঁড়াইয়া আছেন। প্রসন্নকে দেখিয়া মুঞ্জালের ভাবলেশহীন মুখের কোন পরিবর্ত্তন হইল না, শুধু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে? প্রসন্ন, ত্রিভুবন কোথায়? কী ব্যাপার? পাটন ছাড়বার আয়োজন করছ না কি?

প্রসন্ন শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"তোমরা কী সকলেই একসঙ্গে পাগল হয়ে গেলে নাকি? ত্রিভুবন পাটন ত্যাগ করে যেতে চাইছে, কোথায় তাকে তুমি বাধা দেবে তা নয়, তুমিও তার সঙ্গে চলবার উদ্যোগ করছ, আশ্চর্য্য! ত্রিভুবন কোথায়?"

"ঘোড়া ঠিক করতে গেছেন।"

"প্রসন্ন! এখনও সময় আছে, এখনও ত্রিভুবনকে ফেরান যায়। নিজের দেশ ছেড়ে বাইরে গিয়ে তোমরা করবেই বা কী? যারা ভীরু, কাপুরুষ, তারাই আপন অধিকার ফেলে পালিয়ে যায়। পাটনে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে সুখ, শান্তি, খ্যাতি। সেইসব ছেড়ে বাইরে গিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কী লাভ হবে আমায় বলতে পার?"

"আমি সামান্যা নারী হয়ে কী করতে পারি বলুন?"

"কে বলে তুমি সামান্যা? ইচ্ছা করলে একমাত্র তুমিই ত্রিভুবনকে এই সর্ব্বনাশা মোহ থেকে নিবৃত্ত করতে পার। একমাত্র তোমার কথাই সে শুনবে। অন্ততঃ একবার চেষ্টা করে তো দেখ। আমি নিজে বলতাম, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি আমার কথায় সে ভয় পায়, আর ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।"

"আমার কথাও তিনি শুনবেন বলে বোধ হয় না।"

"তোমার শক্তি তুমি নিজেই জান না, কিন্তু আমি তোমায় চিনি। তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ। ত্রিভুবন সারা গুর্জ্জরের দণ্ডনায়ক। আজ সোলাঙ্কী রাজবংশ আর পাটনের তাম্রচূড় বিজয় পতাকার সেই হল প্রধান রক্ষাকর্ত্তা অভিভাবক। এত বড় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তোমরা আজ ছেড়ে দিতে বসেছ?"

মুঞ্জালদেবের কথায় প্রসন্ন মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িল। তাহার নিজেরও এই পাটনত্যাগের ইচ্ছা কোন সময়েই ভাল বোধ হয় নাই। সে কহিল "মন্ত্রী মহারাজ, আপনি এখানেই থাকুন, আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু আমার কথা যদি না শুনেন তখন?"

"মানবে না কেন, মানতেই হবে। আমার হংসা আর দেবপ্রসাদের বংশ এই ভাবে আমি কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারি না। সে তোমার কথা যদি না শোনে, আমাকেই বাধ্য হয়ে চেষ্টা করতে হবে। আমি

এই পাশের ঘরেই রইলাম।" মৃণাল পাশের কক্ষে চলিয়া গেলেন। প্রসন্ন মহামন্ত্রীর কথা ভাবিতে লাগিল, সত্যইতো নিজের দেশ ছেড়ে পরবাসী হব কেন?

কিছুক্ষণ বাদে ত্রিভুবন ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "কী, তুমি তৈরী হয়েছ? বাঃ পুরুষের বেশে তোমায় চমৎকার মানিয়েছে। ঘোড়া তৈরী, চল যাবার সময় হয়েছে।"

প্রসন্নের চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। আর্দ্র দুইটি চক্ষু ত্রিভুবনের মুখের দিকে তুলিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "ত্রিভুবন, তুমি আমার স্বামী, আমার ইহকাল পরকালের দেবতা; আজ আমার একটা কথা রাখবে?"

"কি ব্যাপার বল তো? এই সময় তোমার কথা রাখবার অবসর কোথায়? মহাদেবী এখনই নগরে এসে পড়বেন।"

"আসুন ফিরে, ক্ষতি কী? তুমি আমার কথা শোন, আমাদের না গেলেই কী নয়? এখানে আমরা কারও চেয়ে ছোট বা হীন নই। ন্যায় ছাড়া কোন অন্যায় আমরা করিনি, তবে এই রকম ভীরু কাপুরুষের মত নিজের দেশ, দাবী ছেড়ে পালিয়ে যাব কেন?"

ত্রিভুবন কথা বলিবে কি, বিস্ফারিতনেত্রে প্রসন্নের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কঠোরকণ্ঠে কহিল, "প্রসন্ন! এই জন্যই তুমি আমার সঙ্গে এখানে এসেছ? আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাই তোমার উদ্দেশ্য? কিন্তু আমার কথার কোন পরিবর্ত্তন হবে না, তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও না এখানে থাকবে তাই বল।"

"তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানেই যাব ত্রিভুবন। সারা জীবন আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে। দেশের দণ্ডনায়কের সম্মান তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, আমারও তাই সাধ যে আমার স্বামী হবে

দেশের শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ। তুমি এইখানেই থাক ত্রিভুবন।" প্রসন্ন তাহার হাত ধরিল।

"তোমার কী হয়েছে বল ত? এই তো যাবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছিলে, আর মুহূর্ত্তের মধ্যেই মত বদ্‌লে গেল? তুমি যাবে কী না তাই বল?" ত্রিভুবন প্রসন্নকে লইয়াই দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার কেবল মনে হইতেছিল, প্রতিমুহূর্ত্তেই মহাদেবী পাটনের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। প্রসন্ন নিরুপায় হইয়া দুইহাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, যেন কিছুতেই যাইতে দিবে না।

"না, তুমি কিছুতেই যেতে পাবে না। তুমি আমার স্বামী, তোমার খ্যাতি, প্রতিষ্ঠাই আমার আনন্দ, কেন তুমি এসব ছেড়ে যাবে? পাটনের জন্য তোমার পূর্ব্বপুরুষের স্বার্থত্যাগ ভুলে গেলে? তাদের মুখ চেয়ে তোমার দেশ, তোমার স্ত্রী, এদের মুখ চেয়েও তুমি নিবৃত্ত হও।"

ত্রিভুবন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, কহিল, "তার মানে তুমি যাবে না, এই তো? বেশ, আমায় ছেড়ে দাও।" ত্রিভুবন হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

"না, না, ত্রিভুবন, আমার একটা কথা রাখ।" প্রসন্ন আরও দৃঢ়ভাবে তাহাকে জড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল।

"ছেড়ে দাও আমাকে!" ত্রিভুবন এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করিয়া লইল।

প্রসন্ন সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া একটিমাত্র কথা বাহির হইল, "ত্রিভুবন!" তাহার পরেই অজ্ঞান হইয়া গেল।

ত্রিভুবন প্রসন্নের দিকে ফিরিয়া না চাহিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ কাহার পরিচিত আহ্বান শুনিয়া ফিরিয়া চাহিল ও মুঞ্জালদেবকে দেখিবামাত্র তাহার গতি বন্ধ হইয়া গেল।

"যে প্রসন্ন তোমায় অন্ততঃ হাজার বার বাঁচিয়েছে তার এই প্রতিদান! চমৎকার!" মৃণাল হাত দিয়া প্রসন্নকে দেখাইয়া দিলেন। প্রসন্ন মেঝেতে পড়িবার সময় চৌকীর কোণে মাথায় আঘাত লাগিয়া রক্ত পড়িতেছিল।

ত্রিভুবন প্রসন্নের দিকে নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত চাহিয়া রহিল। মৃণালও তীব্রদৃষ্টিতে ত্রিভুবনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ত্রিভুবন একবার প্রসন্ন ও মৃণালের দিকে চাহিল, ক্রমশঃ তাহার মুখে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখা দিল। তাহার পর অগ্রসর হইইয়া প্রসন্নের শিয়রে বসিয়া তাহার শির নিজের কোলে উঠাইয়া লইল। প্রসন্নের কপাল দিয়া তখন বেগে রক্ত পড়িতেছিল।

"তুমি ওকে দেখ, পায়ের মোজাটা খুলে দাও। আর কপালের যেখান থেকে রক্ত বেরুচ্ছে সেখানটা টিপে ধরো। আমি লীলাধরদেবকে ডেকেনিয়ে আসছি।" মৃণাল চলিয়া গেলেন।

অবিলম্বে লীলাধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক চেষ্টায় রক্ত বন্ধ হইল এবং আরও কিছুক্ষণ পরে প্রসন্নের জ্ঞান হইল। সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, "ত্রিভুবন।"

"এই যে আমি, প্রসন্ন।"

"আমরা এখন কোথায়?"

"কেন, পাটনে? তুমি নিশ্চিন্ত থাক, তুমি যেখানেই থাকতে চাইবে আমিও সেইখানেই থাকব।" ত্রিভুবন প্রসন্নকে জড়াইয়া ধরিল।

আমায় ছেড়ে যেও না

অনেক বিলম্বে মুঞ্জালদেব ত্রিভুবনের প্রাসাদ হইতে নিজের আবাসে ফিরিয়া আসিলেন। পাটনের রাজতন্ত্র যে তিনি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবনকেও তাহার মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছেন ইহাতে তাঁহার যথেষ্ট আনন্দ হইতেছিল। মহাদেবীও ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং পূর্ব্বে যাহাই হউক, অধিবাসীরা আবার তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে। মহামন্ত্রীর মনে হইল, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। এইবার রাজ্য সুশৃঙ্খলে চলিবে এবং তিনিও নিশ্চিন্তমনে অবসর লইতে পারিবেন। গভীর রাত্রে মুঞ্জাল পদব্রজে নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

নিশীথ রাত্রে জনশূন্য রাজপথ দিয়া একাকী হাঁটিতে হাঁটিতে তাহার মনে এক অদ্ভুত ভাব উপস্থিত হইল। তিনি যে জীবন পার হইয়া আসিয়াছেন, মনে মনে তাহারই লাভ-ক্ষতি হিসাব করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, পাটনের ভবিষ্যৎ নাগরিক যখন পুরাতন পাটনের কথা চিন্তা করিবে তখন তাহারা কি তাঁহার কথা মনে করিবে? তা হয়ত করিবে, সোলাঙ্কী বংশের নাম যদি বাঁচিয়া থাকে, মুঞ্জালদেবেরও নাম বাঁচিয়া থাকিবে।

মুঞ্জালের গৃহে তাঁহার ভৃত্য বাহিরের চত্বরে অপেক্ষা করিতেছিল এবং তিনি পৌঁছিবামাত্র কহিল, একজন স্ত্রীলোক অনেকক্ষণ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে। মুঞ্জাল হাসিলেন। নগরের বহু নরনারী নানা আপদে বিপদে বা অভাবে পড়িলে তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য মধ্যে মধ্যে আসিয়া থাকে, কিন্তু এখন আর কী হইবে? এতদিন তাঁহার শক্তি ছিল, তিনি ছিলেন মহামন্ত্রী মুঞ্জাল, কিন্তু এখন আর

সে সত্তা নাই, এখন অনেকের মত তিনিও একজন সাধারণ নাগরিক মাত্র। তিনি প্রশ্ন করিলেন, "কোথায় বসিয়েছ তাঁকে ?"

"উপরে রয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একজন ভৃত্যও আছে।"

"বেশ," মুঞ্জালদেব উপরে চলিয়া গেলেন। দ্বিতলে সিঁড়ির কাছেই কে একজন বসিয়াছিল, মুঞ্জালদেবের পদশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। মুঞ্জাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি ভাই ?"

"আজ্ঞা আমি।"

"কে, সমরসেন ? তুমি হঠাৎ এমন সময় এখানে ?"

সমরসেন আভূমি অভিবাদন করিল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "মহাদেবী এসেছেন যে ?"

"কে ? মহাদেবী এসেছেন ?" মুঞ্জাল চকিত হইয়া উঠিলেন।

"আজ্ঞা হাঁ।"

মুঞ্জাল তাড়াতাড়ি কক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া গিয়া কহিলেন, "কে, মীনলদেবী ? হঠাৎ আমার বাড়ীতে ?"

"কেন, আসতে নেই ? আপনার স্ত্রী যখন বেঁচে ছিলেন, তখন একবার এসেছিলাম। উঃ, কতদিন হয়ে গেল।"

"তা ত হল, কিন্তু এখানে যে এসেছেন, কেউ যদি জানতে পারে তো কী হবে ?"

"জানুক, তাতে ক্ষতি নেই। আমার এখন যে অবস্থা তাতে আমায় দেখে কে কী মনে করে বসল তা জানবার অবসর নেই।"

"যারা সাধারণ লোক তাদেরই মুখে এইসব কথা শোভা পায়, কিন্তু মনুষ্যসমাজের উপরের স্তরে বাস করতে হলে অপরে কী বলে সেদিকে লক্ষ্য না রেখে বাস করা চলে না। সে যাক, এখন প্রাসাদ ছেড়ে আমার গৃহে কেন এসেছেন তাই বলুন।"

"তুমি এত বছর পর রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এই বাড়ীতে ফিরে এলে যে?"

মহাদেবীর কথায় মুঞ্জাল যেন অল্পক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। তাহার পর একবার তীব্রদৃষ্টিতে মহাদেবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মীনলদেবী, পুরাতন কথা তুলে কোন পক্ষেরই আর কোন লাভ আছে বলে মনে হয় না। আপনি কেন এসেছেন তা বুঝতে পেরেছি, কিন্তু আমার সঙ্গে আর রাজ্যের কী সম্বন্ধ? আমি সত্যই বড় ক্লান্ত, আর সেইজন্যই অবসর নিয়েছি। আমি আবু তীর্থে যাচ্ছি, আর জীবনের বাকী কটা দিন সেইখানেই কাটিয়ে দেব।"

"মুঞ্জাল, তুমি এই কথা বলে আমায় ভোলাতে চাও? তুমি কি ভেবেছ আমি জানি না যে এখনও রাজ্য পরিচালনায় তোমার মত দক্ষ লোক ভারতবর্ষে আর কেহ নেই? আর ক্লান্তির কথা বলছ? তুমি ইচ্ছা করলে এখনও সারা ভারতের রাজতন্ত্র পরিচালনা করতে পার।"

"মহাদেবী, আপনি জানেন না, কত বড় পরিবর্ত্তন আমার মধ্যে হয়েছে। আপনি একদিন আমায় বন্দী করেছিলেন, সেদিন আমার ক্রোধের সীমা ছিল না, কিন্তু তারপরই নিজে বাঁচবার জন্য আমারই সাহায্য চাইতে এতটুকু দ্বিধা করেন নি। সেদিন আপনাকে দেখে আমি নিরাশ হয়েছিলাম, কতবড় সম্ভাবনার কী শোচনীয় পরিণতি! পরে পাটনবাসীর সাহস দেখে আবার গুর্জ্জরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা হয়েছিল, কিন্তু উৎসাহ পাইনি। অবসর নিয়েও নিস্তার নেই। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে পাটনের দণ্ডনায়ককে আমাকেই ফিরিয়ে আনতে হয়েছে। কিন্তু আর নয়। দেখুন আমার বয়স এখনও চল্লিশ পার হয়নি, কিন্তু আমি মনে প্রাণে বৃদ্ধ হয়ে গেছি। রাজনীতিকের জীবনে যে স্বল্প পাথেয় তাই আমার থাক, আমি রাজনীতির আবর্ত্তে আর নেই।"

মহাদেবী মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, "ত্রিভুবন কোথায় চলে যাচ্ছিল ?"

মৃণাল অন্যমনস্কভাবে কহিলেন, "হাঁ, নিজের প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্য পাটন ছেড়ে অন্য কোন দেশে চলে যাচ্ছিল।"

"ওঃ ! তার যাওয়া বন্ধ করেছ ? কে আটকালে তাকে, তুমি ?"

"না, আমি নই, আপনার প্রসন্ন, বেচারীর কপালটা অনেকখানি কেটে গেছে। এখন অবশ্য ভাল আছে, লীলাধর সব ঠিক করে দিয়েছে। হাঁ, কী বলছিলাম—পাটনের জন্য এত করেছি, অথচ যার জন্য করেছি সে কী ভাবে তার প্রতিদান দিয়েছে ? যাক্, পাটনে আবার শান্তি ফিরে এসেছে, রাজ্য পরিচালনাও এখন যোগ্য লোকের হাতে, আমি আজ নিশ্চিন্ত, আমার সম্মুখে আজ অনন্ত অবসর।"

"এতো তোমার নিজের কথা, আমার কথাটাও শোন। আমার সমস্ত অপরাধ আমি স্বীকার করছি, বিখরাটে শিবির সন্নিবেশ করা পর্য্যন্ত আমি রাজ্যের ক্ষমতা লাভের নেশায় অন্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বের একরাত্রির কথা আমার মনে হল, তারপর থেকেই আমার সমস্ত কিছুরই পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, তোমার মনে আছে সেই রাত্রির কথা ?"

মৃণাল উত্তর দিলেন না, মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিলেন।

"চন্দ্রপুরে একরাত্রির কথা মনে পড়ছে তোমার ? সেদিন আমি ঐ প্রসন্নের মতই সরল ও ছোট ছিলাম। সেদিন কে আমায় ভুলিয়েছিল ?" মহাদেবীর দুইচক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। মৃণাল একবার মহাদেবীর দিকে চাহিয়া পুনরায় মাথা নীচু করিলেন।

"ও রকম করে মাথা নীচু করে বসে থাকলে চলবে না। তুমি আজ মহাপুরুষ, সংসারের সুখদুঃখ তোমায় স্পর্শ করে না, কিন্তু আমি সামান্যা নারী, ভোগলালসার অধীন, আমাদের মুক্তি অত শীঘ্র হয়

না। বহুকাল পূর্ব্বে সেই রাণীর কথা মনে কর, আমি আজও তেমনিই আছি।"

"মীনলদেবী, বহুকাল আগে যা হয়ে গেছে, তার কথা এখন তুলে কী লাভ হবে?"

"আমিও তাই বলি, গত দশ বৎসর যে ভাবে পার হয়ে এসেছে, তখন আর ছেলেবেলার সেই কথা মনে করে লাভ নেই, যা হয়ে গেছে তাকে আর মনে করব না।" মুঞ্জাল মাথা নাড়িলেন।

"কিন্তু তুমিও আমায় ঠকাতে পারনি, বিখরাটেই আমি বুঝেছি তোমারও পরিবর্ত্তন হয়নি। বহুকাল পূর্ব্বে চন্দ্রপুরে তুমি যেমন ছিলে আজও তেমনিই আছ, আমি জানি তোমার মন কোথায় বাঁধা আছে।"

"মীনলদেবী এইসব কথা এখন উঠিয়ে সত্যই কোন লাভ নেই।"

"বেশ, বলব না, কিন্তু একটা কথা দাও।"

"কী কথা?"

"পাটন ছেড়ে যাবার আশা তোমাকে ছাড়তে হবে।"

"তা সম্ভব নয় মহাদেবী। সত্য কথা বলতে কী, আমার অপমান আমি ভুলতে পারিনি, সেই অপমানের পর ইচ্ছে করলেও আমার আর পাটনে থাকা সম্ভব নয়। তারপর হংসার শোচনীয় মৃত্যুও আমায় কম আঘাত করেনি। আপনি জানেন না, আমার বহু পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, আগের শক্তিও আর আমার নেই। কাজেই মিছামিছি পাটনে বসে থেকে আমি আর কী করব?"

"রাজ্যে তোমার কিছু করবার নেই বলতে চাও? সমস্ত সাম্রাজ্যের অভিভাবক তুমি ছাড়া আর কে হবে।"

"না না, আর সত্যই থাকা যায় না, সারা পাটনের অধিবাসীরা জানে আমি বন্দী হয়েছিলাম সে কথা আমি ভুলি কী করে বল? আমি তোমায় মিথ্যা বলছি না, এই প্রসঙ্গ তুমি আর তুলো না।"

"না তোমায় ভুলতে হবে সেই অপমানের কথা। আমার সেই পাপের শাস্তির জন্য যে কোন প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজী আছি।"

"কী প্রায়শ্চিত্ত করবে শুনি?" মৃণালদেব হাসিয়া উঠিলেন।

"বল কী করলে তুমি আমায় ক্ষমা করবে? তোমার পায়ে ধরছি। জান মৃণাল, আজ আমার বিবাহের রাত্রের কথা মনে আসছে, সেদিন আমরা দুজন কী শপথ করেছিলাম মনে আছে?"

"হাঁ, আর সেই শপথ এতদিন পরে যাতে ভেঙ্গে না যায় বিশেষ করে তার জন্যও আমি পাটন ছেড়ে যাচ্ছি। আমরা শপথ করেছিলাম যে ভাই বোনের সম্বন্ধ ছাড়া অন্য কোন সম্বন্ধ আমাদের মধ্যে থাকবে না। আমাদের চিন্তা, কথা বা কোন কাজের দ্বারাই গুর্জ্জরের গৌরবকে আমরা দূষিত করব না, একমাত্র রাজকার্য্যের বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলাপ করবনা, এমন কী রাজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন বিষয়ে পরস্পর বাক্যালাপ পর্যন্ত করব না। আর প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাদের মধ্যে যাই থাক, আমি আপদে বিপদে নিঃস্বার্থ বন্ধুর মত তোমায় পরামর্শ দেব। পনের বছর পরে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সেই শপথ তুমি ভেঙ্গে দিতে চাও মহাদেবী?"

"মৃণাল, তুমি আমার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে কী করে তোমার শপথ পালন করবে? দূরে চলে গেলে তুমি কী করে আমায় সাহায্য করবে, কী করে আমার বিপদ আপদে উপদেশ দেবে? শপথ কেবল আমিই ভঙ্গ করিনি, তুমি নিজেও ভাঙতে যাচ্ছ। আমার আর মহাদেবী হয়ে কাজ নেই মৃণাল, পাটনে আমি যদি থাকি, তোমার সঙ্গে থাকব, নইলে তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।"

"তুমি মিথ্যা আমায় সমস্যায় ফেলছ। আমি সত্যই বলছি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন হবার নয়।"

"তোমার সমস্যা স্বীকার করি, কিন্তু সে মিথ্যা নয়, সত্য, কঠিন

এবং সম্পূর্ণ বাস্তব। তুমি আমায় পাটনে ফিরিয়ে এনেছ, একবার নয়, দুবার আর আমি তোমায় পাটনের বাইরে যেতে দেব? তুমি আমায় এমনই অকৃতজ্ঞ ভেবেছ?" উত্তেজিত মহাদেবী মুঞ্জালের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আরে, কী করছ তুমি?"

"ভগবানের শপথ, আমি কিছুতেই ফিরব না। তোমার স্থান যেখানে, আমার স্থানও সেইখানে। দেখি কী করে তুমি তোমার মীনলকে ফেলে থাকতে পার।" মহাদেবী মুঞ্জালের হাত জড়াইয়া ধরিলেন, "ভুলে যাও মুঞ্জাল, আমি পাটনের মহাদেবী। ষোল বছর আগে চন্দ্রপুরের যে কিশোরী একদিন তোমার সঙ্গ পাবার জন্য পাগল হয়েছিল সে আজ তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছে, পাটন ছেড়ে যাবার সঙ্কল্প তুমি ত্যাগ কর। বল।"

"মহা—"

"না, মহাদেবী নয়, বল মীনল।"

নিরুপায় মুঞ্জাল কহিলেন, "আচ্ছা মীনলদেবী, আমি ভেবে দেখব যদি সম্ভব হয় পাটনেই থাকব, কথা দিচ্ছি। এইবার তুমি প্রাসাদে ফিরে যাও, অনেক রাত হয়েছে।"

"কিছুতেই না, আগে আমায় কথা দাও, আমার সঙ্গে ফিরে চল। তুমি না গেলে আমি কিছুতেই যাব না।"

মুঞ্জাল মহাদেবীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর মুখ নীচু করিলেন। তাঁহার সারা দেহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, "বেশ আমি রাজী আছি, এইবার ছেড়ে দাও।"

"মনে থাকে যেন কথা দিচ্ছ।"

"হাঁ কথা দিচ্ছি।"

"আমার মুঞ্জাল, আমার মুঞ্জাল!" মহাদেবী মহামন্ত্রীকে সারা দেহ দিয়া জড়াইয়া ধরিলেন।

সময় অতিবাহিত হঠাৎ, মুঞ্জাল গভীর কণ্ঠে কহিলেন "মীনল এভাবে নয়, আমি পাটনে থাকব কথা দিচ্ছি কিন্তু একসর্তে। তোমার চন্দ্রপুরের সেই প্রতিজ্ঞা আবার নূতন করে করতে হবে। ভেবে দেখ, রাজী আছ?"

"হাঁ রাজী আছি, যদি কখনও ভুল করি, আমায় মনে করিয়ে দিও, কিন্তু আমায় ছেড়ে কোথায় যেও না।"

মহারাজ কর্ণদেব

সকালে নিদ্রাভঙ্গের পর. উদয়শেঠ অত্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল যে পাটনের এই কয়দিনের পরিস্থিতির মধ্যে যদি লাভ কাহারও হইয়া থাকে তো একমাত্র তাহারই। নগরে অধিবাসীদের বিদ্রোহ, ত্রিভুবনপালের যুদ্ধের আয়োজন সব কিছুই হইল। মধ্য হইতে ভাগ্য খুলিয়া গেল উদয়শেঠের; সে আজ পাটনের মন্ত্রী হইয়া বসিয়াছে। তাহার পর মুঞ্জালদেব অবসর লইয়া চলিয়া যাইতেছেন, আর তাহাকে পায় কে?

উদয়শেঠ বাহিরে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় নায়ক ভুলিরসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তখনও নূতন ব্যবস্থায় কোন নূতন মণ্ডল পাইবার আশায় ঘুরিতেছিল, উদয়শেঠকে দেখিতে পাইয়া কহিল, "মন্ত্রী মহারাজ আজ যে নূতন কথা শুনি।"

"কী আবার শুনলে?"

"প্রসন্ন নাকী মৃত্যুশয্যায় আর মুঞ্জালদেব আর তীর্থে যাবেন না, এই-খানেই থাকবেন।"

সংবাদ শুনিয়া উদয়ের মুখ শুকাইয়া গেল, "অ্যাঁ, তাই নাকি? মুঞ্জালদেব যদি পাটনে থাকেন তো আমায় আর কে মানবে? আরে যাও,

এ তোমার ঠাট্টা মহামন্ত্রী কাল আমায় নিজে বলেছেন যে তিনি আজ তীর্থে যাচ্ছেন।"

"বিশ্বাস না হয়, প্রাসাদে আসছেন তো, সেইখানেই সব জানতে পারবেন," ভুলিরসিংহ চলিয়া গেল। কিন্তু বেচারী উদয়শেঠ বিষম চিন্তায় পড়িয়া গেল। যত শীঘ্র সম্ভব রাজপ্রাসাদে আসিয়া দেখিল সেখানে রাতারাতি সমস্ত কিছুরই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদের সমস্ত রাজকার্য্য আগের মতই সুশৃঙ্খল ভাবে চলিতেছে। সকলেই তৎপরতার সহিত আসা যাওয়া করিতেছে, সকলেই কাজে ব্যস্ত। উদয়ের বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল।

নিকটে কল্যাণসিংহ কি কাজে যাইতেছিল। উদয় তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, "কল্যাণ, কী ব্যাপার, আজ যে বড় ব্যস্ত দেখি?"

কল্যান উদয়শেঠকে দেখিতে পাইয়া সামান্য একটা নমস্কার করিয়া কহিল, "ব্যাপার আর কী? সবই কুশল।" কল্যাণসিংহ চলিয়া গেল। উদয়শেঠ দেখিল বিপদ, কেহই কোন কথা বলে না, সকলেই ব্যস্ত। সে অগত্যা রাজবৈদ্য লীলাধরের খোঁজে গেল, বৃদ্ধের নিকট সমস্ত সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সেখানেও বিশেষ সুবিধা হইল না। লীলাধর প্রসন্নর শুশ্রূষা করিতেছিলেন, দেখা হইল না।

উদয় অগত্যা একবার মহাদেবীর সহিত আলাপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভাগ্য অপ্রসন্ন, সমরসেন বলিল, মহাদেবী মুঞ্জালদেবের সহিত আলাপ করিতেছেন এখন দেখা হইবে না। মুঞ্জালদেব—উদয়ের মনে হইল, কেহ যেন তাহাকে আঘাত করিল। সেইজন্যই প্রাসাদে এত শৃঙ্খলা, সমস্ত কাজই নিয়মমত চলিতেছে। মুঞ্জাল পাটনে থাকিলে আর কোন সুবিধার আশা নাই। উদয় ভুলিয়া গেল যে নূতন ব্যবস্থায় সে নিজেও একজন মন্ত্রী। সে প্রথমে ভাবিয়া পাইল না কী করিবে, তাহার পর এক সময় ধীরে ধীরে মুঞ্জালদেবের কক্ষের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল।

কক্ষে ভয়ানক ভীড়। পাটনের প্রধান প্রধান নাগরিক সকলেই মহামন্ত্রীর সহিত আলাপ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। মুঞ্জালদেব তখনও আসেন নাই। সকলের মধ্যে উদয়শেঠও গিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে মহামন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সকলের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। সংক্ষেপে দুই এক কথায় তিনি সকলকেই বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহাকে মহাদেবীর আদেশে আবু তীর্থে যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান পাটনের নূতন পরিস্থিতির মধ্যে তাঁহার নগর ত্যাগ করা ঠিক হইবে না। আলাপ ও সম্ভাষণাদির পর সকলে চলিয়া গেলেন। উদয়শেঠও যাইবার উপক্রম করিতেছিল, মহামন্ত্রী তাহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, "মন্ত্রী উদয়শেঠ, একটু অপেক্ষা করুন আপনার সঙ্গে কথা আছে।" উদয়শেঠ বসিয়া রহিল।

অবসর হইলে মুঞ্জালদেব কহিলেন, "উদয়শেঠজী আপনাকে একটি বিশেষ কাজের ভার দিতে চাই। কুমার জয়দেবের অভিষেক অবিলম্বে হওয়া দরকার, তার সমস্ত ভার আমি আপনার উপর দিতে চাই। এখনই বিশ্বপালকে মালবরাজের নিকট পাঠাতে হচ্ছে, যদি তার কথায় মালবরাজ আর চার দিনের মধ্যে গুর্জ্জর ত্যাগ না করে, বল্লভসেনকে সসৈন্যে পাঠাতে হবে। কাজেই এদের কাহাকেও পাওয়া যাবে না, অথচ অভিষেক কিছুতেই ফেলে রাখা যাবে না। একমাত্র উপায় আপনি। মনে রাখবেন, অভিষেকের সময় এমন উৎসব করতে হবে যা গুর্জ্জরে এর আগে কখনও হয় নি। আমি সমস্ত মণ্ডলেশ্বরদেরই নিমন্ত্রণ করব ভাবছি। আপনি পাটনের সম্মান রাখতে পারবেন তো?"

উদয় ভাবিয়াছিল মুঞ্জাল থাকিতে আর তাহার কোন প্রয়োজনই হইবে না, এখন দেখিল যে তাঁহার অনুগ্রহে ভাল কাজই মিলিতেছে। সে আনন্দে স্বীকার করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহের সহিত কাজে লাগিয়া গেল।

অবশেষে মহারাজ কর্ণদেবের মৃত্যুর কিঞ্চিদধিক একমাস পরেই মহাসমারোহে কুমার জয়দেবের অভিষেক সম্পন্ন হইল। গুর্জ্জরের সমস্ত মণ্ডল বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া সেই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। মুঞ্জালদেবের নির্দ্দেশে ও মন্ত্রী উদয়শেঠের ব্যবস্থায় কোথাও কোন ত্রুটি হইল না। ভারতের অন্যান্য দেশ গুর্জ্জরের একতা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিল।

গুর্জ্জরের সমস্ত মণ্ডলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা দেখিয়া মালবরাজও আর অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। এদিকে বৃদ্ধ মণ্ডলেশ্বর খেলিরদেব ও বল্লভসেনের দেখাদেখি অন্যান্য মণ্ডলেশ্বরগণও পাটনকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। মুঞ্জালের প্রচলিত নীতির ফলে তাহাদের স্বাতন্ত্র্যও বজায় রহিল এবং গুর্জ্জরের ঐক্যও প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিভিন্ন মণ্ডলের মণ্ডলেশ্বর, সামন্ত ও অন্যান্য সকলে নিশ্চিন্ত মনে অভিষেক উৎসবে আনন্দ করিল, কিন্তু মণ্ডলেশ্বরগণের নায়ক ত্রিভুবনপালের সে সৌভাগ্য হইল না। সে গুর্জ্জরের দণ্ডনায়ক, দীর্ঘকালব্যাপী সমস্ত গুর্জ্জরের অব্যবস্থা ও দুর্নীতির সংস্কার সহজ নয়। সকলে যখন আনন্দ উৎসবে মগ্ন, তখন সে যন্ত্রের মত দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া চলিয়াছে। বিশেষ করিয়া গুর্জ্জরে এই প্রথম ঐক্য ও একরাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে, ত্রিভুবনপালের আর অবসর মিলিল না এবং তাহার মিলিল না বলিয়া প্রসন্নেরও মিলিল না।

উৎসবের আনন্দ শেষ হইতে না হইতেই পাটনে আবার আনন্দের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। দণ্ডনায়ক ত্রিভুবনপালের সহিত রাজকুমারী প্রসন্নের বিবাহ। সারা গুর্জ্জর আর একবার আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। এমন কী অনেকে ভাবিল, বিবাহের উৎসব যেন অভিষেক উৎসবকে ম্লান করিয়া দিল। বিবাহের রাত্রে বর বধূকে দেখিয়া কঠোর হৃদয় মুঞ্জালেরও চক্ষু দিয়া অশ্রুর বড় বড় ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। লোকে আশ্চর্য্য হইয়া

দেখিল, মুঞ্জালও যন্ত্র নয় মানুষ। তাঁহার হৃদয়েও শোক দুঃখ বলিয়া কিছু আছে।

উৎসবের ঘটা দেখিয়া মহাদেবী একসময় মুঞ্জালকে বলিলেন, "আজ যেন আনন্দের শেষ নেই?"

মুঞ্জাল সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, "অভাব এই যে হংসা ও দেবপ্রসাদ আজ বেঁচে নেই।"

* * *

বিবাহ শেষ হইবামাত্র উদয়শেঠ চীনাংশুক পরিহিত বর-বধূর সামনে গিয়া দাঁড়াইল। ত্রিভুবন সহাস্যে কহিল, "উদয়শেঠজী তুমি মন্ত্রী হলে, বিয়ে করছ কবে?"

"আর মহারাজ, আমার আবার বিয়ে, সারাদেশে প্রসন্নমুখী একজনই, আর একজন কোথায় পাই বলুন?"

"তবে রে ব্যাটা বেনে, আমার সঙ্গে চালাকী?"

উদয়শেঠ পলাইয়া বাঁচিল।

* * *

অবসর মিলিলে ত্রিভুবনপাল মুঞ্জালদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মামা, এইবার আনন্দ হয়েছে তো?"

"না, বাবা আনন্দের কোন কারণ তো এখনও হয় নি।"

"সে কী, আনন্দের আর বাকী কী আছে?"

"যেদিন পাটনের দণ্ডনায়ক অবন্তীর কাছ থেকে কর আদায় করবে আমার আনন্দ হবে সেইদিন।"

* * *

বিবাহের পরের রাত্রি। রাত্রি গভীর, সারা দিনের আনন্দ উৎসবের কোলাহল কিছুক্ষণ হইল শান্ত হইয়াছে। দীপালোকে সমগ্র প্রাসাদ ঝলমল করিতেছে। ক্লান্ত গৃহবাসীরা প্রায় সকলেই নিদ্রিত, কেবল একটি কক্ষে দুইটি প্রাণী তখনও জাগিয়া ছিল। তাহাদের একজন কহিল, "তুমি পাটন ছেড়ে যেতে চেয়েছিলে না? এখন তোমার ছুটি, যেখানে খুসি যেতে পার।"

"এখন আর কী করে যাই? তখন যেতে দিলে না।" অপরজন কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত উত্তর দিল।

"যেতে দিলে ভাল হত, আমার মাথাটা অন্ততঃ বাঁচত। সেদিন আমি ঠিক তৈরী ছিলামনা তাই আমার মাথা ফাটিয়েছ, এইবার একবার এস দেখি কেমন পার, দেখেছ?" প্রসন্ন ঘুসি দেখাইল।

"ওঃ! ভারী তোমার হাতের জোর, দেখাব একবার?" ত্রিভুবন কাছে সরিয়া আসিয়া হাত ধরিবার চেষ্টা করিল।

"হাত দিও না বলছি, জানো এই হাত দিয়ে তোমায় আমি মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়েছিলাম।"

"এই হাত দিয়ে, তাই নাকি?"

"হাত ধরলে তো? দুষ্টু, বারণ করলাম না? কেন, সেই যখন কুমার জয়দেবের রক্ষীরা তোমায় আক্রমণ করেছিল।"

"সে তুমি? আরে আমি তো জানি তুমি—"

"সরে এসো না বলছি।"

"কেন?"

প্রসন্ন হাসিতে হাসিতে বিষম খাইবার উপক্রম করিল, তাহার পর কহিল, "একবার মুরারপালের কথা ভাবছ? সেও এখন নিশ্চয়ই জেগে আছে. বেচারী।"

ত্রিভুবন খুব খানিকটা হাসিয়া লইল, তাহার পর কহিল, "ঠাট্টা রাখ, আজ তোমায় দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জান?"

"কি?"

"বাবা কেন মার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জ্জণ দিয়েছেন।"

* * *

গুর্জ্জরে তাম্রচূড়ধ্বজ সিদ্ধরাজ জয়সিংহের রাজত্ব আরম্ভ হইল। স্বার্থের সংঘাত ও অন্তর্দ্বন্দের বাহিরে এই প্রথম গুর্জ্জরে এক রাজতন্ত্রের আরম্ভ। এখন সমগ্র গুর্জ্জরবাসীরই এক ধ্যান, এক মন্ত্র গুর্জ্জর সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সেই মন্ত্র

"জয় সোমনাথ!"

সমাপ্ত

"পাটনের প্রভুত্ব" ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইতিহাস যে উপন্যাস নহে, সেইরূপ উপন্যাসও ইতিহাস নহে, অতএব ঘটনাবলী এই উপন্যাসের পাতায় সন্নিবেশ করা হইয়াছে ত নিছক ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে তবে উপন্যাসে বর্ণিত মহারাজ কর্ণদেব, কুমার জয়দেব, মহামন্ত্রী মুঞ্জালদেব ইত্যাদি বহু চরিত্রই ঐতিহাসিক। বহু শিলালেখ ও তাম্রপট মধ্য যুগের গুজরাটের ইতিহাসের উপাদান।

গজনীর সুলতান মামুদ কর্তৃক সোমনাথ পত্তন ধ্বংস এবং তাহার প্রায় দেড়শত বৎসর পরে মহম্মদ ঘোরীর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার এই বিস্তীর্ণ সময়ের প্রথম ভাগই এই উপন্যাসের পটভূমিকা।

"পাটনের প্রভুত্ব," "গুর্জ্জরেশ্বর," "রাজাধিরাজ" এবং "জয় সোমনাথ" এই চারিখানি উপন্যাস লইয়া মুন্সীজী এক সুবৃহৎ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন, যদিও এই উপন্যাসগুলির প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্র এবং আপন নির্দ্দিষ্ট পটভূমিকায় সম্পূর্ণ। এই উপন্যাসমালার প্রথম গ্রন্থ "পাটনের প্রভুত্ব" প্রকাশিত হইল। ইহার দ্বিতীয় উপন্যাস "গুর্জ্জরেশ্বর" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। বিনীত—

প্রকাশক